THE

CASTES AND SECTS OF BENGAL

BY

NAGENDRA NATH VASU M. R. A. S.

Editor, Visvakosha : & Mem. Philo. Com.

Asiatic Society of Bengal, &c., &c.

Vol. I Part I

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

বিশ্বকোষ-সঙ্কলয়িতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি প্রণীত

ও প্রকাশিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রথম ভাগ

(ব্রাহ্মণ-কাণ্ড)

প্রথমাংশ

কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

Printed by

R. C. Mittra, at the **Visvakosha Press.**
21|3, Santiram Ghose's Street, Baghazar,
Calcutta.

পরম ভক্তিভাজন মাননীয়

স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র রায়

মহাশয়ের

পবিত্র নামস্মরণে

তাঁহার আদরের

ও

উৎসাহের ধন

ভক্তি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ

এই গ্রন্থ

উৎসর্গ করিলাম

সূচী

প্রথমাংশের মুখবন্ধ

(প্রথম সংস্করণ)

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন, ভারতবাসী দার্শনিকজগতে উচ্চ সম্মানলাভ করিলেও স্বদেশ ও স্বজাতির ইতিহাস-প্রকটনে সম্পূর্ণ পশ্চাৎপদ। হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত কাশ্মীর-উপবনের শ্রেষ্ঠ মালাকার কল্হন যে মালা গাঁথিয়া গিয়াছেন, ভাগীরথীর পবিত্র সলিল-বিধৌত আর্য্যাবর্ত্তের পুণ্যক্ষেত্রে সে মালাকারের চির অভাব কেন? প্রসিদ্ধ হণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন, ইংলণ্ডের প্রতি প্রদেশ, প্রতি বিভাগ, এমন কি প্রতি পল্লীর ইতিহাস পাওয়া যায়, আর সুবিস্তৃত ভারতের অতীতকীর্ত্তি ঘোষণা করিবার প্রকৃত ইতিহাস নাই। ভারতে একজন জেনোফন বা একজন থুসিদাইদিস্ জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইহা কি কম আক্ষেপের কথা!

য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা নহে; কিন্তু যে আর্য্যগণ সভ্যতার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তানগণ কি প্রকৃতই ইতিহাসের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করেন নাই! যে দেশে মহাভারত প্রচারিত হইয়াছিল, সে দেশের পরবর্ত্তী কালের ইতিহাস লিখিতে আর্য্যসন্তানগণ কি নিশ্চিন্ত হইবেন, ইহা কি সম্ভবপর? আমাদের বিশ্বাস, ভারতবর্ষের অতীত-কীর্ত্তির ইতিহাসের অভাব ছিল না।

উষ্ণপ্রধান ভারতের জলবায়ুগুণে এখানে কোন জিনিসই বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে না; শত শত বিদেশীয় ও বিধর্ম্মীর আক্রমণে ভারতের যে ক্ষতি হয় নাই, কালের অনন্তলীলায় প্রকৃতির প্রকোপে তদপেক্ষা অশেষ ক্ষতি হইয়া গিয়াছে; তাহাতে ভারতের কত শত পূর্ব্ব ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

যদি সুপ্রসিদ্ধ আলেকসান্দ্রিয়ার পুস্তকালয় বিধ্বস্ত না হইত এবং যদি শীতপ্রধান নেপালে ও কাশ্মীরে অশেষবিধ উৎপাতে বহুবার রাজবিপ্লব ও প্রজা উৎসাদন না ঘটিত, তাহা হইলে আজ আর ভারতের ইতিহাসের অভাব থাকিত না।

ভারতবাসী ধর্ম্মপ্রাণ। আহারে ব্যবহারে লোকাচারে সকল বিষয়েই ধর্ম্ম মানিয়া চলেন। প্রাণ অপেক্ষা তাঁহার নিকট ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পালনীয়। এই কারণেই তাঁহারা পুরুষপরম্পরায় কালের করাল কবলে লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ বিসর্জ্জন দিয়াও সহস্র সহস্র ধর্ম্মগ্রন্থ রক্ষা করিতে পারিয়াছেন; কিন্তু লৌকিক ইতিহাস, যাহার সহিত প্রকৃত ধর্ম্মের সংস্রব ছিল না, তাহা কোন সময়ে আদৃত ও যত্নের সহিত রক্ষিত হইলেও পরযুগে জলবায়ুর প্রকোপ হইতে উদ্ধার-সাধন ভাবী বংশধরগণ কর্ত্তব্য কর্ম্ম-মধ্যে গণ্য করেন নাই। নেপাল হইতে যে সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ বাহির হইতেছে, তাহা হইতেই আমাদের ঐরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে। আমরা এখন বুঝিতেছি, মুসলমান আধিপত্যের পূর্ব্বে প্রত্যেক রাজা বা রাজবংশের ইতিহাস

তৎকালীন রাজকবি বা রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইত, শত শত তাম্রশাসন ও সাময়িক খোদিতলিপি হইতে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

যতদিন ভারতবাসী উন্নত ছিলেন, স্ব স্ব স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যত দিন না বিধর্ম্মী বিদেশী আসিয়া তাঁহাদিগকে অবনত করিয়াছিল, ততদিন ভারতে ইতিহাসের আদর ছিল। তাঁহাদের অবনতির সহিত তাঁহাদের রাজনৈতিক ইতিহাসেরও সম্পূর্ণ অনাদর ঘটিয়াছে। * সেইজন্যই ভারতে রাজনৈতিক ইতিহাসের অভাব লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু সামাজিক-ইতিহাস রক্ষায় ভারতবাসী কখন উদাসীন হন নাই। সামাজিক ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ কুলপরিচয় এবং বংশাবলী-কীর্ত্তন, স্মরণাতীত বৈদিকযুগ হইতে অদ্যাবধি ভারতে প্রচলিত আছে †। ঋক্‌সংহিতা, রামায়ণ ও মহাভারতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। এখনকার কুলগ্রন্থ তাহার সাক্ষ্যস্থল। পূর্ব্বকালে মুনিঋষিগণ সমাজরক্ষা ও সম্বন্ধস্থাপন জন্য বিশ্বস্ত বংশের কুলপরিচয় রক্ষা করিতেন। পরবর্ত্তীকালে হিন্দু ও বৌদ্ধরাজগণের সময়ে পূজ্যপাদ আচার্য্যগণই ঐ কার্য্য সমাধান করিতেন। তৎপরে যখন আচার্য্যগণ ঐ মহাকার্য্যসাধনে পশ্চাৎপদ হইলেন, বা নানা রাজনৈতিক বা ধর্ম্মনৈতিক গোলযোগে নানা সমাজ ও শ্রেণীর বিস্তৃতি ঘটিতে লাগিল, হিন্দুরাজগণ সামাজিক গোলযোগ-নিবারণের জন্য প্রধান প্রধান জাতির কুলরক্ষা বা কুলমহিমা-কীর্ত্তন, সম্বন্ধ-স্থাপন ও সামাজিক মর্য্যাদা-নির্ণয় করিবার জন্য কুলাচার্য্য নিযুক্ত করিলেন। এই কুলাচার্য্যগণের যত্নে সকল সমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রক্ষিত হইয়াছে। এই সামাজিক ইতিহাসই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

বড়ই গৌরবের কথা যে, এই বঙ্গদেশের প্রকৃত রাজনৈতিক ইতিহাস অতিবিরল হইলেও, সামাজিক ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য নহে। বাঙ্গালার প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক শ্রেণী, প্রতি পরিবার, এমন কি প্রত্যেক প্রধান ব্যক্তির সামাজিক ইতিহাস পাওয়া যাইতে পারে। কি গৌরব ও সম্মানের সমুচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত ব্রাহ্মণসমাজ, কি অবনত ঘৃণিত চণ্ডাল-সমাজ, সকল সমাজেরই কুলক্রমানুসারী সামাজিক পদমর্য্যাদার ইতিহাস লক্ষিত হয়। প্রত্যেক সমাজের কুলাচার্য্য, সমাজদার বা প্রধানগণ স্ব স্ব সমাজের কুলগ্রন্থ রক্ষা করিয়া থাকেন। এই সকল কুলগ্রন্থ পাঠ করিলে, সেই সেই সমাজের উৎপত্তি, বিস্তৃত ও আভিজাত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমরা অবগত হইতে পারি।

বড়ই দুঃখের বিষয়, এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে কুলশাস্ত্রের সমাদর না থাকায়, দিন দিন শত শত কুলশাস্ত্র বিলুপ্ত হইতেছে। প্রকৃত কুলাচার্য্যগণ স্ব স্ব ব্যবসায় পরিত্যাগ করায় ও অধম ঘটকগণের হাতে সেই সকল অমূল্য শাস্ত্র ন্যস্ত থাকায় নানাপ্রকারে এই শাস্ত্রের অনাদর, বিকৃতি ও বিলোপ সাধিত হইতেছে।

* সুখের বিষয়, মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এ সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া সে অভাব দূর করিয়াছেন।

† অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভট্ট বা ভাটজাতি বিশিষ্ট বংশসমূহের গুণানুকীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকিত। সমাজের প্রধান কার্য্য বৈবাহিক সম্বন্ধনির্ণয় কালেও তাহারা বর ও কন্যাপক্ষের গুণকীর্ত্তন করিত।

প্রায় নয় বর্ষ অতীত হইল, আমাদের বিশ্বকোষ নামক বৃহদভিধানে "কুলীন" শব্দ প্রকাশিত হয়। এই কুলীন শব্দ লিখিবার সময় রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য প্রিয়নাথ ঘটক মহাশয়ের নিকট হইতে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের অনেকগুলি কুলগ্রন্থ প্রাপ্ত হই এবং কোটালিপাড়ের সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয় পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের কএকখানি কুলগ্রন্থ নকল করিয়া পাঠাইয়া দেন। আমি বিক্রমপুর, ইদিলপুর, যশোর ও বিষ্ণুপুর প্রভৃতি নানাস্থান হইতে নানাজাতির কএকখানি কুলগ্রন্থ সংগ্রহ করি। কিরূপে সেই অমূল্য জাতীয় ধন রক্ষিত হয়, কিরূপে বঙ্গবাসী বুঝিবেন যে, আমরা এখন অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইলেও আমাদের স্পর্দ্ধার জিনিস জাতীয় গৌরবপ্রকাশক শত শত সামাজিক গ্রন্থ আছে, যদ্দ্বারা সভ্যজগৎ বুঝিবেন যে, বাঙ্গালীকে যেমন ভীরু কাপুরুষ ও স্বদেশের ইতিহাসানভিজ্ঞ মনে করা যায়, বাস্তবিক তাহা নহে। যাহা পাশ্চাত্য জগতের কোন দেশে নাই, এই দীনহীন বঙ্গবাসীর তাহা আছে; বঙ্গের প্রতি জাতি, প্রতি শ্রেণী ও প্রতি সম্প্রদায়ের পরিচয় দিবার অমূল্য ধন লুক্কায়িত আছে।

ঐ সকল অমূল্য সামগ্রী রক্ষা করিবার জন্য আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি। কিন্তু মাদৃশ অধমের ঐ দুরাশা সফল হইবার কখন সুযোগ ঘটে নাই। অবশেষে নড়াইল হাটবাড়িয়ার সুযোগ্য জমিদার শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের আগ্রহে ও উৎসাহে এই মহাব্রত গ্রহণ করিবার সময় পাইলাম। গোবিন্দ বাবু বিশ্বকোষের "কুলীন" শব্দ পাঠ করিয়া কায়স্থ-সমাজের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন এবং এই মহাকার্য্যের ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হন। তাঁহার উপদেশে উৎসাহিত হইয়া আমি বঙ্গীয় সকল জাতির ধারাবাহিক ইতিহাসপ্রকাশে যত্নবান্ হইলাম।

এই মহাকার্য্য-সম্পাদনার্থ সকল জাতির সকল শ্রেণীর সর্ব্বপ্রকার কুলগ্রন্থ সংগ্রহ করিবার জন্য নানাস্থানে লোক প্রেরণ করি এবং নিজেও বিক্রমপুর, যশোর, রাণাঘাট প্রভৃতি স্থানের কুলাচার্য্যদিগের গৃহে গিয়া প্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহ অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। তৎকালে পূর্ব্ব-বঙ্গের সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

অনুসন্ধানকালে যশোর জেলাস্থ ব্রাহ্মণডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ কুলাচার্য্য ৺বংশীবদন বিদ্যারত্নের গৃহে অনেক দুষ্প্রাপ্য ও ঐতিহাসিক প্রাচীন কুলগ্রন্থ দেখিতে পাই, কিন্তু তাঁহার কন্যা (বর্ত্তমান গৃহস্বামিনী) ঐ সকল পবিত্র গ্রন্থ হস্তান্তর করিতে অসম্মত হওয়ায় আমি নিজহস্তে ঐ সকল গ্রন্থ নকল করিয়া আনিয়াছি। রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ ৺সাতকড়ি ঘটক মহাশয়ের সংগৃহীত পুথি হইতেও অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছি। সাহিত্যবান্ধব প্রফুল্লবাবুও ইতিপূর্ব্বে ফরিদপুর প্রভৃতি নানাস্থানের প্রথিত কুলাচার্য্যগৃহ হইতে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের ইতিহাস লিখিবার জন্য বহুতর কুলগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পরে আমার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তিনি আপন

সংগৃহীত সমুদয় কুলগ্রন্থ প্রদান করিয়া যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। এমন কি মেলের অনেক কথা যাহা এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা একপ্রকার তাঁহারই শ্রীকরপ্রসূত। বলিতে কি, তাঁহার সাহায্য ভিন্ন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের মেলকাণ্ড বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতে আমি কিছুতেই সমর্থ হইতাম না।

বর্ত্তমান অংশের মুদ্রণকার্য্য শেষ হইয়া আসিলে সাঙ্কাডাঙ্গানিবাসী প্রসিদ্ধ ঘটক ৺উমাকান্ত তর্কাচার্য্য মহাশয়ের পৌত্র যতীশচন্দ্র ঘটক তাঁহার পিতামহের সংগৃহীত অনেকগুলি কুলগ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতেও শেষাংশে আমি অনেক উপকার পাইয়াছি।

বর্ত্তমান রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলের গৌরবস্বরূপ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ, পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ; বি, এল, প্রভৃতি যে সকল মহাত্মা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবংশপ্রকাশে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, আমি ভক্তিবিনম্রহৃদয়ে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ব্রাহ্মণকাণ্ডের বর্ত্তমান অংশ প্রকাশকালে যে সকল ব্যক্তি সদাসর্ব্বদা পত্র লিখিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে সপ্তশতীকুলজাত পণ্ডিত বনমালী ভট্টাচার্য্যের নাম উল্লেখযোগ্য, এতদ্ভিন্ন আমি বর্ত্তমান গ্রন্থপ্রণয়নকালে যে সকল মহাত্মার এবং যে সকল গ্রন্থের সাহায্য পাইয়াছি, সেই সেই গ্রন্থকারের নিকটও কৃতজ্ঞ রহিলাম।

এরূপ মহাব্যাপার যে অবাধে ও অভ্রান্তভাবে সমাধা হইবে, তাহা আশা করা যায় না। অসংখ্য প্রাচীন ও অপ্রাচীন কুলগ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার মধ্য হইতে খাঁটি জিনিষ বাছিয়া লওয়া সহজ কথা নহে। আধুনিক ঘটকদিগের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও অর্থলোভবশতঃ দুগ্ধে গোমূত্রবৎ কত বিশুদ্ধবংশে মহাদোষ আরোপিত হইয়াছে, এবং কত হীনবংশ উন্নীত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। এই কারণে অনেক সময়ে কুলশাস্ত্রের গোলোকধাঁদায় পড়িয়া আমাকে দিশাহারা হইতে হইয়াছে এবং প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করিবার জন্য প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত কুলাচার্য্যদিগের নিকট শত শতবার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। কারণ আমি যখন যে বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছি, কেবল এক স্থানের পুথির উপর নির্ভর করিয়া কোন কথা লিখি নাই। উত্তররাঢ়, দক্ষিণরাঢ় ও পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানের কুলাচার্য্যগণের সংগৃহীত পুথি দৃষ্টে পরস্পর ঐক্য হইলে, তবে সেই প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছি।

'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'—এই স্পর্দ্ধাজনক নাম ব্যবহার করিয়াও আমি ভাল করি নাই। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের সূচীপত্র'-এই নাম দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইত। কারণ প্রত্যেক সমাজের বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে হইলে এরূপ বহু খণ্ড পুস্তক লিখিতে হয়। আমি যত সংক্ষেপে পারিয়াছি, প্রত্যেক সমাজের বিষয় লিখিয়াছি।

আমার উদ্দেশ্য, এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিয়া প্রত্যেক সমাজ স্ব স্ব সমাজের কুলগ্রন্থ ও পদমর্য্যাদা-রক্ষণে যত্নবান্ হইবেন। বহু লোকের চেষ্টা না থাকিলে, আমাদের বঙ্গীয়

সমাজ রক্ষা হইবে না। যখন বহুলোকের আগ্রহ হইবে, তখন আমা অপেক্ষা কোন উপযুক্ত ব্যক্তি স্ব স্ব সমাজের বিস্তারিত ইতিহাস লিখিয়া স্বজাতির গৌরব রক্ষা ও নিজ মহত্ত্ব প্রকাশ করিবেন, এরূপ ভরসা করিতে পারি। সেই ভাবী ইতিহাসের কতকটা ভিত্তিস্বরূপ এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকটিত করিলাম।

বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজের কুলশাস্ত্রসমূহের যেরূপ দুর্দ্দশা, তাহাতে এই মহাকার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ব্রাহ্মণকাণ্ডের এই অংশে প্রাচীনতম গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ, সপ্তশতী ও রাঢ়ীয় শ্রেণীর কথাই লিখিয়াছি। কিন্তু সপ্তশতী ও রাঢ়ীয় বিবরণ আমি যে সম্পূর্ণ করিতে পারিব, এ দুরাশা আমি কখন করি না। বড়ই দুঃখের বিষয়, আমি ঐ দুই সমাজের বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহের যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও আশানুরূপ সাহায্য পাই নাই; সুতরাং এরূপ গ্রন্থ অঙ্গহীন হইবে তাহা বিচিত্র নহে। এই কারণেই কাসিমবাজারের রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব রাজা আশুতোষ নাথ রায় প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত পরিবারগণের বিবরণ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হয় নাই। এখনও আমি করজোড়ে সাধারণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যদি কোন প্রকাশ্য বিষয় এই গ্রন্থের অঙ্গাধীন না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যিনি যে বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছেন, এই সময় আমাকে জানাইয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিবেন। আমি ব্রাহ্মণকাণ্ডের পরিশিষ্টে সেই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া সাধারণের অভাবমোচনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

এক্ষণে বক্তব্য এই, ৬৬ পৃষ্ঠায় পঞ্চগৌড়ের বিবরণে লিখিত হইয়াছে, শ্রীহর্ষ পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন। কিন্তু এখন অনুসন্ধানে জানিতেছি যে, কনোজাধিপতি শ্রীহর্ষ ও গৌড়োড্র-কলিঙ্গকোশলাধিপতি শ্রীহর্ষ দুইজনে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। শেষোক্ত শ্রীহর্ষ ভগদত্তবংশীয় ছিলেন, ও প্রাগ্‌জ্যোতিষে (বর্ত্তমান আসাম-প্রদেশে) রাজত্ব করিতেন। আসাম হইতে আবিষ্কৃত কোন কোন তাম্রশাসনে ইনি 'হরিষ' নামেও আখ্যাত হইয়াছেন। সুতরাং এই শ্রীহর্ষকে পঞ্চগৌড়েশ্বর বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

৭৭ পৃষ্ঠায় আমি লিখিয়াছি যে, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী হইতে গৌড়ে তান্ত্রিকধর্ম্মের স্পূর্ণ প্রভাব লক্ষিত হয়। সম্প্রতি নেপাল হইতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'কুলালিকাম্নায়' নামে যে তান্ত্রিক খণ্ডিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে, তান্ত্রিকধর্ম্ম খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীরও বহু পূর্ব্ব হইতে বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

১৪৪ পৃষ্ঠায় রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য ৺বংশীবদন বিদ্যারত্নের সংগৃহীত পুঁথি হইতে দেখাইয়াছি, রাঢ়াগত সারস্বত ব্রাহ্মণগণই বাসস্থানের নামানুসারে 'সপ্তশতী' নামে খ্যাত হইয়াছেন। এখন গৌড়াধিপ বল্লালসেনরচিত দানসাগরের উপক্রমে দেখিতেছি, তাঁহার গুরু অশেষ শাস্ত্রপারদর্শী অনিরুদ্ধ ভট্টও বারেন্দ্রবাসী সারস্বত ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। *

* "বেদার্থস্মৃতিসঙ্কলাদিপুরুষঃ শ্লাঘ্যো বরেন্দ্রীতলে নিত্যন্ত্রোজ্জ্বলবীচিবিলাসনয়নঃ সারস্বতং ব্রহ্মণি।
ষট্‌কর্ম্মভাবোদার্য্যশীলমমলঃ প্রখ্যাতসত্যব্রতো বৃত্রারেরিব গীষ্পতির্ন্নরপতেরস্তানিরুদ্ধো গুরুঃ॥" (দানসাগর)

ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, সপ্তশতী ব্রাহ্মণের এক শাখা বারেন্দ্র অঞ্চলেও বাস করিতেন। কুলাচার্য্য এড়ু মিশ্র সপ্তশতীদিগকে বল্লালসেনের সৃষ্টি বলিয়া শ্লেষ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বল্লালসেনের গুরু যখন এই সারস্বতসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তখন যে তিনি সপ্তশতীদিগকে সমধিক আদর করিয়া রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের প্রথমতঃ বিরাগভাজন হইবেন, ইহা অসম্ভব নহে।

যে সকল গ্রাম হইতে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের 'গাঁই' উৎপত্তি হইয়াছে, বহু কষ্টে সেই সকল গ্রামাদির বর্ত্তমান অবস্থিতি-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রথম উদ্যম যে সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে, সে আশাই করা যায় না। দুই একটী নামের অবস্থান সম্বন্ধে এখনও আমাদের সন্দেহ থাকিতেছে। আমার কোন প্রথিতনামা সুহৃদ্ একদিন বলিয়াছিলেন, বর্দ্ধমান জেলায় যে 'বাঁড়রী' গ্রাম আছে [১১৯ পৃষ্ঠা], তাহা সংস্কৃতাকারে বন্দ্যঘটীয় হইয়াছে। কিন্তু সুপ্রাচীন ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তিতে 'বন্দ্যঘটীয়' নাম থাকায় যেন সেই গ্রামের 'বন্দ্যঘট' নামই ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে। এ দেশে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন,—

"মুখটী কুটিল বড় বন্দিঘাটী সাদা।
তার মধ্যে বসে আছে চট্ট হারামজাদা॥"

বীরভূমের অন্তর্গত কাণানদীর নিকট (অক্ষা° ২৪° ৫৫′ ৫১″ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭° ৫২′ ২৫″ পূঃ) 'বন্দিঘাট' নামে একটী প্রাচীন গ্রাম আছে, কেহ কেহ মনে করেন, এই গ্রাম হইতে "বন্দ্য" গাঞি হইয়াছে।

অবশেষে নিবেদন এই, আমাদের সহৃদয় বঙ্গীয় পাঠকবর্গ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি কৃপাচক্ষে দর্শন করিলে আমার সকল পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব *।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
১৩০৫ সাল

* ব্রাহ্মণকাণ্ডের দ্বিতীয়াংশে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ, তৃতীয়াংশে পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক, চতুর্থাংশে শাকদ্বীপী বা আচার্য্য, পঞ্চমাংশে ত্রিস্রোতিয়া এবং ষষ্ঠাংশে পীরালী প্রভৃতি বঙ্গীয় অপরাপর ব্রাহ্মণসমাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণবর্গের আচার ব্যবহার ও সংস্কারের ধারাবাহিক ইতিহাস আচার ও ব্যবহারকাণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

দ্বাদশবর্ষের অধিক হইল, ব্রাহ্মণকাণ্ডের প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়, এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে আমরা বহু কুলগ্রন্থ ও বহু বিবরণ সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইয়াছি; পাশ্চাত্যবৈদিক, দাক্ষিণাত্যবৈদিক, শ্রীহট্টবৈদিক, শাকদ্বীপী বা গ্রহবিপ্র এবং বঙ্গের জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণগণের বিবরণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ সকল ব্রাহ্মণ-বিবরণ পুনর্মুদ্রণের সময় আসিয়াছে। এদিকে বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ বিবরণ ও পীরালী সমাজের ইতিহাস যন্ত্রস্থ। শেষোক্ত ব্রাহ্মণ-বিবরণের মুদ্রণকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা। এদিকে ব্রাহ্মণ-সমাজ ব্যতীত অপর সমাজের জাতীয় ইতিহাস সঙ্কলনেও নিশ্চেষ্ট নহি। কায়স্থ ও বৈশ্য-সমাজের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিবার উদ্দেশ্যে উভয় সমাজের আড়াই শতের অধিক প্রাচীন কুলগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। উক্ত অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য সামাজিক ইতিবৃত্তের সাহায্যে কায়স্থকাণ্ড লিখিত হইতেছে। বর্ত্তমান বর্ষ-মধ্যেই তাহার একখণ্ড প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা। এতদ্ভিন্ন বৈশ্যকাণ্ডেরও একখণ্ড অল্প দিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে।

কএক মাস হইতে ব্রাহ্মণকাণ্ডের প্রথমাংশ একেকালে নিঃশেষিত হওয়ায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের অনেক মহাত্মার আগ্রহে এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। তাঁহাদের উপদেশে গ্রন্থশেষে লিখিত সমাজের মধ্যে অনেকের অপ্রীতিকর মেলের পরিচয় অংশ পরিত্যক্ত হইল এবং বহু ঐতিহাসিক বিবরণ সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে নানা বংশাবলি সহ মুদ্রিত হইল। বলিতে কি, প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর এই দ্বাদশবর্ষ মধ্যে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা আমি সাধ্যমত এই সংস্করণে সন্নিবেশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি।

অবশেষে নিতান্ত শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে ইহাও জানাইতে বাধ্য হইতেছি, প্রথম সংস্করণ প্রকাশকালে যাঁহারা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। আজ তাঁহারা জীবিত থাকিলে আমি তাঁহাদের নিকট কত উপদেশ ও কতই সাহায্য পাইতাম! বিশেষতঃ যাঁহার ঐকান্তিক যত্ন, উৎসাহ ও অর্থ-সাহায্যে প্রবুদ্ধ হইয়া আমি বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রকাশরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি, আমার সেই প্রধান উৎসাহদাতা ৺গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে প্রকৃত প্রস্তাবে আমি প্রধান সহায় হারাইয়াছি।

বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়
২০নং কাঁটাপুকুরলেন, বাগ্‌বাজার, কলিকাতা।
বঙ্গাব্দ ১৩১৮।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

উপক্রমণিকা

জাতি-বিভাগ

ভারতবর্ষ ভিন্ন অপরাপর দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সেই সেই দেশের অধিবাসিগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও সকলেই একজাতি বলিয়া গণ্য। ভারতবর্ষে জাতি বলিলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে বুঝায়। এদেশে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের বাস। এই চারিবর্ণ হইতে অসংখ্য শ্রেণী, অসংখ্য শাখা এবং অসংখ্য সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে।

বর্ণভেদ, কেবল বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মাবলম্বির মধ্যেই লক্ষিত হয়। যাঁহারা হিন্দু নহেন, তাঁহারা এই বর্ণভেদ-প্রথা যে কি জিনিষ, তাহা সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন না। বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি সমাজেও বর্ণভেদ-প্রথা কতকটা প্রচলিত আছে, কিন্তু হিন্দুসমাজের মত এত আঁটাআঁটি এত বাঁধাবাঁধি নাই। আভিজাত্য ও কৌলীন্য অনুসারে খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজে কতকটা উচ্চ নীচ ভেদ দেখা যায় বটে, কিন্তু হিন্দুসমাজের ন্যায় এত কঠোর অনুশাসনে নিবদ্ধ ধারাবাহিক সুপ্রণালী-সংযত বিধিবদ্ধ প্রথা আর কোথাও নাই। ধর্ম্ম ও নীতির ভিত্তি হইতে হিন্দুসমাজে জাতীয়তা সংগঠিত। ঐহিক ও পারলৌকিক সকল বিষয়েই হিন্দুগণ জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকেন। জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিতে না পারিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকে না। এরূপ অনিবার্য্য জাতিভেদপ্রথা কিরূপে প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে বর্ণাদির উৎপত্তি সম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, প্রথমে তাহাই আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

বৈদিক-প্রসঙ্গ

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে, আমরা সর্ব্বপ্রথম চারি জাতির উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ দেখিতে পাই,—

"যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূ পাদা উচ্যেতে॥
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥" (ঋক্ ১০।৯০।১১।১২)*

'যখন পুরুষকে বিভক্ত করিয়াছিল, তখন কত ভাগে তাঁহাকে বিভক্ত করা হইয়াছিল? তাঁহার মুখ কি হইল, বাহু, ঊরু ও পদদ্বয়ই বা কি হইল? ইঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছিল, বাহুযুগলকেই রাজন্য করা হইল, যাহা হইতে বৈশ্য, তাহাই ইঁহার ঊরুযুগল এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।'

বাজসনেয়সংহিতা (৩১।১৬) ও অথর্ব্ববেদেও (১৯।৬।৬) ঐ পুরুষসূক্ত আছে এবং মন্ত্রের সকল অংশই ঋক্‌সংহিতার সহিত মিল আছে; কেবল অথর্ব্ববেদে "ঊরু" স্থানে "মধ্য তদস্য যদ্বৈশ্যঃ" এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

তৈত্তিরীয়সংহিতায় (কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে) একটু বিশেষ করিয়া লিখিত আছে—

"প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয়েতি সমুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত তমগ্নির্দেবতান্বসৃজত গায়ত্রীচ্ছন্দোরথন্তরং সাম ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণামজঃ পশূনাং তস্মাত্তে মুখ্যামুখতোহ্যসৃজ্যন্তো-রসো বাহুভ্যাং পঞ্চদশং নিরমিমীত তমিন্দ্রো দেবতান্বসৃজ্যত ত্রিষ্টুপ ছন্দো বৃহৎসাম রাজন্যো মনুষ্যাণামবিঃ পশূনাং তস্মাত্তে বীর্য্যাবন্তো বীর্য্যাধ্যসৃজ্যন্ত মধ্যতঃ সপ্তদশং নির-মিমীত তং বিশ্বেদেবাদেবতা অন্বসৃজ্যন্ত জগতীচ্ছন্দো বৈরূপং সাম বৈশ্যো মনুষ্যাণাং গাবঃ পশূনাং তস্মাত্ত আদ্যা অন্নধানাধ্য সৃজ্যন্ত তস্মাভূয়াং সোঽন্যেভ্যো ভূয়িষ্ঠা হি দেবতা অন্বসৃজ্যন্ত পত্ত একবিংশং নিরমিমীত তমনুষ্টুপ্ ছন্দঃ অন্বসৃজ্যত বৈরাজং সাম শূদ্রোমনুষ্যাণামশ্বঃ পশূনাং তস্মাত্তৌ ভূতসংকামিণাবশ্বশ্চ শূদ্রশ্চ তস্মাচ্ছূদ্রো যজ্ঞেন বক্লপ্তো ন হি দেবতা অন্বসৃজ্যত তস্মাৎপাদাবুপজীবতঃ পত্তোহ্যসৃজ্যেতাং।" (৭।১।১।৪-৯)

* প্রশ্নোত্তরকপেণ ব্রাহ্মণাদিসৃষ্টিং বক্তুং ব্রহ্মবাদিনাং প্রশ্না উচ্যন্তে। প্রজাপতেঃ প্রাণরূপা দেবা যদ্যদা পুরুষং বিরাড়্রূপং ব্যদধুঃ সংকল্পেনোৎপাদিতবন্তঃ তদানীং কতিধা কতিভিঃ প্রকারৈর্ব্যকল্পয়ন্। বিবিধং কল্পিতবন্তঃ। অস্য পুরুষস্য মুখং কিমাসীৎ। কৌবাহূ অভূতাং। কা ঊরূ। কৌ চ পাদাবুচ্যেতে। প্রথমং সামান্যরূপঃ প্রশ্নঃ পশ্চান্মুখং কিমিত্যাদিনা বিশেষবিষয়াঃ প্রশ্নাঃ।

ইদানীং পূর্ব্বোক্তানাং প্রশ্নানামুত্তরাণি দর্শয়তি। অস্য প্রজাপতের্ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণত্বজাতিবিশিষ্টঃ পুরুষো মুখমাসীৎ। মুখাদুৎপন্ন ইত্যর্থঃ। যোঽয়ং রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়ত্বজাতিমান্ পুরুষঃ স বাহূ কৃতঃ। বাহুত্বেন নিষ্পাদিতঃ বাহুভ্যামুৎপাদিত ইত্যর্থঃ। তত্তদানীমস্য প্রজাপতের্যদূরূ তদ্রূপো বৈশ্যঃ সম্পন্নঃ। ঊরুভ্যামুৎপন্ন ইত্যর্থঃ। তথাস্য পদ্ভ্যাং পাদাভ্যাং শূদ্রঃ শূদ্রত্বজাতিমান্ পুরুষোঽজায়ত। ইয়ঞ্চ মুখাদিভ্যো ব্রাহ্মণাদীনামুৎপত্তির্যজুঃসংহিতায়াং সপ্তমকাণ্ডে স মুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত। তৈ সং ৭।১।১।৪। ইত্যাদৌ বিস্পষ্টমাম্নাতা। (ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য)

প্রজাপতি ইচ্ছা করিলেন, 'আমি জন্মিব'; তিনি মুখ হইতে ত্রিবৃৎ নির্ম্মাণ করিলেন, তৎপরে অগ্নিদেবতা, গায়ত্রীচন্দঃ, রথন্তরসাম, মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং পশুগণের মধ্যে অজ (মুখ হইতে) উৎপন্ন হইল। মুখ হইতে সৃষ্ট বলিয়াই তাহারা মুখ্য। বক্ষ ও বাহুযুগল হইতে পঞ্চদশ (স্তোম) নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে ইন্দ্রদেবতা, ত্রিষ্টুভ্ ছন্দ, বৃহৎসাম, মনুষ্যগণের মধ্যে রাজন্য এবং পশুগণের মধ্যে মেষ সৃষ্ট হইল, বীর্য্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহারা বীর্য্যবান্। মধ্য হইতে সপ্তদশ (স্তোম) নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে বিশ্বেদেব দেবতা, জগতী চন্দঃ, বৈরূপসাম, মনুষ্যগণের মধ্যে বৈশ্য এবং পশুগণের মধ্যে গোগণ সৃষ্ট হইল; অন্নাধার হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহারা অন্নবান্; ইহাদের সংখ্যা বহু, কারণ বহুসংখ্যক দেবতাও পরে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার পা হইতে একবিংশ (স্তোম) নির্ম্মাণ করিলেন, পরে অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, বৈরাজসাম, মনুষ্যগণের মধ্যে শূদ্র ও পশুগণের মধ্যে অশ্ব সৃষ্ট হইল। এই অশ্ব ও শূদ্রই ভূতসংক্রামী, (বিশেষতঃ) শূদ্র যজ্ঞে অনুপযুক্ত কারণ একবিংশ (স্তোমের) পর আর কোন দেবতা সৃষ্ট হয় নাই। পা হইতে উৎপন্ন বলিয়া উভয়ে (অশ্ব ও শূদ্র) পত্ত অর্থাৎ পাদদ্বারা জীবন রক্ষা করিবে।

বাজসনেয়সংহিতার অন্যস্থলে আবার লিখিত আছে—

"তিসৃভিরস্তুবত ব্রহ্মাসৃজ্যত ব্রহ্মণস্পতিরধিপতিরাসীৎ।" (১৪।২৮)

'পঞ্চদশভিরস্তুবত ক্ষত্রমসৃজ্যত ইন্দ্রোঽধিপতিরাসীৎ।' (১৪।২৯)

"নবদশভিরস্তুবত শূদ্রার্য্যাবসৃজ্যেতামহোরাত্রে অধিপত্নী আস্তাম্।" (১৪।৩০)*

(প্রজাপতি) (প্রাণ, উদান ও ব্যান এই) তিন দ্বারা স্তব করায় ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইল, ব্রহ্মণস্পতি অধিপতি হইলেন। হস্ত ও পদাঙ্গুলি দশ, করযুগ ও বাহুযুগ এবং নাভির উর্দ্ধভাগ এই) পঞ্চদশ দ্বারা স্তব করিলে ক্ষত্রিয় সৃষ্ট হইল; ইন্দ্র অধিপতি হইলেন। (এবং দশাঙ্গুলি ও শরীরের উর্দ্ধাবস্থ ছিদ্ররূপ নব প্রাণ এই) উনিশ দিয়া স্তব করিলে শূদ্র ও বৈশ্য সৃষ্ট হইল। অহোরাত্র অধিপতি হইলেন।

* 'তিসৃভিঃ প্রাণোদানব্যানৈরস্তৌৎ ব্রহ্ম ব্রাহ্মণজাতিঃ সৃষ্টা ব্রহ্মণস্পতির্ব্রাহ্মণজাতেঃ স্বাম্যভূৎ।'

'পঞ্চদশভিঃ দশ হস্তাঙ্গুলয় করৌ বাহূ নাভেরূর্দ্ধভাগশ্চ তৈরস্তুবত ততঃ ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়জাতিঃ সৃষ্টা ইন্দ্রঃ ঐশ্বর্য্যশালী তদভিমানী দেবঃ স্বামাভূৎ।'

'নবদশভিঃ দশহস্তাঙ্গুলয়ঃ ঊর্দ্ধাধঃস্থচ্ছিদ্ররূপা নবপ্রাণাস্তৈরস্তৌৎ। ততঃ শূদ্রার্য্যৌ শূদ্রবৈশ্যাবসৃজ্যেতাং সৃষ্টৌ। অর্যঃ স্বামিবৈশ্যয়ো। অহোরাত্রে তয়োঃ স্বামিত্বেনাস্তাম্।'—(বেদদীপে মহীধর)

অথর্ব্ববেদের একস্থানে আবার লিখিত আছে—

"তদ্‌যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো রাজ্ঞোঽতিথিগৃ´হানাগচ্ছেৎ।
শ্রেয়াংসমেনমাত্মনো মানয়েত্তথা ক্ষত্রায় না বৃশ্চতে তথা রাষ্ট্রায় না বৃশ্চতে॥
অতো বৈ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ চোদতিষ্ঠতাং।" (অথর্ব্ব ১৫।১০।১-৩)

যে রাজার গৃহে এইরূপ বিদ্বান্ ব্রাত্য অতিথিরূপে আগমন করেন, আপন অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক সম্মান করাই শ্রেয়। এরূপ করিলে তাঁহার রাজসম্মান বা রাজ্যের কিছুই হানি হয় না। এই (ব্রাত্য) হইতেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছিল।

তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণের মতে—

"সর্ব্বং হেদং ব্রহ্মণা হৈব সৃষ্টং ঋগ্‌ভ্যো জাতং বৈশ্যং বর্ণমাহুঃ।
যজুর্ব্বেদং ক্ষত্রিয়স্যাহুর্যোনিং সামবেদো ব্রাহ্মণানাং প্রসূতিঃ॥" (৩।১২।৯।৩)

এই সমস্ত (বিশ্ব) ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ঋক্ হইতে বৈশ্যবর্ণ উৎপন্ন। আর যজুর্ব্বেদকেও ক্ষত্রিয়ের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান বলে। সামবেদ ব্রাহ্মণদিগের প্রসূতি অর্থাৎ সামবেদ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে।

শতপথব্রাহ্মণে আবার লিখিত আছে—

'ভূরিতি বৈ প্রজাপতির্ব্রহ্ম অজনয়ত ভুবঃ ইতি ক্ষত্রং স্বরিতি বিশম্।
এতাবদ্বৈ ইদং সর্ব্বং যাবদ্‌ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্।" (২।১।৪।১৩)

'ভূঃ' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রজাপতি ব্রাহ্মণকে জন্মাইয়া ছিলেন, ভুবঃ' এই শব্দ করিয়া ক্ষত্রিয় এবং 'স্বঃ' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া বৈশ্যকে সৃষ্টি করিলেন। এই সমস্ত বিশ্বমণ্ডলই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।

তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে এক স্থানে লিখিত আছে—

"দৈব্যো, বৈ বর্ণো ব্রাহ্মণঃ আসুর্য্যো শূদ্রঃ।" (১।২।৬।৭) *

দেবগণ হইতে ব্রাহ্মণবর্ণ এবং অসুর হইতে শূদ্রবর্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

আবার অন্যস্থানে লিখিত আছে—

"অসতো বৈ এষ সম্ভূতো যৎ শূদ্রাঃ।" (৩।২.৩।১

অসৎ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে।

---

* "ব্রাহ্মণশ্চ শূদ্রশ্চ চর্ম্মকর্ত্তে ব্যায়চ্ছেতে। দৈব্যো বৈ বর্ণো ব্রাহ্মণঃ। অসুর্য্যঃ শূদ্রঃ। ইমেঽরাৎসুরিমে ছভূতনক্রন্নিত্যক্ততরো ব্রূয়াৎ ইমে উদ্বাসীকারিণ ইমে দুভূ´তমক্রন্নিত্যক্ততরঃ। যদেবৈং সুকৃতং বা রাদ্ধিঃ। অন্যতরোঽভিশ্রীণাতি যদেবৈবাং দুষ্কৃতং বা রাদ্ধি অন্যতরোপহন্তি। ব্রাহ্মণঃ সঞ্জয়তি।" (ভাষ্য)

এই ত গেল বেদের কথা। মনুসংহিতা, কূর্ম্মপুরাণ ও ভাগবতপুরাণেও পুরুষসূক্তানুসারে চারিজাতির উৎপত্তি-বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু পৌরাণিক অপরাপর গ্রন্থে মতভেদ লক্ষিত হয়।

পৌরাণিক প্রসঙ্গ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—

"ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ দৃষ্ট্বা[1] সিদ্ধিন্তু কর্ম্মজাম্।
ততঃ প্রভৃত্যথৌষধাঃ কৃষ্টপচ্যাস্তু জজ্ঞিরে॥
সংসিদ্ধায়াস্তু বার্ত্তায়াং ততস্তাসাং স্বয়ম্ভুবঃ।
মর্য্যাদাঃ স্থাপয়ামাস যথারব্ধাঃ পরস্পরম্॥
যে বৈ পরিগৃহীতারস্তাসামাসন্ বিবিধাত্মকাঃ।
ইতরেষাং কৃতত্রাণাঃ স্থাপয়ামাস ক্ষত্রিয়ান্॥
উপতিষ্ঠন্তি যে তান্ বৈ যাবন্তো নির্ভয়াস্তথা।
সত্যং ব্রহ্ম যথা ভূতং ব্রুবন্তো ব্রাহ্মণাশ্চ তে॥
যে চান্যেপ্যবলাস্তেষাং বৈশ্যসৎকর্ম্মসংস্থিতাঃ।
কীনাশা নাশয়ন্তি স্ম পৃথিব্যাং প্রাগতন্দ্রিতাঃ॥
বৈশ্যানেব তু তানাহুঃ কীনাশান্ বৃত্তিসাধকান্।
শোচন্তশ্চ দ্রবন্তশ্চ পরিচর্য্যাসু যে রতাঃ॥
নিস্তেজসোঽল্পবীর্য্যাশ্চ শূদ্রাস্তানব্রবীৎ তু সঃ।
তেষাং কর্ম্মাণি ধর্ম্মাশ্চ ব্রহ্মা তু ব্যদধাৎ প্রভুঃ।
সংস্থিতৌ প্রাকৃতায়াস্তু চাতুর্বর্ণ্যস্য সর্ব্বশঃ॥" (পূর্ব্বভাগ ৮।১৫৪-১৬০)

ভগবান্ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা সেই ফলমূল কৃষ্টপচ্যারূপে সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে প্রজাদিগের বৃত্তি উপায় স্থির হইলে স্বয়ম্ভূ তাহাদিগের মধ্যে মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন। প্রজাসমূহমধ্যে যাহারা পরিগৃহীতা এবং অপর প্রজার রক্ষাকর্ত্তা তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়, যাহারা ক্ষত্রিয়গণের আশ্রয়ে নির্ভয় হইয়া কেবলমাত্র "সর্ব্বভূতেই ব্রহ্ম বিদ্যমান" এইরূপ চিন্তায় দিনপাত করিত, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ; যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল এবং কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদিগকে বৈশ্য এবং যাহারা শোকদুঃখপরায়ণ, নিস্তেজ অল্পবীর্য্য এবং অন্য জাতিত্রয়ের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত, তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

১ মার্কণ্ডেয়পুরাণে "যথা ন্যায়ং" এইরূপ পাঠ আছে।

বিষ্ণু, মৎস্য ও মার্কণ্ডেয়পুরাণেও ঠিক এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

হরিবংশে একটু ভিন্নপ্রকার লিখিত আছে—

'ব্যতিরিক্তেন্দ্রিয়ো বিষ্ণুর্যোগাত্মা ব্রহ্মসম্ভবঃ।
দক্ষঃ প্রজাপতির্ভূত্বা সৃজ্যতে বিপুলাঃ প্রজাঃ॥
অক্ষরাদ্ব্রাহ্মণাঃ সৌম্যাঃ ক্ষরাৎ ক্ষত্রিয়বান্ধবাঃ।
বৈশ্যা বিকারতশ্চৈব শূদ্রাঃ ধর্মবিকারতঃ॥
শ্বেতলোহিতকৈর্বর্ণৈঃ পীতৈর্নীলৈশ্চ ব্রাহ্মণাঃ।
অভিনির্বর্ত্তিতাঃ বর্ণাশ্চিন্তয়ানেন বিষ্ণুনা॥
ততো বর্ণত্বমাপন্নাঃ প্রজাঃ লোকে চতুর্বিধাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব মহীপতে॥
ততো নির্ব্বাণসম্ভূতাঃ শূদ্রাঃ কর্ম্মাববর্জ্জিতাঃ।
তস্মাদনার্হন্তি সংস্কারং ন হ্যত্র ব্রহ্ম বিদ্যতে॥"

(এই ক্ষত্রযুগে) ইন্দ্রিয়াদির অগোচর যোগাত্মা ব্রহ্মসম্ভব বিষ্ণু দক্ষপ্রজাপতি হইয়া বিপুল প্রজাবর্গ সৃষ্টি করেন। অক্ষর অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বগুণ হইতে সৌম্য ব্রাহ্মণগণ, ক্ষর অর্থাৎ উগ্রতম রজোগুণ হইতে ক্ষত্রিয় বান্ধবগণ, উভয়ের বিকার হইতে বৈশ্যগণ এবং ধর্ম অর্থাৎ তমো গুণ-বিকার হইতে শূদ্রগণ উৎপন্ন হইয়াছে। ভগবান্ শ্বেত, লোহিত, পীত ও নীল এই চতুর্বিধ বর্ণের চিন্তা করেন, তাই জগতের প্রজাগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছে।

আবার মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে—

ততঃ কৃষ্ণো মহাভাগঃ পুনরেব যুধিষ্ঠির।
ব্রাহ্মণানাং শতং শ্রেষ্ঠং মুখাদেবাসৃজৎ প্রভুঃ॥
বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়শতং বৈশ্যানাং ঊরুতঃ শতম্।
পদ্ভ্যাং শূদ্রশতঞ্চৈব কেশবো ভরতর্ষভ॥"

হে যুধিষ্ঠির! তখন পুনরায় কেশব কৃষ্ণ মুখ হইতে শত শ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণ, বাহুযুগল হইতে শত ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে শত বৈশ্য এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্র সৃষ্টি করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—

"মুখতোঽবর্ত্তত ব্রহ্ম পুরুষস্য কুরূদ্বহ।
যস্তুন্মুখত্বাদ্বর্ণানাং মুখ্যোঽভূদ্ব্রাহ্মণো গুরুঃ॥

বাহুভ্যোঽবর্ত্তত ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়স্তদনুব্রতঃ।
যো জাতস্ত্রায়তে বর্ণান্ পৌরুষঃ কণ্টকক্ষতাৎ॥
বিশোঽবর্ত্তন্ত তস্যোর্ব্বোর্লোকবৃত্তিকরীর্বিভোঃ।
বৈশ্যস্তদুদ্ভবো বার্ত্তাং নৃণাং যঃ সমবর্ত্তয়ৎ॥
পদ্ভ্যাং ভগবতো জজ্ঞে শুশ্রূষা ধর্ম্মসিদ্ধয়ে।
তস্যাং জাতঃ পুরা শূদ্রো যদ্‌বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিঃ॥" (ভাগবত ৩৬।২৬।২৯)

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! অনন্তর সেই বিরাট্ পুরুষের মুখ হইতে বেদ ও ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার মুখ হইতে উৎপন্ন হন, এই জন্য বর্ণের প্রথম ও গুরু হইয়াছেন। তাঁহার বাহু সকল হইতে ক্ষত্র অর্থাৎ পালন-বৃত্তি এবং ঐ বৃত্তির অনুসরণকারী ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইল। এই কারণেই ক্ষত্রিয়জাতি পৌরুষাদি উপদ্রব হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকলকে রক্ষা করিয়া থাকে। তৎপরে তাঁহার ঊরুদ্বয় হইতে লোকজীবিকার হেতুস্বরূপ কৃষ্যাদি ব্যবসাও উৎপন্ন হইল এবং বৈশ্যজাতিও সেই ঊরুদেশ হইতে জন্মিল। এই কারণে ইহারা বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ভগবানের পদদ্বয় হইতে ধর্ম্মসিদ্ধির হেতু শুশ্রূষা এবং ঐ কার্য্যার্থ শূদ্র জাতিও উৎপন্ন হইল। হরি এই জাতির বৃত্তি দ্বারাই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

মহাভারতে আদিপর্ব্বে লিখিত আছে, মনু হইতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

এইরূপ নানা পুরাণে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিবর্ণ হইতে আবার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি-সংবাদ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ হইতে যে অপর বর্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে; সুতরাং এ সম্বন্ধে আর অপর প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয়াদি হইতে আবার বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, এখানে তাহার কতকগুলি প্রমাণ দিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—

"ধৃষ্টাদ্ধার্ষ্টমভূৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ।" (৯।২।১৭)

ক্ষত্রিয় হইতে অপর বর্ণের উৎপত্তি।

মনুর পুত্র ধৃষ্ট, তাঁহা হইতে ধার্ষ্ট নামক ক্ষত্রিয় বংশের উৎপত্তি হয়। ধার্ষ্টগণ ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।
(৯।২।১৭ শ্রীধর-টীকা)

মার্কণ্ডেয়পুরাণের মতে—দিষ্টের পুত্র নাভাগ ক্ষত্রিয় হইয়াও বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিয়া বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হন। আবার হরিবংশে লিখিত আছে—নাভাগা-

রিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য হইলেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। (হরিবংশ ১১ অঃ) বিষ্ণুপুরাণের মতে—রাজা অম্বরীষের পুত্র বিরূপ, বিরূপের পুত্র পৃষদশ্ব, তাঁহার পুত্র রথীতর, ক্ষত্রিয় অথচ আঙ্গিরস বলিয়া তাহাদিগকে ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলা যায়। (বিষ্ণুপুরাণ ৪।২ অঃ)

মহাভারতে বিনা অনুষ্ঠানে ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ হইবার একটী বেশ উপাখ্যান আছে। তাহা এই—

'বীতহব্যের পুত্রগণ কাশীরাজ দিবোদাসকে আক্রমণ করেন। সেই যুদ্ধে কাশীরাজের আত্মীয়গণ প্রাণত্যাগ করেন। রাজা দিবোদাস ভরদ্বাজের আশ্রমে গিয়া বাস করিতে থাকেন। ভরদ্বাজ দিবোদাসের জন্য এক যজ্ঞ করিলেন, তাহাতে প্রতর্দ্দন নামে দিবোদাসের এক পুত্র জন্মিল। যথাকালে প্রতর্দ্দন পিতা কর্ত্তৃক বীতহব্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। বীতহব্য পলাইয়া গিয়া মহর্ষি ভৃগুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রতর্দ্দন জানিতে পারিয়া ভৃগুর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং বীতহব্যকে দেখাইয়া দিতে কহিলেন। ভৃগু মিথ্যা করিয়া বলিলেন, এখানে কোন ক্ষত্রিয় নাই। প্রতর্দ্দন চলিয়া গেলেন। ভৃগুর কথায় ক্ষত্রিয় বীতহব্য সেই অবধি ব্রাহ্মণ হইলেন। বেদবিৎ গৃৎসমদ এই বীতহব্যের পুত্র।

(অনুশাসনপর্ব্ব ৩০ অঃ)

ভগবান্ মনুর দৌহিত্র পুরূরবা। বিষ্ণুপুরাণ মতে, এই পুরূরবার পুত্র আয়ু। আয়ুর ৫ পুত্রের মধ্যে ক্ষত্রবৃদ্ধ একজন। এই ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র শুনহোত্র, শুনহোত্রের তিন পুত্র কাশ, লেশ ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদ * হইতে চাতুর্বর্ণ্য-প্রবর্ত্তয়িতা শৌনক জন্মগ্রহণ করেন।

---

* এই গৃৎসমদ ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ঋষি। সায়ণাচার্য্য দ্বিতীয় মণ্ডলের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

'মণ্ডলদ্রষ্টা গৃৎসমদ ঋষিঃ। স চ পূর্ব্বমাঙ্গিরসকুলে শুনহোত্রস্য পুত্রঃ সন্ যজ্ঞকালেঽসুরৈর্গৃহীতঃ ইন্দ্রেণ মোচিতঃ। পশ্চাত্তদ্বচনেনৈব ভৃগুকুলে শুনকপুত্রো গৃৎসমদনামাভূৎ। তথা চানুক্রমণিকা—"যঃ আঙ্গিরস শৌনহোত্রো ভূত্বা ভার্গবঃ শৌনকোঽভবৎ স গৃৎসমদো দ্বিতীয়ং মণ্ডলমপশ্যদিতি॥ গৃৎসমদঃ শৌনকো ভৃগুতাং গত। শৌনহোত্রঃ প্রকৃত্যা তু যঃ আঙ্গীরস উচ্যতে।"

এই মণ্ডল গৃৎসমদ ঋষি দেখিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি পূর্ব্বে আঙ্গিরসবংশীয় শুনহোত্রের পুত্র ছিলেন, অসুরেরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যায়, ইন্দ্র তাঁহাকে মুক্ত করেন, পরে সেই দেবতার কথামত তাঁহার ভৃগুকুলে শুনকপুত্র গৃৎসমদ নাম হইল। সেই জন্য অনুক্রমণিকায় লিখিত আছে, গৃৎসমদ প্রকৃত আঙ্গিরসকুলে ও শুনহোত্রের পুত্ররূপে জন্ম হইলেও ভার্গব ও শুনকপুত্র হইয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় মণ্ডল দেখিয়াছিলেন।

"পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ।" (হরিবংশ ২৯ অঃ)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাদিতেও এই শ্লোকটী আছে। হরিবংশের ৩২ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্বর্ণ্য প্রবর্ত্তয়িতাভূৎ।" (বিষ্ণুপু° ৩৮।১)

ক্ষত্রিয় হইতে চারি বর্ণ।

হরিবংশে লিখিত আছে, গৃৎসমদের পুত্র শুনক, এই শুনক হইতে শৌনক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি জন্মে।

"বৎসস্য বৎসভূমিস্তু ভার্গভূমিস্তু ভার্গবাৎ।
এতে হ্যঙ্গিরসঃ পুত্রা জাতা বংশেহথ ভার্গবে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ।"

বৎস হইতে বৎসভূমি এবং ভার্গব হইতে ভর্গভূমি। ভার্গবের বংশে অঙ্গিরস পুত্রগণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ জন্মগ্রহণ করেন।

পুরাণাদির মতে আয়ুর পুত্র রাজা নহুষ, তৎপুত্র যযাতি, তাঁহার পুত্র অনু, অনু হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষে বলি। বিষ্ণুপুরাণের মতে, এই বলির স্ত্রী-গর্ব্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র এই পাঁচ পুত্র জন্মে, ইঁহারা বালেয়-ক্ষত্রিয়। ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস্যপুরাণ মতে, সেই রাজা বলি হইতে চারি বর্ণই উৎপন্ন হয়।

প্রধান প্রধান পুরাণ মতে, বিতথের পাঁচ পুত্র সুহোত্র, সুহোত্র, গয়, গর্গ ও মহাত্মা কপিল। সুহোত্রের দুই পুত্র, কাশক ও রাজা গৃৎসমতি। এই গৃৎসমতির পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয় ছিলেন।

"কাশকশ্চ মহাসত্ত্বস্তথা গৃৎসমতির্নৃপঃ।
তথা গৃৎসমতেঃ পুত্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বিশঃ॥" (হরিবংশ ৩২ অঃ)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—

"বেনুহোত্রসুতশ্চাপি গার্গ্যোনামা প্রজেশ্বরঃ।
গার্গস্য গর্গভূমিস্তু বৎসো বৎসস্য ধীমতঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব তয়ো পুত্রাঃ সুধার্ম্মিকাঃ।"

ক্ষত্রোপেতব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়বংশে ব্রাহ্মণ।

বেনুহোত্রের পুত্র রাজা গার্গ্য, গার্গ্য হইতে গর্গভূমি ও বৎস হইতে ধীমান্ বৎস্য জন্মে। ঐ উভয়ের পুত্রই সুধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছিলেন।

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে—

"হরিতো যুবনাশ্বস্য হারিতা যত আত্মজাঃ।
এতে হ্যঙ্গিরসঃ পক্ষে ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ॥"

ক্ষত্রিয়রাজ যুবনাশ্বের পুত্র হরিত, তৎপুত্রগণ হারিত। অঙ্গিরস পক্ষে ইহারা ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। বিষ্ণুপুরাণের (৪।৩।৫) টীকাকার ঐ হারিত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"যতো হরিতাদ্ধারিতা অঙ্গিরসো দ্বিজা হারিতগোত্রপ্রবরাঃ।"

হরিত হইতে অঙ্গিরস হারিতগণ, ইঁহারাই হারিতগোত্র প্রবর।

ভাগবতে লিখিত আছে, পুরূরবার পুত্র আয়ু, তৎপুত্র রাভ, তৎপুত্র রভস, তাঁহা হইতে গভীর ও অক্রিয় জন্মে। তাঁহার গোত্র হইতে ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন।

"রাভস্য রভসঃ পুত্রো গম্ভীরশ্চাক্রিয়স্ততঃ।
তদ্গোত্রং ব্রহ্মবিজ্জজ্ঞে শৃণু বংশমনেনসঃ॥" (৯।১৭।১০)

পুরু হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষে মহারাজ অপ্রতিরথ জন্মগ্রহণ করেন।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—

"অপ্রতিরথাৎ কণ্বঃ তস্যাপি মেধাতিথিঃ যতঃ কাণ্বায়নদ্বিজা বভূবুঃ।" (৪।১৯।২)

অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি, তাঁহা হইতে কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণগণ সমুদ্ভূত হন। এ সম্বন্ধে ভাগবতে লিখিত আছে—

"সুমতির্ধ্রুবোঽপ্রতিরথঃ কণ্বোঽপ্রতিরথাত্মজঃ॥
তস্য মেধাতিথিস্তস্মাৎ প্রস্কণ্বাদ্যা দ্বিজাতয়ঃ।" (৯।২০।৭।)

সুমতির পুত্র ধ্রুব, ধ্রুবের পুত্র অপ্রতিরথ, অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি, তাঁহা হইতে প্রস্কণ্বাদি দ্বিজাতিগণ জন্মগ্রহণ করেন।

ভাগবতের মতে ক্ষত্রিয়রাজ অজমীঢ়ের বংশে প্রিয়মেধাদি ব্রাহ্মণগণ জন্মগ্রহণ করেন।

"অজমীঢ়স্য বংশ্যাঃ স্যুঃ প্রিয়মেধাদয়ো দ্বিজাঃ।" (৯।২১।২১।)

বিষ্ণু, ভাগবত ও মৎস্যপুরাণের মতে ক্ষত্রিয়রাজ অজমীঢ়ের ৭ম পুরুষে মুদ্গলের জন্ম, তাঁহা হইতে মৌদ্গল্য নামক ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয়।

"মুদ্গলস্যাপি মৌদ্গল্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ।
এতে হ্যঙ্গিরসঃ পক্ষে সংস্থিতাঃ কণ্বমুদ্গলাঃ॥" (মৎস্য)

মৎস্যপুরাণে আরও লিখিত আছে—

"কাব্যানান্তু বরা হ্যেতে এয়ঃ প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ।
গর্গাঃ সঙ্কৃতয়ঃ কাব্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ॥"

গর্গ, সঙ্কৃতি ও কাব্য কবিবংশীয় এই তিনজন মহর্ষি ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য। ভাগবত; বিষ্ণু, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে—

"গর্গাচ্ছিনিস্ততো গার্গ্যঃ ক্ষত্রাদ্ব্রহ্ম হ্যবর্ত্তত।" (ভাগবত ৯।২১।১৯।)

গর্গ হইতে শিনি এবং তাহা হইতে গার্গ্যগণ জন্মলাভ করেন। সেই গার্গ্যগণ ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

সকল প্রধান পুরাণেই লিখিত আছে, গর্গের ভ্রাতা মহাবীর্য্য, তৎপুত্র উরুক্ষয় এই উরুক্ষয়ের তিন পুত্র জন্মে, ত্রয্যরুণ, পুষ্করী ও কপি, এই তিনজনই ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

"উরুক্ষয়সুতাঃ হ্যেতে সর্ব্বে ব্রাহ্মণতাং গতাঃ।" (মৎস্যপুরাণ)

ভাগবতের (৯।২১।১৯) টীকায় শ্রীধরস্বামীও লিখিয়াছেন—

"যেহত্র ক্ষত্রবংশে ব্রাহ্মণাঃ তে ব্রাহ্মণরূপতাং গতাস্তে।"

এইরূপ অনেক ক্ষত্রিয়সন্তানই পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যত্ব এবং বৈশ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির কথাও অনেক পুরাণে লিখিত আছে। সকল প্রধান পুরাণ মতে ক্ষত্রিয়রাজ নেদিষ্ট বা দিষ্টের পুত্র নাভাগ। বিষ্ণু ও ভাগবতপুরাণের মতে নাভাগ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"নাভাগো দিষ্টপুত্রোঽন্যঃ কর্ম্মণা বৈশ্যতাং গতঃ।" (ভাগবত ৯।২।২৩)

মার্কণ্ডেয়পুরাণ মতে, নাভাগ বৈশ্যকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হন। হরিবংশে (১১ অঃ) লিখিত আছে—

"নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।"

নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য, তাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এইরূপ ব্রাহ্মণেতর অনেক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণও বেদের ঋষি বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়। মৎস্যপুরাণে (১৩২ অঃ) বর্ণিত আছে—

ভলন্দ্য, বন্দ্য ও সংকৃতি এই তিনজন বৈশ্য বেদের মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। মোট ৯১ জন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতে অনেক বেদমন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

"ভলন্দ্যশ্চৈব বন্দ্যশ্চ সংকৃতিশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
তেচ মন্ত্রকৃতো জ্ঞেয়া বৈশ্যানাং প্রবরাঃ সদা।
ইত্যেকনবতিঃ প্রোক্তাঃ মন্ত্রাঃ যৈশ্চ বহিষ্কৃতাঃ॥"

নিরুক্তকার যাস্ক লিখিয়াছেন—

"দেবাপিশ্চার্ষ্টিষেণঃ শন্তনুশ্চ কৌরব্যৌ ভ্রাতরৌ বভূবতুঃ স শন্তনুঃ কনীয়ান্ অভিষেচয়াঞ্চক্রে দেবাপিস্তপঃ প্রতিপেদে। ততঃ শন্তনো রাজ্যে দ্বাদশবর্ষাণি দেবো ন ববর্ষ। তমূচুর্ব্রাহ্মণা অধর্ম্ম স্ত্বয়া চরিতো জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরং অন্তরিত্যাভিষেচিতং তস্মাৎ তে দেবো ন বর্ষতি। স শন্তনুর্দেবাপিং শিশিক্ষ রাজ্যেন। তমুবাচ দেবাপিঃ পুরোহিতস্তেঽসানি যাজয়ানি চ ত্বেতি।" (২।১০)

'কুরুবংশীয় ঋষ্টিষেণের পুত্র দেবাপি ও শন্তনু দুই ভাই। ছোট ভাই শন্তনু রাজা হইলেন, তখন দেবাপি তপ করিতে লাগিলেন। শন্তনুর রাজ্যকালে দেবতা বারবর্ষ জলবর্ষণ করিলেন না। ব্রাহ্মণেরা শন্তনুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'তুমি অধর্ম্মাচরণ করিয়াছ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজা না করিয়া নিজে অভিষিক্ত হইয়াছ। সেই জন্যই দেবতা বর্ষণ করিতেছেন না।' শন্তনু দেবাপিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু দেবাপি কহিলেন, 'আমি তোমার পুরোহিত হইব এবং তোমার জন্য যজ্ঞ করিব।'

দেবাপির যাজনাধিকার ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ।

ঋক্‌সংহিতায় এই দেবাপিকে আমরা হোম করিতে দেখিতে পাই—

"আর্ষ্টিষেণো হোত্রমৃষির্নিষীদন্দেবাপির্দেবসুমতিং চিকিত্বান্।"

(ঋক্‌সংহিতা ১০।৯৮।৫)

'ঋষ্টিষেণের পুত্র দেবাপি দেবতাদিগের কল্যাণী স্তুতি করিয়া হোম করিতে লাগিলেন।'

ঋক্‌সংহিতায় দেবাপি শন্তনুর পুরোহিতরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন। যথা—

"যদ্দেবাপিঃ শন্তনবে পুরোহিতো * হোত্রায় বৃতঃ কৃপয়ন্নদীধেৎ।

দেবশ্রুতং বৃষ্টিবনিং ররাণো বৃহস্পতির্বাচমস্মা অযচ্ছৎ॥" (ঋক্ ১০।৯৮।৭)

মহাভারতে পৃথূদকের নিকটবর্ত্তী কোন পবিত্র তীর্থের বর্ণনাকালে লিখিত আছে—

"তত্রার্ষ্টিষেণঃ কৌরব্যো ব্রাহ্মণ্যং সংশিতব্রতঃ।
তপসা মহতা রাজন্ প্রাপ্তবানৃষিসত্তমঃ॥
সিন্ধুদ্বীপশ্চ রাজর্ষির্দেবাপিশ্চ মহাতপাঃ।
ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবান্ যত্র বিশ্বামিত্রস্তথা মুনিঃ॥" (শল্য ৪০ অঃ)

'যেখানে উগ্রতপা মহাযশা আর্ষ্টিষেণ সিদ্ধিলাভ করেন। সিন্ধুদ্বীপ, রাজর্ষি

* 'শন্তনবে স্বভ্রাত্রে কৌরব্যায় পুরোহিতঃ সন্।' (সায়ণাচার্য্য)

দেবাপি ও বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন, সেইখানে (বলরাম উপস্থিত হই-লেন।) সিন্ধুদ্বীপ ক্ষত্রিয়রাজ অম্বরীষের পুত্র।

দেবাপির মত অনেক বেদবিৎ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের ন্যায় পৌরোহিত্য করিতেন। বৈদিককালে এই পৌরোহিত্য লইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মধ্যে সময়ে সময়ে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। ঋক্‌সংহিতার কোন কোন সূক্ত পাঠে জানা যায়, বশিষ্ঠ ঋষি প্রথমে সুদাসের পুরোহিত ছিলেন। পরে বিশ্বামিত্র সুদাসের পুরোহিত হইয়া বশিষ্ঠকে অভিশাপ দেন। এই পৌরোহিত্য লইয়াই বশিষ্ঠ ঋষি রাজা সুদাসের ঘোর শত্রু হইয়া উঠেন। এমন কি সুদাসের পুত্রগণ† বশিষ্ঠপুত্র শক্তিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন।

"সৌদাসৈরগ্নৌ প্রক্ষিপ্যমাণঃ শক্তিরন্ত্যং।" (ঋগ্বেদানুক্রমণিকা ৮।৩২)

কৌষীতকীব্রাহ্মণে ৪র্থ অধ্যায়ে রাজা সুদাসের সংশ্রবে বশিষ্ঠপুত্র-বিনাশের কথা লিখিত আছে। সামবেদের পঞ্চবিংশব্রাহ্মণেও বশিষ্ঠ 'পুত্রহত' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। রামায়ণে লিখিত আছে, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের একশত পুত্রকে বিনাশ করেন। (রামায়ণ আদিকাণ্ড ৫৫ সর্গ)।

ঋগ্বেদের ঐতরেয়ব্রাহ্মণেও পৌরোহিত্য লইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের একটা বিবাদ ও যজ্ঞীয়-অংশ লইয়া জাতিভেদের উপাখ্যান আছে, তাহা এই—

"বিশ্বন্তরো হ সৌষদ্মনঃ শ্যাপর্ণান্ পরিচক্ষাণো বিশ্যাপর্ণং যজ্ঞ মাজহ্রে তদ্ধানুবুধ্য শ্যাপর্ণাস্ত' যজ্ঞ মা জগ্মুস্তে হ তদন্তর্বেদ্যাসঞ্চক্রিরে তান্ হ দৃষ্ট্বোবাচ পাপস্য বা ইমে কর্ম্মণঃ কর্ত্তার আসতে হপূতায়ৈ বাচো বদিতারো যচ্ছ্যাপর্ণা ইমানুত্থাপয়তেমে মেহন্তর্বেদি মাসিষতেতি তথেতি তানুত্থাপয়াঞ্চক্রুস্তে হোত্থাপ্যমানা রুরুবিরে যে তেভ্যো ভূতবীরেভ্যো-হসিতমৃগাঃ কশ্যপানাং সোমপীথমভিজিগ্যুঃ পারিক্ষিতস্য জনমেজয়স্য বিকশ্যপে যজ্ঞে তৈস্তে তত্র বীরবন্ত আসুঃ ক স্বিৎসোহস্মাকাস্তি বীরো য ইমং সোমপীথমভিজেষ্যতীত্যয়-

† ঋক্‌সংহিতার ৩য় মণ্ডলের ৫৩ সূক্তে বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক বসিষ্ঠের উপর অভিশাপ আছে। এইজন্য বসিষ্ঠ-গোত্র ব্রাহ্মণগণ ঐ সূক্ত কখন উচ্চারণ করেন না, উচ্চারণে পাপ হইবে মনে করেন। শৌনকও ঐ সূক্ত সম্বন্ধে বৃহদ্দেবতায় লিখিয়াছেন—

"পরাশ্চতস্রো যা যত্র বসিষ্ঠদ্বেষিণো বিদুঃ।
বিশ্বামিত্রেণ তাঃ প্রোক্তা অভিশাপা ইতি স্মৃতাঃ॥
দ্বেষাদ্বেষাস্তু তাঃ প্রোক্তা বিদ্যাচ্চৈবাভিচারিকাঃ।
বসিষ্ঠাস্তু ন শৃণ্বন্তি তদাচার্য্যকসম্মতম্।
কীর্ত্তনাচ্ছ্রবণাদ্বাপি মহান্ দোষঃ প্রজায়তে॥" (৪।২৩-২৪)

মহমস্মি বো বীর ইতি হোবাচ রামো মার্গবেয়ো রামো হাস মার্গবেয়োঽনূচানঃ শ্যাপর্ণীয়স্তেষাং হোত্তিষ্ঠতা মুবাচাপি নু রাজন্নিত্থংবিদং বেদে রুত্থাপয়ন্তীতি যস্ত্বং কথং বেথ ব্রহ্মবন্ধবিতি ॥ ১ ॥

"যত্রেন্দ্রং দেবতাঃ পর্য্যবৃঞ্জন্ বিশ্বরূপং ত্বাষ্ট্রং অভ্যমংস্ত বৃত্রমস্তৃত যতীন্‌সালাবৃকেভ্যঃ প্রাদাদরুর্ম্মঘানবধীদ বৃহস্পতেঃ প্রত্যবধীদিতি তত্রেন্দ্রঃ সোমপীথেন ব্যার্দ্ধ্যতেন্দ্রস্যানু ব্যৃদ্ধিং ক্ষত্রং সোমপীথেন ব্যার্দ্ধ্যতাপীন্দ্রঃ সোমপীথেঽভবৎ ত্বষ্টুরামুষ্য সোমং তদ্ব্যৃদ্ধমেবাদ্যাপি ক্ষত্রং সোমপীথেন স যস্তং ভক্ষং বিদ্যাদ্যঃ ক্ষত্রস্য সোমপীথেন ব্যৃদ্ধস্য যেন ক্ষত্রং সমৃদ্ধ্যাতে কথং তং বেদেরুত্থাপয়ন্তীতি বেথ ব্রাহ্মণ ত্বং তং ভক্ষমিত বেদ হীতি তং বৈ নো ব্রাহ্মণ ব্রূহীতি তস্মৈ বৈ তে রাজন্নিতি হোবাচ ॥ ২ ॥

"ত্রয়াণাং ভক্ষাণামেক মাহরিষ্যন্তি সোমং বা দধি বা অপো বা স যদি সোমং ব্রাহ্মণানাং স ভক্ষো ব্রাহ্মণাংস্তেন ভক্ষেণ জিন্বিষ্যসি ব্রাহ্মণকল্পস্তে প্রজায়া মাজনিষ্যত আদায্যাপা-য্যাবসায়ী যথাকামপ্রযাপ্যো যদা বৈ ক্ষত্রিয়ায় পাপং ভবতি ব্রাহ্মণকল্পোঽস্য প্রজায়া মাজায়ত ঈশ্বরো হাস্মাদ্ দ্বিতীয়ো বা তৃতীয়ো বা ব্রাহ্মণতা মভ্যুপৈতোঃ স ব্রহ্মবন্ধবেন জিজ্যূষিতোঽথ যদি দধি বৈশ্যানাং স ভক্ষো বৈশ্যাংস্তেন ভক্ষেণ জিন্বিষ্যসি বৈশ্যকল্পস্তে প্রজায়া মাজনিষ্যতেঽন্যস্য বলিকৃদন্যস্যাদ্যো যথাকামজ্যেয়ো যদা বৈ ক্ষত্রিয়ায় পাপং ভবতি বৈশ্যকল্পোঽস্য প্রজায়া মাজায়ত ঈশ্বরো হাস্মাদ্ দ্বিতীয়ো বা তৃতীয়ো বা বৈশ্যতা মভ্যু-পৈতোঃ স বৈশ্যতয়া জিজ্যূষিতোঽথ যদপঃ শূদ্রাণাং স ভক্ষঃ শূদ্রাংস্তেন ভক্ষেণ জিন্বিষ্যসি শূদ্রকল্পস্তে প্রজায়া মাজনিষ্যতেঽন্যস্য প্রেষ্যঃ কামোত্থাপ্যো যথাকামবধ্যো যদা বৈ ক্ষত্রিয়ায় পাপং ভবতি শূদ্রকল্পোঽস্য প্রজায়া মাজায়ত ঈশ্বরো হাস্মাদ্ দ্বিতীয়ো বা তৃতীয়ো বা শূদ্রতা মভ্যুপৈতোঃ স শূদ্রতয়া জিজ্যূষিতঃ ॥ ৩ ॥

"এতে বৈ তে ত্রয়ো ভক্ষা রাজন্নিতি হোবাচ যেষামাশাং নেয়াৎ ক্ষত্রিয়ো যজমানোঽ-থাস্যৈষ স্বো ভক্ষো ন্যগ্রোধস্যাবরোধাশ্চ ফলানি চৌদুম্বরাণ্যাশ্বত্থানি প্লাক্ষাণ্যভিষুণুয়াত্তানি ভক্ষয়েৎ সোঽস্য স্বো ভক্ষো যতো বা অধি দেবা যজ্ঞেনেষ্ট্বা স্বর্গং লোক মায়ংস্তত্রৈতাংশ্চ-মসান্ ন্যুব্জংস্তে ন্যগ্রোধা অভবন্ ন্যুব্জা ইতি ॥ ৪ ॥

"তমেব মেতং ভক্ষং প্রোবাচ রামো মার্গবেয়ো বিশ্বন্তরায় সৌষদ্মনায় তস্মিন্ হোবাচ প্রোক্তে সহস্র মু হ ব্রাহ্মণ তুভ্যং দদ্মঃ সশ্যাপর্ণ উ মে যজ্ঞ ইতি ॥ ৮ ॥

(ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ৭ম পঞ্চিকা)

শ্যাপর্ণেরা সৌষদ্ম বিশ্বন্তরের পুরোহিত ছিলেন। রাজা বিশ্বন্তর শ্যাপর্ণদিগের অধিকার কাড়িয়া লইয়া শ্যাপর্ণহীন এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। শ্যাপর্ণেরা লোকমুখে অবগত হইয়া বিশ্বন্তর কর্ত্তৃক অনাহূত হইয়াও সেই যজ্ঞে আসিলেন। রাজার অনুমতি না লইয়া, তাঁহারা বেদিমধ্যে উপবেশন করিলেন। রাজা

তাঁহাদিগকে দেখিয়া আপনার বেত্রপাণি ভৃত্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'পাপকর্ম্মকর্ত্তা শ্যাপর্ণগণ আমার অন্তর্বেদী মধ্যে বসিয়া আমারই অবজ্ঞা করিতেছে, বেত্রপাণিগণ! তাহাদিগকে উঠাইয়া দাও।' বেত্রপাণি ভৃত্যগণ রাজাজ্ঞা পালন করিল। শ্যাপর্ণেরা উত্থিত হইয়া পরস্পর চীৎকার করিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'যখন পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় (তাঁহার কুল-পুরোহিত) কাশ্যপদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সে সময়ে কাশ্যপ অসিতমৃগ (যজ্ঞ কর্ম্মে নিযুক্ত) ভূতবীরদিগকে জয় করিয়া, তাহাদিগকে সোমযজ্ঞের অংশ গ্রহণ করিতে দেন নাই। কাশ্যপেরা বলবান্ ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের জয় হইয়াছিল। এখন আমাদের মধ্যে কে এমন বীর আছে, যে বলপূর্ব্বক এই সোমরস গ্রহণ করিতে পারে।' তখন রামমার্গবেয় ‡ বলিলেন, 'আমি প্রস্তুত আছি।' এই রাম শ্যাপর্ণবংশীয়। ইনি শাস্ত্রাধ্যয়ন শেষ করিয়াছিলেন। যখন শ্যাপর্ণেরা সেই বেদি হইতে উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন, তখন রাম রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে রাজন্! যে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহাকেও কি বেদি হইতে উঠাইয়া দিবেন?' (রাজা উত্তর করিলেন) 'রে ব্রাহ্মণাধম! তুই যেই হোস্ না, তোর কি কোন জ্ঞান আছে?' (রাম কহিলেন) 'আমি জানি, ইন্দ্রও ত্বষ্টার পুত্র বিশ্ব-রূপকে মারিয়াছিলেন, বৃত্রকে অধঃপাতিত করিয়াছিলেন, যতিগণকে বৃকের মুখে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, অরুর্মঘদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং বৃহ-স্পতিকেও অপমানিত করিয়াছিলেন, এইজন্য সোমের অংশ পান নাই। এইরূপে ইন্দ্র সোমপানে বঞ্চিত হইলে সকল ক্ষত্রিয়েরও সোমরস পান নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু পরে ইন্দ্র ত্বষ্টার সোম বলপূর্ব্বক লইয়া পান করিয়াছিলেন। কিন্তু এখনও ক্ষত্রিয় জাতি সোমরসে বঞ্চিত আছেন। যে এই সোমরস গ্রহণ করিতে পারে, সোমপান ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ যে এই বিষয় অবগত আছে, আপনার বেত্রপাণিগণ তাহাকেও কেন বেদি হইতে তাড়াইয়া দিতেছে?' রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে ব্রাহ্মণ! তুমি কি এ বিষয় অবগত আছ?' রাম কহিলেন, 'হাঁ, আমি জানি; আপনাকে জানাইতেছি।—

'অনভিজ্ঞ ঋত্বিগ্‌গণ ক্ষত্রিয়ের তিনটী হেয় ভক্ষের মধ্যে এক অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন, হয় সোম, নয় দধি, নয় জল। অনভিজ্ঞ ঋত্বিগ্‌গণ ব্রাহ্মণ-ভক্ষ

‡ মুম্বাই এর মুদ্রিত পুস্তকে "রামভার্গবেয়" পাঠ আছে।

সোম যখন গ্রহণ করিবেন, আপনি ব্রাহ্মণদিগকে অনুগ্রহ করিবেন। (এরূপ স্থলে) আপনার সন্ততি ব্রাহ্মণকল্প হইবে। কারণ তাহারা দান লইতে আগ্রহযুক্ত (প্রতিগ্রহশীল), সোমপান করিতে তৃষ্ণাতুর, ভোজনের জন্য সর্ব্বদা পরগৃহে যাচ্ঞা এবং যথেচ্ছা সর্ব্বত্র কাল-যাপন করিতে প্রস্তুত হইব। যদি ক্ষত্রিয়ের কোন দোষ ঘটে (যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণের অংশ গ্রহণ করে), তাহা হইলে তাঁহার সন্ততি ব্রাহ্মণকল্প হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে (পুত্র বা পৌত্র) সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ্যলাভের উপযুক্ত হইবে এবং সে ব্রাহ্মণোচিত ভিক্ষাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করিবে। যখন অনভিজ্ঞ ঋত্বিক্ বৈশ্যের অংশ দধি আহরণ করিবেন। তখন আপনিও বৈশ্যদিগের উপর সদয় হইবেন। আপনার বংশ বৈশ্যকল্প হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। অপর রাজাকে কর দিবে। রাজার ইচ্ছামত তাহারা উৎ-পীড়িত হইবে। যদি ক্ষত্রিয়ের দোষ স্পর্শে (যজ্ঞকালে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অংশ দধি গ্রহণ করে), তাহা হইলে তাহার সন্তান সন্ততি বৈশ্যকল্প হইয়া জন্মিবে। দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় পুরুষে (পুত্র বা পৌত্র) বৈশ্যজাতিভুক্ত হইবার উপযুক্ত হইবে এবং বৈশ্যরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করিবে। যদি আপনি শূদ্রের অংশ জল গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আপনি শূদ্রপ্রিয় হইবেন। আপনার সন্তান সন্ততি শূদ্রকল্প হইবে, তাহারা অপরের সেবা করিবে, তাড়িত ও উৎপীড়িত হইবে। ক্ষত্রিয়ে দোষ স্পর্শিলে (যজ্ঞকালে ক্ষত্রিয় শূদ্রের অংশ পান করিলে) তাহার সন্তানও শূদ্রকল্প হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় পুরুষে শূদ্রের উপযুক্ত হইবে এবং শূদ্রাবস্থায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করিবে।

যজ্ঞীয় ভাগানুসারে জাতিভেদ।

'এই তিন ভক্ষের মধ্যে যজ্ঞকালে ক্ষত্রিয় যজমান কোনটী গ্রহণ করিবেন না। ন্যগ্রোধ বৃক্ষের যে সকল শিকড় ঝুলিয়া পড়িয়াছে, উদুম্বর, অশ্বত্থ ও প্লক্ষবৃক্ষের ফলের সহিত সেই শিকড় নিংড়াইয়া (সোমরস-রূপে) পান করিবে। ইহাই ক্ষত্রিয়ের অংশ।

'এইরূপে রাম-মার্গবেয় সৌষদ্ম-বিশ্বন্তরের নিকট সোমরস (বিকল্পরূপে) গ্রহণের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎপরে রাজা এতদ্বিষয় শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'হে ব্রাহ্মণ! আমি তোমাকে সহস্র গাভী দান করিলাম। আমার যজ্ঞ শ্যাপর্ণেরাই সম্পন্ন করিবেন'। (ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ৭।২৭—৩৪)।

ভগবান্ মনুর মতে—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ ॥৪
সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে ॥৫
স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্ ॥" ৬

স্মৃতির মতে জাতিনির্ণয়।

'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ (উপনয়ন-সংস্কার হয় বলিয়া) দ্বিজাতি এবং (উপনয়ন হয় না বলিয়া) চতুর্থ শূদ্র এক জাতি; এ ছাড়া পঞ্চম জাতি নাই। সকল বর্ণে সেই বর্ণের অক্ষতযোনি পত্নীতে যথাক্রমে যে সন্তান হয়, তাহারা সেই সেই জাতি হইয়া থাকে। (অর্থাৎ পরিণীত ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ কর্তৃক উৎপন্ন সন্তান ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।) দ্বিজ বর্ণত্রয় হইতে সেই সেই বর্ণ অপেক্ষা হীন বর্ণের স্ত্রীতে অনুলোমক্রমে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা মাতার হীনজাতিত্ব-প্রযুক্ত তৎসদৃশ জাতি (অর্থাৎ মাতার জাতি) প্রাপ্ত হয়।

"শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্যুগাৎ ॥ ৬৪
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ ॥ ৬৫
অনার্য্যায়াং সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণাৎ তু যদৃচ্ছয়া।
ব্রাহ্মণ্যামপ্যনার্য্যাৎ তু শ্রেয়স্ত্বং কেতি চেদ্ভবেৎ ॥ ৬৬
জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্গুণৈঃ।
জাতোঽপ্যনার্য্যাদার্য্যায়ামনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৬৭
তাবুভাবপ্যসংস্কার্য্যাবিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ।
বৈগুণ্যাজ্জন্মনঃ পূর্ব্ব উত্তরঃ প্রতিলোমতঃ ॥" ৬৮ (মনু ১০ম অধ্যায়)

উৎকৃষ্ট জাতি ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রকন্যাতে যে সন্তান জন্মে, সেই নিকৃষ্টও সপ্তম জন্মে উৎকৃষ্ট জাতিত্ব অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব এবং ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে। ব্রাহ্মণ হইতে যদৃচ্ছাক্রমে অনার্য্যা নারীতে যে (সন্তান) উৎপন্ন হয় এবং অনার্য্য হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে, ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?

(এ প্রশ্নের উত্তর এই) আর্য্যের ঔরসে অনার্য্যের গর্ভজাতসন্তান সদ্‌গুণ-সম্পন্ন হইলে আর্য্য হইবে এবং অনার্য্যের ঔরসে আর্য্যার গর্ভজাত সন্তান নিশ্চয় অনার্য্যই হইবে। (কিন্তু) পূর্ব্বটী নিন্দিত-ক্ষেত্র-সম্ভূত ও পরবর্ত্তী প্রতিলোমজ বলিয়া উভয়েই উপনয়নাদি সংস্কারের যোগ্য নহে, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা।

যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন,—সবর্ণের মধ্যে অনিন্দ্য বিবাহে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে তজ্জাতীয় বলিয়া জানিবে। কিন্তু উচ্চবর্ণ যদি নিম্ন বর্ণের কন্যার পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে সে কি জাতি হইবে ?

জাতির উৎকর্ষে বা সপ্তম জন্মে (ব্রাহ্মণ্যলাভ) ; কিন্তু জীবিকার ব্যতি-ক্রমে পূর্ব্ববৎ অধর (প্রতিলোমজ) ও উত্তর (অনুলোমজ) হইয়া থাকে (১।৯৬)

এখানে মিতাক্ষরায় বিজ্ঞানেশ্বর খুলিয়া লিখিয়াছেন,—

"জাতয়ো মূর্দ্ধাবসিক্তাদ্যাস্তাসামুৎকর্ষো ব্রাহ্মণত্বাদিজাতিপ্রাপ্তির্জাত্যুৎকর্ষো যুগে জন্মনি সপ্তমে পঞ্চমে অপি শব্দাৎ ষষ্ঠে বা বোদ্ধব্যঃ॥ ব্যবস্থিতশ্চায়ং বিকল্পঃ। ব্যবস্থা চ ব্রাহ্মণেন শূদ্রামুৎপাদিতা নিষাদী সা ব্রাহ্মণেনোঢা কাঞ্চিজ্জনয়তি॥ সাপি ব্রাহ্মণেনোঢ়া অন্যামিত্যনেন প্রকারেণ ষষ্ঠী সপ্তমং ব্রাহ্মণং জনয়তি। ব্রাহ্মণেন বৈশ্যায়ামুৎপাদিতা অম্বষ্ঠা সাপ্যনেন প্রকারেণ পঞ্চমী ষষ্ঠং ব্রাহ্মণং জনয়তি। মূর্দ্ধাবসিক্তাপি অনেন প্রকারেণ চতুর্থী পঞ্চমং ব্রাহ্মণমেব জনয়তি। এবমুগ্রা ক্ষত্রিয়েণোঢ়া মাহিষ্যা চ যথাক্রমং ক্ষত্রিয়ং ষষ্ঠং পঞ্চমং জনয়তি। তথা করণী বৈশ্যোঢ়া পঞ্চমং বৈশ্যমিত্যেবং-মন্যত্রাপ্যূহনীয়ম্। কিঞ্চ॥ কর্ম্মণাং ব্যত্যয়ে বৃত্ত্যর্থানাং কর্ম্মণাং বিপর্য্যাসে যথা ব্রাহ্মণো মুখ্যাবৃত্ত্যা অজীবন্ ক্ষাত্রেণ কর্ম্মণা জীবেদিত্যনুকল্পঃ॥ তেনাপ্যজীবন্ বৈশ্যবৃত্ত্যা তয়াপ্যজীবন্ শূদ্রবৃত্ত্যা॥ ক্ষাত্রয়োঽপি স্বকর্ম্মণা জীবনার্থেনাজীবন্ বৈশ্যবৃত্ত্যা শূদ্রবৃত্ত্যা বা বৈশ্যোপি স্ববৃত্ত্যা অজীবন্ শূদ্রবৃত্ত্যেতি কর্ম্মণাং ব্যত্যয়ঃ॥ তস্মিন্ ব্যত্যয়ে সতি যদ্যাপদ্বিমোক্ষেঽপি তাং বৃত্তিং ন পরিত্যজতি তদা পঞ্চমে ষষ্ঠে সপ্তমে বা জন্মনি সাম্যম্। যস্য হীনবর্ণস্য কর্ম্মণা জীবতি তৎসমানজাতিত্বং ভবতি। তদ্যথা ব্রাহ্মণঃ শূদ্র-বৃত্ত্যা জীবন্ তামপরিত্যজন্ যং পুত্রমুৎপাদয়তি সোপি তয়ৈব বৃত্ত্যা জীবন্ পুনরপ্যেবং পরম্পরয়া সপ্তমে জন্মনি শূদ্রমেব জনয়তি। বৈশ্যবৃত্ত্যা জীবন্ ষষ্ঠে বৈশ্যং। ক্ষত্রিয়বৃত্ত্যা জীবন্ পঞ্চমে ক্ষত্রিয়ং। ক্ষত্রিয়োঽপি শূদ্রবৃত্ত্যা জীবন ষষ্ঠে শূদ্রং। বৈশ্যবৃত্ত্যা জীবন্ পঞ্চমে বৈশ্যম্। বৈশ্যোঽপি শূদ্রবৃত্ত্যা জীবন্ তামপরিত্যজন পুত্রপরম্পরয়া পঞ্চমে জন্মনি শূদ্রং জনয়তি। পূর্ব্ববচ্চাধরোত্তরমস্যার্থঃ বর্ণসঙ্করে অনুলোমজাঃ প্রতিলোমজাশ্চ দর্শিতাঃ সঙ্কীর্ণসঙ্করজাতাশ্চ রথকারনিদর্শনেন দর্শিতাঃ ইদানীং বর্ণসঙ্করজাতাঃ প্রদর্শ্যন্তে। অধরে চ উত্তরে চ অধরোত্তরং যথা মূর্দ্ধাবসিক্তায়াং ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রকুৎপাদিতাস্তথাম্বষ্ঠায়াং বৈশ্যশূদ্রাভ্যাং নিষাদ্যাং শূদ্রেণোৎপাদিতা অধরাঃ প্রতিলোমজাস্তথা মূর্দ্ধাবসিক্তাম্বষ্ঠানিষাদীষু

ব্রাহ্মণোৎপাদিতাঃ। মাহিষ্যোগ্রগোর্ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়েণ চোৎপাদিতাঃ। করণ্যাং ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যেন চোৎপাদিতাঃ উত্তরে অনুলোমজাঃ এবমন্যত্রাপ্যুহনীয়ম্।' (মিতাক্ষরা)

মূর্দ্ধাবসিক্তাদি জাতির উৎকর্ষ ব্রাহ্মণত্বাদি প্রাপ্তি সপ্তম, পঞ্চম বা ষষ্ঠ পুরুষ পর্য্যন্ত জানিবে। এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। ব্রাহ্মণ দ্বারা শূদ্রাতে উৎপন্ন কন্যা নিষাদী, সেই কন্যা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিত হইলে যদি তাহাতে আবার কন্যা জন্মে, সেই কন্যাকে আবার যদি ব্রাহ্মণে বিবাহ করে ও তাহার গর্ভে কন্যা উৎপাদন করে, এইরূপে ষষ্ঠী কন্যা (তৎপরপুরুষে অর্থাৎ) সপ্তম পুরুষে ব্রাহ্মণ জন্মাইবে। ব্রাহ্মণ দ্বারা বৈশ্যাতে উৎপন্ন কন্যা অম্বষ্ঠা, সেই অম্বষ্ঠার (পূর্ব্বোক্তরূপে ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ হইলে) পঞ্চমী কন্যা (তৎপরপুরুষে অর্থাৎ) ষষ্ঠ পুরুষে ব্রাহ্মণ জন্মাইবে। মূর্দ্ধাবসিক্তার এইরূপ চতুর্থী কন্যা পঞ্চম পুরুষে ব্রাহ্মণ জন্মাইয়া থাকে। এই প্রকার ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বিবাহিত উগ্রা বা মাহিষ্যা যথাক্রমে ষষ্ঠ বা পঞ্চম পুরুষে ক্ষত্রিয় উৎপাদন করে। তদ্রূপ করণীও বৈশ্য কর্ত্তৃক বিবাহিত হইয়া পঞ্চম পুরুষে বৈশ্য জন্মাইয়া থাকে। নিয়ত বৃত্তির ব্যতিক্রমে আপনার মুখ্যবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া ক্ষাত্র-বৃত্তিতে জীবন ধারণ করিবে, তাহা না পারিলে বৈশ্যবৃত্তি, তাহার অভাবে শূদ্র-বৃত্তি অবলম্বন করিবে এই ব্যবস্থা। এইরূপে ক্ষত্রিয় নিজ বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণে অসমর্থ হইলে বৈশ্যবৃত্তি বা শূদ্রবৃত্তি এবং বৈশ্যও অসমর্থ হইলে শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ করিবে। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমে অর্থাৎ আপদ্ দূর হইলেও যদি স্বীয় বৃত্তি পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে পঞ্চম, ষষ্ঠ বা সপ্তম পুরুষে তুল্যতা প্রাপ্ত হইবে। হীন বর্ণের বৃত্তি দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিলে তৎসদৃশ জাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে। যেমন, ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, আর সেই বৃত্তি পরিত্যাগ না করিয়া সন্তানোৎপাদন করে, সেই পুত্রও যদি আবার শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করে, তবে তাহার সপ্তম পুরুষে শূদ্র, বৈশ্য-বৃত্তি অবলম্বন করিলে ষষ্ঠ পুরুষে বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিলে পঞ্চম পুরুষে ক্ষত্রিয় হইবে। এইরূপে ক্ষত্রিয় যদি শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করে, তবে তাহার ষষ্ঠ পুরুষে শূদ্র ও বৈশ্যবৃত্তিতে পঞ্চম পুরুষে বৈশ্য হইবে। বৈশ্য যদি শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে ও তাহা পরিত্যাগ না করিয়া পুত্রোৎপাদন করে, তবে পঞ্চম পুরুষে শূদ্র হইবে।......এখন অধর (প্রতিলোমজ) ও উত্তর (অনুলোমজ সঙ্কর জাতি) বিষয় বলা যাইতেছে

ক্ষত্রিয় বৈশ্য কর্ত্তৃক মূর্দ্ধাবসিক্তাতে উৎপন্ন এবং শূদ্র দ্বারা নিষাদীতে উৎপন্ন সন্তান অধর (প্রতিলোমজ) এবং মূর্দ্ধাবসিক্তা, অম্বষ্ঠা এবং নিষাদীতে ব্রাহ্মণ দ্বারা উৎপন্ন সন্তান উত্তর (অনুলোমজ)। এ ছাড়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দ্বারা মাহিষ্যা ও উগ্রাতে উৎপন্ন সন্তান এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদ্বারা করণীর গর্ভে উৎপাদিত সন্তান উত্তর (অনুলোমজ) বলিয়া জানিবে।*

মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে (১৪৩ অঃ) লিখিত আছে—

"ব্রাহ্মণ্যং দেবি দুষ্প্রাপ্যং নিসর্গাদ্ব্রাহ্মণঃ শুভে।
ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যশূদ্রৌ বা নিসর্গাদিতি মে মতিঃ।
কর্ম্মণা দুষ্কৃতেনেহ স্থানাদ্ভ্রশ্যতি বৈ দ্বিজঃ।
জ্যেষ্ঠং বর্ণমনুপ্রাপ্য তস্মাদ্ রক্ষেত বৈ দ্বিজঃ।
স্থিতো ব্রাহ্মণধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি।
ক্ষত্রিয়ো বাহথ বৈশ্যো বা ব্রহ্মভূয়ং স গচ্ছতি॥
যস্তু ব্রহ্মত্বমুৎসৃজ্য ক্ষাত্রং ধর্ম্মং নিষেবতে।
ব্রাহ্মণ্যাৎ স পরিভ্রষ্টঃ ক্ষত্রযোনৌ প্রজায়তে।
বৈশ্যকর্ম্ম চ যো বিপ্রো লোভমোহব্যপাশ্রয়ঃ।
ব্রাহ্মণ্যং দুর্লভং প্রাপ্য করোত্যল্পমতিঃ সদা।
স দ্বিজো বৈশ্যতামেতি বৈশ্যো বা শূদ্রতামিয়াৎ।
স্বধর্ম্মাৎ প্রচ্যুতো বিপ্রস্ততঃ শূদ্রত্বমাপ্নুতে॥
এভিস্তু কর্ম্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ।"

(মহাদেব বলিতেছেন) 'হে দেবি ! সহজে ব্রাহ্মণ্যলাভ করা নিতান্ত সুকঠিন। আমার মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণই প্রকৃতি-সিদ্ধ। দুষ্কর্ম্মানুসারে দ্বিজ স্বধর্ম্মচ্যুত হয়। এই জন্য ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়া, (অতি যত্নে) রক্ষা করা বিধেয়। যে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব্রাহ্মণধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়।

ধর্ম্মানুসারে জাতিভেদ।

কিন্তু যে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম পালন করে, সে আবার ব্রাহ্মণধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ক্ষত্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ যে অল্পমতি ব্রাহ্মণ দুর্লভ

* মেধাতিথিও মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ৬৪ শ্লোকের ভাষ্যে উক্ত প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া লোভ ও মোহের বশে বৈশ্যের কর্ম্ম আশ্রয় করে, সে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। বৈশ্যও শূদ্র হইতে পারে। ব্রাহ্মণও স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে এবং বৈশ্যও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়।'

মহাভারতের বনপর্ব্বেও (১৮০ অঃ) লিখিত আছে—

"সর্প উবাচ।

"ব্রাহ্মণঃ কো ভবেৎ রাজন্ বেদ্যং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির।
ব্রবীহ্যতিমতিং ত্বাং হি বাক্যৈরনুমিমীমহে॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥
বেদ্যং সর্প পরং ব্রহ্ম নির্দ্দুঃখমসুখঞ্চ যৎ।
যত্র গত্বা ন শোচন্তি ভবতঃ কিং বিবক্ষিতম্॥

সর্প উবাচ।

চাতুর্বর্ণ্যং প্রমাণঞ্চ সত্যঞ্চ ব্রহ্ম চৈব হি।
শূদ্রেষ্বপি চ সত্যঞ্চ দানমক্রোধ এব চ॥
আনৃশংস্যমহিংসা চ ঘৃণা চৈব যুধিষ্ঠির।
বেদ্যং যচ্চাত্র নির্দ্দুঃখমসুখঞ্চ নরাধিপ॥
তাভ্যাং হীনং পদঞ্চান্যন্নতদস্তীতি লক্ষয়ে।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ন চ ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥
যৎ পুনর্ভবতা প্রোক্তং ন বেদ্যং বিদ্যতীতি চ।
তাভ্যাং হীনমতোঽন্যত্র পদং নাস্তীতি চেদপি॥
এবমেতন্মতং সর্প তাভ্যাং হীনং ন বিদ্যতে।
যথা শীতোষ্ণয়োর্মধ্যে ভবেন্নোষ্ণং ন শীততা॥
এবং বৈ সুখদুঃখাভ্যাং হীনং নাস্তি পদং ক্বচিৎ।
এষা মম মতিঃ সর্প যথা বা মন্যতে ভবান্॥

সর্প উবাচ।

যদি তে বৃত্ততো রাজন্ ব্রাহ্মণঃ প্রসমীক্ষিতঃ।
বৃথা জাতিস্তদায়ুষ্মন্ কৃতির্যাবন্ন বিদ্যতে।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ॥
সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্॥
তাবচ্ছূদ্রসমো হ্যেষ যাবদ্বেদে ন জায়তে॥"

'সর্প কহিল, হে যুধিষ্ঠির। তোমার কথাতেই আমি বুঝিয়াছি, তুমি বুদ্ধিমান্। আমায় বল কে ব্রাহ্মণ? আর জানিবারই বা কি আছে? যুধিষ্ঠির কহিলেন, নাগরাজ! স্মৃতির মতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, নির্দ্দোষ, তপ এবং ঘৃণা, যাহাতে দেখা যায় সেই ব্রাহ্মণ। দুঃখসুখবর্জ্জিত ব্রহ্মই জানিবার জিনিষ, যে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলে আর শোক করিতে হয় না। তোমার আর কি বলিবার আছে? সর্প বলিল, চারি বর্ণের পক্ষে বেদই একমাত্র প্রমাণ ও সত্য বলিয়া গ্রাহ্য। শূদ্রেও সত্য, দান, অক্রোধ, আনৃশংস্য, অহিংসা এবং ঘৃণা দৃষ্ট হয়! আর সুখদুঃখবর্জ্জিত বস্তুকে বেদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, কিন্তু সুখদুঃখহীন কোন বস্তু আছে, তাহা বোধহয় না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, কোন শূদ্রে যে যে লক্ষণ আছে, দ্বিজেও সেই সেই লক্ষণ আছে বটে। এরূপস্থলে শূদ্রবংশ হইলেই যে শূদ্র এবং ব্রাহ্মণবংশ হইলেই ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে না। যে ব্যক্তিতে বৈদিকাচারাদি দৃষ্ট হয়, সেই ব্রাহ্মণ; যাহাতে তাহা নাই, তাহাকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, আর তুমি যে বলিলে, সুখদুঃখহীন কিছুই জানিবার নাই, এরূপ বোধ হয় বটে। কিন্তু যেমন শীত ও উষ্ণ মধ্যে উষ্ণকে শীতল বলা যাইতে পারে না, সেইরূপ কোন বস্তুই সুখদুঃখহীন হইতে পারে না। আমারও এই ধারণা। তুমি কি বিবেচনা কর? সর্প কহিল, রাজন্! যদি বৃত্তি অনুসারেই ব্রাহ্মণ হইল, তবে সে কৃতি না হইলে তাহার জাতি (জন্ম) বৃথা। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাসর্প! এই মনুষ্যজন্মে সকল বর্ণের সঙ্করত্ব হেতু জাতিনির্ণয় করা অতি কঠিন। সকল বর্ণের লোকেরাই সকল বর্ণের স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করিতেছে। সকলের ভক্ষ, সকলের মৈথুন, সকলের জন্মমৃত্যু

এক প্রকার। বাস্তবিক যে পর্য্যন্ত না মানবের বেদাধিকার জন্মে, সে পর্য্যন্ত শূদ্রই থাকে।'*

আবার শান্তিপর্ব্বে (১৮৮ ও ১৮৯ অধ্যায়ে) লিখিত আছে—

'অসৃজদ্‌ব্রাহ্মণানেবং পূর্ব্বং ব্রহ্মা প্রজাপতীন্।
আত্মতেজোঽভিনির্বৃত্তান্ ভাস্করাগ্নিসমপ্রভান্।
ততঃ সত্যঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ তপো ব্রহ্ম চ শাশ্বতম্।
আচারঞ্চৈব শৌচঞ্চ স্বর্গায় বিদধে প্রভুঃ॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বা দৈত্যাসুরমহোরগাঃ।
যক্ষরাক্ষসনাগাশ্চ পিশাচা মনুজাস্তথা॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
যে চান্যে ভূতসঙ্ঘানাং বর্ণাংস্তাংশ্চাপি নির্ম্মমে॥
ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিতম্।
বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা॥

ভরদ্বাজ উবাচ।

চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য বর্ণেন যদি বর্ণো বিভিদ্যতে।
সর্ব্বেষাং খলু বর্ণানাং দৃশ্যতে বর্ণসঙ্করঃ॥
কামঃ ক্রোধো ভয়ং লোভো শোকশ্চিন্তা ক্ষুধা শ্রমঃ।
সর্ব্বেষাং স প্রভবতি কস্মাদ্‌বর্ণো বিভিদ্যতে॥
স্বেদমূত্রপুরীষাণি শ্লেষ্মা পিত্তং সশোণিতম্।
তনুঃ ক্ষরতি সর্ব্বেষাং কস্মাদ্বর্ণো বিভিদ্যতে॥
জঙ্গমানামসংখ্যেয়াঃ স্থাবরাণাঞ্চ জাতয়ঃ।
তেষাং বিবিধবর্ণানাং কুতো বর্ণবিনিশ্চয়ঃ॥

ভৃগুরুবাচ।

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥

* টীকাকার নীলকণ্ঠ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, "ইতরস্তু ব্রাহ্মণপদেন ব্রহ্মবিদঃ বিবক্ষিত্বা শূদ্রাদিরপি ব্রাহ্মণত্বমভ্যুপগম্য পরিহরতি শূদ্রেতি। শূদ্রলক্ষ্যকামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽস্তি ন ব্রাহ্মণলক্ষ্যকামাদিকং শূদ্রেঽস্তি ইত্যর্থঃ। শূদ্রোঽপি কামাদ্যপেতো ব্রাহ্মণঃ। ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যপেতঃ শূদ্র এব ইত্যর্থঃ।"

গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতা কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিসিধ্যতে ॥
ইত্যেতে চত্বারো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী।
বিহিতা ব্রহ্মণা পূর্ব্বং লোভাত্ত্বজ্ঞানতাং গতাং ॥
ব্রহ্মণা ব্রহ্মতন্ত্রস্থাস্তপস্তেষাং ন নশ্যতি।
ব্রহ্ম ধারয়তাং নিত্যং ব্রতানি নিয়মাংস্তথা ॥
ব্রহ্মচৈব পরং সৃষ্টং যে ন জানন্তি তেঽদ্বিজাঃ।
তেষাং বহুবিধাস্ত্বন্যাস্তত্র তত্র হি জাতয়ঃ ॥
পিশাচা রাক্ষসা প্রেতা বিবিধা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।
প্রনষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানাঃ স্বচ্ছন্দাচারচেষ্টিতাঃ ॥

ভরদ্বাজ উবাচ।

ব্রাহ্মণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়ো বা দ্বিজোত্তম।
বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ বিপ্রর্ষে তদ্ব হি বদতাং বর ॥

ভৃগুরুবাচ।

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ ॥
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥
সত্যং দানমথো দ্রোহ আনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥
ক্ষেত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়নসঙ্গতঃ।
দানাদানরতির্যস্তু স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে ॥
বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরতিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্যঃ ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥
সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ ॥
শূদ্রে চৈতত্তবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
স বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ ॥"

ভগবান্ ব্রহ্মা প্রথমে আপনার তেজ হইতে ভাস্কর ও অনলের ন্যায় প্রভাশালী ব্রহ্মনিষ্ঠ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিদিগের সৃষ্টি করিয়া স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা. শাশ্বত, বেদ, আচার ও শৌচের সৃষ্টি করিলেন। পরে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বিধ মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হইল। তখন ব্রাহ্মণেরা শ্বেতবর্ণ (অর্থাৎ সত্ত্ব গুণ), ক্ষত্রিয়েরা লোহিতবর্ণ (অর্থাৎ রজোগুণ), বৈশ্যগণ পীতবর্ণ (অর্থাৎ রজ ও তমোগুণ) এবং শূদ্রগণ কৃষ্ণবর্ণ (অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন তমোগুণ) প্রাপ্ত হইল। ভরদ্বাজ কহিলেন, চতুর্বিধ বর্ণের প্রত্যেক বর্ণের মধ্যেই যখন সর্ব্বপ্রকার বর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন কেবল বর্ণ দেখিয়াই মনুষ্যগণের বর্ণভেদ কিরূপে স্থির করা যাইতে পারে? দেখুন, সকল লোকই কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা ও পরিশ্রম দ্বারা ব্যাকুল হয় এবং সকলের দেহ হইতেই স্বেদ, মূত্র, পুরীষ, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও শোণিত নির্গত হইয়া থাকে। অতএব কিরূপে বর্ণ বিভাগ করা যাইতে পারে? ভৃগু কহিলেন, ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। সমুদায় জগৎই ব্রাহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মময় ছিল। মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মদ্বারা সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণপ্রভাবে কামভোগপ্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ্ণ হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ক্ষত্রিয়ত্ব; যাহারা রজ ও তমোগুণপ্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা বৈশ্যত্ব এবং যাহারা তমোগুণপ্রভাবে হিংসাপর, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ লাভ করিয়াছেন। অতএব সকল বর্ণেরই নিত্য ধর্ম্ম ও নিত্য যজ্ঞে অধিকার আছে। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া বেদময় বাক্যে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারাই লোভবশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন এবং ব্রত ও নিয়মানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকেন, এইজন্য তপস্যা নষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাহারা পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ অবগত হইতে না পারে, তাহারা অতি নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য এবং জ্ঞানবিজ্ঞানহীন স্বেচ্ছাচারপরায়ণ পিশাচ, রাক্ষস ও প্রেত প্রভৃতি বিবিধ ম্লেচ্ছজাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভরদ্বাজ কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের লক্ষণ কি? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ভৃগু কহিলেন, যাঁহারা

জাতকর্ম্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত, পরম পবিত্র ও বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত হইয়া প্রতি-দিন সন্ধ্যাবন্দন, স্নান, তপঃ, হোম, দেবপূজা ও অতিথিসৎকার এই ষট্কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা শৌচাচারপরায়ণ, নিত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ, গুরুপ্রিয় ও সত্যনিরত হইয়া ব্রাহ্মণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, আর যাঁহাদিগকে দান, অদ্রোহ, অনৃশংসতা, ক্ষমা, ঘৃণা ও তপস্যায় একান্ত আসক্ত দেখা যায়, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। যাঁহারা বেদাধ্যয়ন, যুদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান এবং প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়। যাঁহারা পবিত্র হইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃষিবাণিজ্যাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহারা বৈশ্য এবং যাহারা বেদবিহীন ও আচারভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বদা সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান ও সর্ব্ববস্তু ভক্ষণ করে, তাহারাই শূদ্র। যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহাকে শূদ্র এবং যদি কোন ব্যক্তি শূদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় নিয়মনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

উপরে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইল, তদ্দ্বারা মূল-বর্ণোৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক বিভিন্ন মত দেখা যাইতেছে। আবার একবর্ণ হইতে বর্ণান্তরগ্রহণের পরি-চয়েরও অভাব নাই। এরূপস্থলে মূলজাতিভেদের কারণ কি? হিন্দুর সর্ব্বপ্রামাণ্য বেদেই যখন ভিন্ন মত, তখন কোনটী প্রকৃত বা কোন্‌টী অপ্রকৃত, তাহার বিচার করা অসম্ভব। বেদ আমাদের সর্ব্বতোভাবে মান্য। বেদমধ্যে যে সকল কথা আছে, আমাদের বোধ হয়, তৎসমস্তই রূপকভাবে বর্ণিত। রূপক বলিয়াই সহজে তাহার রহস্যভেদ করা কঠিন। বাস্তবিক আমাদের প্রাচীনতম শাস্ত্রসমূহে বর্ণভেদ সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার একটীও অপ্রকৃত নহে; কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

জাতি-বিভাগের কারণ নির্ণয়।

সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় যখন মানবগণ সংখ্যায় অতি অল্প; যখন জীবিকার চিন্তা ছিল না, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মেদিনী প্রচুর আহারসামগ্রী যোগাইতেন; হিংসা, দ্বেষ, লোভ যখন মানবকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; যখন সত্যভাষী সরল মানব কেবল স্বভাবজাত ফলমূলাহারে পরিতৃপ্ত হইত; মানবের সেই প্রকৃত সুখশান্তির যুগে সমাজবন্ধনের কোন প্রয়োজন হয় নাই, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে উচ্চনীচক্রমে শ্রেণী বা বর্ণবিভাগেরও আবশ্যকতা ছিল না। এই কারণে

একদিন মহর্ষি ভরদ্বাজ এইভাবে ভৃগুকে বলিয়াছিলেন, 'বর্ণ সকলের ইতর বিশেষ নাই। পূর্ব্বে যখন ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলেন, তখন সমস্তই ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন।'[1] সৃষ্টির প্রথম যুগই পুরাণেতিহাসে সত্যযুগ নামে বর্ণিত হইয়াছে। সত্যযুগের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই আর্য্যজাতির আদিম অবস্থার পরিচয়।

প্রথমে সমস্তই ব্রাহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণাত্মক ছিল, এরূপ কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? সর্ব্বপ্রথমে যদি কেবল ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অন্য জাতির অস্তিত্ব আপনি আসিয়া পড়ে! যদি ব্রাহ্মণেতর বর্ণই না থাকিল, তাহা হইলে বৃথা ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মণ শব্দ প্রয়োগের আবশ্যকতা কি? এখানে মনে করিয়া রাখ, প্রাচীনতম আর্য্য-ঋষিগণের সমাজ, ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের কথাই বৈদিক মন্ত্রে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহারা আর্য্য-ভিন্ন অপর কোন মর্ত্ত্যবাসীকে মনুষ্য-মধ্যেই গণ্য করেন নাই, সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম যে বর্ণ বা শ্রেণীর কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের নিজস্ব, তাঁহাদেরই সমাজের, বৈদেশিক জাতির কথা নহে। সেই পুণ্যশ্লোক উদারচরিত আর্য্য ঋষিগণ আর্য্য-সমাজ-রক্ষার জন্য আপনাদের বর্ণোৎপত্তি-প্রকরণ যেরূপে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই পূর্ব্বে লিখিয়াছি, তাহারই সংক্ষেপে মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে এবার চেষ্টা করিব। কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইব, বলিতে পারি না।

ঋক্‌সংহিতায় অনেক স্থলেই ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণ শব্দের প্রয়োগ আছে। তন্মধ্যে ১।৬২।১৩, ১।১৭৭।৫, ২।২০।৬, ২।১৯।৮, ৩।৫৩।১৩, ৪।১৬।২১, ৫।২৯।১৫, ৫।৪০।৬, ৫।৭৩।১০, ৬।১৭।১৩, ৬।৫০।৬, ৬।৬৯।৭, ৬।২১।৮, ৭।২৬।১, ৭।৩৩।৩, ৭।৬১।৬, ৭।৯৭।৩, ৭।২৮।১,২. ৭।৩৫।৭, ৭।৭০।৫, ১০।৮০।৭, ১০।৮৯।৩, ১০।৮৯।১৬, ১০।১০৫।৮ ইত্যাদি মন্ত্রে সায়ণাচার্য্য ব্রহ্ম শব্দের স্তোত্র বা মন্ত্র অর্থ করিয়াছেন, আবার ১।৮০।১ ১।১৬৪।৩৫, ২।৩৯।১, ২।১২।৬, ৫।১০।৮, ৯।১১৩।৬ প্রভৃতি কোন কোন মন্ত্রে ব্রহ্মের অর্থ স্তোতা বা ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ যেস্থানে ব্রহ্ম শব্দ ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে (অধিকাংশ স্থলেই) স্তোত্র বা মন্ত্র অর্থ, এবং যেখানে যেখানে পুংলিঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেখানেই স্তোত্রকৃৎ বা ব্রাহ্মণ এই অর্থ পাওয়া যায়। এছাড়া ঋক্‌সংহিতার ২।৪৩।২ মন্ত্রে[2] ব্রহ্মপুত্র শব্দ

(১) মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮ অঃ।

(২) "উদ্গাতেব শকুনে সাম গায়সি
ব্রহ্মপুত্র ইব সবনেষু শংসসি।" (ঋক্ ২।৪৩।২।)

ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। (এই 'ব্রহ্মপুত্র' ও মহাভারতীয় 'ব্রাহ্ম' শব্দ একার্থবাচী।)।

উপরোক্ত ঋক্‌সংহিতার প্রমাণ দ্বারা বোধ হইবে, যাহারা বেদের মন্ত্র দ্বারা স্তুতি করিতেন বা বেদমন্ত্রের প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের অপত্যগণই "ব্রাহ্মণ" নামে অভিহিত হইয়াছেন। ঋষিগণই বেদমন্ত্রের প্রকাশক ও স্তোতা, কাজে ঋষি বা ঋষিপুত্রগণই ব্রাহ্মণপদ লাভ করেন। যখন নির্ম্মলচেতা আর্য্য ঋষিগণ শীতপ্রধান হিমালয়প্রদেশে সাত্বিক ভাবে বসবাস করিতেন, যখন তাঁহাদের উপাস্য বা আরাধ্য দেবগণের স্তোত্র-উচ্চারণই তাঁহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল, যখন শীতাতিশয্যে তাঁহাদের শ্বেতমূর্ত্তি বিকৃতভাব ধারণ করে নাই, যখন তাঁহাদের মধ্যে সমাজ-বন্ধনের জন্য শ্রেণী-বিভাগরূপ বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হয় নাই, যে সময় তাঁহারা তাঁহাদের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অসভ্য বর্ব্বরদিগকে মানবমধ্যেই গণ্য করিতেন না, সেই অতি প্রাচীন কালে আর্য্যগণ সম্ভবতঃ কেবল ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ নামেই পরিচিত ছিলেন, তাই আমরা রামায়ণ ও মহাভারতে দেখিতে পাই, 'কৃতযুগে কেবল ব্রাহ্মণই ছিল, ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ করিল।'*

যখন মহাভারত ও রামায়ণে ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি স্থিরীকৃত হইয়াছে, তখন উভয় গ্রন্থের মতেই স্বীকার করিতে হইবে, সত্যযুগে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হয় নাই, কেবল ব্রাহ্মণই ছিলেন। বেদমন্ত্রোচ্চারণরূপ মুখের কার্য্যই ব্রাহ্মণের মুখ্য ধর্ম্ম, তাই ব্রাহ্মণ বিরাট্ পুরুষের মুখ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

যখন পূজ্যপাদ আর্য্যগণ হিমালয়ের তুষারশিখর পরিত্যাগ করিয়া ভারতের

"পুরা কৃতযুগে রাজন্ ব্রাহ্মণা বৈ তপস্বিনঃ।
অব্রাহ্মণস্তদা রাজন ন তপস্বী কদাচন॥
তস্মিন্ যুগে প্রজ্বলিতে ব্রহ্মভূতে হ্যনাবৃতে।
অমৃত্যবস্তদা সর্ব্বে জজ্ঞিরে দীর্ঘদর্শিনঃ॥
ততস্ত্রেতাযুগং নাম মানবানাং বপুষ্মতাম্।
ক্ষত্রিয়া যত্র জায়ন্তে পূর্ব্বেণ তপসান্বিতাঃ॥" (রামায়ণ ৭।৭৪।১০-১২।)
"জাতাঃ কৃতযুগে রাজন্ ধন্বিনঃ প্রিয়দর্শিনঃ।
প্রজায়ন্তে চ জাতাশ্চ মুনয়ো বৈ তপোধনাঃ॥
ত্রেতায়াং ক্ষত্রিয়া রাজন্ সর্ব্বে বৈ চক্রবর্ত্তিনঃ।
জায়ন্তে ক্ষত্রিয়া বীরাস্ত্রেতায়াং বশবর্ত্তিনঃ॥" (মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণ।)

সমতলভূমে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা রজ-সোদ্রিক্ত হইয়া রাজ্যবিস্তার, বলবীর্য্যসঞ্চয় ও সাত্ত্বিক বেদস্তোত্রগণের রক্ষা-বিধানে অগ্রসর হইলেন, তাঁহারাই শেষে ক্ষত্রিয় উপাধিলাভ করিলেন।[১] পুরাণেও ইতিহাসে সেই সময়ই ত্রেতাযুগ নামে বর্ণিত হইয়াছে।[২] ওজ বা বীর্য্য রজো-গুণের পরিচায়ক। তাই পুরাণে ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বাহুর কার্য্যই ক্ষত্রিয়ের মুখ্য, তাই ক্ষত্রিয় বা রাজন্য বিরাট্-পুরুষের বাহু বা বাহুজ বলিয়া কল্পিত হইয়াছিল।

ঋক্‌সংহিতার অনেক মন্ত্রেই বিশ্ বা বৈশ্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু ঐ সকল স্থানে বিট্ শব্দের অর্থ প্রজাসাধারণ, জাতিবাচক অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। বাস্ত-বিক বেদসংহিতায় পুরুষসূক্ত ব্যতীত আর কোথাও জাতিবাচক বৈশ্য শব্দের উল্লেখ নাই *। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয়, যে সময় সেই মন্ত্রসমূহ ঋষিগণের হৃদয়া-কাশে সমুদিত হইয়াছিল, তখনও বৈশ্য নামক এক বিভিন্ন জাতি সমাজবদ্ধ হয় নাই। ঐতরেয়ব্রাহ্মণ-পাঠে স্পষ্ট বোধ হইবে, যাহারা কৃষি, গোরক্ষা, সুজল, ধন ও ধান্যের উপায় সর্ব্বদা চিন্তা করিত, তাহারাই বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত

(১) ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ সর্ব্বপ্রথম ঐতরেয়ব্রাহ্মণে এইরূপ পাওয়া যায় -

"ত্রৈষ্টুভো বৈ রাজন্য ওজো বা ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ত্রিষ্টুবোজসৈবৈনং তদিন্দ্রিয়েণ বীর্য্যেণ সমর্দ্ধয়তি।" (১।৫।২)

'ত্রিষ্টুপ্ রাজন্যযোঃ প্রজাপতিবাহুজন্যত্বেন সম্বন্ধঃ। এতদপি গায়ত্রীব্রাহ্মণয়োরিব সপ্তমকাণ্ডে তৈত্তি-রীয়াম্নাতম্ (৭।১।১।৪) ওজো বা ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ত্রিষ্টুপ্ ইতি। বীর্য্যং শরীরবলম্। তচ্চৌজস ইন্দ্রিয়স্য চাপলক্ষণম্ ওজো বলহেতুরষ্টমো ধাতুঃ। ইন্দ্রিয়ং চক্ষুরাদিপাটবম্। বেদনং প্রশংসতি ওজো স্বীন্দ্রিয়বান্ বীর্য্যবান্ ভবতি স এবং বিদ্বাংস্ত্রিষ্টুভো কুরুতে।' (সায়ণ)

(২) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"প্রাদুর্ভাবশ্চ ত্রেতায়াং বার্ত্তায়ামৌষধস্য তু।
তেনৌষধেন বর্ত্তন্তে প্রজাস্ত্রেতাযুগে তদা ॥ ১৩০
ততঃ পুনরভূত্তাসাং রাগো লোভশ্চ সর্ব্বশঃ।
অবশ্যম্ভাবিনার্থেন ত্রেতাযুগবশেন তু ॥ ১৩১
ততস্তাঃ পর্য্যগৃহ্নন্ত নদীক্ষেত্রাণি পর্ব্বতান্।
বৃক্ষান্ গুল্মৌষধীশ্চৈব প্রগৃহ্য তু বলাবলম্ ॥" ১৩২ (পূর্ব্বভাগ ৮ম অধ্যায়।)

এইরূপে ত্রেতাযুগের প্রজাগণ কিছুদিন শান্তিভোগ করিতে করিতে আবার তাহাদিগের রাগলোভাদি উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা নদী, ক্ষেত্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, গুল্ম ও ওষধি প্রভৃতি স্ব স্ব বলানুসারে অধিকার করিতে লাগিলেন।

* অথর্ব্বসংহিতার (৫।১৭।৯) একস্থানে কেবল বৈশ্যশব্দের উল্লেখ আছে।

হইল।[১] বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের বর্ণোৎপত্তিপ্রকরণ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে মনে হইবে, মন্ত্র ও স্তোত্রপাঠ এবং যাগ যজ্ঞাদিতে যাহারা নিরত থাকিতেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের সন্তানেরা ব্রাহ্মণ, যাহারা যাগযজ্ঞাদির উৎসাহদাতা, ব্রাহ্মণের রক্ষাকর্ত্তা, রাজ্য বা জনপদের অধিকারী ও বলবীর্যশালী তাহারাই ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের সুখশান্তির জন্য যাহারা কৃষিদ্বারা শস্যাদি উৎপন্ন করিতেন, পশ্বাদি পালন করিতেন ও ধন দ্বারা রাজার অভাব পূরণে চেষ্টা করিতেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ বৈশ্যনামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বৈশ্যবর্ণের স্বরূপ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

'যাহারা ক্ষত্রিয়গণের আশ্রয়ে নির্ভয় হইয়া কেবলমাত্র 'সর্ব্বভূতেই ব্রহ্ম বিদ্যমান' এইরূপ চিন্তায় দিনপাত করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, বৈশস* কর্ম্মে নিযুক্ত, কৃষকরূপে যাহারা অনিষ্ট উৎপাদন (?) করিত এবং ভূমি সম্বন্ধে যাহারা কার্য্যকারী হইয়াছিল, তাহারাই বৃত্তিসাধক কৃষক বৈশ্য।'[২] বৈশ্যে রজঃ ও তমোগুণের একত্র সংযোগ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও শূদ্র উভয়ের ভাব বিদ্যমান। বৈশ্যের প্রধান অবলম্বন কৃষি। কৃষকের বহু যত্ন ও আয়াসের সামগ্রী শস্য। শস্য পরিপক্ক হইলেই তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি ও কামনা

(১) মন্ত্রটী এই—"সম্বাবিশঃ কল্পয়ে স্বস্তি নঃ পথ্যাসু ধন্বস্বিত্যাহ স্বপ্স্বাসু বৃজনে স্বর্বতি স্বস্তি নঃ পুত্রকৃথেষু যোনিষু স্বস্তিরায়ে মরুতো দধাতনেতি মরুতো বৈ দেবানাং বিশঃ।" (তৈ° ব্রা° ১।২।৩)

'হে মরুতঃ! নঃ অস্মাকং ধন্বসু পথ্যাসু মরুদেশরূপেষু মার্গেষু স্বস্তি দধাতন জলপ্রদানেন ক্ষেমং কুরুত। কিঞ্চ সতীম্বপি অপ্সু বৃজনে বর্জ্জিতে জনশূন্যে স্বর্বতি স্বর্গযুক্তে মার্গে স্বস্তিং দধাতন। তথা পুত্রকৃথেষু পুত্রোৎপত্তিকরণেষু যোনিষু কলত্রেষু নঃ অস্মাকং স্বস্তি দধাতন। তথা রায়ে ধনায় স্বস্তি অস্তু। অত্র্যামৃচি মরুচ্ছব্দঃ কথমেতাবতৈব বিশাং কল্পনমিত্যাহ মরুতো বৈ দেবানাং বিশঃ' (সায়ণ)

অন্যস্থলে "জগতীং বৈশ্যস্যানুব্রুয়াজ্জাগতো বৈ বৈশ্যো জাগতাঃ পশবঃ পশুভিরেবৈনং তৎসমর্দ্ধয়তি।" (১।৫।২)

* অভিধানে বৈশস শব্দের হত্যা, বধ, বিপদ্, অনিষ্টলাভ, বাধা, প্রতিরোধ, কলহ ইত্যাদি অর্থ নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু এখানে কোন অর্থটা খাটিবে তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

(২) "যে বৈ পরিগৃহীতারস্তাসামাসন্বিবিধাত্মকাঃ।
ইতরেষাং কৃতত্রাণাঃ স্থাপয়ামাস ক্ষত্রিয়ান্॥ ১৫৬
উপতিষ্ঠন্তি যে তান্ বৈ যাবন্তো নির্ভয়াস্তথা।
সত্যং ব্রহ্ম যথাভূতং ব্রুবন্তো ব্রাহ্মণাশ্চ তে॥ ১৫৭
যে চান্যেপ্যবলাস্তেষাং বৈশসং কর্ম্মসংস্থিতকাঃ।
কিনাশা নাশয়ন্তি স্ম পৃথিব্যাং প্রাগতন্দ্রিতাঃ।
বৈশ্যানেব তু তানাহুঃ কীনাশান্ বৃত্তিসাধকান্॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ পূর্ব্বভাগ ৮ অধ্যায়।)

পূর্ণ হয়, এই জন্য পরিপক্ক শস্যের রূপ পীতবর্ণই হিন্দুশাস্ত্রে বৈশ্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পাওয়া যাইতেছে, গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণের মধ্য হইতেই বৈশ্যজাতি উৎপন্ন হয়। পুরাণাদি পাঠে বোধ হয়, ত্রেতাযুগের শেষ ভাগে ও দ্বাপরযুগের প্রথমে বৈশ্যসমাজ গঠিত হইয়াছিল। ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু প্রভৃতি মহাপুরাণে দ্বাপরযুগের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে বৈশ্যসমাজের ছবিই প্রকটিত হইয়াছে। কৃষ্যাদি লোকজীবিকার হেতু বৈশ্য, উরুই তাহাদের প্রধান অবলম্ব। সেই জন্যই বৈশ্য বিরাট্-পুরুষের উরুদেশ-জাত এইরূপ কল্পিত হইয়াছিল।

পুরাণেতিহাসে বৈশ্যসমাজ-স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই শূদ্রোৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ নির্দ্দেশ করিতেছে—

"পূর্ব্বে যে সকল ব্রহ্মোৎপন্ন সিদ্ধাত্মা মানবগণের বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহারাই ত্রেতাযুগে পূর্ব্ব জন্মের শুভাশুভ কর্ম্মফলভোগের জন্য (যথাক্রমে) শান্তচিত্ত, তেজস্বী, কর্ম্মী ও দুঃখী,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন।" (অর্থাৎ) ব্রহ্মপুত্রগণই চাতুর্ব্বর্ণ্যে বিভক্ত হইলেন। "তৎপরে শূদ্রেরও বিশেষ লক্ষণ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (৮।১৪৯) লিখিত আছে,—

"শোচন্তশ্চ দ্রবন্তশ্চ পরিচর্য্যাসু যে রতাঃ।
নিস্তেজসোঽল্পবীর্য্যাশ্চ শূদ্রাস্তানব্রবীত্তু সঃ॥"

(ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে) যাহারা শোকদুঃখপরায়ণ, নিস্তেজ, অল্পবীর্য্য ও অপরের পরিচর্য্যায় রত থাকিত, তাহারাই শূদ্র বলিয়া গণ্য হইল।

দ্বিজাতির পদসেবাই শূদ্রের মুখ্য ধর্ম্ম। তাই শূদ্র বিরাট্-পুরুষের পাদজ বলিয়া কল্পিত হইয়াছিল।

যদিও ত্রেতাযুগের শেষ ভাগে বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের অভ্যুদয় দেখি, কিন্তু

(১) "সিদ্ধাত্মানস্তু যে পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতাঃ প্রাকৃতে ময়া।
ব্রাহ্মণা মানবাস্তে বৈ উৎপন্না যজনাদিহ॥
শান্তাশ্চ শুষ্মিণশ্চৈব কর্ম্মিণো দুঃখিনস্তদা।
ততঃ প্রবর্ত্তমানাস্তে ত্রেতায়াং জজ্ঞিরে পুনঃ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাদ্রোহিজনাস্তথা।
ভাবিতাঃ পূর্ব্বজাতিষু কর্ম্মভিশ্চাশুভাশুভৈঃ॥" (অনুষঙ্গপাদ ৮ম অঃ।)

চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজ সম্যক্ গঠিত হইতে আরও বহু শতবর্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল। মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে লিখিত আছে—"দ্বাপরেই সকল বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছিল।"[১]

পূর্ব্বোক্ত পুরাণাদির প্রমাণ দ্বারা দেখা যাইতেছে, এক ব্রাহ্মণজাতি হইতেই চাতুর্বর্ণ্য সমাজ গঠিত হইয়াছে। এখন কথা হইতেছে, যদি ব্রাহ্মণ হইতেই সকল জাতি হইল, তবে ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের যেমন বেদাধিকার বা সংস্কার আছে; শূদ্রের সেরূপ অধিকার নাই কেন? শূদ্রও ত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ন্যায় ব্রাহ্মণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে? তবে তাহাদের প্রতি এ কঠোর নিয়ম কেন?

আমাদের বোধ হয়, যখন আর্য্যসমাজে প্রথম চাতুর্ব্বর্ণ্য-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তখন বেশী আঁটাআঁটি বাঁধাবাঁধি ছিল না। মহাভারতে বনপর্ব্বে (২১১ অধ্যায়ে) লিখিত আছে,—

'শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন হইয়াও কোন ব্যক্তি যদি সদ্‌গুণ সকলের সেবা করে, তাহা হইলে তাহার বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হয়; এমন কি, একমাত্র সারল্যগুণে অভিনিবিষ্ট থাকিলে তাহার ব্রাহ্মণত্বও লাভ হইতে পারে।'[২]

মহাভারতকার উপরে যে উদার-কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজের আদিম অবস্থার কথা। তখনও দ্বিজাতিগণ শূদ্রদিগকে বিজাতীয় ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন কি না সন্দেহ। তখনও বোধ হয়, অনার্য্যরক্ত আর্য্যরক্তে মিশ্রিত হয় নাই। চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাজের সেই শৈশব অবস্থায় আমরা শূদ্র কবষকে ব্রাহ্মণ ও বেদমন্ত্রপ্রকাশক ঋষি* বলিয়া গণ্য হইতে দেখি। তৎকালে আর্য্য-সমাজে গুণকর্ম্মের যথেষ্ট সমাদর ছিল। সেই সময়ের প্রসঙ্গ লক্ষ্য করিয়া মহাভারতকার লিখিয়াছেন—

'যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক ও বহুল দুরিতাচারী হইয়া পতনীয় অসৎ কর্ম্মে বর্ত্তমান থাকে, সে শূদ্রতুল্য হয়; এবং যে শূদ্র ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সত্য ও ধর্ম্মবিষয়ে সতত

(১) "জায়ন্তে ক্ষত্রিয়া বীরাস্ত্রেতায়াং বশবর্ত্তিনঃ।
সর্ব্বে বর্ণা মহারাজ জায়ন্তে দ্বাপরে সতি।
মহোৎসাহা বীর্য্যবন্তঃ পরস্পর-জয়ৈষিণঃ॥" (ভীষ্মপর্ব্ব ১০ অঃ।)

(২) "শূদ্রযোনৌ হি জাতস্য সদ্‌গুণানুপতিষ্ঠতঃ।
বৈশ্যত্বং লভতে ব্রহ্মন্ ক্ষত্রিয়ত্বং তথৈব চ॥
আর্জ্জবে বর্ত্তমানস্য ব্রাহ্মণ্যমভিজায়তে।
গুণাস্তে কীর্ত্তিতাঃ সর্ব্বে কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥" (বনপর্ব্ব ২১১।১২-১৩)

* শূদ্র কবষ ঋষির পরিচয় ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (২।৩।১) এবং কৌষীতকি-ব্রাহ্মণ (১২।১-৩) দ্রষ্টব্য।

উদ্ভমান্বিত, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করি। কেননা, ব্রাহ্মণ হইবার কারণ একমাত্র সচ্চরিত্র।"[১] (বনপর্ব্ব ২১৫ অধ্যায়।)

তাই, সহৃদয়তা ও ধর্ম্মজ্ঞান-নিবন্ধন শূদ্রযোনিপ্রাপ্ত ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন[২]। কিন্তু এ ভাব বেশী দিন স্থায়ী ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ভারতে আর্য্যাধিপত্য ক্রমে যখন সুদূর প্রসারিত হইতেছিল, বিজিত বিধর্ম্মী অনার্য্যগণ আর্য্যগণের অতুল প্রভাবে পরাজিত হইয়া তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার ও আর্য্য-সমাজের সহিত সম্মিলিত হইতে আরম্ভ করিল, সেই সময়ই শূদ্রগণের প্রতি কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল। তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মণসম্ভূত শূদ্রগণের যেরূপ মান-সম্ভ্রম ও পদমর্য্যাদা ছিল, এখন অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ বিজিত অনার্য্যগণ সেই শূদ্র-সমাজভুক্ত হইলে[৩] তাহাদের আর পূর্ব্ব শূদ্রের মত আদর রহিল না, তখন নিয়ম হইল

"ন শূদ্রো লভতে ধর্ম্মং যুগতস্তু নরর্ষভ।" (রামায়ণ ৭।৮৭।২৬)

তাই আমরা পরম ধার্ম্মিক রামচন্দ্রকে ধর্ম্মরক্ষার জন্য শূদ্রতপস্বীর শিরশ্ছেদ করিতে দেখি।

শূদ্রের বেদাধিকার ত একবারেই নিষিদ্ধ হইল, এ ছাড়া সমাজরক্ষা ও জাতিভেদরূপ কঠোর অনুশাসনে বদ্ধ করিবার জন্য নিয়ম হইল, শূদ্রগণ দ্বিজাতির শুশ্রূষা ভিন্ন আর কোন কার্য্য করিতে পারিবে না। তাহারা চির-দিনের জন্য যেন দ্বিজাতির নিকট বিক্রীত! তাহাদের স্বাধীনতা যেন চিরদিনের জন্য অপহৃত! তাহাদের উপার্জ্জনের ধন, সহায়, সম্পত্তি সমস্তই ব্রাহ্মণের প্রাপ্য। শূদ্ররূপী অনার্য্যগণের সহিত নিম্নতম আর্য্যগণের মিশ্রণের পর ভগবান্ মনুর বিধি প্রচারিত হয়। চাতুর্ব্বর্ণ্যবিভাগের বিধিনিষেধ তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন[৪]। মনুকথিত মধ্যদেশেই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথমে চাতুর্বর্ণ্যবিভাগবিধি

(১) মহাভারত বনপর্ব্ব ২১৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(২) "ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু। দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ॥
যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ। তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ॥"
(বনপর্ব্ব ২১৫।১৩-১৪)

(৩) ভগবান্ মনু যেরূপ শূদ্রের প্রতি কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন এবং তিনি শূদ্রকে যেরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বর্ণিত শূদ্র নীচ অনার্য্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় ব্রাহ্মণের শূদ্রা-বিবাহকথা থাকিলেও মনু প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণের শূদ্রাবিবাহ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। (মনু ৩।১৫-১৭ দ্রষ্টব্য)

(৪) "শূদ্রার্য্যৌ চর্ম্মণি পরিমণ্ডলে ব্যায়চ্ছেতে।" (কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র ১৩।৩।৭)

ভাষ্যকার 'শূদ্রশ্চতুর্থোবর্ণঃ আর্য্যস্ত্রৈবর্ণিকঃ' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কাত্যায়নের উক্ত বচনানুসারে এখানে শূদ্র আর্য্যভিন্ন অপর বর্ণ অর্থাৎ অনার্য্য হইতেছে।

প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। মনুর সময়ে নিয়ম হইল, শূদ্র সচ্চরিত্র ও প্রকৃষ্ট-গুণসম্পন্ন হইলে আর্য্য-সমাজে আদরণীয় হইবে বটে, কিন্তু দ্বিজাতির অধিকার পাইবে না; তবে উৎকৃষ্ট কর্ম্মদ্বারা জন্মান্তর-পরিগ্রহকালে দ্বিজাতিত্বলাভ করিতে পারিবে।

চাতুর্বর্ণ্য-সমাজ গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাত্য ও সঙ্করগণের উৎপত্তি হয়। দ্বিজাতিগণের মধ্যে যাহাদের যথাকালে উপনয়নাদি সংস্কার হইত না, তাহারাই ব্রাত্য এবং যাহারা ভিন্ন জাতীয় মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন, তাহারাই মিশ্র বা সঙ্কর।

মনু ব্রাত্য-ব্রাহ্মণ হইতে ভূজ্জকণ্টক, আবন্ত্য, বাটধান ও পুষ্পশেখর; ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, লিচ্ছিবি, নট, করণ, খস ও দ্রবিড় এবং ব্রাত্য-বৈশ্য হইতে সুধন্বা, আচার্য্য, কারুষ, বিজন্মা, মৈত্র ও সাত্বত এই কয় জাতি এবং অম্বষ্ঠ, নিষাদ, উগ্র, সূত, মাগধ, বৈদেহ, আয়োগব, ক্ষত্তা, চণ্ডাল, আবৃত, আভীর, ধিগ্বণ, কুক্কুটক, শ্বপাক, বেণ, সৈরিন্ধ্র, মৈত্রেয়ক, মার্গব (কৈবর্ত্ত), কারাবর, অন্ধ্র, মেদ, পাণ্ডুসোপাক, আহিণ্ডিক, সোপাক, অন্ত্যাবসায়ী ইত্যাদি সঙ্করগণের[১] উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ ব্যতীত পঞ্চম বর্ণ নাই, অধরোত্তর জন্ম ও গুণকর্ম্ম অনুসারে সঙ্করগণের জাতিধর্ম্ম নির্ণীত হইয়া থাকে। যাজ্ঞবল্ক্য[২] ও মেধাতিথির মতে অনুলোম সঙ্করগণ মাতৃধর্ম্ম বা মাতৃজাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু মাতৃজাতি অপেক্ষা তাঁহারা কিছু সম্মানিত। কিন্তু প্রতিলোম বর্ণসঙ্করগণ সকলেই সমাজে নীচ শূদ্রবৎ নিতান্ত হেয়।

চাতুর্বর্ণ্যের বিধি-নিষেধাদি সমাজ-গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবর্ত্তিত হইল বটে,

(১) বৌধায়নের ধর্ম্মসূত্রে অবন্তি, মগধ, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণ, উদাবৃৎ, সিন্ধু ও সৌবীরগণ মিশ্রজাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তৎকালে আর্য্যাবর্ত্ত সম্বন্ধে মিশ্রজাতির কথা নাই। বশিষ্ঠধর্ম্মসূত্রে (১৮ অঃ) চণ্ডাল, বৈণ, অন্ত্যাবসায়ী, রামক, পুক্কস, সূত, অম্বষ্ঠ, উগ্র, নিষাদ, পারশব এই দশটী মাত্র মিশ্র বা সঙ্করজাতির উল্লেখ আছে। বোধ হয়, বৈদিক ধর্ম্মসূত্র সকল যখন রচিত হয়, তখনও বেশী সঙ্করজাতির উৎপত্তি হয় নাই। কিন্তু ধর্ম্মসংহিতা সকল প্রচারের সময়ে ক্রমে ক্রমে বহুতর সঙ্করজাতির উৎপত্তি হইতেছিল।

(২) অল্পদিন হইল, মানবগৃহ্যসূত্র পাওয়া গিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস, তাহাই ভগবান্ মনুর আদি গৃহ্য গ্রন্থ। এখনকার প্রচলিত মনুসংহিতানাম্নী ভৃগুপ্রোক্তসংহিতা সেই মূল মানবসূত্র হইতেই গৃহীত হইয়াছে। আমরা যতদূর দেখিয়াছি, প্রচলিত মনুসংহিতা অপেক্ষা যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার সহিত মানবগৃহ্যসূত্রের সমধিক সাদৃশ্য আছে। এমন কি যাহা মানবগৃহ্যে সূত্রাকারে লিখিত, তাহাই আমরা যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির অনেকস্থলে শ্লোকাকারে নিবদ্ধ দেখি।

কিন্তু অনুলোম সঙ্করদিগকে লইয়া সমাজে গোলযোগ বাঁধিল; তাহাদের মধ্যে কেহ পিতার ধর্ম্ম, কেহ বা মাতৃকুলের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চলিতে চাহিল, অথচ বিশুদ্ধ দ্বিজাতিগণ তাঁহাদিগকে প্রকৃষ্ট অধিকার দিতে ও প্রকৃষ্ট জাতি বলিয়া সমাজে গ্রহণ করিতে সহজে সম্মত হইলেন না। কাজেই একটা সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। সমাজরক্ষক ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ সঙ্করগণের মাতৃজাতিত্ব স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও ঘোষণা করিলেন যে, যাহারা সদাচার অবলম্বন করিয়া উৎকৃষ্ট জাতিতে কন্যাদান করিতে থাকিবে, তাহারা পাঁচ ছয় পুরুষ পরে ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া গণ্য হইবে।[১] এইরূপ কত হীনবর্ণ উচ্চ বর্ণে প্রবেশ-লাভ করিয়াছে, কত শূদ্রধর্ম্মা জাতি ক্রমশঃ বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, এমন কি ব্রাহ্মণবর্ণের সহিত সম্মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যের মিতাক্ষরায় তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।[২] এখনও বোধ হয়, সেই কারণে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই উচ্চ কুলে কন্যাসম্প্রদান আদরণীয় ও সম্মানিত হইয়া আসিতেছে।

একদিকে যেমন উচ্চগতি এবং অপর দিকে সেইরূপ দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থাভেদে অধোগতি ঘটিতেছিল। তাহারই ফলে বহুতর অনুলোম ও প্রতি-লোম বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইতে লাগিল। সমাজের প্রয়োজনানুসারে প্রত্যেক সঙ্করজাতির পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইল; ধর্ম্মনির্দ্দেশ অনুসারেই তাহারা স্ব স্ব শ্রেণীর লোক লইয়া এক একটী পৃথক্ সমাজের সৃষ্টি করিল; ভিন্ন সমাজ-ভুক্ত হইলে তাহারা এক একটা বিভিন্ন জাতি বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল।

উপরে যে সকল কারণে ভারতীয় আর্য্যসমাজে নানা জাতির উৎপত্তি বিবৃত হইয়াছে, তাহা অতি প্রাচীন কালের কথা। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পর হইতে বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তারের সহিত আর্য্যসমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে জাতির যে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। তাহার উপর অনেক অনার্য্যজাতি এবং ভারতসীমাবহির্ভূত নানা শ্রেণীর আর্য্য (ইরাণ) ও তুরান্ জাতি আসিয়াও ভারতীয় আর্য্যসমাজে মিশিয়া পড়িল। সাধারণের অবগতির জন্য এখানে কয়েকটী প্রমাণ দিতেছি—

(১) "জাত্যুৎকর্ষো যুগে জ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমেঽপি বা।
ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং সাম্যং পূর্ব্ববচ্চাধরোত্তরম্ ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৯৬)

(২) ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পুণার নিকটবর্ত্তী কার্লিগুহা হইতে এইরূপ কতকগুলি খোদিত-লিপি * পাওয়া গিয়াছে—

১। *"ধেনুকাকটা ধংমযবনস"* অর্থাৎ *ধেনুকাকটবাসী* ধর্ম্মনামক যবনের (দান)।

২। "যবনস চংদানং দেয়ধম গভদার" অর্থাৎ এই গর্ভগৃহের দ্বার চন্দ্র নামক যবনের ধর্ম্মোদ্দেশে দান।

৩। "যবনস চিটস গতানাং ভোজনমটপো দেয়ধম সঙ্ঘ" অর্থাৎ (এই) ভোগমণ্ডপ (বৌদ্ধ) সঙ্ঘের উদ্দেশে গর্ত্তবাসী চিত্র নামক যবনের ধর্ম্মার্থ দান।

নাসিকের গুহা হইতেও এইরূপ খোদিত-লিপি† আবিষ্কৃত হইয়াছে—

"ওতরাহস দতামিতিয়কস যোণকস ধংমদেবপুতস ইংদ্রাগ্নিদতস ধংমাত্মনা ইমং লেণং" অর্থাৎ উত্তরাপথের দত্তামিত্রস্থানবাসী ধর্ম্মদেব নামক যবনপুত্র ধর্ম্মাত্মা ইন্দ্রাগ্নিদত্তের এই (দান)।

উদ্ধৃত প্রমাণাবলী হইতে বেশ দেখা যাইতেছে যে দুই হাজার বর্ষেরও কিছু পূর্ব্বে ভারতীয় যবন বা গ্রীকগণ অনেকে বৌদ্ধধর্ম্ম এবং ভারতীয় হিন্দুনাম গ্রহণ করিয়াছিল। যদি উহারা 'যবন' শব্দ ব্যবহার না করিত, তাহা হইলে সহজে উহাদিগকে ধরা যাইত না। কেবল যে বৌদ্ধ-সমাজে যবনগণ মিশিতেছিল, তাহা নহে ; ঐ সময়ে কেহ কেহ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতেছিল বা হিন্দুসমাজে মিশিয়া গিয়াছিল, তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। মালবপ্রদেশে গোয়ালিয়ার রাজ্যান্তর্গত বেশনগর নামক স্থানে একটী গরুড়স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহাতে যে লিপি উৎকীর্ণ আছে তৎপাঠে জানা যায় যে খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দীতে দিয়পুত্র হেলিওদোর নামে এক 'যবনদূত' অন্তলিকিত নামে কোন রাজার পক্ষে ভাগভদ্র নামে এক রাজার সভায় অবস্থান করিতেন, তিনি আপনাকে 'ভাগবত' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন এবং দেবদেব বাসুদেবের সম্মানার্থ উক্ত 'গরুড়ধ্বজ' প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত স্তম্ভলিপিবর্ণিত হেলিওদোরকে গ্রীক Heliodoros, দিয়কে Dion এবং অন্তলিকিতকে Antialkides বলিয়াই মনে হইবে।‡ সুতরাং দেখা যাইতেছে

* Epigraphia Indica. Vol. VII. pp. 53-55.

† Ep. Ind. Vol. VIII. p. 90.

‡ Journal of the Royal Asiatic Society for 1909, p. 1089.

যে দুই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে যবনও বাসুদেবভক্ত ও 'ভাগবত' বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। এই সকল যবন-বংশধরগণ কালে ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতসমাজেরও একদিন ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ঐ সকল যবনপণ্ডিতগণকেই লক্ষ্য করিয়া বরাহমিহির লিখিয়া গিয়াছেন—

"ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক্শাস্ত্রমিদং স্থিতম্।
ঋষিবত্তেপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্বেদবিদ্দ্বিজঃ॥" (বৃহৎসংহিতা ২।১৫)

আলেক্সান্দরের সময় হইতে ভারতে যবনপ্রভাব বিস্তৃত হয় এবং খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহারা পঞ্চনদ প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল ; এ সময় ভারতবাসীর সংস্পর্শে অনেক যবনসন্তান বৌদ্ধ বা হিন্দু হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা বৌদ্ধ বা হিন্দু হইয়া ভারতীয় চাতুর্বর্ণ্যসমাজে মিশিয়া গিয়াছিল এবং একটী অভিনব মিশ্রজাতি বা সমাজের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যবনের পরই পশ্চিম-ভারতে শকাধিকার আরম্ভ। ইহাদেরও পূর্ব্ববাস ভারত-বর্ষের বাহিরে ছিল। শকাধিরাজগণ প্রথমে পঞ্চনদ ও আফগানিস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, শকস্থানে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। পূর্ব্বে গৌড় পর্য্যন্ত[১] এবং দক্ষিণে মধ্য ও পশ্চিম ভারতেও তাঁহাদের রাজশক্তি বিস্তৃত হইয়াছিল। দূরবর্ত্তী প্রদেশে 'ক্ষত্রপ' নামে খ্যাত তাঁহাদের শকপ্রতিনিধিগণই রাজ্যশাসন করিতেন, কালে সেই সকল ক্ষত্রপ বা মহাক্ষত্রপগণ এক একজন স্বাধীন নৃপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।[২] উত্তর-ভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী শকরাজগণ প্রথম প্রথম অনেকেই বৈদেশিক নামই ব্যবহার করিতেন। যথা—কুজল-কদফিস, বেম-কদফিস, কণিষ্ক, হুবিষ্ক ইত্যাদি। কিন্তু কুজুল আপন মুদ্রায় 'সচ-ধম্ম-থিত' অর্থাৎ সত্যধর্ম্মস্থিত (সম্ভবতঃ বৌদ্ধ) এবং বেম নিজ মুদ্রায় 'মহরজস রজদিরজস সর্ব্বলোগ-ইশ্বরস মহিশ্বরস বিমকথফিসস'[৩] অর্থাৎ মহারাজ রাজাধিরাজ-সর্ব্বলোকেশ্বর ও মাহেশ্বর বলিয়া পরিচিত। বেম-কদফিসের মুদ্রার অপর পৃষ্ঠে

---

(১) ব্রাহ্মণকাণ্ড ২য় ভাগ ৪র্থ অংশে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(২) সাধারণের পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল যে মথুরা পর্য্যন্ত শকাধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল, কিন্তু অল্পদিন হইল সারনাথ হইতে শকসম্রাট্ কণিষ্কের যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎপাঠে জানা যায় যে পূর্ব্ব-ভারতও তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল এবং তাঁহার অধীন শকশাসনকর্ত্তার দ্বারাই শাসিত হইত।

(৩) Smith's Catalogue of the coins in the Indian Museum, p. 68ff.

বৃষভ, ত্রিশূল ও ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী শিবমূর্ত্তি থাকায় তিনি যে শিবভক্ত বা শৈব ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারী (অবশ্য ভিন্নবংশসম্ভূত) কণিষ্কের মুদ্রায় সর্ব্বপ্রথম ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এদিকে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মুদ্রায় 'স্কন্দো', 'মহাসেনো', 'কোমারো', 'বিসাগো' ও 'ওএশো' বা ঐশ নাম ও তদ্দেবমূর্ত্তি পাওয়া যায়। ঐ শব্দগুলি যে ঈশপুত্র কার্ত্তিকেয়ের নামান্তর তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ঐ সকল নাম ও দেবমূর্ত্তি যে আমাদিগের পুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। ঐ সকল শকরাজগণের মুদ্রাপরিচিহ্নিত রাজগণের যেরূপ বেশভূষা আছে, তাহা মুদ্রাতত্ত্ববিৎগণ সকলেই একবাক্যে তুর্কী বা মোগল বেশভূষা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

কোন কোন পুরাবিদের বিশ্বাস যে শকসম্রাট্ কণিষ্কের সময়ই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ ভারতে আগমন করেন[১], কিন্তু আমরা দেখাইয়াছি যে মিত্রোপাসক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ তাহারও বহুপূর্ব্বে ভারতে আসিয়া এখানে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।[২] তবে শকাধিকারকালে তাঁহারা স্ব স্ব প্রভুত্ব বিস্তারে বিশেষ সমর্থ হইয়াছিলেন,সন্দেহ নাই। অদ্যাপি রাজপুতনা হইতে বঙ্গের পূর্ব্বসীমা এবং বিন্ধ্যাদ্রির উত্তরাংশ হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত নানা স্থানে এই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের বাস রহিয়াছে।[২] মাড়বার রাজ্যে ইহারা সেবক বা ভোজক নামে সাধারণে পরিচিত, কিন্তু সকলেই শাকদ্বীপী বলিয়া স্ব স্ব পরিচয় দিয়া থাকেন। অনেকেই ওস্‌বাল শ্রাবকদিগের পৌরোহিত্য করেন, সকলেরই গৃহে সূর্য্যমূর্ত্তি আছে।[৩] পুষ্করের পরাশরী ব্রাহ্মণেরাও পূর্ব্বে সেবক বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ছিল। রাজপুতনার সেবক ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন যে তাঁহাদের স্বজাতিগণ পূর্ব্বদেশে 'শাকদ্বীপী', দক্ষিণে 'সীতাপাত্রী', দিল্লী ও আগ্‌রার নিকট 'পাণ্ডে' নামে পরিচিত।[৪] হিমালয়স্থ জগদীশ ও জ্বালামুখীর মন্দিরের পুরোহিতগণ সকলেই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ।[৪]

উত্তরের শকনরপতিগণ প্রথমে 'ধার্ম্মিক' বা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন এবং তাঁহারা নিজে ও শকরাজ্ঞীগণ অনেকে স্তূপ, ধর্ম্মচক্র প্রভৃতি

---

(১) D. R. Bhandarkar in Indian Antiquary, Vol XL, p. 18.

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৪র্থ অংশ, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণবিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৩) যোধপুর রাজ্যকা আদমসুমারী (১৮৯১) ৩য় খণ্ড, ৩২০ পৃঃ।

(৪) Indian Antiquary, Vol. XL, p. 19.

প্রতিষ্ঠা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগ অথবা শিবভক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন বটে[১], কিন্তু পশ্চিম-ভারতের শকক্ষত্রপগণ অনেকেই যথেষ্ট দেবদ্বিজে ভক্তি দেখাইয়া হিন্দুত্বেরই বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এখানে দুই একটী প্রমাণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। নাসিকগুহায় উৎকীর্ণ শকক্ষত্রপ উষবদাতের লিপিতে স্পষ্ট লিখিত আছে—

"রাজ্ঞঃ ক্ষহরাতস্য ক্ষত্রপস্য নহপানস্য জামাত্রা দীনীকপুত্রেণ উষবদাতেন ত্রিগোশতসহস্রদেন······দেবতাভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ ষোড়শগ্রামদেন অনুবর্ষং ব্রাহ্মণশতসাহস্রীভোজাপয়িত্রা প্রভাসে পুণ্যতীর্থে ব্রাহ্মণেভ্যঃ অষ্টভার্য্যাপ্রদেন"[২]

অর্থাৎ ক্ষহরাতবংশীয় ক্ষত্রপরাজ নহপানের জামাতা দীনীকপুত্র উষবদাত (যিনি) তিনলক্ষ গোদান করিয়াছেন, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে যিনি ষোল খানি গ্রাম দান করিয়াছেন, যিনি প্রতিবর্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন এবং যিনি পুণ্যতীর্থ প্রভাসে ব্রাহ্মণদিগকে (প্রত্যেককে) আটটী দারপরিগ্রহের উপযুক্ত ধন দান করিয়াছিলেন।

উক্ত ক্ষহরাতবংশ ব্যতীত আর একটী পরাক্রান্ত শকক্ষত্রপবংশ আড়াই শত বর্ষের অধিককাল মালব শাসন করিয়া গিয়াছেন, উজ্জয়িনীতে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। এই শকবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম ঘ্সমোতিকপুত্র চষ্টন। পিতা ও পুত্র উভয়ের নামেই বৈদেশিক গন্ধ, কখনই হিন্দুনাম বলা যায় না। কিন্তু চষ্টনের পুত্র জয়দাম ও তৎপুত্র রুদ্রদাম প্রভৃতি পরবর্ত্তী বংশধরগণের সকলেরই হিন্দুনাম দেখা যায়।[৩] কণ্হেরীর গুহা হইতে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি পাঠে জানিতে পারি যে উক্ত মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামের কন্যার সহিত সাতবাহনরাজ বাসিষ্ঠীপুত্র সাতকর্ণির বিবাহ হইয়াছিল।[৪] কেবল তাহাই নহে, জুনাগড় হইতে আবিষ্কৃত মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামের গিরিলিপি হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে তিনি "শব্দার্থ-গান্ধর্ব্বন্যায়াদ্যানাং বিদ্যানাং মহতীনাং পারণ-ধারণ-বিজ্ঞান-প্রয়োগাবাপ্ত-কীর্ত্তি"[৫] অর্থাৎ ব্যাকরণ, সঙ্গীত, ন্যায় ও অপরাপর হিন্দুশাস্ত্রে অভিজ্ঞতালাভ

(১) Indian Antiquary. Vol, XXXII., P. 429. and Vol. XL. p. 13; Epigraphia Indica, Vol. IX, p. 141ff.

(২) Epigraphia Indica, Vol. VIII, p. 78, 85.

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৪র্থ অংশ (১ম সংস্করণ) ২৩ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।

(৪) Arch. Surv. Western India, Vol. V. p. 78.

(৫) Epigraphia Indica, Vol. VIII, p. 44.

করিয়া পুরা হিন্দু হইয়া পড়িয়াছিলেন।১ কেবল শকনরপতিগণই যে হিন্দুনাম গ্রহণ ও হিন্দু হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা নহে। ভারতবাসী অপরাপর সাধারণ শকপরিবারগণও ক্ষত্রিয় উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক উচ্চ হিন্দুসমাজে মিশিয়া অপরাপর উচ্চ জাতির সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, প্রাচীন শিলালিপিতে তাহারও প্রমাণের অভাব নাই—এখানে সাধারণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য নাসিক-গুহায় উৎকীর্ণ দুইটী শকপরিবারের কথা তুলিতেছি—

(১) "শকস দামচিকস লেখকস বুধিকস বিষ্ণুদত্তপুতস দশপুরবাথবস লেণ পোঢ়িয়ো চ দো"২

অর্থাৎ দশপুরবাসী শকজাতীয় বিষ্ণুদত্তের পুত্র লেখক ও বুদ্ধিজীবি দামচিক্যের দান এই বাসার্থ গুহা ও দুইটী জলাধার।

(২) "শকাগ্নিবর্ম্মণঃ দুহিত্রা গণপকস্য রেভিলস্য ভার্য্যয়া গণপকস্য বিষ্ণুবর্ম্মস্য মাত্রা শকনিকয়া উপাসিকয়া বিষ্ণুদত্তয়া···গিলানভেষজার্থং অক্ষয়নীবী প্রযুক্তা"৩

অর্থাৎ শকজাতীয় অগ্নিবর্ম্মার কন্যা গণপকবংশীয় রেভিলের ভার্য্যা গণপক বিশ্ববর্ম্মার মাতা শকনিকা বিষ্ণুদত্তানাম্নী উপাসিকা রোগীদিগকে ঔষধ দিবার জন্য এই অক্ষয় দান করিতেছেন।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ পর্য্যন্ত ভারতে শকাধিপত্য চলিয়াছিল। যেখানে যেখানে তাঁহাদের বেশী সংশ্রব ঘটিয়াছিল, সেই সেই স্থানেই যে স্থানীয় উচ্চ হিন্দুসমাজের সহিত তাঁহারা নানা সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের ন্যায় গুণকর্ম্মানুসারে শকবীরগণও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে গুপ্তবংশের অভ্যুদয়। ইঁহারা জাতিতে বৈশ্য হইলেও সাধারণতঃ তখনকার ক্ষত্রিয়গণের সহিতও সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইতেন। তাঁহারা প্রধানতঃ দেবদ্বিজভক্ত, যাগযজ্ঞকারী ও হিন্দুশাস্ত্রানুরক্ত রাজবংশ বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহাদের সময়েও অসবর্ণবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। গুপ্তসম্রাট্ নরসিংহ বালাদিত্য বসুরাত নামক এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সহিত নিজ ভগিনীর বিবাহ দিয়াছিলেন।৪

(১) Indian Antiquary, Vol. XL, p. 15.

(২) Epigraphia Indica, Vol. VIII, p. 95.

(৩) ঐ পুস্তকে p. 88 দ্রষ্টব্য।

(৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড ১মাংশ, ১৫৩-১৬০ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণেরই একশাখা মৌর্য্যাধিপত্যকালে ক্ষাত্রধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া 'শুঙ্গমিত্র' নামে ভারতে আধিপত্য-বিস্তার করিয়াছিলেন। মৌর্য্যসম্রাট্ বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্যমিত্রই শুঙ্গমিত্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি যেমন দারুণ বৌদ্ধ-বিদ্বেষী তেমনি অতিশয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন। ২৩৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে পুষ্যমিত্রের অভ্যুদয়।[২] ১৪৭ বর্ষ পুষ্যমিত্রবংশ ভারতশাসন করিয়াছিলেন। পরে কাণ্ব, আন্ধ্র ও শকবংশের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে পুষ্যমিত্রগণ আর মাথা তুলিবার সুবিধা পান নাই। পশ্চিমভারতে শকপ্রভাব হ্রাস হইয়া আসিলে এই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা পুষ্যমিত্রগণ কোন কোন শকাধিকার করায়ত্ত করিয়া আবার মস্তকোত্তলন করিলেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহারা এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ভয়ে গুপ্তসাম্রাজ্যলক্ষ্মী পর্য্যন্ত বিকম্পিত হইয়াছিল। বলভীরাজগণের তাম্রশাসনে তাঁহারাই 'অতুলবলসম্পন্ন মৈত্রক' নামে পরিচিত হইয়াছেন। এই মৈত্রকবংশেই সুরাষ্ট্রে বলভীরাজবংশস্থাপয়িতা সেনাপতি ভটার্কের অভ্যুদয়।[৩] চীনপরিব্রাজক য়ুঅংচুঅঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি, এই বংশ মালবপতি যশোধর্ম্মা বিক্রমাদিত্য ও বৈশ্যসম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন।

উক্ত মৈত্রক-বলভীবংশের অভ্যুদয়ের সহিত আনন্দপুরে নাগর-ব্রাহ্মণগণের সমাবেশ দেখিতে পাই। এই প্রথিত ব্রাহ্মণবংশ মিত্রোপাসক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণেরই একটী শাখা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। শ্রীমাল ব্রাহ্মণ ও গুজ-রাটের নাগর-বণিয়ারাও এই নাগর-ব্রাহ্মণ হইতে বাহির হইয়াছে।[৪] আমরা দেখাইয়াছি যে, শিশোদিয়কুলতিলক সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত মেবারের মহারাণা-গণও আদিতে নাগর ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে ক্ষত্রধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সূর্য্যবংশ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।[৫] সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের একতম শাখা নাগরব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণেরই উৎপত্তি ঘটিয়াছে। তাঁহাদের বংশধরগণ ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন এবং সেই সেই বর্ণের নানা জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছেন।

---

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য় ভাগ, ৪র্থ অংশ, ৫৬ পৃঃ।
(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, ১মাংশ, ১৪০ পৃঃ।
(৩) Indian Antiquary, Vol. XL. p. 31.
(৪) ঐ ঐ Vol. XL. p. 33.
(৫) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, ১মাংশ, ১৩০ হইতে ১৩৭ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

সুরাষ্ট্রে যে সময়ে বলভীবংশের অভ্যুদয়, সেই সময়েই উত্তরপশ্চিম-ভারত-সীমান্তে হূণ নামক আর এক শকজাতির তীব্রদৃষ্টি ভারতের উপর পতিত হয়। এই হূণগণ ভারতবহির্ভূত জাতি বলিয়া পরিচিত হইলেও হূণপতি তোরমাণ ও তৎপুত্র মিহিরকুলের শিলালিপি পাঠ করিলে তাঁহাদিগকে শৈব ও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াই মনে হইবে। এই হূণজাতির আক্রমণেই গুপ্তসাম্রাজ্য এক প্রকার ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল, অবশেষে ভারতের সমবেত রাজশক্তি একত্র হইয়া হূণ-প্রভাব ধ্বংস করিয়াছিল। এই সময়ে হূণজাতি ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। কালে ইহারা ৩৬ রাজপুতকুলের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এখন হূণজাতি রাজপুতসমাজে মিশিয়া গিয়াছে।

রাজপুতানার অগ্নিকুল বলিয়া প্রসিদ্ধ চাহমান (চৌহান), পরমার (পুঁয়ার), চৌলুক্য (সোলঙ্কি) ও প্রতিহার (পড়িহার)-গণও বৈদেশিক জাতি এবং গুজর নামক প্রাচীন জাতিরই শাখা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন।[১] আশ্চর্য্যের বিষয়, কাশ্মীর ও স্বাত অঞ্চলে গুজরী নামে একটী পাহাড়ী ভাষা প্রচলিত আছে, এই পাহাড়ী ভাষার সহিত রাজস্থানী ভাষার সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। গুজরেরা প্রথমে ভারতে বাস করিত না। সকলেই তাহাদিগকে বৈদেশিক বলিয়া স্থির করিয়াছেন।[১] ইহারাই পূর্ব্বকালে 'খজর' নামে অভিহিত ছিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে য়ুরোপ ও এসিয়ার প্রান্তসীমার হূণদিগের ন্যায় এই খজরেরাও প্রাধান্যস্থাপন করিয়াছিল।[২] অসোফসমুদ্রের উত্তরে ইহারাই গজর নামে; যাহারা য়িহুদী হইয়া গিয়াছে, তাহারা 'ঘসর' (Ghysar) নামে এবং ককেসস্-পর্ব্বতে 'ঘুসর' নামে অভিহিত।[২] অনেকের বিশ্বাস যে, 'খজর' ও 'শ্বেত হূণ' উভয়ে একজাতি না হইলেও উভয়ের অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল।[৩] খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে শ্বেতহূণেরা যখন দলে দলে ভারতসীমা-মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে, সেই সময় খজর বা গুজরেরাও দলে দলে ভারতে প্রবেশ করিতে লাগিল। বাস্তবিক খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ ঐহোলের শিলালিপি, বাণের হর্ষচরিত ও চীন-পরিব্রাজক য়ুঅন্-চুআঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্তে আমরা সর্ব্বপ্রথম 'গুর্জ্জর' শব্দের উল্লেখ পাই। তৎপূর্ব্বে বরাহমিহির উত্তরবাসী হূণজাতির সহিত 'খচ্ছার' বা 'খচর'

(১) Indian Antiquary, Vol. XL. p. 30.
(২) Bombay Gazetteer, Vol. XL. Pt. I, p. 471f.
(৩) Encyclopædia Brittannica, Vol. XIV,—Khazar.

নামে এক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। ১ সপাদলক্ষ বা হিমালয়স্থ শিবালিকপ্রদেশ হইতে হূণমুদ্রার সহিত খজরমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মুদ্রার একদিকে 'প্রকাশাদিত্য' ও অপর দিকে 'খজর' শব্দ উৎকীর্ণ আছে।২ পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, খজর, গজর ও গুজর একজাতিরই নাম, ভারতেও তাহারা প্রথমতঃ খজর, খচর, খচ্ছার ও গুজর নামেই পরিচিত হইয়াছিল। এই গুজর শব্দেরই সংস্কৃত রূপ গুর্জ্জর। হূণদিগের ন্যায় ইহারাও প্রথমে শৈব ও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিল। প্রকাশাদিত্য যে পুরা হিন্দুনাম তাহা বলাই বাহুল্য। এই খজরজাতি 'শুভ্রবর্ণ, কৃষ্ণকেশ ও অতি সুন্দর গঠন ছিল। বৈজন্তিয়ম্ ও বোগদাদে খজরকন্যার পাণিগ্রহণে সকলেই আগ্রহ দেখাইত।'৩ এই বর্ণনার সহিত গুজরজাতির অন্যতম শাখা রাজস্থানের অগ্নিকুলের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। এই গুজরজাতির পূর্ব্ববাসের স্মৃতিনির্দ্দেশক বহুস্থান এখনও বিদ্যমান। আফগানিস্তানের রাজধানী গজনীর নিকটই 'গুজরীস্তান' নামে একটী প্রসিদ্ধ স্থান রহিয়াছে। একসময়ে যেখানে শ্বেতহূণদিগের রাজধানী ছিল, বর্ত্তমান বদেঘিজের নিকটও গুজরীস্তান নামে একটী বিস্তৃত ভূভাগ দৃষ্ট হয়। হাজারার পশ্চিমে অর্ঘন্দাব ছাড়াইয়া ভারত-প্রান্তের বাহিরে উজরীস্তান নামে একটী ভূভাগ আছে, তাহাকেও কেহ কেহ গুজরীস্তানের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করেন। পঞ্জাবের 'গুজরন্‌বালা' প্রসিদ্ধ। কাশ্মীর ও স্বাতপ্রদেশে অদ্যাপি গুজরী নামে একটী পাহাড়ীভাষা প্রচলিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান গুজরাত ও রাজপুতানায় এই জাতির প্রধানতঃ বর্ত্তমান নিবাস হইলেও পূর্ব্বে আফগানস্তান, পারস্য ও হিমালয়প্রদেশের উত্তরপশ্চিমসীমায় যে এই জাতির বাস ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্তরপশ্চিমভারত হইতে কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই শ্রেণির মুদ্রায় নাগরী, সাসনীয় (Sassanian) ও পহ্লবী এই তিন প্রকার লিপি দৃষ্ট হয়। এই মুদ্রার উপরপৃষ্ঠে সাসনীয় পহ্লবী-

য়—"সফ্ বসু তেফ্—চহ্‌মন × মুল্‌তান মল্‌কা" অর্থাৎ মূলতানপতি শ্রীবাসুদেব চহ্‌মন এবং অপর পৃষ্ঠে নাগরী অক্ষরে "শ্রীবাসুদেব" শব্দ এবং পহ্লবীভাষায় "টুকান্ জাউলস্তান্ সপর্দলক্ষান্" অর্থাৎ টক, জাবুলিস্তান ও

(১) বৃহৎসংহিতা ১৪ অধ্যায়।

(২) Journal of the Royal Asiatic Society for 1907, p. 96, Indian Antiquary, Vol. XL. p. 31.

(৩) Encyclopaedia Brittannica (10TH Ed.) Vol. XIV. p. 59.

ও সপাদলক্ষ আছে।[১] এদিকে পৃথ্বীরাজবিজয় নামক গ্রন্থপাঠেও আমরা জানিতে পারি যে, চাহমানবংশীয় প্রথম নৃপতি বাসুদেব আশাপুরী ও শাকম্ভরীদেবীর আশ্রয়ে শাম্ভরনামক লবণহ্রদ অর্পণ করিয়াছিলেন। রাজশেখরের প্রবন্ধ-কোষের সমাপ্তিপুষ্পিকায় ৩৭ জন চাহমাননৃপতির নাম পাওয়া যায়। কবি রাজশেখর তাঁহাদিগকে "সপাদলক্ষীয় চাহমান-নৃপবংশ" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। প্রবন্ধকোষের মতেও বাসুদেবই চাহমানবংশের প্রথম নৃপতি এবং ৬০৮ বিক্রমাব্দে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। উক্ত সাসনীয় মুদ্রাগুলি আলোচনা করিয়া মুদ্রাবর্ণিত বাসুদেবকে কেহ হূণ, কেহ সাসনীয়, আবার কেহ খজর বা গুজর বলিয়া স্থির করিয়াছেন।[১] বিজোলিয়া হইতে আবিষ্কৃত সামন্তদেবের শিলালিপিতে তিনি অহিচ্ছত্রাগত বৎসগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।[২] মেবারের গুহিলবংশের ন্যায় পরে এই বংশেরও সকলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এইরূপে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ দেবদত্ত ভাণ্ডারকর প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রতিহার বা পড়িহার, পরমার (পুঁয়ার) ও চালুক্য বা সোলঙ্কীগণও বৈদেশিক গুজরবংশ-সম্ভূত।[৩] আদিতে তাঁহারা শূদ্র বা বৈশ্য হইলেও পরে তাঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয়-রাজপুত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।[৪] এক্ষণে এই চাহমান বা চৌহানবংশ রাজস্থান ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে অগ্নিকুল ও অপর নানা শ্রেণির রাজপুতের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ।

কেবল উক্তরূপেই যে হিন্দুগণের মধ্যে অসংখ্য শ্রেণী ও শাখা-প্রশাখার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নহে। বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় হিন্দুসমাজে আমরা যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহস্র সহস্র শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের প্রসার দেখিতেছি, (সামাজিক ব্যবহার অনুসারে তাহার প্রত্যেককে একএকটী স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া গণ্য করিলেও ক্ষতি নাই), নানা কারণে তাহাদের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

১ম। বিভিন্ন দেশে বাসনিবন্ধন স্বদেশ ও জ্ঞাতিবর্গের সংস্রব ত্যাগ।

২য়। কৌলিক মত ও ধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক ভিন্ন মত গ্রহণ ও ভিন্ন গুরুর শিষ্যত্ব স্বীকার।

---

(১) Indian Antiquary for 1911, p. 25-26.

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol, LV. Pt I. p. 41. ও বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড (১ম সংস্করণ) ১৮৩ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৩) Indian Antiquary. Vol. XL. p. 30.

(৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, ১৮৩ হইতে ১৮৪ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৩য়। ভিন্ন আচার বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান।

৪র্থ। স্ব স্ব সমাজে প্রভুত্ব লইয়া বিবাদ।

৫ম। আর্থিক অবস্থা ও জ্ঞানের উন্নতিতে নিম্নশ্রেণী হইতে উচ্চশ্রেণীতে প্রবেশলাভ।

৬ষ্ঠ। সভ্যতার বিস্তারে নিম্নজাতির আত্মপরিচয়গোপন।

৭ম। বৈবাহিক আদান-প্রদান।

আমরা অতি সংক্ষেপে এই সাতটী কারণ নির্দ্দেশ করিলাম। এ সমুদায়ের বিস্তৃত সমালোচনা এ পুস্তকের আলোচ্য নহে। তবে ভারতের অপরাপর প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে প্রায় সকল শ্রেণীর মধ্যেই জাতি-ধর্ম্মপালনের সমাদর, কৌলীন্য-রক্ষার চেষ্টা এবং জাতীয় অনুষ্ঠানাদির প্রতিপালনের অনেকটা অনুরাগ দেখা যায় বলিয়াই জাতিবিভাগের উৎপত্তির ইতিহাস অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। আদি উৎপত্তিতত্ত্ব জানা থাকিলে ভবিষ্যতে স্ব স্ব শ্রেণীর সামাজিক পদমর্য্যাদা বা অধরোত্তর আসন লইয়া একটা সঙ্ঘর্ষ বা বিশৃঙ্খলতা ঘটিবার সম্ভাবনা অতি অল্প হইবে, ভাবিয়াই বর্ত্তমান পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্যের অন্তর্গত না হইলেও এই সকল কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস
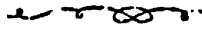
ব্রাহ্মণ-কাণ্ড

সূচনা

ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বাপর হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। প্রাসাদবাসী মহা-সমৃদ্ধিশালী রাজাধিরাজের যে সম্মান নাই, কুটীরবাসী ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণের তদপেক্ষা অধিক সম্মান। এ অপূর্ব্ব ও অবিচলিত সম্মান কিরূপে ব্রাহ্মণেরা উপার্জ্জন করিলেন, হিন্দুদিগের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে;—সত্যনিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সদাচার, উদ্যম ও সচ্চরিত্রতাই তাহার মুখ্য কারণ।

উপক্রমে বলিয়াছি, মন্ত্রকৃৎ বা বেদস্তোতা ঋষিগণই ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ বলিয়া সর্ব্বপ্রথম পরিচিত হন। কোন ব্রাহ্মণের পরিচয় দিতে হইলে অগ্রে তাঁহার বেদ, গোত্র ও প্রবর জানা চাই। যে ঋষির বংশে যাঁহার জন্ম, গোত্র বলিবার সময় তিনি সেই ঋষির পরিচয় দিয়া থাকেন; সুতরাং ব্রাহ্মণের গোত্রই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের পরিচায়ক। আমরা দেখিতে পাই, ঋক্সংহিতায় যাঁহারা ঋষি, বৌধায়নাদির শ্রৌতগ্রন্থে সেই ঋষিগণের নামেই গোত্র নিরূপিত হইয়াছে। বৌধায়ন, আশ্বলায়ন, কাত্যায়ন, আপস্তম্ব, সত্যাষাঢ়, ভরদ্বাজ, লৌগাক্ষি প্রভৃতি রচিত শ্রৌতসূত্রে প্রায় ৭০৮ বিভিন্ন গোত্রের নাম দৃষ্ট হয়। বৌধায়নসূত্রে বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গোতম, অত্রি, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ এই সাতজন ঋষিই আদি গোত্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এই সাতজনের অপত্যগণের মধ্যে যাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামেও গোত্র প্রবর্ত্তিত হয়। শৌনকের ঋগ্বেদানুক্রমণিকায় যে সকল ঋষি বা ঋঙ্‌মন্ত্রপ্রকাশকের নাম পাওয়া যায়, নিম্নে অকারাদিক্রমে তাঁহাদের নাম উদ্ধৃত হইল।—

অংহোমুগ্‌ বামদেব্য, অক্ষ মৌজবান, অগস্ত্য, অগ্নি, অগ্নিযুত স্থৌর, অগ্নিযূপ স্থৌর, অঘমর্ষণ মাধুচ্ছন্দস, অঙ্গ ঔরব, অঙ্গিরা, অজমীঢ় সৌহোত্র, অত্রি ভৌম, অত্রি সাংখ্য, অনানত পারুচ্ছেপি, অনিল বাতায়ন, অন্ধীগু শ্যাবাশ্বি, অপ্রতিরথ ঐন্দ্র, অভিতপা সৌর্য্য, অভিবর্ত্ত আঙ্গিরস, অমহীয়ু আঙ্গিরস, অম্বরীষ বার্ষাগির, অয়াস্য আঙ্গিরস, অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্য, অরুণ বৈতহব্য, অর্চ্চন্ হিরণ্যস্তূপ, অর্চ্চনানা আত্রেয়, অর্ব্বুদ কাদ্রবেয়, অবৎসার কাশ্যপ, অবস্যু

আত্রেয়, অশ্বমেধ ভারত, অশ্বসূক্তি কাণ্বায়ন, অষ্টক বৈশ্বামিত্র, অষ্ট্রাদংষ্ট্র বৈরূপ, অসিত কাশ্যপ, আয়ু কাণ্ব, আসঙ্গ প্লায়োগি, ইট ভার্গব, ইধ্মবাহ দার্ঢচ্যুত, ইন্দ্র, ইন্দ্র মুষ্কবান্, ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমতি বাসিষ্ঠ, ইরিম্বিঠ কাণ্ব, ইষ আত্রেয়, উচথ্য আঙ্গিরস, উৎকীল কাত্য, উপমন্যু বাসিষ্ঠ, উপস্তুত বার্ষ্টিহব্য, উরুক্ষয় আমহীযব, উরুচক্রি আত্রেয়, উল বাতায়ন, উশনা কাব্য, উরু আঙ্গিরস, ঊর্দ্ধকৃশণ যামায়ন, ঊর্দ্ধগ্রাবা আর্ব্বুদি, ঊর্দ্ধনাভা ব্রাহ্ম, ঊর্দ্ধসদ্মা আঙ্গিরস, ঋজিশ্বা ভরদ্বাজ, ঋজ্রাশ্ব বার্ষাগির, ঋণঞ্চয়, ঋষভ বৈরাজ (শাকর), ঋষভ বৈশ্বামিত্র, ঋষ্যশৃঙ্গ বাতরশন, একদ্যূ নৌধস, এতশ বাতরশন, এবয়ামরুদ্ আত্রেয়, কক্ষিবান্ দৈর্ঘতমস (ঔশিজ), কণ্ব ঘোর, কত বিশ্বামিত্র, কপোত নৈর্ঋত, করিক্রত বাতরশন, কর্ণশ্রুদ্ বাসিষ্ঠ, কলিপ্রগাথ, কবষ ঐলুষ, কবি ভার্গব, কশ্যপ মারীচ, কুৎস আঙ্গিরস, কুমার আগ্নেয়, কুমার আত্রেয়, কুমার যামায়ন, কুরুসুতি কাণ্ব, কুল্মলবর্হিষ শৈলুষি, কুশিক ঐশীরথি, কুশিক সৌরভ, কুসীদী কাণ্ব, কূর্ম্ম গার্ৎসমদ, কৃতযশা আঙ্গিরস, কৃত্নু ভার্গব, কৃশ কাণ্ব, কৃষ্ণ আঙ্গিরস, কেতু আগ্নেয়, গয় আত্রেয়, গয় প্লাত, গর্গ ভারদ্বাজ, গবিষ্ঠির আত্রেয়, গাথী কৌশিক, গৃৎসমদ আঙ্গিরস শৌনহোত্র, গৃৎসমদ ভার্গব শৌনক, গোতম রাহুগণ, গোধা, গোপবন আত্রেয়, গোষূক্তী কাণ্বায়ন, গৌরিবীতি শাক্ত্য, ঘর্ম্ম সৌর্য্য, ঘর্ম্ম তাপস, ঘোর আঙ্গিরস, চক্ষু মানব, চক্ষু সৌর্য্য, চিত্রমহা বাসিষ্ঠ, চ্যবন ভার্গব, জমদগ্নি ভার্গব, জয় ঐন্দ্র, জরৎকর্ণ সর্পঐরাবত, জরিতা শার্ঙ্গ, জূতি বাতরশন, জেতা মাধুচ্ছন্দস, তপুর্মূর্দ্ধা বার্হস্পত্য, তান্ব পার্থ্য, তিরশ্চী আঙ্গিরস, ত্রসদস্যু পৌরুকুৎস্য, ত্রিত আপ্ত্য, ত্রিশিরা ত্বাষ্ট্র, ত্রিকোশ কাণ্ব, ত্র্যরুণ ত্রৈবৃষ্ণ, ত্বষ্টা গর্ভকর্ত্তা, দমন যামায়ন, দিব্য আঙ্গিরস, দীর্ঘতমা ঔচথ্য, দুর্মিত্র কৌৎস, দুবস্যু বান্দন, দৃঢ়চ্যুত আগস্ত্য, দেবমুনি ঐরম্মদ, দেবরাত বৈশ্বামিত্র, দেবল কাশ্যপ, দেবরাত ভারত, দেবশ্রবা ভারত, দেবশ্রবা যামায়ন, দেবাতিথি কাণ্ব, দেবাপি আর্ষ্টিষেণ, দ্যুতান মারুতি, দ্যুম্ন বিশ্বচর্ষণি আত্রেয়, দ্যুম্নিক বাসিষ্ঠ, দ্রোণ শার্ঙ্গ, দ্বিত আপ্ত্য, ধরুণ আঙ্গিরস, ধ্রুব আঙ্গিরস, নভঃ প্রভেদন বৈরূপ, নর ভারদ্বাজ, নহুষ মানব, নাভাক কাণ্ব, নাভানেদিষ্ঠ মানব, নারদ কাণ্ব, নিধ্রুবি কাশ্যপ, নিপাতিথি কাণ্ব, নৃমেধ আঙ্গিরস, নেম ভার্গব, নোধা গৌতম, পতঙ্গ প্রাজাপত্য, পরাশর শাক্ত্য, পুরুচ্ছেপ দৈবদাসি, পর্ব্বত কাণ্ব, পবিত্র আঙ্গিরস, পায়ু ভারদ্বাজ, পুনর্বৎস কাণ্ব, পুরুমীঢ় সৌহোত্র, পুরুমেধ আঙ্গিরস, পুরুহন্মা আঙ্গিরস, পুরুরবা ঐল, পুষ্টিগু কাণ্ব, পূতদক্ষ আঙ্গিরস, পূরণ বৈশ্বামিত্র, পূরু আত্রেয়, পৃথু বৈণ্য, পৃষধ্র কাণ্ব, পৌর আত্রেয়, প্রগাথ কাণ্ব, প্রচেতা আঙ্গিরস, প্রজাপতি পরমেষ্ঠী, প্রজাপতি বাচ্য, প্রজাপতি বৈশ্বামিত্র, প্রজাবান্ প্রাজাপত্য; প্রতর্দ্দন কাশীরাজ দৈবদাসি, প্রতিভানু আত্রেয়, প্রতিক্ষত্র আত্রেয়, প্রতিপ্রভ আত্রেয়, প্রতিরথ আত্রেয়, প্রথ বাসিষ্ঠ, প্রভূবসু আঙ্গিরস, প্রযস্বান্ আত্রেয়, প্রয়োগ ভার্গব, প্রস্কণ্ব কাণ্ব, প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, বন্ধু গোপায়ন, বভ্রু আত্রেয়, বাহুবৃক্ত আত্রেয়, বুধ আত্রেয়, বুধ সৌম্য, বৃহদুক্থ বামদেব্য, বৃহদ্দিব আথর্ব্বণ, বৃহস্মতি আঙ্গিরস, বৃহস্পতি লৌক্য, ব্রহ্মাতিথি কাণ্ব, ভয়মান বার্ষাগির, ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ভর্গ প্রাগাথ,

ভারদ্বাজ, ভিক্ষু আঙ্গিরস, ভিষগ্ আথর্ব্বণ, ভুবন আপ্ত্য, ভূতাংশ কাশ্যপ, ভৃগু বারুণি, মৎস্য সাম্মদ, মথিত যামায়ন, মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, মনু আপ্সব, মনু বৈবস্বত, মনু সাম্বরণ, মন্যু তাপস, মন্যু বাসিষ্ঠ, মরুত, মাতরিশ্বা কাণ্ব, মান্ধাতা যৌবনাশ্ব, মান্য মৈত্রাবরুণি, মুদ্গল ভার্ম্যশ্ব, মূর্দ্ধন্বান্ আঙ্গিরস (বামদেব্য), মৃক্তবাহা দ্বিত আত্রেয়, মৃড়ীক বাসিষ্ঠ, মেধাতিথি কাণ্ব, মেধ্য কাণ্ব, মেধ্যাতিথি কাণ্ব, যক্ষ্মনাশন প্রাজাপত্য, যজত আত্রেয়, যজ্ঞ প্রাজাপত্য, যম বৈবস্বত, যযাতি নাহুষ, রক্ষোহা ব্রাহ্ম, রহূগণ আঙ্গিরস, রাতহব্য আত্রেয়, রাম জামদগ্ন্য, রেণু বৈশ্বামিত্র, রেভ কাশ্যপ, লব ঐন্দ্র, লুশ ধানাক, বৎস আগ্নেয়, বৎস কাণ্ব, বৎসপ্রি ভালন্দন, বভ্রু বৈখানস, বরু আঙ্গিরস, বরুণ, বব্রি আত্রেয়, বশ অশ্ব্য, বাসিষ্ঠ, মৈত্রাবরুণি, বসু ভারদ্বাজ, বসুকর্ণ বাসুক্র, বসুকৃৎ বাসুক্র, বসুক্র ঐন্দ্র, বসুক্র বাসিষ্ঠ, বসুমনা, রৌহিদশ্ব, বসুরোচিষ আঙ্গিরস, বসুশ্রুত আত্রেয়, বসূযব আত্রেয়, বাগ্ আম্ভৃণী, বাতজূতি বাতরশন, বামদেব গৌতম, বিন্দু আঙ্গিরস, বিপ্রজূতি বাতরশন, বিপ্রবন্ধু গৌপায়ন, বিভ্রাট্ সৌর্য্য, বিমদ ঐন্দ্র, বিরূপ আঙ্গিরস, বিবস্বান্ আদিত্য, বিবৃহা কাশ্যপ, বিশ্বক কার্ষ্ণি, বিশ্বকর্ম্মা ভৌবন, বিশ্বমনা বৈয়শ্ব, বিশ্বসামা আত্রেয়, বিশ্বামিত্র গাথিন, বিশ্বাবসু দেবগন্ধর্ব্ব, বিষ্ণু প্রাজাপত্য, বিহব্য আঙ্গিরস, বীতহব্য আঙ্গিরস, বৃশ জান, বৃষগণ বাসিষ্ঠ, বৃষাকপি ঐন্দ্র, বৃষাণক বাতরশন, বেণ ভার্গব, ব্যশ্ব আঙ্গিরস, ব্যাঘ্রপাদ্ বাসিষ্ঠ, শম্যু বার্হস্পত্য, শকপূত নার্মেধ, শক্তি বাসিষ্ঠ, শঙ্খ যামায়ন, শতপ্রভেদন বৈরূপ, শবর কাক্ষীবত, শশকর্ণ কাণ্ব, শার্য্যাত মানব, শ্যাস ভারদ্বাজ, শিখণ্ডী কাশ্যপ, শিবি ঔশীনর, শিরিম্বিঠ ভারদ্বাজ, শিশু আঙ্গিরস, শুনঃশেপ আজিগর্ত্তি, শুনহোত্র ভারদ্বাজ, শ্যাবাশ্ব আত্রেয়, শ্যেন আগ্নেয়, শ্রুতকক্ষ আঙ্গিরস, শ্রুতবন্ধু গৌপায়ন, শ্রুতবিদ্ আত্রেয়, শ্রুষ্টিগু কাণ্ব, সঘনন আঙ্গিরস, সম্বরণ প্রাজাপত্য, সংবর্ত্ত আঙ্গিরস, সঙ্কুসুক যামায়ন, সত্যধৃতি বারুণি, সত্যশ্রবা আত্রেয়, সদাপৃণ আত্রেয়, সধ্রি বৈরূপ, সধ্বংস কাণ্ব, সপ্তর্ষি, সপ্তগু আঙ্গিরস, সপ্তবধ্রি আত্রেয়, সপ্তি বাজম্ভর, সপ্রথ ভারদ্বাজ, সর্ব্বহরি ঐন্দ্র, সব্য আঙ্গিরস, সস আত্রেয়, সহদেব বার্ষাগির, সাধন ভৌবন, সার্পরাজ্ঞী শার্ঙ্গ, সিন্ধুক্ষিৎ প্রৈয়মেধ, সিন্ধুদ্বীপ আম্বরীষ, সুকক্ষ আঙ্গিরস, সুকীর্ত্তি কাক্ষীবত, সুতম্ভর আত্রেয়, সুদা পৈজবন, সুনীতি আঙ্গিরস, সুপর্ণ কাণ্ব, সুপর্ণ তার্ক্ষ্যপুত্র, সুবন্ধু গৌপায়ন, সুমিত্র কৌৎস, সুমিত্র বাধ্র্যশ্ব, সুরাধা বার্ষাগির, সুবেদা শৈরীষি, সুহস্ত্য ঘৌষেয়, সুহোত্র ভারদ্বাজ, সোভরি কাণ্ব, সোম, সোমাহুতি ভার্গব, স্তম্বমিত্র শার্ঙ্গ, স্যূমরশ্মি ভার্গব, স্বস্ত্যাত্রেয়, হরিমন্ত আঙ্গিরস, হর্য্যত প্রাগাথ, হবির্ধান আঙ্গিরস, হিরণ্যগর্ভ প্রাজাপত্য ও হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরস।

উপরে যে সকল মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের উল্লেখ করিলাম, উঁহাদের প্রত্যেকের নামের সহিত যে এক একটী উপাধিযুক্ত আছে, ঐ উপাধি তাঁহাদের সমাজখ্যাত কুলরিপচায়ক। বৌধায়ন, আশ্বলায়ন প্রভৃতির শ্রৌতসূত্রে ঐ সকল ঋষি-নামই ভিন্ন ভিন্ন গোত্রে উল্লিখিত। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, মন্ত্রকৃৎ ঋষিগণের নামেই ব্রাহ্মণগণের গোত্র প্রচলিত হইয়াছে।

মৎস্যপুরাণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন শ্রেণীভুক্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৯২ জন * মন্ত্রকৃৎ ঋষির উল্লেখ আছে। ইতিপূর্ব্বে পুরাণ-মতানুসারে যে সকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির কথা বর্ণনা করিয়াছি, দেখা যাইতেছে, তাঁহারাও প্রত্যেকেই গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যে সকল ঋগ্‌ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির উল্লেখ করিলাম, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই কুল-পরিচায়ক উপাধির আলোচনা করিলে ক্ষত্রিয়-বংশ-সম্ভূত বলিয়া প্রতিপন্ন হন। এখন কথা হইতেছে, আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্রের মতে পুরোহিতের গোত্র অনুসারে ক্ষত্রিয়ের গোত্র স্থির

* মৎস্যপুরাণোক্ত ৯২ জন মন্ত্রকৃৎ ঋষির নাম উদ্ধৃত হইল—

"এবং মন্ত্রকৃতঃ সর্ব্বে কৃৎস্নশশ্চ নিবোধত।
ভৃগুঃ কাশ্যপঃ প্রচেতা দধীচো হ্যাত্মবানপি ॥
ঔর্ব্বোঽথ জমদগ্নিশ্চ বেদঃ সারস্বতস্তথা।
আর্ষ্টিষেণশ্চ্যবনশ্চ বীতহব্যঃ সুমেধসঃ ॥
বৈণ্যঃ পৃথুর্দিবোদাসো ব্রহ্মবান্ গৃৎসশৌনকৌ
একোনবিংশতি হ্যেতে ভৃগবো মন্ত্রকৃত্তমাঃ ॥
অঙ্গিরাশ্চৈব ত্রিতশ্চ ভরদ্বাজোঽথ লক্ষ্মণঃ।
কৃতবাচস্তথা গর্গঃ স্মৃতিঃ সাঙ্কৃতিরেব চ ॥
গৌরবীতিশ্চ মান্ধাতা অম্বরীষ স্তথৈব চ।
যুবনাশ্বঃ পুরুকুৎসঃ স্বমদশ্চ সদস্যবান্ ॥
অজমীঢ়োঽস্যহার্য্যশ্চ হ্যৎকিলঃ কবিরেব চ।
পৃষদশ্বো বিরূপশ্চ কাব্যশ্চৈবাথ মুদ্গলঃ ॥
উতথ্যশ্চ শরদ্বাংশ্চ তথা বাজশ্রবা অপি।
আয়াস্যশ্চ সুচিত্তিশ্চ বামদেবস্তথৈব চ ॥
উশিজো বৃহদুক্থশ্চ ঋষির্দীর্ঘতমা অপি।
কাক্ষীবাংশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্মৃতা হ্যাঙ্গিরসাং বরাঃ
এতে মন্ত্রকৃতঃ সর্ব্বে কাশ্যপাংস্তু নিবোধত।
কশ্যপঃ সহাবৎসারো নিধ্রুবো নিত্য এব চ ॥
অসিতো দেবলশ্চৈব ষড়েতে ব্রহ্মবাদিনঃ।
অত্রিরর্চ্চনানাশ্চৈব শ্যাবাশ্বোঽথ গবিষ্ঠিরঃ ॥
কর্ণশ্রুতঃ ঋষিঃ সিদ্ধ স্তথা পূর্ব্বাতিথিশ্চ যঃ।
ইত্যেতে ত্বত্রয়ঃ প্রোক্তাঃ মন্ত্রকৃৎস্বমহর্ষয়ঃ।
বশিষ্ঠশ্চৈব শক্তিশ্চ তৃতীয়শ্চ পরাশরঃ ॥
ততস্তু ইন্দ্রপ্রমতিঃ পঞ্চমস্তু ভরদ্বসুঃ।
ষষ্ঠস্তু মিত্রাবরুণঃ সপ্তমঃ কুণ্ডিনস্তথা ॥
ইত্যেতে সপ্ত বিজ্ঞেয়া বাসিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ
বিশ্বামিত্রশ্চ গাধেয়ো দেবরাতস্তথা বলঃ ॥

করিতে হইবে *। কিন্তু উপরে যে সকল ঋষির নাম উদ্ধৃত হইল, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ক্ষত্রিয়সন্তান হইলেও তাঁহাদের নামে গোত্র প্রচলিত হইল কিরূপে? কারণ ব্রাহ্মণ না হইলে গোত্রপ্রবর্ত্তক হইতে পারেন না। এরূপ স্থলে স্বীকার করিতে হইবে, ঐ সকল ক্ষত্রিয়সন্তানও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশধরগণ এক্ষণে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইলেও পূর্ব্বপুরুষের পরিচায়ক ক্ষত্রোপেতগোত্র ধারণ করিতেছেন।

আর্য্যসমাজে প্রথমে বিবাহের তেমন একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। প্রথমে এক বংশ বা এক পরিবারমধ্যেই বিবাহ সংঘটিত হইত, পুরাণে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। কিন্তু যখন তাহাতে ভাবী অনিষ্ট ঘটিবার সূত্রপাত হইল, সেই সময় সমাজরক্ষক মুনিগণ গোত্র-নিয়ম প্রচলন করিলেন। যে ব্রাহ্মণ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশে বিবাহ করিতে পারিবেন না, † ইহাই গোত্র-প্রচলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই সময় হইতেই ব্রাহ্মণের সর্ব্বকার্য্যেই গোত্র নাম উচ্চারণ একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। শেষে যখন আর্য্যসমাজের নেতাগণ দেখিলেন যে, সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু তাহাতেও এমন অনেক বিবাহ হইতেছে যে, যাহা সভ্যসমাজের চক্ষে ভাল বলিয়া বিবেচিত নহে। তখন শাস্ত্রকারগণ সগোত্রের মত সপ্রবরে বিবাহ নিষেধ করিলেন। প্রবরের উৎপত্তি সম্বন্ধেও মুনিগণ একমত নহেন। কাহারও মতে যে গোত্র যজ্ঞকালে যে ঋষিকে বরণ করিতেন, সেই গোত্রের সেই ঋষি প্রবর। আবার কেহ বলেন, যখন এক নামে অনেক গোত্র চলিল, তখন প্রত্যেক গোত্রের বিশেষ করিয়া পরিচয় দিবার জন্ম সেই সেই গোত্রের ব্যাবর্ত্তক প্রধান প্রধান ঋষিকে লইয়া প্রবর স্থির হইল। সেই জন্ম এক এক গোত্রে অনেকগুলি করিয়া প্রবর দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক গোত্রে যতগুলি প্রবর নির্দ্দিষ্ট আছে, ভিন্ন গোত্রের মধ্যে তাহার একটী প্রবর উক্ত থাকিলেও পরস্পরের বিবাহ হইবে না, ইহাই নিয়ম। তদবধি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ নিয়ম করিলেন, সগোত্রে ও সমানপ্রবরে বিবাহ

তথা বিশ্বমধুচ্ছন্দা ঋষিশ্চাঘোহঘমর্ষণঃ।
অষ্টকো লোহিতশ্চৈব ভৃতকীলশ্চ মারুতিঃ॥
দেবশ্রবা দেবরাতঃ পুরাণশ্চ ধনঞ্জয়ঃ।
শিশিরশ্চ মহাতেজাঃ শালঙ্কায়ন এব চ॥
ত্রয়োদশৈতে বিজ্ঞেয়া ব্রহ্মিষ্ঠাঃ কৌশিকা বরাঃ।
অগস্ত্যোঽথ দৃঢ়দ্যুম্ন ইধ্মবাহস্তথৈব চ॥
ব্রহ্মিষ্ঠাগস্তয়ো হ্যেতৌ বিজ্ঞেয়ৌ মন্ত্রবাদিনৌ।
ভলন্দনশ্চ বৎসশ্চ সঙ্কীলশ্চৈব তে ত্রয়ঃ॥
এতে মন্ত্রকৃতো জ্ঞেয়া বৈশ্যানাং প্রবরাঃ সদা।
ইতি দ্বিনবতিঃ প্রোক্তা মন্ত্রা বৈশ্চ বহিষ্কৃতাঃ॥" (মৎস্যপুরাণ ১৪৫।৯৮-১১৭)
"পুরোহিতপ্রবরো রাজ্ঞাং।" (আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র)

† "অসপিণ্ডা তু যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥" (মনুসংহিতা)

হইলে ব্রাহ্মণ সমাজচ্যুত হইবেন। সুতরাং গোত্র ও প্রবরের পরিচয় না দিলে কোন ব্রাহ্মণই সমাজে পরিচিত হইতে পারিতেন না।

বৌধায়ন ভৃগুগোত্রকাণ্ডে ভার্গব, চ্যবন, আপ্নবান্, ঔর্ব্ব, জামদগ্ন্য, বৈদ, আর্ষ্টিষেণ, আনূপ, বৈতহব্য, সাচেতস, দৈবদাস, বাধ্র, শুনক, গাৎর্সমদ, শৌনক, শৌনহোত্র, বৈণ্য ও পার্থ এই ১৮টী; গোতমগোত্রকাণ্ডে আঙ্গিরস, আয়াস্য, গৌতম, শারদ্বত, ঔতথ্য, কাক্ষিবৎ, কৌমণ্ড, দীর্ঘতমা, ঔশনস ও কারেণুপালি এই ১০টী; ভরদ্বাজ-গোত্রকাণ্ডে আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ও ভরদ্বাজ এই ৩টী; কেবলাঙ্গিরস গোত্রকাণ্ডে আঙ্গিরস, অম্বরীষ, যৌবনাশ্ব, আজমীঢ়, কাত্রব, বৈরূপ, রথীতর, পৌরকুৎস, ত্রাসদস্যু, গৌরবীত, সাঙ্কৃত্য, আমহীযব ও উরুক্ষয় এই ১৩টী অত্রিগোত্র, কাণ্ডে বৈশ্বামিত্র, অষ্টক, লৌহিত, রৌক্ষক, রেবণ, দৈবতশ্রবস, দৈবতরস, মধুচ্ছন্দ, সার্ঘাত, অঘমর্ষণ, কৌশিক ও ইন্দ্রকৌশিক এই ১২টী; কাশ্যপগোত্রকাণ্ডে নৈধ্রুব, আপসার, কাশ্যপ, দেবল ও বসিষ্ঠ এই ৫টী; বসিষ্ঠগোত্রকাণ্ডে বসিষ্ঠ, মৈত্রাবরুণ, কৌণ্ডিন্য, পরাশর ও শক্তি এই ৫টী এবং অগস্ত্যগোত্রকাণ্ডে অগস্তি, দার্ঢ্চ্যুত ও ইধ্মবাহ এই ৩টী, মোট ৭০টী প্রবরের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে যে প্রবর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই সেই গোত্রগণের অবিবাহ্য জানিতে হইবে।* এতদ্ভিন্ন বেদের শাখাভেদে গোত্র প্রবর বিভিন্নরূপ ও দৃষ্ট হয়। আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্র অনুসারে নিম্নে গোত্রপ্রবরের তালিকা দেওয়া হইল—

মূল ঋষি।	গোত্র।	প্রবর।
ভৃগু।	১ জমদগ্নি ২ বৎস	ভার্গব, চ্যবন, আপ্নবান, ঔর্ব্ব, জামদগ্ন্য।
	৩ জামদগ্ন্য	ভার্গব, চ্যবন, আপ্নবান, আর্ষ্টিষেণ, অনুপ।
	৪ বিদ	ভার্গব, চ্যবন, আপ্নবান, ঔর্ব্ব, বৈদ।
	৫ যস্ক ৬ বধৌল ৭ মৌন ৮ মৌক ৯ সার্করাক্ষি ১০ সার্ষ্টি ১১ সালঙ্কায়ণ ১২ জৈমিনি ১৩ দেবন্ত্যায়ন	ভার্গব, বৈতহব্য, সাবৎস।

* বিশ্বকোষ ৫ম ভাগ—গোত্রশব্দে গোত্রগণ দ্রষ্টব্য।

মূল ঋষি।	গোত্র।	প্রবর
	১৪ সৈত্য	ভার্গব, বৈণ্য, পার্থ।
	১৫ মিত্রযুব	ব্রাধ্র্যশ্ব অথবা ভার্গব, দৈবদাস, ব্রাধ্র্যশ্ব।
	১৬ শুনক	গাৎর্সমদ অথবা ভার্গব, শৌনহোত্র, গাৎর্সমদ।
গোতম।	১ গোতম	আঙ্গিরস. আয়াস্ত, গৌতম।
	২ উচথ্য	আঙ্গিরস, ঔচথ্য, গৌতম।
	৩ রহুগণ	আঙ্গিরস, রাহুগণ, গৌতম।
	৪ সোমরাজ	আঙ্গিরস, সোমরাজ্য, গৌতম।
	৫ বামদেব	আঙ্গিরস, বামদেব্য গৌতম।
	৬ বৃহদুক্থ	আঙ্গিরস, বার্হদুক্থ্য, গৌতম।
	৭ পৃষদশ্ব	আঙ্গিরস, পার্ষদশ্ব, বৈরূপ অথবা অষ্টাদংষ্ট্রা, পার্ষদশ্ব, বৈরূপ।
	৮ ঋক্ষ	আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভারদ্বাজ, বান্দন, মাতবচস।
	৯ কাক্ষিবৎ	আঙ্গিরস, ঔচথ্য, গৌতম, ঔশিজ, কাক্ষিবত।
	১০ দীর্ঘতমস	আঙ্গিরস, ঔচথ্য, দৈর্ঘ্যতমস।
ভরদ্বাজ।	১	আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভারদ্বাজ।
	২ অগ্নিবৈশ্য	
	৩ মুদ্গল	আঙ্গিরস, ভার্ম্যশ্ব, মৌদ্গল্য অথবা তার্ক্ষ্য, ভার্ম্যশ্ব, মৌদ্গল্য।
	৪ বিষ্ণুবৃদ্ধ	আঙ্গিরস, পৌরুকুৎস্য, ত্রাসদশ্ব।
	৫ গর্গ	আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভারদ্বাজ, গার্গ, সৈন্য অথবা আঙ্গিরস, সৈন্য, গার্গ।
	৬ হারীত	আঙ্গিরস, আম্বরীষ, যৌবনাশ্ব অথবা মান্ধাতা, আম্বরীষ, যৌবনাশ্ব।
	৭ কুৎস	
	৮ পিঙ্গ	
	৯ শঙ্খ	
	১০ দর্ভ	
	১১ ভৈমগব	
	১২ সঙ্কৃতি	আঙ্গিরস, গৌরবীত, সাঙ্কৃত্য অথবা শাক্ত্য, গৌরবীত, সাঙ্কৃত্য।
	১৩ পূতিমাস	
	১৪ তাণ্ডি	
	১৫ শস্তু	
	১৬ শৈবগব	

মূল ঋষি।	গোত্র।	প্রবর।
	১৭ কথ	আঙ্গিরস, আজমীঢ়, কাথ অথবা আঙ্গিরস, ঘোর, কাথ।
	১৮ কপি	আঙ্গিরস, মহীযব, উরুক্ষয়।
	১৯ শৌঢ়	আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভারদ্বাজ, কাত্য, উৎকীল
	২০ শৈশির	
অত্রি।	১ অত্রি	আত্রেয়, আর্চনানা, শ্যাবাশ্ব।
	২ গবিষ্ঠির	আত্রেয়, গবিষ্ঠির, গৌরবাতিথ।
বিশ্বামিত্র।	১ চিকিত	
	২ গালব	
	৩ কালযব	বৈশ্বামিত্র, দেবরাট্, ঔদল।
	৪ অমুতন্ত	
	৫ কুশিক	
	৬ শ্রৌতকামকায়ন	বৈশ্বামিত্র, দেবশ্রাবস, দৈবতারস।
	৭ ধনঞ্জয়	বৈশ্বামিত্র, মাধুচ্ছন্দস, ধনঞ্জয়।
	৮ অজ	বৈশ্বামিত্র, মাধুচ্ছন্দস, আজ্য।
	৯ রৌহিণ	বৈশ্বামিত্র, মাধুচ্ছন্দস, রৌহিণ।
	১০ অষ্টক	বৈশ্বামিত্র, মাধুচ্ছন্দস, আষ্টক।
	১১ পূরণ	বৈশ্বামিত্র, দেবরাট্, পৌরাণ।
	১২ বারিধাপয়স্ত্য	
	১৩ কত	বৈশ্বামিত্র, কাত্য, আৎকীল।
	১৪ অঘমর্ষণ	বৈশ্বামিত্র, আঘমার্ষণ, কৌশিক।
	১৫ রেণু	বৈশ্বামিত্র, গাথিন, রৈণব।
	১৬ বেণু	বৈশ্বামিত্র, গাথিন, বৈণব।
	১৭ সালঙ্কায়ন	বৈশ্বামিত্র, সালঙ্কায়ন, কৌশিক।
	১৮ শালাক্ষ	
	১৯ লোহিতাক্ষ	
	২০ লোহিতজহ্নু	
কশ্যপ।	১ কশ্যপ	কাশ্যপ, আবৎসার, আসিত।
	২ নিধ্রুব	কাশ্যপ, আবৎসার, নৈধ্রুব।
	৩ রেভ	কাশ্যপ, আবৎসার, রৈভ্য।

মূল ঋষি।	গোত্র।	প্রবর।
	৪ শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, আসিত, দৈবল অথবা কাশ্যপ, আসিত, দৈবল।
বসিষ্ঠ।	১ বসিষ্ঠ	বাসিষ্ঠ।
	২ উপমন্যু	বাসিষ্ঠ, ভারদ্বাজ, ইন্দ্রপ্রমতি।
বসিষ্ঠ।	৩ পরাশর	বাসিষ্ঠ, শাক্ত্য, পারাশর্য্য।
	৪ কুণ্ডিন	বাসিষ্ঠ, মৈত্রাবরুণ, কৌণ্ডিন্য।
অগস্ত্য।	অগস্তি	আগস্ত্য, দার্ঢ্যচ্যুত, ইধ্মবাহ, অথবা আগস্ত্য, দার্ঢ্যচ্যুত, সোমবাহ।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রায় দুইশত গোত্র প্রচলিত আছে, প্রাচীনতম অনেক গোত্র এখন বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এককালে যে বহুতর গোত্র প্রচলিত ছিল, হিন্দুরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ প্রাচীন তাম্রশাসন ও খোদিতলিপি হইতে তাহার কতক কতক পরিচয় পাওয়া যায়।

এখন আমরা ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল গৌড় বা বাঙ্গালা দেশের কথাই বলিব। উপরোক্ত আশ্বলায়ন বা বৌধায়ন-সূত্রে যেরূপ গোত্রপ্রবর-নিয়ম লিখিত আছে; এখনকার কালে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সর্ব্বত্র ঐরূপ গোত্রপ্রবরের ব্যবস্থা রক্ষিত হয় না। বেদের শাখান্তর-আশ্রয়ই তাহার অন্যতম কারণ বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এখানে এখন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকগুলি গোত্র প্রচলিত আছে। যথা—অগস্ত্য, অগ্নিবৈশ্য, অত্রি, অনাবৃকাক্ষ, অব্য, আঙ্গিরস, আত্রেয়, আলম্যান, উদ্দালক, উপমন্যু, ঋষভ, ঔতথ্য, কণ্ব, কপিঞ্জল, কৰিশ, কাঞ্চন, কাণ্যায়ন, (কাণ্বায়ন), কাত্যায়ন, কামকায়ন, কাশ্যপ, কুশল, কৃষ্ণাত্রেয়, কৌণ্ডিন্য, কৌণ্ডিল্য, কৌশিক, কৌৎস্য, কৌস্তভ, গর্গ, গোতম, গৌতম, ঘৃতকৌশিক, তৈত্তিরীয়, জাবালি, জাতুকর্ণ, জামদগ্ন্য, জৈমিনি, পূতিমাষ, পরাশর, পৈঠিনসি, পৌলস্ত্য, বৃদ্ধ, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, ভার্গব, মৌদ্গল্য, মৌনস, যাজ্ঞবল্ক্য, রথীতর, রোহিত, রজত, কৌশিক, বসিষ্ঠ, বাৎস্য, বাসুকি, বিশ্বামিত্র, বিষ্ণু, শক্ত্রি, শাণ্ডিল্য, শৌনক, শুনক, সাংকৃতি, সাবর্ণ, সৌকালিন, সৌপায়ন, স্বর্ণকৌশিক, সংকর্ষণ ও হারীত *। যতগুলি গোত্র স্বীকার করিতে হইবে, এই বাঙ্গালা প্রদেশে তত প্রকার ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন। এই সকল ব্রাহ্মণের যতটুকু পরিচয় পাইয়াছি, ব্রাহ্মণকাণ্ডে তাহাই লিপিবদ্ধ হইবে।

* প্রত্যেক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের গোত্রপ্রবরমালা সেই সেই ব্রাহ্মণ-বিবরণে দ্রষ্টব্য।

প্রথম অধ্যায়

—oo—

বঙ্গে প্রথম ব্রাহ্মণাগমন

কোন্ সময়ে গৌড়-মণ্ডলে (বর্ত্তমান বাঙ্গালা দেশে) সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বাস আরম্ভ করেন ? তাহাই এখন বিবেচ্য।

বৈদিক আর্য্যগণ যে সময়ে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্তপ্রদেশে প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে ভারতে ভাবী আর্য্যরাজ্য ও আর্য্যসভ্যতা-বিস্তারের সূত্রপাত করিতে ছিলেন, যখন ঋক্, যজুঃ ও সামসংহিতার বিমল মন্ত্রসমূহ ঋষিগণের মানসনেত্রে সমুদিত হইয়াছিল, তখন আমাদের এই গৌড়মণ্ডল নিবিড় অরণ্যে পরিবৃত ও বন্যশ্বাপদসঙ্কুল অসভ্য অনার্য্য-নিবাস বলিয়াই পরিগণিত ছিল। সেই সময় মগধ পর্য্যন্ত আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হয় নাই। ঋক্‌সংহিতায় অনার্য্য-বাসভূমি 'কীকট' দেশের (বর্ত্তমান গয়া জেলার) বর্ণনা আছে।[১] অথর্ব্বসংহিতায় 'অঙ্গ' দেশের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তৎকালে 'অঙ্গ' অনার্য্যনিবাস বলিয়াই গণ্য ছিল।[২] ঐতরেয়ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্রের পুত্র পুণ্ড্রগণের উল্লেখ আছে। এই পুণ্ড্রগণের বাসভূমিই পৌণ্ড্র নামে খ্যাত হয়। কিন্তু সেই পুণ্ড্রগণ দস্যু অর্থাৎ অনার্য্যস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।[৩] ঐতরেয়-আরণ্যকে (২।১।১) আমরা সর্ব্বপ্রথম বঙ্গের উল্লেখ দেখি। কিন্তু এখানেও বঙ্গের নিন্দা করা হইয়াছে।[৪]

মনুসংহিতার রচনাকালেও গৌড়মণ্ডলে ব্রাহ্মণাগমন হয় নাই। তখনও অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গাদি স্থানে দ্বিজাতির বাস নিষিদ্ধ ছিল, কেবল তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে দেশ-পর্য্যটনচ্ছলে ব্রাহ্মণ্য

(১) "কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবঃ।" (ঋক্‌সংহিতা ৩।৫৩।১৪)। এখানে কীকট বা মগধের নিন্দা।

(২) "গন্ধারিভ্যো মূজবদ্ভ্যোঽঙ্গেভ্যো মগধেভ্যঃ।" (অথর্ব্বসংহিতা ৫।২২।১৪)। এখানে অঙ্গাদির নিন্দা।

(৩) "অন্তান্ বঃ প্রজা ভক্ষীষ্টেতি ত এতেঽন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মূতিবা ইত্যুদন্ত্যা বহবো ভবন্তি। বৈশ্বামিত্রা দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠাঃ।" (ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ৭।১৮।)

(৪) "ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাস্ত্বন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি" (ঐতরেয়-আরণ্যক ২।১।১) পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী ত্রয়ীটীকায় লিখিয়াছেন, অস্মন্মতে তত্র 'বঙ্গা-বগধাশ্চেরপাদাঃ' ইত্যস্য ব্যাখ্যানায়েদৃশং কষ্টকল্পনং নিষ্প্রয়োজনং; অপি 'বঙ্গাঃ' বঙ্গদেশীয়াঃ, 'বগধাঃ' মগধাঃ 'চেরপাদাঃ' চেরনামজনপদবাসিনঃ। তাস্ত্রিবিধা এব প্রজাঃ 'বয়াংসি' কাকচটকপারাবতাদি-সদৃশাঃ। দুর্ব্বলত্বেন, ক্ষুদ্রাহারত্বেন, বহুপণ্ডত্বেন চ সাদৃশ্যম্। ইহাঙ্গদেশস্যাপি মগধত্বেন পরিগ্রহঃ, কলিঙ্গ-সৌরাষ্ট্রয়োঃ কলিঙ্গাস্য যোর্ব্বোত্তরয়োরেব চেরপাদ ইতি।" (ত্রয়ীটীকা ১৭৩ পৃষ্ঠা)

ধর্ম্মাবলম্বী অতি অল্প লোকই এখানে যাতায়াত করিতেন১। তৎকালে এখানে কেবল অনার্য্য-নিবাস ছিল, কোন ব্রাহ্মণ আসিয়া এখানে বসবাস করিতেন না; ব্রাহ্মণাভাবেই এখানকার বিশ্বামিত্রবংশীয় পৌণ্ড্রগণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল২।

রামায়ণ-রচনাকালে গৌড়মণ্ডলে আর্য্যসভ্যতা প্রসারিত ও ব্রাহ্মণবাসের সূত্রপাত হইয়াছিল। রামায়ণে লিখিত আছে, অমূর্ত্তরজা নামে চন্দ্রবংশীয় একজন রাজা ধর্ম্মারণ্যের নিকটে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর স্থাপন করেন।৩ যজুর্ব্বেদের শতপথব্রাহ্মণ-পাঠে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে যে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতেই আর্য্যসভ্যতা ক্রমশঃ পূর্ব্বভারতে প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে।৪ এরূপ স্থলে মধ্যে গৌড়মণ্ডল অতিক্রম করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অর্থাৎ কামরূপে গিয়া আর্য্যরাজ অমূর্ত্তরজা পুর স্থাপন করিলেন, অথচ মধ্যে গৌড়মণ্ডলে তখন যে একেবারে আর্য্য-উপনিবেশ স্থাপিত হয় নাই, তাহা সম্ভবপর নহে। ইহার অধিকাংশ স্থান তখনও বনভূমি-সমাচ্ছন্ন ও অনার্য্যগণের লীলাক্ষেত্র স্বরূপ গণ্য হইলেও কোন কোন স্থানে সামান্যভাবে আর্য্যাবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অধিকতর সম্ভব বলিয়াই বোধ হয়।

মহাভারতে লিখিত আছে, বঙ্গভূমি পরাক্রান্ত আর্য্যরাজগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। যখন যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তৎকালে এখানে পৌণ্ড্র বাসুদেব, কৌশিকীকচ্ছে প্রবল পরাক্রান্ত মহৌজা ও বঙ্গে সমুদ্রসেন রাজত্ব করিতেন। দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া পাণ্ডুনন্দন ভীম সেই তিনজন রাজাকে পরাজয় করিয়াছিলেন।৫ রাজা বাসুদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট রাজসূয়

(১) "অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥" (মনু)

বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্রেও লিখিত আছে, যিনি আরট্ট, কারস্কর, পুণ্ড্র, সৌবীর, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও প্রাণুন দেশে ভ্রমণ করেন, তাহাকে পুনস্তোম বা সর্ব্বপৃষ্ঠা ইষ্টি করিতে হয়।

(২) "শনৈকস্তু ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।" (মনু ১০।৪৩-৪৪)

(৩) "তথামূর্ত্তরজাবীরশ্চক্রে প্রাগ্‌জ্যোতিষং পুরম্।
ধর্ম্মারণ্য-সমীপস্থং............(রামায়ণ আদিকাণ্ড ৩৫ সর্গ Ed. Gorresio)

(৪) শতপথব্রাহ্মণে (১।৪।১) বিদেঘমাধব ও গোতম-রাহুগণ সংবাদ দ্রষ্টব্য। এই অংশ পাঠ করিলে বোধ হইবে, রাহুগণ ঋষিই সরস্বতী-নদী-প্রবাহিত দেশ হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্বমুখে আসিয়া সদানীরা নদী অতিক্রম করিয়া বিদেহ বা মিথিলাদেশে আগমন করেন, সেই হইতে বিদেহরাজ্য আর্য্যগণের "বাসযোগ্য" বলিয়া গণ্য হয়। বৌধায়নের ধর্ম্মসূত্রমধ্যে গোতমগোত্রকাণ্ডে রাহুগণ গোত্রের উল্লেখ আছে। বোধ হয়, এই রাহুগণ গোত্রের ব্রাহ্মণই মিথিলার আদি ব্রাহ্মণ।

(৫) "ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্॥

রাজ্যে উপহার পাঠাইয়া তাঁহার সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের রণ-রঙ্গভূমে, বঙ্গের ক্ষত্রিয় বীরগণও যুদ্ধাভিনয় দেখাইয়া ছিলেন।

তীর্থযাত্রাকালে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া কলিঙ্গ-দেশে বৈতরণী-তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মনু যে স্থান আর্য্যগণের বাসের অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যুধিষ্ঠির সেইখানে 'যজ্ঞিয় গিরিশোভিত সতত দ্বিজসেবিত' পূর্ণ আর্য্যক্ষেত্র সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তৎকালে এখানে ধর্ম্মাত্মা ঋষিগণের যজ্ঞীয় হোমধূমে গগনমণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইত, বেদপাঠের মধুর নিঃস্বনে কলিঙ্গভূমে যেন স্বর্গীয় গীত শ্রুত হইত।[১]

তৎকালে ঋষিগণের যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠানে অনেক অনার্য্যনিবাস পুণ্যভূমিতে পরিণত হইয়াছে। যখন এ অঞ্চলে কোন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডপর ধর্ম্মাত্মা আর্য্যগণ আসিয়া বসবাস করেন নাই, যখন কেবল অসভ্য ম্লেচ্ছগণ এখানে অবস্থিতি করিত, ভীষণ হিংস্র জীব জন্তুগণের অন্দভেদী ভৈরবনিনাদে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের বিস্তৃত বনভূমি প্রকম্পিত হইত, সে সময়ে আর্য্যগণ এই প্রদেশ বিপদসঙ্কুল জ্ঞান করিতেন এবং এখানে আসিলে আর্য্যানুষ্ঠিত ধর্ম্ম-কর্ম্মের বিঘ্ন ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল,—সেই সময়ে সেই অতিপ্রাচীনকালেই ভগবান্ মনু ঐ সকল স্থান আর্য্যাবাসের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। বৌধায়নসূত্র হইতে জানা যায়, পূর্ব্বকালে এ প্রদেশে প্রবেশও নিষিদ্ধ ছিল। তবে অতি অল্প কালের জন্য ঐ সকল স্থানে গমন করিলে ধর্ম্মকর্ম্মের বিশেষ হানি হইবার সম্ভাবনা না থাকায়, মনুর সময়ে তীর্থযাত্রা নিষেধ ছিল না। তাঁহার বহুকাল পরে, আর্য্যগণ প্রভূতপরাক্রমে এখানকার অনার্য্যদিগকে পরাজিত করিয়া অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া বনজঙ্গল কাটাইয়া নূতন নগর নূতন রাজধানী পত্তন করিয়া প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। আর্য্য হিন্দুর রাজ্যে ব্রাহ্মণ না হইলে রাজ্য চলিত না। ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যরাজগণ আপনাদিগের জাতীয় ধর্ম্ম ভুলিয়া যে এখানে ম্লেচ্ছাচারে অতিবাহিত করিতেন, তাহা কখন সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। যে সময়ে বাসুদেব নামক ক্ষত্রিয়রাজ শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন, সে সময়ে আর্য্য নরপতির ধর্ম্মকর্ম্ম-সম্পাদনের জন্য অবশ্যই ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হইয়াছিল। কারণ সেকালে ক্ষত্রিয়ের

উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ ॥
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা ॥" (সভাপর্ব্ব ২৯।২২ ২৪)

[১] 'এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ছরণমেত্য বৈ ॥
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতম্।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্ ॥" (বনপর্ব্ব ১১৪।৪ ৫

ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোন ক্রিয়া হইত না। আবার ব্রাহ্মণেরও ক্ষত্রিয় না হইলে চলিত না।[১] সুতরাং মহাভারতের সময় গৌড়মণ্ডলে যে ব্রাহ্মণাগমন হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। গৌড়রাজ্য অতিক্রম করিয়া তবে কলিঙ্গে প্রবেশ করিতে হইত। অন্য কোন পথ দিয়া আর্য্যাবর্ত্তবাসী আর্য্যগণ যে কলিঙ্গে গমন করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং রঘু, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলেই গৌড়মণ্ডল অতিক্রম করিয়া কলিঙ্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়।[২] প্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্য বর্ত্তমান বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত মেদিনীপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যখন মহাভারতের সময় কলিঙ্গ যজ্ঞিয় গিরিশোভিত সতত দ্বিজসেবিত ছিল।[৩] তখন বঙ্গাধিপ বাসুদেবের রাজধানীতে কলিঙ্গের পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণাগমন হইয়াছিল এরূপ অনুমিত হয়।

এখন ১৩০৪ বঙ্গাব্দে কলিগতাব্দের ৪৯৯৮ বর্ষ চলিতেছে। ৫৫৬ শকাব্দে খোদিত প্রাচীন শিলাফলকে লিখিত আছে, ঐ বর্ষেই কুরুক্ষেত্রের মহাসমর ঘটে।[৪] আবার বরাহমিহিরাদি প্রসিদ্ধ

(১) "নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্মক্ষত্রঞ্চ সংপৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে॥" (মনু ৯।৩২২)

(২) "স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধদ্বিরদসেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ॥" (রঘুবংশ ৪।৩৮)

(৩) মনুসংহিতায় আছে—
"কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃপরঃ॥" (২।২৩)

যেখানে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতঃই বিচরণ করে, তাহাই যজ্ঞিয় দেশ, তাহার পর ম্লেচ্ছদেশ। সংবর্ত্তসংহিতায় ঐ 'যজ্ঞিয় দেশ' 'ধর্ম্মদেশ' নামে বর্ণিত হইয়াছে—

"স্বভাবাৎ যত্র চরতি কৃষ্ণসারঃ সদা মৃগঃ।
ধর্ম্মদেশঃ স বিজ্ঞেয়ো দ্বিজানাং ধর্ম্মসাধনং॥" (সম্বর্ত্ত ৬)

এরূপস্থলে কলিঙ্গ-দেশে যখন আমরা যজ্ঞিয় গিরিশোভিত সতত দ্বিজসেবিত দেখিতেছি, তখন এ স্থানও যজ্ঞিয় বা ধর্ম্মদেশ মধ্যেই গণ্য হইয়াছিল; তখন আর ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া গণ্য ছিল না। সুতরাং মহাভারতের সময় বৈতরণী নদীতীরবর্ত্তী কলিঙ্গদেশ আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত হইয়াছিল।

(৪) এখানে রাজা যুধিষ্ঠিরের সময় নিরূপণ করা আবশ্যক হইয়াছে, কারণ যুধিষ্ঠিরের কাল-নির্ণয় করিতে পারিলেই আমরা ক্ষত্রিয়রাজ বাসুদেবের আবির্ভাব-কাল মোটামুটী স্থির করিতে পারিব।

যুধিষ্ঠিরের প্রকৃত কালনির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু আমরা এখানে সেই তর্কসংগ্রাম উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি না। তবে ভারতের প্রাচীন মনীষিগণ অধিকাংশই যে মত গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাহা লইয়াই আলোচনা করিব।

সর্ব্বপ্রথম বরাহমিহিরের গ্রন্থে আমরা যুধিষ্ঠিরের কালসম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ পাই,—

"আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য॥" (বৃহৎসংহিতা ১৩।৩ [illegible] রাশিচক্রবাঙ্গালা ১০৮)

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে, ৬৫৩ কল্যব্দে যুধিষ্ঠিরাদি বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারই আদেশে ভীম আসিয়া পৌণ্ড্রাধিপ বাসুদেব নামক ক্ষত্রিয়বীরের সহিত যুদ্ধ করেন।[১] এরূপস্থলে

যখন রাজা যুধিষ্ঠির পৃথিবী শাসন করেন, তখন মঘানক্ষত্রে মুনিগণ ছিলেন। শকাব্দের সহিত ২৫২৬ যোগ করিলে (অর্থাৎ শকাব্দের ২৫২৬ বর্ষ পূর্ব্বে) যুধিষ্ঠিরের কাল জানা যায়।

ভাস্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"নন্দাদ্রীন্দুগুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্বৎসরাঃ।"

কলির ৩১৭৯ বৎসর গত হইলে শকাব্দ আরম্ভ হয়।

এরূপ স্থলে ৩১৭৯—২৫২৬ অর্থাৎ

কলির ৬৫৩ বর্ষ গত হইল (বরাহমিহিরের মতে) যুধিষ্ঠির আবির্ভূত হন।

বরাহমিহির ৫০৯ শকে * স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার ৪৭ বর্ষ পরে চালুক্যরাজ ২য় পুলিকেশীর শিলাফলকে লিখিত হইয়াছে,—

"ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ।
সপ্তাব্দশতযুক্তেষু গতেষব্দেষু পঞ্চসু॥
পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষট্‌সু পঞ্চশতাসু চ।
সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাম্॥"

ভারত-যুদ্ধ হইতে এখন পর্য্যন্ত ৩৭৩৫ বৎসর এবং এই কলিকালে শকাধিপতির ৫৫৬ বর্ষ গত হইয়াছে।

উক্ত খোদিতলিপির শ্লোকানুসারে শকাব্দের ৩১৭৯ বর্ষ পূর্ব্বে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল, আবার ভাস্করাচার্য্য ও মকরন্দের মতে ঐ বর্ষ হইতেই কল্যব্দ আরম্ভ। সুতরাং খোদিতলিপি অনুসারে ভারতযুদ্ধের কাল হইতেই কল্যব্দ আরম্ভ হয়। এরূপস্থলে যুধিষ্ঠিরাদিও ঐ সময়ের হইতেছেন। জ্যোতির্বিদাভরণেও (১০ম অধ্যায়ে) ঐ মত সমর্থিত হইয়াছে,—

"যুধিষ্ঠিরাব্দেদযুগাম্বরগ্নয়ঃ কলস্ববিশ্বেহব্রশথাষ্টভূময়ঃ।
ততোহযুতং লক্ষচতুষ্টয়ং ক্রমাৎ ধরাদৃগষ্টাবিতি শাকবৎসরাঃ॥"

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপ, ৩০৪৪ বৎসর যুধিষ্ঠিরের, তৎপরে ১৩৫ বৎসর বিক্রমাদিত্যের, তৎপরে শালিবাহনের অব্দ প্রচলিত হইবে, অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের ৩১৭৯ বর্ষ পরে শকাব্দ আরম্ভ। শেষোক্ত দুইটী মত প্রাচীন হইলেও, বর্ত্তমান জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বরাহমিহিরের মতটাই প্রামাণিক বলিয়া গণ্য করেন। কাশ্মীরের কবি ও ঐতিহাসিক কহ্লণ-পণ্ডিতও বরাহমিহিরের মতই গ্রহণ করিয়াছেন—

"শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥" (রাজতরঙ্গিণী ১।৫১)

অর্থাৎ কলির ৬৫৩ বর্ষ গত হইলে কুরুপাণ্ডবগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

এই দুইটী মতই আমরা প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিলাম। এ সম্বন্ধে কোন্‌টী ঠিক আর কোন্‌টী ঠিক নহে, তাহার সদুত্তর দিবার ভার জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের উপর রাখিলাম। (Journal of the Royal Asiatic Society for 1911, p. 674-698.)

কুরুপাণ্ডবগণের অভ্যুদয়কাল সম্বন্ধে আরও অনেক অপরূপ বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে, কিন্তু সেই সকল তর্কজাল উপস্থিত করিয়া পাঠক মহোদয়কে বিষম ধন্দচক্রে ফেলিতে ইচ্ছা করি না।

(১) রাজসূয়কাণ্ডে ক্ষত্রিয়রাজ বাসুদেবের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

* "নবাধিকপঞ্চশতসংখ্যশাকে বরাহমিহিরাচার্য্যো দিবং গতঃ।" (ব্রহ্মগুপ্তচরিত খণ্ডখাদ্যের আমরাজকৃত টীকা)

চারি হাজার বর্ষেরও বহু পূর্ব্বে, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে ক্ষত্রিয়রাজের প্রয়োজনবশতঃ ব্রাহ্মণাগমন হইয়াছিল। যে দেশে আসিয়া বাস করিলে দ্বিজাতিকে পুনঃসংস্কার করিতে হইত, সেই স্থানে কোন্ সাহসে সাগ্নিক ও বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বসবাস করিবেন ? সেই স্থানে কি 'সতত দ্বিজসেবিত' ও যাগযজ্ঞকারী 'ঋষিসমাযুক্ত' হইতে পারে ? অবশ্যই এ সময়ে এখানে আসিলে অথবা এখানে আসিয়া বাস করিলে দ্বিজ পতিত হইতেন না, অথবা তাঁহার পুনঃ-সংস্কারেরও প্রয়োজন ছিল না। "কৃতে তু মানবো ধর্ম্ম" এই বচন অনুসারে চাতুর্ব্বর্ণ্য-ব্যবস্থাপনের আদ্যযোগে অর্থাৎ আর্য্যগণ যে সময়ে ব্রহ্মাবর্ত্তে বাস করিতেছিলেন, যে সময়ে তাঁহাদের কোন কোন শাখা-প্রশাখা মধ্যদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সময় আর্য্যসমাজের সুশৃঙ্খলা-স্থাপনের জন্য ভগবান্ মনুর উক্ত নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হয়। সুতরাং যে সময়ে আর্য্যসভ্যতা একদিকে সৌরাষ্ট্র ও অপরদিকে মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল, সে সময়ের জন্য মনু উক্ত নিয়ম করেন নাই, তাহাই স্বীকার করিতে হইবে।

প্রায় সাড়ে চারি হাজার বা পাঁচ হাজার বর্ষ হইতে চলিল, গৌড়ে ব্রাহ্মণের অভ্যুদয় হইয়াছিল, শুনিলে অনেকেই হয়ত আশ্চর্য্য বোধ করিবেন। অনেকে হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিবেন এবং কবির কল্পনা বলিয়া হয়ত গ্রন্থকারকে উপহাস করিবেন।

যাঁহারা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুবর্ত্তী হইয়া বলেন যে, মহাভারতে ঐতিহাসিকতার সম্পূর্ণ অভাব, উহা একখানি নানা দৃষ্টান্ত-পরিশোভিত স্মৃতিসংগ্রহ মাত্র ; তাঁহাদের কথা আমরা ধরিব না, কেন না তাঁহারা আমাদের কথা কাল্পনিক বলিয়াই উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু যাঁহারা আমাদের শাস্ত্রের কথা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের জন্যই আমরা এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি।

কুরুক্ষেত্রের সেই ভারতীয় রণযজ্ঞে মহাবীর কর্ণ যখন সেনাপতিত্বে ব্রতী হইয়াছিলেন, শল্য যখন সারথি হইয়া অঙ্গাধিপকে কৃষ্ণার্জ্জুনের অসীম পরাক্রমের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে বিচলিত, নিরুৎসাহিত ও পদে পদে ভ্রান্ত করিতেছিলেন, তৎকালে কর্ণ মদ্রাধিপের প্রতি এইরূপ শ্লেষোক্তি করিয়াছিলেন,—

"আরট্টদেশীয় কামিনীগণ সকলেই ব্যভিচারিণী। এই নিমিত্তই আরট্টদিগের পুত্রেরা ধনাধিকারী না হইয়া ভাগিনেয়গণই ধনাধিকারী হইয়া থাকে। কুরু, পাঞ্চাল, শাল্ব, মৎস্য, নৈমিষ, কোশল, কাশ, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ ও চেদিদেশীয় মহাত্মারা সকলেই শাশ্বত পুরাতন ধর্ম্ম সবিশেষ অবগত আছেন, এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন[১]।"

(১) "ন চৈষাম্মাৎ প্রমোক্ষধ্বং ঘোরাৎ পাপাম্মরাধমাঃ। তস্মাত্তেষাং ভাগহরা ভাগিনেয়া ন সূনবঃ॥
কুরবঃ সহ পাঞ্চালাঃ শাল্বা মৎস্যাঃ সনৈমিষাঃ। কোশলাঃ কাশপৌণ্ড্রাশ্চ কালিঙ্গা মাগধাস্তথা॥
চেদয়শ্চ মহাভাগা ধর্ম্মং জানন্তি শাশ্বতং। নানাদেশে বসন্তশ্চ প্রায়োবাহ্যাজয়াদৃতে॥"
(কর্ণপর্ব্ব ৪৫।১৩-১৫)

তৎপরে আর এক স্থানে কর্ণ বলিতেছেন, "পাঞ্চালেরা ব্রাহ্মধর্ম্ম, কৌরবেরা সত্যধর্ম্ম; এবং মৎস্য ও শূরসেন-দেশবাসীরা যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব দেশীয়েরা শূদ্র-ধর্ম্মাবলম্বী। দাক্ষিণাত্যগণ ধর্ম্মদ্রোহী, বাহ্লিকেরা তস্কর ও সৌরাষ্ট্রীয়েরা সঙ্কর। কৃতঘ্নতা, পরবিত্তাপহরণ, মদ্যপান, পারদারিকতাদি যাহাদিগের ধর্ম্ম, সেই আরট্টদিগের আর কি অধর্ম্ম হইতে পারে? অতএব পঞ্চনদ দেশকে ধিক্[১]।" পাঞ্চাল, কুরু, নৈমিষ ও মৎস্য-দেশীয়েরা ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত আছেন, আর উত্তর দিক্-স্থিত অঙ্গ ও মগধ-দেশীয় বৃদ্ধগণও শিষ্টজনের ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া থাকেন[২]।" (কর্ণপর্ব্ব ৪৬ অঃ।)

কর্ণের উক্তিতে বোধ হইতেছে, মহাভারতের ঐ অংশ যখন প্রচারিত হয়, তখন পৌণ্ড্র, কলিঙ্গাদি দেশের আর্য্যগণ সকলেই শাশ্বত পুরাতন ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিতেন। শাশ্বত পুরাতন ধর্ম্ম কি? আর্য্যগণ বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডই শাশ্বত পুরাতন ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। ভারত যাঁহাদের নিকট পঞ্চম বেদ বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, ভারতীয় যুগে পৌণ্ড্র ও কলিঙ্গে বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ড প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ না হইলে বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন হইতে পারে না। এরূপ স্থলে ধরিয়া লইতে হইবে, তৎকালে পৌণ্ড্র ও কলিঙ্গে ব্রাহ্মণাবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার প্রমাণস্বরূপ বনপর্ব্বে 'যজ্ঞিয় গিরিশোভিত' 'সতত দ্বিজসেবিত' কলিঙ্গ দেশের বর্ণনা দেখিতে পাই।

কর্ণের শ্লেষোক্তি শুনিয়া আরট্টরাজ শল্য বলিয়াছিলেন, "হে সূতপুত্র! আতুর ব্যক্তিকে পরিত্যাগ ও পুত্রকলত্র-বিক্রয় অঙ্গদেশে বিশেষ প্রচলিত; তুমি সেই অঙ্গদেশের অধিপতি।" এরূপভাবে বাক্যপ্রয়োগের পরও শল্য বলিতে বাধ্য হন, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং পতিপরায়ণা রমণীগণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন।"

এতদ্দ্বারা তৎকালে যে অঙ্গদেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য-ব্যবস্থান হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এখানে একটী কথা বলিবার আছে, কর্ণের উক্তিতে জানা যাইতেছে, "পূর্ব্ব দেশীয়েরা শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী।" এই প্রমাণ-বলে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ভারতীয় যুগে বঙ্গদেশের অধিবাসী শূদ্রধর্ম্মা ছিল, বেদোক্ত ক্রিয়া তখন প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, পৌণ্ড্রদেশে যখন শাশ্বত ধর্ম্মানুসারে কার্য্য চলিত, তখন এখানকার সকল লোকই যে শূদ্রধর্ম্মা ছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। 'পূর্ব্বদেশীয়' বলিলে যে বর্ত্তমান বঙ্গদেশ বুঝাইবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। বরং ভারতবর্ষের সীমা-নির্দ্দেশকালে পুরাণাদি বহু প্রাচীন

(১) "ব্রাহ্মং পাঞ্চালাঃ কৌরবেয়াস্তু ধর্ম্ম্যং সত্যং মৎস্যাঃ শূরসেনাশ্চ যজ্ঞং।
প্রাচ্যা দাসা বৃষলা দাক্ষিণাত্যাস্তেনা বাহ্লীকাঃ সঙ্করা বৈ সুরাষ্ট্রাঃ॥" (কর্ণপর্ব্ব ৪৫।২৮)

(২) "আমৎস্যেভ্যঃ কুরুপাঞ্চালদেশ্যা আনৈমিষাচ্চেদয়ো যে বিশিষ্টাঃ।
ধর্ম্মং পুরাণমুপজীবন্তি সন্তো। মদ্রাদৃতে পাঞ্চনদাংশ্চ জিহ্মান্॥" (৪৫।১৬)
"অঙ্গোদীচ্যাশ্চাঙ্গকা মাগধাশ্চ শিষ্টান্ ধর্ম্মানুপজীবন্তি বৃদ্ধাঃ॥" (৪৫।..)

গন্থেই পাওয়া যায়, ভারতের পূর্ব্বাংশে কিরাতদিগের দেশ। সেই কিরাতদেশের লোকেরাই শূদ্রধর্ম্মা ছিল। বর্ত্তমান ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান পৌরাণিক কিরাতদেশ। উপরোক্ত প্রমাণ কয়টী ছাড়া বঙ্গে ব্রাহ্মণাবির্ভাবের প্রসঙ্গ আমরা মহাভারত, হরিবংশ ও পুরাণাদির অনেক স্থলে পাইয়াছি। বাহুল্যভয়ে এখানে দুই একটী কথা তুলিতেছি।

মহাভারতে আদিপর্ব্বে (১০৪ অধ্যায়ে) লিখিত আছে, 'ভূলোক পরশুরাম কর্ত্তৃক নিঃক্ষত্রিয় হইলে সর্ব্বস্থানীয় ক্ষত্রিয়পত্নীগণ বেদপারগ ব্রাহ্মণ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া লইলেন। বেদের বিধান—যে ব্যক্তি পাণিগ্রহণ করে, তাহার ক্ষেত্রে যে সন্তান হইবে, সেই সন্তান তাহারই হয়। অতএব ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়াই ক্ষত্রিয়পত্নীগণ ব্রাহ্মণগণের সহবাস করিয়াছিল। ইহাতে ক্ষত্রিয়গণের পুনর্ব্বার উৎপত্তি হইয়াছে।'১ ভারতকার এই স্থলে ক্ষেত্রজ সন্তানের উদাহরণ দিবার জন্য একটী পুরাতন ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই—

'ক্ষত্রিয়রাজ বলির পুত্র-সন্তান হয় নাই। তিনি একদিন গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া দেখিলেন, এক অন্ধ ঋষি নদীর স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছেন। ধার্ম্মিক রাজা অবিলম্বে তাঁহাকে জল হইতে তুলিয়া আবাসে আনয়ন করিলেন। সেই অন্ধ ঋষির নাম দীর্ঘতমা। রাজা তাঁহাকে তাঁহার ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ঋষি সম্মত হইলে রাজা রাণী সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। কিন্তু ঋষিকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখিয়া রাজমহিষীর মনে ধরিল না, তিনি নিজে না গিয়া এক দাসীকে ঋষির নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ঋষি সেই শূদ্রযোনিতে ১১টী পুত্র উৎপাদন করিলেন। রাজা সেই পুত্রদিগকে বেশ লেখাপড়া শিখিতে দেখিয়া 'ইহারা আমার পুত্র' এই কথা অন্ধ ঋষিকে কহিলেন। কিন্তু মহর্ষি উত্তর করিলেন, এ পুত্রেরা তোমার নহে, আমার, ইহারা আমা হইতে শূদ্রযোনিতে জন্মিয়াছে। সুদেষ্ণার মন বোঝে নাই, সেই জন্য আমার কাছে আসে নাই, এক দাসীকে আমার কাছে পাঠাইয়াছিল।' তখন রাজা বলি ঋষিকে প্রসন্ন করিয়া সুদেষ্ণাকে পাঠাইয়া দিলেন। দীর্ঘতমা সুদেষ্ণা দেবীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া কহিলেন, 'তোমার আদিত্যতুল্য তেজস্বী পাঁচ পুত্র জন্মিবে। সেই পুত্রগণের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম হইবে।২ এই ভূমণ্ডলে

(১) "এবং নিঃক্ষত্রিয়ে লোকে কৃতে তেন মহর্ষিণা।
উৎপাদিতান্যপত্যানি ব্রাহ্মণৈর্ব্বেদপারগৈঃ॥
পাণিগ্রাহস্য তনয় ইতি বেদেষু নিশ্চিতম্।
ধর্ম্মং মনসি সংস্থাপ্য ব্রাহ্মণাংস্তাঃ সমভ্যয়ুঃ॥
লোকেঽপ্যাচরিতো দৃষ্টঃ ক্ষত্রিয়াণাং পুনর্ভবঃ।
ততঃ পুনঃ সমুদিতং ক্ষত্রং সমভবত্তদা॥" (১০৪।৫-৭)

(২) "অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি॥" (১০৪।৫০

তাহাদের স্ব স্ব নামে এক এক দেশ বিখ্যাত হইবে।১ এইরূপে মহর্ষিজাত বলিরাজার বংশ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

হরিবংশে উক্ত বলিরাজের বংশাবলী ও তাঁহার পুত্রগণের ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তির কথা এইরূপ বর্ণিত আছে—

যযাতির পুত্র ১ পুরু, পুরুর পুত্র ২ জন্মেজয়, তৎপুত্র ৩ প্রচিন্বৎ, (ইনি নিজ ভুজবলে সমগ্র পূর্ব্বদিক্ জয় করিয়াছিলেন), তাঁহার পুত্র ৪ প্রবীর, তৎপুত্র ৫ মনস্যু, মনস্যুর পুত্র ৬ অভয়দ, তৎপুত্র ৭ রাজা সুধন্বা, তাঁহার পুত্র ৮ বহুগব, তৎপুত্র ৯ সম্পাতি, তৎপুত্র ১০ রহম্পাতি, তৎপুত্র ১১ রৌদ্রাশ্ব, রৌদ্রাশ্বের ঋচেয়ু, কক্ষেয়ু (প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে) কক্ষেয়ুর পুত্র ১৩ সভানর, সভানরের পুত্র ১৪ কালানল, তৎপুত্র ১৫ সৃঞ্জয়, তৎপুত্র ১৬ মহাবীর পুরঞ্জয়, তৎপুত্র ১৭ জন্মেজয়, জন্মেজয়ের পুত্র ১৮ রাজর্ষি মহাশাল, তৎপুত্র ১৯ মহামনা, তৎপুত্র ২০ রাজর্ষি উশীনর ও তিতিক্ষু, তিতিক্ষুর পুত্র ২১ উষদ্রথ (ইনি পূর্ব্বদিকের রাজা ছিলেন), উষদ্রথের পুত্র ২২ ফেন, তৎপুত্র ২৩ সুতপা, সুতপার পুত্র মহারাজ ২৪ বলি।২ ইনি পরম যোগী ও নৃপতি ছিলেন। ইঁহার বংশধর পাঁচ পুত্র—অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ। ইঁহারাই মহারাজ বলির ক্ষত্রিয় সন্তান, কিন্তু এই বংশধর পুত্রগণ কালক্রমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।৩ এক সময়ে ব্রহ্মা বলিকে বর দিয়াছিলেন, 'তুমি মহাযোগী, সংগ্রামে অজেয়, ধর্ম্মে প্রধান, ধর্ম্মার্থতত্ত্বদর্শী ও বর্ণচতুষ্টয়ের স্থাপয়িতা হইবে'।৪

(১) যে সময়ে অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্রাদি স্থানে আর্য্য-উপনিবেশ স্থাপিত হয় নাই, আমরা সেই বৈদিক যুগে এই তিন স্থানের নাম পাইয়াছি। এরূপ স্থলে মহাভারতের উক্ত প্রমাণের সহিত বিরোধ ঘটিতেছে। বোধ হয়, যেমন পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব হরিবংশে কেবল 'পৌণ্ড্রক' নামে খ্যাত হইয়াছেন, সেইরূপ বঙ্গাদি জনপদ বলিপুত্রগণের অধিকারভুক্ত হইলে বাসুদেবের পৌণ্ড্রক নামের ন্যায় তাঁহারাও অঙ্গ, বঙ্গাদি নামে খ্যাত হইয়া থাকিবেন। এ ছাড়া বৈদিক ও মহাভারতীয় বচনের বিরোধ-ভঞ্জন করিবার উপায় নাই।

(২) কাহারও কাহারও বিশ্বাস, মহারাজ বলি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের 'বলিয়া' জেলায় রাজত্ব করিতেন। ছোটলাটের শাসনাধীন বর্ত্তমান-বাঙ্গালা প্রদেশের ঠিক পশ্চিম পার্শ্বে এই জেলা অবস্থিত। যেখানে গঙ্গা ও সরযূনদী একত্র সম্মিলিত, তথায় বিখ্যাত 'বলিয়া' নগর অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে, এই নগরেই বলিরাজের রাজধানী ছিল। তাঁহার পুত্রগণ অঙ্গ বঙ্গাদি যে পঞ্চ জনপদে রাজত্ব করিতেন, সেই পঞ্চ জনপদই বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত।

(৩) "মহাযোগী স তু বলির্ব্বভূব নৃপতিঃ পুরা॥
পুত্রানুৎপাদয়ামাস পঞ্চবংশকরান্ ভুবি।
অঙ্গঃ প্রথমতো জজ্ঞে বঙ্গঃ সুহ্মস্তথৈব চ॥
পুণ্ড্রঃ কলিঙ্গশ্চ তথা বালেয়ং ক্ষত্রমুচ্যতে।
বালেয়া ব্রাহ্মণাশ্চৈব তস্য বংশকরা ভুবি॥" (হরিবংশ ৩১।৩৩—৩৫।)

(৪) "বলে চাপ্রতিমত্বং বৈ ধর্ম্মতত্ত্বার্থদর্শনম্।
চতুরো নিয়তান্ বর্ণাংস্ত্বঞ্চ স্থাপয়িতেতি হ॥" (হরিবংশ ৩১।৩৮।)

মহারাজ বলির জ্যেষ্ঠ তনয় অঙ্গাধিপের ২৬ দধিবাহন নামে এক পুত্র জন্মে, তৎপুত্র ২৭ দিবিরথ, তৎপুত্র ২৮ ধর্ম্মরথ, (ইনি বিষ্ণুপদ নামক পর্ব্বতে যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রের সহিত সোমরস পান করিয়াছিলেন।) ধর্ম্মরথের পুত্র ২৯ চিত্ররথ, তৎপুত্র ৩০ দশরথ, ইনি লোমপাদ নামে খ্যাত। [ইনি রামচন্দ্রের পিতা দশরথের সখা ও ঋষ্যশৃঙ্গের শ্বশুর)। লোমপাদের পুত্র ৩১ চতুরঙ্গ, তৎপুত্র ৩২ পৃথুলাক্ষ, তৎপুত্র ৩৩ চম্প, এই চম্পের পুরীর নাম চম্পা।* চম্পের পুত্র ৩৪ হর্য্যক্ষ, তৎপুত্র ৩৫ ভদ্ররথ, তৎপুত্র ৩৬ বৃহৎকর্ম্মা, তৎপুত্র ৩৭ বৃহদ্দর্ভ, তৎপুত্র ৩৮ বৃহন্মনা, তৎপুত্র ৩৯ বিজয়, এই বিজয়[৪] ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বিজয়ের পুত্র ৪০ ধৃতি, ধৃতির পুত্র ৪১ ধৃতব্রত, তৎপুত্র ৪২ সত্যকর্ম্মা, ৪৩ তৎপুত্র সূত অধিরথ। এই অধিরথ সূত কর্ণকে প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া কর্ণকে সকলে সূত-পুত্র বলিত। (হরিবংশ ৩১ অধ্যায়।)

হরিবংশ হইতে যে বংশ-বিবরণ উদ্ধৃত হইল, উহার মধ্যে যদি কিছুমাত্র ঐতিহাসিকতা থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, পুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজ বলির পুত্রগণ হইতেই বা তাহাদের সময়েই বাঙ্গালা-প্রদেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য-ব্যবস্থা হইয়াছিল। এখানকার অনেক ক্ষত্রিয়-সন্তান যোগবলে বা কর্ম্মফলে ব্রাহ্মণত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। আবার কোন কোন ক্ষত্রিয়-সন্তান ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় বর্ণের ধর্ম্মই পালন করিতেন। সে ভারতীয় যুগেরও পূর্ব্বেকার কথা। মহাবীর কর্ণের সপ্তদশ পুরুষ পূর্ব্বে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে পাঁচ হাজার বর্ষেরও পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণাগমন হইয়াছিল, হরিবংশ হইতে তাহার কতক নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে।

এখন দেখিতেছি, বঙ্গদেশ বহুপ্রাচীন পৌরাণিক যুগ হইতেই ব্রাহ্মণাবাস বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কুরুপাণ্ডবগণের সময়ে এখানে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তাহা জানিবার উপায় নাই। স্কন্দপুরাণে সারস্বত, কান্যকুব্জ প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগের কথা বর্ণিত হইলেও ভারতীয় যুগে এরূপ শ্রেণীবিভাগ কল্পিত হয় নাই। বৈদিকযুগে সরস্বতীতীরবাসী সারস্বত ব্রাহ্মণগণই আর্য্যসমাজে সবিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁহারাই প্রথমে কোশল, অতঃপর বিদেহ বা মিথিলা দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। শতপথব্রাহ্মণে স্পষ্ট লিখিত আছে, "(পূর্ব্বে) বৈশ্বানর উত্তর-গিরিবিনির্গত সদানীরা নদীর পরপার দগ্ধ করেন নাই। বৈশ্বানর এই নদী অতিক্রম করিয়া দাহন করেন নাই বলিয়া পূর্ব্বকালীন ব্রাহ্মণেরা ঐ নদী পার হইয়া যাইতেন না। এখন অনেকানেক ব্রাহ্মণ উহার পূর্ব্বপারে অবস্থান করেন। অগ্নি-বৈশ্বানর উহার স্বাদ গ্রহণ করেন নাই বলিয়া তাহা বাসের অযোগ্য ও জলসিক্ত ছিল; এখন ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠান করায় উহা বাসযোগ্য

* বর্ত্তমান ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী চাঁপাইনগর।

(৪) "ব্রহ্মক্ষত্রোত্তরঃ সত্যাং বিজয়ো নাম বিশ্রুতঃ॥" (হরিবংশ ৩১।৫৭।)

হইয়াছে। বিদেঘমাথব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি কোন্ স্থানে অবস্থান করিব?' অগ্নি কহিলেন, 'এই নদীর পূর্ব্বপ্রদেশ তোমার বাসভূমি হইবে।' এখনও ঐ নদী কোশল ও বিদেহবাসীদিগের মধ্যবর্ত্তী। তাহারা মাথবসন্তান।" (শতপথব্রাহ্মণ ১।৪।১।১০-১৭।)

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে, যে সময়ে শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণ প্রকাশিত হয়, সে সময়ে যাগযজ্ঞকারী ব্রাহ্মণগণ আসিয়া মিথিলায় বাস করিয়াছিলেন।

মিথিলায় আসিয়া যাঁহারা প্রথম উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা গোতম বা রহুগণ গোত্র। বৈদিককালে আর কোন গোত্র এ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন কি না, তাহার বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। শতপথব্রাহ্মণ হইতে জানা যায়, গোতম রহুগণ বিদেহরাজের পুরোহিত ছিলেন। মিথিলায় ও বঙ্গে সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও গোতম-গোত্রজ ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ ইঁহারাই মিথিলা ও বঙ্গের আদি ব্রাহ্মণ। যে সময়ে মহর্ষি দীর্ঘতমা ও ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গরাজ্যে আগমন করেন, তৎকালে বোধ হয় অপর কোন কোন গোত্রের অভ্যুদয় হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

-00-

পঞ্চগৌড়

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় যুগে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেণীবিভাগের কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণাবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যে সময়ে এক দেশবাসী ব্রাহ্মণগণ অন্য স্থানের ব্রাহ্মণের সহিত আহার ব্যবহার বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, বোধ হয় সেই সময়ে গৌড় ও দ্রাবিড় এই দুই প্রধান শ্রেণীবিভাগ বিধিবদ্ধ হয়।

সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকল এই পঞ্চশ্রেণীকে লইয়া পঞ্চগৌড়বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে 'আদি গৌড়' নামে পরিচিত করিয়া থাকেন। বৈদিক যুগে কুরুক্ষেত্রের সরস্বতীতীরবাসী ব্রাহ্মণগণ সারস্বত নামে খ্যাত ছিলেন। এই যাজ্ঞিক সারস্বত ব্রাহ্মণগণই যজ্ঞোপলক্ষে কান্যকুব্জ, গৌড় প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করিলে তথায় তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণ কান্যকুব্জাদি আখ্যায় অভিহিত হইলেন। সরস্বতীতীর বা সারস্বত ভূভাগ পঞ্চশ্রেণীর গৌড়ব্রাহ্মণগণের আদি নিবাস বলিয়া সেই স্থানের ব্রাহ্মণেরাই কেবল আদি-গৌড় নামে আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন।

এদিকে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের গৌড়-ব্রাহ্মণদিগের বিশ্বাস, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ (বঙ্গ-সন্নিহিত) গৌড়মণ্ডল হইতে গিয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বাস করেন, গৌড়ে বাস-নিবন্ধনই

তাঁহাদের 'গৌড়-ব্রাহ্মণ' নাম হইয়াছে।[১] এ ছাড়া গৌড়রাজপুতগণের অনেকেই বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণও গৌড় (বঙ্গ) হইতে গিয়া নানাস্থানে বসবাস করেন। হিমালয়স্থ কৃষ্ণবার, সুখেত, মন্দী, কেওন্থল প্রভৃতি স্থানের রাজগণ আপনাদিগকে বঙ্গগত গৌড়রাজপুতসন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।[২] অথচ দেখা যাইতেছে, এই গৌড়মণ্ডল হইতে গৌড়-ব্রাহ্মণ বা গৌড়রাজপুত এক প্রকার অন্তর্হিত হইয়াছেন। সুতরাং গৌড়দেশেই যখন গৌড় ব্রাহ্মণের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর, তখন কিরূপে গৌড়ের মুখ্যার্থ কল্পনা করিয়া 'পঞ্চ গৌড়' নাম উদ্ভাবিত হইল? সারস্বত, কান্যকুব্জ ইত্যাদি নামগুলি দেশবাচী। স্কন্দপুরাণে সহ্যাদ্রিখণ্ডে লিখিত আছে, ব্রাহ্মণগণ সকলেই ঋষিসম্ভব, তবে ভিন্ন দেশে বাস করিয়া সেই সেই দেশের আচার অবলম্বন করিয়াছে।[৩] এইরূপে পঞ্চ-গৌড় ও পঞ্চ-দ্রাবিড় এই দশবিধ ব্রাহ্মণ কথিত হইয়া থাকে।

এরূপস্থলে 'পঞ্চ-গৌড়' শব্দ দ্বারা একটী বিস্তৃত দেশেরও কল্পনা করা যায়। বাস্তবিক রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি নানাগ্রন্থে পঞ্চ-গৌড় শব্দ দ্বারা বিস্তৃত রাজ্যের উল্লেখ আছে। রাজতরঙ্গিণীতে বর্ণিত আছে, কাশ্মীররাজ জয়াদিত্য (খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে) পঞ্চ-গৌড়ের রাজাদিগকে জয় করিয়া তাঁহার শ্বশুর (গৌড়াধিপ) জয়ন্তকে অধীশ্বর করিয়াছিলেন।[৪] হরিমিশ্ররচিত প্রাচীন কুলাচার্য্যকারিকায় মহারাজ আদিশূর 'পঞ্চ-গৌড়াধিপ' এই উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন।[৫] এতদ্দ্বারা পঞ্চ-গৌড় নামে যে বিস্তৃত রাজ্য ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। এখন দেখা যাউক, আমাদের জন্মভূমি গৌড়মণ্ডল ব্যতীত আর কতগুলি গৌড়ের সন্ধান পাওয়া যায়। কূর্ম্ম ও লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে,—

'সূর্য্যবংশীয় শ্রাবস্তিপুত্র বংশক গৌড়দেশে শ্রাবস্তী নগরী নির্ম্মাণ করেন।'[৬] রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ-কালে অযোধ্যানগরী জনশূন্য হইলে এই শ্রাবস্তীনগরীতে তৎপুত্র লবের রাজপাট

(১) Elliot's Races of the N. W. P. Vol. I p. 102 ও বিশ্বকোষে গৌড়-ব্রাহ্মণ শব্দ দ্রষ্টব্য।

(২) বিশ্বকোষ ৫ম ভাগ ৬১৩-৬১৪ পৃষ্ঠা দেখ।

(৩) "ব্রাহ্মণা দশধা প্রোক্তাঃ পঞ্চগৌড়াশ্চ দ্রাবিড়াঃ।
ব্রাহ্মণা দশধা চৈব ঋষিভ্যঃ পত্তিসম্ভবাঃ।
দেশে দেশবিধাচারা এবং বিস্তারিতা মহী।" (সহ্যাদ্রি উত্তরার্দ্ধে ১।১,৫।)

(৪) "ব্যধদ্বিনাপি সামগ্রীঃ তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন্।
পঞ্চগৌড়াধিপান্ জিত্বা শ্বশুরং তদধীশ্বরম্॥" (রাজতরঙ্গিণী ৪।৪৬৮।)

(৫) বিশ্বকোষ ৪র্থ ভাগ কুলীন শব্দ দ্রষ্টব্য।

(৬) "শ্রাবস্তিশ্চ মহাতেজা বংশকস্তু ততোঽভবৎ।
নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্তম॥" (কূর্ম্মপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ)

শ্রাবস্তীর বর্ত্তমান নাম শেট-মহেট, অযোধ্যাপ্রদেশস্থ বড়াইচ ও গোণ্ডা জেলা যেখানে রাপ্তীনদী দ্বারা পৃথক্ হইয়াছে, ঠিক্ সেই স্থানে রাপ্তীনদীর পশ্চিমকূলে প্রাচীন শ্রাবস্তীনগরীর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ—Journal of the Asiatic Society of Bengal extra no for 1892 দ্রষ্টব্য।

প্রতিষ্ঠিত হয়।১ সেই হইতে অযোধ্যানগরীর গৌরব বিলুপ্ত ও গৌড়দেশের রাজধানী প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান অযোধ্যাপ্রদেশের গোণ্ডা জেলা ও তন্নিকটবর্ত্তী কতক স্থান লইয়া গৌড়দেশ অবস্থিত ছিল।২

বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশে লিখিত আছে—"অস্তি গৌড়বিষয়ে কৌশাম্বীনাম নগরী।"

প্রাচীন কৌশাম্বীনগরী এক্ষণে কোশাম্ ইনাম্ ও কোশাম্ খিরাজ্ নামে দুইটী ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত, উহা যমুনাতীরে প্রয়াগ হইতে ১৪ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত।৩ এরূপস্থলে প্রয়াগের পশ্চিমস্থ যমুনাতীরবর্ত্তী কতকটা জনপদ হিতোপদেশ রচনাকালে "গৌড়বিষয়" নামে অভিহিত ছিল।

রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ-প্রভূতবর্ষের ৭৩০ শকে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন-পাঠে জানা যায়, 'রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব বৎসরাজকে পরাজয় করিয়া অবলীলাক্রমে গৌড় অধিকার করেন।৪ আবার ৭০৫ শকে উৎকীর্ণ একখানি তাম্রশাসনে বৎসরাজ অবন্তিপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।৫ এ ছাড়া নরচন্দ্র-সূরির হম্মীরকাব্যে মালবরাজ উদয়াদিত্য 'গৌড়েশ' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। শেষোক্ত দুই রাজা মালব ব্যতীত আর কোন স্থানে যে রাজত্ব করেন, তাহার প্রমাণ নাই। ইহাতে মালবরাজ্যের কতকাংশ যে এক সময়ে 'গৌড়' নামে কথিত হইত, তাহা জানা যাইতেছে।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ খান্দেশ ও উড়িষ্যা রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী এক বিস্তীর্ণ বিভাগ গোণ্ডবানা নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রদেশের অধিকাংশ চাঁদকবির পৃথ্বীরাজ-রায়সায় "গৌড়" নামে বর্ণিত হইয়াছে।৬ ১০৪২ খৃষ্টাব্দে এই গৌড়রাজ্য চেদিরাজ কর্ণদেবের অধিকারভুক্ত হয়। রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দদেবের ৭৩০ শকে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে এই গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।৭ উইলফোর্ড সাহেব, এই গৌড়দেশকে 'পশ্চিম গৌড়' নামে,

(১) রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড ১৬৮ সর্গ।

(২) অযোধ্যাপ্রদেশের প্রতাপগড় জেলার মধ্যেও 'গৌড়' নামে একটা অতি পুরাতন গ্রাম আছে।' এখানে খৃষ্টীয় ৮ম বা ৯ম শতাব্দে নির্ম্মিত একটী সূর্য্যমন্দির আছে। (Cunningham's "Arch. Sur. Reports, Vol XI, p. 70, and index to Vols. I—XXIII, p. 66.)

(৩) Archæological Survey of India. New Series. Vol. I, by A. Fuhrer. p.140

(৪) Indian Antiquary Vol. XI. p. 161

(৫) Indian Antiquary. Vol. XV. p. 142.

(৬) "হম্ শির বান্ধি মহোবা রখিবঁ। নৃপ চন্দেল যুগল মুখ দিক্খিব॥
হম্ মরে বড় গৌড়া দেও গড় চান্দাবারে। হম্ জাদো করি যুদ্ধ তার চন্দেল উধারে॥
গড়া তায় নৃপ লাগি পরি গৌড়াস্যাঙ্গহ। পর্যো জাল চন্দেল ভাল ধরণীধর অঙ্গহ॥"

(পৃথিরাজ-রায়সা—মহোবাখণ্ড।

(৭) Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol XVII, p. 124.

উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাবিদ্ কনিংহাম্ সাহেবের মতে—বর্ত্তমান বেতুল, ছিন্দাবাড়া, সিওনি ও মণ্ডলা এই চারিটী জেলা লইয়া প্রাচীন গৌড় বা গোড় দেশ অবস্থিত।[১]

উপরে যে কয়েকটী গৌড়দেশের নাম করিলাম, তন্মধ্যে বঙ্গপ্রমুখ গৌড়দেশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ও সর্ব্বত্র বিখ্যাত। পাণিনি অষ্টাধ্যায়ীতে (৬।২।১০০ সূত্রে) (ভারতের) পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী 'গৌড়' জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন[২] বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় পূর্ব্বদিগ্-বিভাগে এই গৌড়দেশের অবস্থান নির্ণীত হইয়াছে। রাজতরঙ্গিণীতেও লিখিত আছে, পূর্ব্ব-সমুদ্রের নিকট কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য গৌড়মণ্ডল দর্শন করিয়াছিলেন।[৩] তৎপুত্র জয়াদিত্য গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে উপস্থিত হইয়াছিলেন[৪] পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, নিরুক্তকার যাস্কেরও বহুপূর্ব্বে পাণিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন।[৫] এরূপস্থলে পাণিনি আড়াই হাজার বর্ষেরও পূর্ব্বেকার লোক হইতেছেন, তাঁহারও পূর্ব্ব হইতে গৌড় জনপদ খ্যাত ছিল, এক প্রকার মোটামুটী ধরিয়া লওয়া যায়।

উপরে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইল, তদ্দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বিন্ধ্যগিরির উত্তরাংশে কুরুক্ষেত্র হইতে বঙ্গদেশের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত[৬] বিভিন্ন স্থান 'গৌড়' নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সারস্বত, কান্যকুব্জ, মিথিলা, গৌড় ও উৎকল এই পাচটী জনপদই পূর্ব্বোক্ত কোন না কোন একটী গৌড়ের সামিল বা অংশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এই কারণেই বোধ হয় পঞ্চগৌড় বলিলে ঐ পঞ্চজনপদবাসী ব্রাহ্মণ বিশেষকে বুঝাইত। এইরূপে এক সময় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর বুঝাইবার নিমিত্ত এক 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' শব্দ ব্যবহৃত হইত।

(১) Archæological Survey Reports. Vol. IX, p. 150.

(২) পাণিনি প্রথমে সূত্র করিয়াছেন, "পুরে প্রাচাম্।" (৬।২।৯৯) 'পুর শব্দ উত্তরপদে প্রাচাং দেশে পূর্ব্বপদমন্তোদাত্তং ভবতি।' (কাশিকা।) অর্থাৎ প্রাচ্যজনপদবাসীদের কোন নগরবাচক পদের পর পুর শব্দ থাকিলে, পূর্ব্বপদ অন্তোদাত্ত হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পাণিনি লিখিয়াছেন, "অরিষ্টগৌড পূর্ব্বে চ।" (পা ৬।২।১০০।) যেমন অরিষ্ট ও গৌড় শব্দ পুর শব্দের পূর্ব্বে (অর্থাৎ অরিষ্টপুর ও গৌড়পুর শব্দ) প্রাচ্যদেশের পুরবাচী হইবে।

(৩) "সুখেন প্রাবিশত্তস্ত বাহিনী পূর্ব্বসাগরম্।
তস্মাতঙ্গৈঃ কলিঙ্গেভ্যঃ কথঞ্চিৎ প্রস্থিতঃ পথি।
অশ্রিশ্রয়ংস্তং নিঃশেষাদন্তিনো গৌড়মণ্ডলাৎ॥" (রাজতরঙ্গিণী ৪।১৪৭-১৪৯।)

(৪) "গৌড়রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখ্যেন ভূভুজা।
প্রবিবেশ ক্রমেণাথ নগরং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনম্॥" (রাজতরঙ্গিণী ৪।৪২০-৪২১।)

(৫) এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত নিরুক্ত ৪র্থ ভাগের ভূমিকায় "কঃ কাল যাস্কস্ত" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। বুহ্লার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কথাসরিৎসাগরের গল্পের উপর নির্ভর করিয়া পাণিনিকে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীর লোক স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের এ মত সমীচীন নহে।

(৬) গৌড়দেশ বিভিন্ন রাজাদিগের আধিপত্যকালে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল।

মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গলে সম্রাট্ অকবর 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।[১] পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, মহারাজ আদিশূরও 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

নেপাল হইতে আবিষ্কৃত লিচ্ছিবিরাজ জয়দেব পরচক্রকামের শিলাফলকে প্রাগ্জ্যোতিষাধিপ হর্ষদেব (হরিষ) 'গৌড়-উড্র-কলিঙ্গ কোশলাধিপতি'[২] আখ্যায় সম্মানিত হইয়াছেন। আবার চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ঙ্গের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের অনুবাদক লিখিয়াছেন, কান্যকুব্জের অধীশ্বর সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন Five Indies জয় করিয়াছিলেন।[৩] চীনপরিব্রাজক চীন-ভাষায় লিখিবার সময় বোধ হয়, পঞ্চগৌড়ের অনুবাদকালে একটা প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। হর্ষবর্দ্ধন পঞ্চগৌড়ের অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ ছিলেন, তাহা বাণভট্টের হর্ষচরিত ও চীনপরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতেই জানা যায়।

যিনি পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ হইতেন, তিনিই বোধ হয় 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' এই মহা স্পর্দ্ধাজনক উপাধি গ্রহণ করিতেন। বহু পরবর্ত্তীকালে এই সমুচ্চ উপাধিটা মিথিলা ও এ দেশের হিন্দু ও মুসলমান রাজগণের মধ্যেই সংক্রামক হইয়া পড়ে। তাঁহাদের এই উপাধি গ্রহণের উপযোগী কিছুমাত্র শক্তিসামর্থ্য বা সহায় সম্পত্তি না থাকিলেও তাহারা এ উপাধি-ব্যাধি হইতে অব্যাহতি পান নাই। এইরূপে আমরা বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষক শিবসিংহকেও পঞ্চ-গৌড়েশ্বর উপাধিতে ভূষিত দেখি।[৪] বঙ্গের বাল্মীকি কৃত্তিবাসের আশ্রয়দাতা হিন্দুরাজ কংসনারায়ণ এবং সুলতান হোসেন শাহও এই গর্ব্বিত উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।[৫]

আদি-ব্রাহ্মণ-প্রসঙ্গে আমরা অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিয়া ফেলিলাম। এত আড়ম্বর অনেকেরই রুচিকর না হইতে পারে, সুতরাং এখানেই ক্ষান্ত হইলাম। প্রথমে যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি, এখন তাহারই আলোচনায় অগ্রসর হইব।

(১) বিশ্বকোষ ৪র্থ ভাগ, কবিকঙ্কণ শব্দ দ্রষ্টব্য।

(২) "মাদ্যদ্দন্তিসমূহদন্তমুসলক্ষুণ্ণারিভূভৃচ্ছিরো গৌড়োড্রাদিকলিঙ্গকোসলপতিশ্রীহর্ষদেবাত্মজা॥"
Dr. Bhagavanlâl Indraji's Inscription from Nepal. p. 17.

(৩) Beal's Records of the Western World, Vol. I., p. 231.

(৪) "চিরঞ্জীব রহু পঞ্চগৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভণে।" (পদাবলী)

(৫) শ্রীদীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১ম সংস্করণ) ৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

-*:*--

গৌড়ব্রাহ্মণের পরিচয়

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাঁচহাজার বর্ষের উপর হইতে চলিল, বৈদিক মার্গ-প্রবর্ত্তক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের পদার্পণে অসভ্যনিবাস বঙ্গভূমি পবিত্রলাভ করিয়া সভ্যজগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। পাণিনিরও সময় হইতে 'গৌড়' নাম সুপরিচিত এবং সুরম্যপুরাদি সুশোভিত ছিল। গৌড়দেশে পূর্ব্বকালে যে সকল ব্রাহ্মণ আসিয়া বসতি স্থাপন করেন, পরে তাঁহারাই গৌড়ব্রাহ্মণ নামে সমাজে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছিলেন।

কতকাল হইল, তাঁহারা প্রথমে গৌড়ব্রাহ্মণ নাম লইলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। ভারতের নানাস্থানেই গৌড়ব্রাহ্মণের বাস। দিল্লী অঞ্চলেই কিছু অধিক। দাক্ষিণাত্যেও গৌড়ব্রাহ্মণের অভাব নাই। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ গৌড়ব্রাহ্মণকে তাঁহাদের আদিনিবাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী রাজ্য দেখাইয়া থাকেন। দিল্লী অঞ্চলের প্রধান গৌড়ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, পাণ্ডুবংশীয় রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে গৌড় হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ আহূত হইয়াছিলেন, ইহারা তাঁহাদেরই সন্তান। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ লক্ষ্মণাবতীর নিকট বাস করিতেন।[১] আবার দিল্লী ও বেহারের অনেকে বলিয়া থাকেন, পাণ্ডবগণের পরাক্রমকালে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হস্তিনায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এখান হইতে তাঁহারা জনমেজয়ের সর্পসত্রে আহূত হন। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে আরও একটী প্রবাদ আছে, যেমন আদিশূরের যজ্ঞনির্ব্বাহ করিবার জন্য কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আহূত হইয়াছিলেন, সেইরূপ ধনকুবের অগরবালা বণিকদিগের সমাজপ্রবর্ত্তক রাজা অগর গৌড় হইতে কএকজন ব্রাহ্মণ আনিয়া সম্মানিত করেন।[২] তাঁহাদের বংশধর গৌড়ব্রাহ্মণগণ এখনও অগরবালা বণিকগণের কুলপুরোহিতরূপে পূজিত হইয়া থাকেন।

ইলিয়ট, কনিংহাম্ প্রভৃতি পুরাবিদ্‌গণ গৌড়ব্রাহ্মণদিগের গৌড়দেশ হইতে গমন সম্বন্ধে ঘোর সন্দিহান। তাঁহারা একেবারে বিশ্বাসই করেন না যে বঙ্গের একপ্রান্ত হইতে উদ্যমশীল গৌড়ব্রাহ্মণগণ সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে গিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম্ সাহেবের বিশ্বাস, অযোধ্যার অন্তর্গত গৌড়দেশই (বর্ত্তমান গোণ্ডা জেলা) গৌড়ব্রাহ্মণগণের

(১) Elliot's *Races of the North Western Provinces*, ed., by J. Beames, Vol. I. p. 104.

(২) H. H, Risley's Tribes and Castes of Bengal, Vol. I. p. 147-158.

আদিনিবাস। আবার বিচক্ষণ ইলিয়ট্‌সাহেব লিখিয়াছেন, (বঙ্গের) গৌড়মণ্ডলেই গৌড়-ব্রাহ্মণদিগের নিবাস হইলে রাজা আদিশূর স্বদেশীয় গৌড়ব্রাহ্মণদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সুদূর কান্যকুব্জ হইতে কেন ব্রাহ্মণ আনাইবেন?[১] তিনি গৌড় নামের প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, 'বৈদ্যবংশীয় রাজগণের সময় হইতেই গৌড়ের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি।' উক্ত পুরাবিদ্‌গণের কি অপূর্ব্ব যুক্তি! আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যবাসী সর্ব্বসাধারণ গৌড়ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে বিশ্বাস আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে কথা কহিতে আমাদের সাহসে কুলায় না। গৌড় যে এত আধুনিক, তাই বা কে বলিল? প্রথমেই আমরা দেখাইয়াছি, গৌড়পুর বড় প্রাচীন, আদিশূর কি সেনরাজগণের যখন নাম গন্ধ ছিল না, তাহার সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্ব হইতে গৌড়ের প্রতিষ্ঠা।[২] তখন কেনবা না এখান হইতে গৌড়ব্রাহ্মণগণ বহুপূর্ব্বকালে হস্তিনাপুরে গিয়া বাস করিবেন। তাহাতে অপরাধ কি? কেবল গৌড়ব্রাহ্মণেরাই ধরা পড়িয়াছেন, এমন নহে। ইলিয়ট সাহেব নিজেই লিখিয়াছেন, গৌড়রাজপুত ও গৌড়কায়স্থগণ (বহুদিন হইল) আমাদের এই গৌড় হইতে গিয়াই উত্তরপশ্চিম প্রদেশে বাস করিয়াছেন। এই সকল কারণে আমরা বলিতে পারি, গৌড়ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষগণ গৌড়বাসী আদিম ব্রাহ্মণ।

লক্ষ্মীর শান্তিনিকেতন ভাগীরথীর পবিত্রসলিলবিধৌত বঙ্গভূমির এমনি একটী অপার্থিব-আকর্ষণী শক্তি আছে, যিনি একবার এই লীলাক্ষেত্রের বিলাসবিলসিত জলবায়ুর আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন, কি এক অজ্ঞাত বৈদ্যুতিক প্রবাহে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত করিয়াছে? সেই অজ্ঞাত আকর্ষণে কোমল কঠিন হয়, পাথরেও পরিমল প্রেমের উৎস বহিতে থাকে। গ্রীষ্মের উষ্মাধিক্যে, বসন্তের মৃদুমন্দ অনিলপ্রবাহে শিশিরসিক্ত হিমকরনিকরে, কৌমুদীশোভিত শারদীয় সন্ধ্যাকাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমোহিত গৌড়বাসীর দেহ, প্রাণ ও মন ক্রমোন্নতি-পথে স্বভাবতঃ অগ্রসর।

(১) Elliot's Races of the N. W. P. Vol. I. p. 102.

(২) এদিকে ডো ও রেনেল সাহেব আবার বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা লিখিয়াছেন, ৭০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে রাজা ভোজ কর্ত্তৃক বঙ্গের রাজধানী গৌড়নগর স্থাপিত হয়। গৌড়পুর যে সমধিক প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু রাজা ভোজের নাম তাঁহারা কোথা হইতে উদ্ধার করিলেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। রাজস্থানের ইতিবৃত্তলেখক কর্ণেল টড আবার সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন; তাঁহার বিশ্বাস, গৌড়েরা পারস্যরাজ বহ্রাম্ গৌড়ের বংশধর। তিনি খৃঃ ৫ম শতাব্দীতে ভারতে আসিয়া কনোজ-রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইতেই গৌড়রাজপুতগণের উদ্ভব। (Tod's Rajasthan, Vol. 1. p. 232, vol. II. p. 449.) এ অপূর্ব্ব যুক্তির মর্ম্মোদ্ধার করিতে আমরা অসমর্থ। পাছে এরূপ যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হয়, এই আশঙ্কা। এরূপ অযৌক্তিক কথা মহাত্মা টড্ সাহেব কিরূপে লিখিলেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তিনি 'ঘোর' বংশকে 'গৌড়' ঠাওরাইয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভারতের পশ্চিম প্রান্ত ছাড়াইয়া আফগান রাজ্যে যে ঘোরবংশের বাস ছিল, তাহারাই বহ্রাম ঘোরের সন্তান, ভারতের ইতিহাসে 'ঘোরী' বংশ নামে খ্যাত। তাহাদের সহিত গৌড়রাজপুতগণের কোন সম্বন্ধ নাই।

মেধার বিকাশ, বুদ্ধির উন্মেষ, উদ্ভাবনী শক্তির আবেশ ও অনুকরণ-প্রকৃতির সমাবেশ বঙ্গের প্রধান লক্ষণ। এই সকল ব্যাপারে বঙ্গ ভারতের অন্যান্য স্থানকে পরাভব করিতে সমর্থ। এই অনন্য-সাধারণ গুণ গৌড়বাসী গৌড়ব্রাহ্মণগণের যথেষ্ট ছিল। সহস্রাধিক বর্ষ গত হইয়াছে, গৌড় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন বটে, বঙ্গদেশসুলভ গুণরাশি তাঁহাদের বংশধরগণকে এখনও এককালে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সুদূর দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে অথবা হিমালয়ের অধিত্যকাপ্রদেশে গৌড়ব্রাহ্মণ ও গৌড়রাজপুতগণের মধ্যে বঙ্গসুলভ গুণাবলী এখনও পরিলক্ষিত হয়।১ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। অপর বিদেশী হইতে বঙ্গবাসীর শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন-লিপ্সা যেরূপ বলবতী, সর্ব্বত্র গৌড়ব্রাহ্মণ ও গৌড় রাজপুতগণের মধ্যেও এই প্রবৃত্তি প্রবল। এমন কি সুদূর দাক্ষিণাত্যবাসী গৌড় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বহুদিন হইতে এই প্রবৃত্তির প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।২ এইরূপ সুখেত ও মন্দীরাজ্যের গৌড় রাজপুতবংশীয় রাজগণমধ্যেও অপর রাজপুত হইতে শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদনের চেষ্টা বিশেষ প্রবল। গৌড়বাসিগণ যেমন স্মরণাতীত কাল হইতে অবতারবাদের পক্ষপাতী, তেমন বোধ হয় ভারতের আর কোন জাতি নহে। দাক্ষিণাত্যের গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণগণও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহেন। 'বারিজাক্ষচরিত্রে' তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন আছে।৩

ভারতবর্ষে যে সকল স্থানে গৌড়ব্রাহ্মণের বাস আছে, তন্মধ্যে দিল্লী অঞ্চলেই অধিক সংখ্যকের বাস দৃষ্ট হয়। হিন্দীজাতিমালায় ইঁহাদের ছয়টী শাখা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—গৌড়, পরীক, বহীনৃ, খণ্ডেলবাল, সারস্বত ও সন্দবেল। কিন্তু গৌড় ব্রাহ্মণেরা এরূপ বিভাগ স্বীকার করেন না, তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যে ৪২টী থাক বা গাঞি স্বীকার করেন। ৪২টীর মধ্যে আধ, জুগড়, কৈথল, গুজর ধরম্ ও সিদ্ধগৌড় এই কয় ঘর প্রধান। অপর পশ্চিমা ব্রাহ্মণগণ গৌড়ব্রাহ্মণদিগকে মূর্খ ও অকর্ম্মা বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই বিদ্বেষপর বাক্যে মুগ্ধ হইয়া কোন কোন জাতিতত্ত্ববিৎ য়ুরোপীয় পণ্ডিত ইঁহাদিগকে মূর্খ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

---

(১) Elliot's Races of the N. W. P. Vol. I, p.103-108. এবং বিশ্বকোষ ৫ম ভাগ গৌড়-রাজপুতশব্দ দ্রষ্টব্য।

(২) Dr. R. G. Bhandarkar's Report on the Search of Sanskrit MSS. (1883-84), p. 45.

(৩) বোম্বাই-প্রদেশে বারিজাক্ষচরিত্র নামে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তদ্দেশবাসী গৌড় ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন, এই গ্রন্থ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত প্রজ্ঞাকুমুদচন্দ্রিকা গ্রন্থেরই উত্তরকাণ্ড। এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

বারিজাক্ষ বিষ্ণুর এক অবতার, রাম বা কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন। কোথাও বাসুদেব অবতার, কোথাও বা শিবাবতার বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি শ্রীকণ্ঠ নামক এক গৌড়ব্রাহ্মণের গৃহে যমুনাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নীর নাম মালিনী ও দুই পুত্রের নাম অব্য ও সৌবীর। তিনি দাক্ষিণাত্যে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড বিশেষরূপে প্রচলন করেন। (বোধ হয়, এইজন্যই গৌড় ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।) তাঁহার অনুষ্ঠিত দ্বাদশাহ বার্ষিক সত্রে বহুতর গৌড় ও দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে করাড় ব্রাহ্মণেরা অব্রাহ্মণ বলিয়া নিন্দিত ও যজ্ঞসভা হইতে তাড়িত হন। শিবস্বরূপ বারিজাক্ষ তপোলোকে এখন অধিষ্ঠিত। বিদ্বেষহীন শৈব ও বৈষ্ণবগণ বারিজাক্ষের পূজা করিলে বৈকুণ্ঠলাভ করেন। (বারিজাক্ষ চরিত্র)

কিন্তু এখন অনুসন্ধানে জানা যাইতেছে, এমন চতুর, কর্ম্মনিষ্ঠ ও বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ পশ্চিমাঞ্চলে অল্পই আছে, ইঁহাদের মধ্যে সহস্র সহস্র পণ্ডিত ও খ্যাতনামা ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন। হিন্দুরাজগণের সময়ে অনেক গৌড় পণ্ডিত ধর্ম্মাধিকার ও মুদ্রাধিকারপদে নিযুক্ত থাকিতেন। মুসলমান রাজগণের সময় হইতে এই ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর অবনতির সূত্রপাত ঘটিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের সকল প্রধান স্থানেই গৌড়-ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের সহিত ইঁহাদের সামাজিক ও নিত্য নৈমিত্তিক আচার-ব্যবহারের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। জাতকর্ম্ম, বিবাহ ও ঔর্দ্ধদেহিক সংস্কারাদির বড় একটা প্রভেদ নাই। বিবাহের অঙ্গ—গাত্র-হরিদ্রা, পত্রকরণ, অবুঢ়ান্ন, অধিবাস, নান্দীমুখ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, বরযাত্রা, জামাতৃবরণ, স্ত্রী-আচার, সপ্তদীপদান, সাতপাক, মাল্যদান, সম্প্রদান, বাসর, কুশণ্ডিকা, সপ্তপদীগমন, ফুলসজ্জা, অষ্টমঙ্গলা, পাকস্পর্শ প্রভৃতি বৈবাহিক আচারগুলিও গৌড়ব্রাহ্মণেরা ছাড়েন নাই। আবার সেই সঙ্গে দেশ-কাল-পাত্র-সুলভ হিন্দুস্থানী আচার-ব্যবহারও বিলক্ষণ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।[১] বোধ হয় সারস্বত ব্রাহ্মণগণের সহিত কুটুম্বিতা-স্থাপন ইহার প্রধান কারণ। বহুদিন হইতে নানাস্থানে গৌড় ও সারস্বত ব্রাহ্মণগণ পরস্পরে নানাসম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আসিতেছেন। সেই জন্যই বোধ হয়, দাক্ষিণাত্যের অনেকস্থানে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে 'গৌড়সারস্বত' ব্রাহ্মণ নামে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নহেন।

উক্ত গৌড়ব্রাহ্মণ হইতে 'গৌড়তগা' নামে আর এক জাতি বাহির হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, জনমেজয় সর্পসত্র করিবার জন্য গৌড়দেশ হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, যজ্ঞ সমাধা হইলে জনমেজয় তাঁহাদিগকে পারিতোষিক স্বরূপ ভূমিদান করিতে ইচ্ছা করেন। অনেকেই দান লইতে অসম্মত হইয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ ভূমিদান লইয়াও ছিলেন। প্রতিগ্রাহিগণ ব্রাহ্মণবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ত্যাগের অপভ্রংশে 'তগ' বা 'তগা' নাম হইয়াছে। যাঁহারা নিজ উপাধি বা ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা গৌড়ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হইলেন। তগাদিগের মধ্যে মঙ্গল, বিটবাল, মহেশ্বর, বসিয়ান্, দত্তিয়ান্, করবাল, মুকত্, দীক্ষিত, অহরবাল ও দুবে (দভে) ইত্যাদি শ্রেণীভেদ আছে। হরিয়াণা, বিকানীর, মিরাট, মোরাদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক গৌড়তগার বাস। মিরাট ও মোরাদাবাদে ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বী গৌড়তগার বাস আছে। অপর ব্রাহ্মণদিগের সহিত ইঁহাদের কোন সংস্রব নাই। দিল্লী-অঞ্চলের গৌড়তগাগণ আপনাদের হীনজাতিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জনমেজয়ের নিকট দান পাইবার লোভে চিরকালের জন্য গৌড় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, এই জন্যই তাঁহাদের গৌড়তগা নাম হয়। দিল্লী প্রদেশে গৌড়তগা ও গৌড়ব্রাহ্মণ-মধ্যে আদান-প্রদান প্রচলিত আছে। কিন্তু আর কোথাও নাই।

বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপক্রমেই বলিয়াছি, গৌড়দেশই যদি গৌড়ব্রাহ্মণগণের আদি নিবাস

(১) ব্রাহ্মণকাণ্ডের ৫ম অংশে জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ-বিবরণ দ্রষ্টব্য।

হইল, তবে এখানে আমরা 'গৌড়' আখ্যাধারী ব্রাহ্মণগণের কোন সন্ধান পাইতেছি না কেন? উত্তর এই—যখন গৌড়বাসী ব্রাহ্মণগণ বিদেশে গিয়া বসতি আরম্ভ করেন, সেই সময়েই বিদেশীয় ব্রাহ্মণ হইতে স্বাতন্ত্র্যস্থাপনের জন্ত গৌড় আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্বাপর গৌড়-দেশেই বাস করিতে লাগিলেন, স্বদেশীয় ব্রাহ্মণগণের নিকট তাঁহাদের 'গৌড়' আখ্যা গ্রহণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় নাই। সপ্তশতী প্রভৃতি এখানকার আদি ব্রাহ্মণগণই প্রাচীনতম গৌড় ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়া অনুমিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

——*:*——

সপ্তশতী-বিবরণ

বঙ্গের* নানাস্থানে সপ্তশতী নামে যে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বঙ্গবাসী আদি ব্রাহ্মণগণের সন্তান। যেমন মানবের শৈশব, যৌবন ও বার্দ্ধক্য যথাক্রমে আসিয়া স্বস্থান অধিকার করে, উত্থান, পতন, বিকাশ অথবা বিনাশ যেমন প্রত্যেক জীবনের অবশ্যম্ভাবী ফল, প্রত্যেক সমাজেরও এইরূপ ক্রমিক পরিণাম পরিদৃষ্ট হয়। সপ্তশতী-সমাজও কালচক্রের আবর্ত্তনে যথাক্রমে শৈশব ও যৌবন অতিক্রম করিয়া জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছে, তাই এই পুরাতন সমাজ এখন নিস্তব্ধ, নিশ্চল ও মুহ্যমান। যে সুরতরুর সৌরকরোজ্জ্বল-ব্রততিবিতানে যজ্ঞীয়-হোম-ধূম-পরিপূরিতা বঙ্গভূমি একদিন বিমলশ্রী ধারণ করিয়াছিল, এখন কালের কঠোর দংশনে, নানা নৈসর্গিক বিপ্লবে, সেই মহাতরুর মূল ক্ষয়িত, বিশুষ্ক, এমন কি নির্ম্মূল হইবার উপক্রম! কত শত ধর্ম্মের সংঘর্ষে, কত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রবল আক্রমণে এই সমাজ কত শত বার আক্রান্ত হইয়াছে, কত শত বিষম শেল বক্ষ পাতিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ ঘোষণা করিবেন, এই সমাজের যে অধঃপতন ঘটিয়াছে, বৌদ্ধবিপ্লবই তাহার মূল। কিন্তু আমরা বলিব, কেবল বৌদ্ধ হইতেই এই সমাজের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত

* প্রেসিডেন্সী, বর্দ্ধমান, রাজশাহী ও ঢাকা এই চারিবিভাগ (Division) এবং চট্টগ্রাম ও ভাগলপুর বিভাগের কিয়দংশ 'গৌড়' শব্দ দ্বারা ব্যবহৃত হইল। বর্ত্তমান বাঙ্গালা-প্রদেশ এতদপেক্ষা বড় হইলেও উক্ত কয়টী বিভাগই খাস বাঙ্গালা বলিয়া ধরিয়া লইলাম। বিভিন্ন সময়ের ইতিহাসের সহিত এই বঙ্গ বা গৌড় শব্দের সংস্রব নাই। যেখানে স্থানবিভাগের কিছু বিশেষত্ব দেখাইবার প্রয়োজন হইবে, তথায় স্থানাদির অবস্থান বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইবে।

হয় নাই। যেমন বহু সহস্র বর্ষ-পূর্ব্ব হইতে এই সমাজের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে, সেইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের পূর্ব্ব হইতেই ইহার পতন আরম্ভ হইয়াছে।

যে সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ, বাসুদেব, সমুদ্রসেন প্রভৃতি নৃপতিমণ্ডল এতদঞ্চলে শাসন-দণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন, তৎকালে এখানকার ব্রাহ্মণ-সমাজের অবস্থাও নিতান্ত হীন ছিল না। তাঁহাদের যাগযজ্ঞকুশলতা, বিদ্যানুরাগিতা ও পাণ্ডিত্য ইন্দ্রপ্রস্থ ও হস্তিনাপুরের নৃপতিসমাজে পরিচিত ছিল। গৌড়ব্রাহ্মণেরা বলেন, সেইজন্যই মহারাজ জনমেজয় সর্পসত্রকালে এখানকার কর্ম্মঠ ব্রাহ্মণদিগকেও নিমন্ত্রণপূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে লইয়া গিয়াছিলেন। তখনও তাঁহারা বেদমার্গ-পরি-ভ্রষ্ট হন নাই, বেদবিদ্ ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। এখানকার জল বায়ুর এমনি গুণ যে, সকলেই নিত্য নূতনের পক্ষপাতী, পুরাতনের সহিত নূতন মিশাইতে তৎপর। এই আবহাওয়ায় পুরাতন বৈদিক-মার্গের উপরও অভিনব সাম্প্রদায়িকগণের ভীষণ ঝটিকা প্রবাহিত হইয়াছিল। তাহারই ফলে গৌড়ে জৈনধর্ম্মাদির অভ্যুদয়। যখন ভগবান্ শাক্যবুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাহার পূর্ব্ব হইতেই গৌড়ে শৈব, কৌমার ও জৈন-মত প্রবর্ত্তিত! জৈনদিগের ধর্ম্মনৈতিক ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায়, শাক্যবুদ্ধের বহুপূর্ব্বে বাঙ্গালায় জৈনপ্রভাব বিস্তার করিয়াছে। জৈনদিগের মোট ২৪ জন তীর্থঙ্কর*। এই ২৪ জন হইতেই জৈন-মত প্রচারিত হয়। ইঁহারা সকলেই শাক্যবুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই ২৪ জনের মধ্যে ২১ জনের সহিত বাঙ্গালার সংশ্রব আছে। ইঁহাদের মধ্যে ১২শ তীর্থঙ্কর বাসুপূজ্য ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী চম্পাপুরীতে জন্মগ্রহণ ও সেই স্থানেই মোক্ষলাভ করেন। আর অজিত, সম্ভব, অভিনন্দন, সুমতি, পদ্মপ্রভ, সুপার্শ্ব, চন্দ্রপ্রভ, সুবিধিনাথ, শীতলনাথ, শ্রেয়াংশনাথ, (২য় হইতে ১১শ), বিমলনাথ, অনন্ত-নাথ, ধর্ম্মনাথ, শান্তিনাথ, কুন্থুনাথ, অরনাথ, মল্লিনাথ, মুনিসুব্রত, নমীনাথ (১৩শ হইতে ২১শ) এবং পার্শ্বনাথ (২৩শ) এই ২০ জনেরই মানভূমজেলাস্থ বর্ত্তমান পার্শ্বনাথ পাহাড়ে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। পূর্ব্বে এই পাহাড়ের 'সমেতশিখর' নাম ছিল। পার্শ্বনাথ এখানে নির্ব্বাণ লাভ করিলে পর তাঁহার নামেই এই স্থান বিখ্যাত হইল। জৈনগণ ইঁহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব-কাল সম্বন্ধে যেরূপ অলৌকিক বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সহজে বিশ্বাস হইবার নহে। এই কারণেই বোধ হয়, এখনকার পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ পার্শ্বনাথ ও মহাবীর ব্যতীত অপর সকল নাম কল্পিত ভাবিয়া তাঁহাদের অস্তিত্বে বিশেষ সন্দেহ করেন। কিন্তু আমরা এককালে উড়াইয়া দিতে পারি না। প্রায় দুই হাজার বর্ষের পূর্ব্বতন খোদিতলিপি হইতে উঁহাদের নাম পাইয়াছি। বিভিন্ন দেশে প্রাচীন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পৌরাণিক অথবা আদি-ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা বলীর অতিপ্রাচীনতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে, আমাদের বিশ্বাস, পূর্ব্বতন জৈনাচার্য্যগণও সেই পথ অবলম্বন করিয়া-

* হিন্দুদিগের যেমন অবতার, জৈনদিগের তীর্থঙ্কর অনেকটা সেইরূপ। [বিশ্বকোষ ৬ষ্ঠভাগ ১৬৫ পৃষ্ঠায় তীর্থঙ্করের বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ছিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব ধর্ম্মমতের প্রাচীনতা প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়েই তাঁহাদের ধর্ম্মবীরগণের আবির্ভাবকাল লক্ষ লক্ষ বর্ষ পিছাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইতিহাসের চক্ষে সে সকল ঘটনা সে সময়ের নহে। ধর্ম্ম-নৈতিক ইতিহাসলেখকগণ ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ হইতেই জৈনধর্ম্মের সূত্রপাত স্বীকার করেন। জৈনধর্ম্মশাস্ত্র কল্পসূত্রে লিখিত আছে—'এই গ্রন্থ রচিত হইবার ১২৩০ বর্ষ পূর্ব্বে পার্শ্বনাথস্বামী নির্ব্বাণ লাভ করেন[১]।' কল্পসূত্র ৪৫৩ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত হয়। এরূপ স্থলে দেখা যাইতেছে, ৭৭৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে অর্থাৎ এখন হইতে ২৬৭৫ বর্ষ পূর্ব্বে পার্শ্বনাথের নির্ব্বাণ হইয়াছিল। ইনি ১০০ বর্ষ জীবিত ছিলেন। সকল-কীর্ত্তি, ভাবদেব, জিনসেন প্রভৃতি অনেকেই এই ২৩শ তীর্থঙ্করের জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। তৎপাঠে জানা যায় যে, ইনি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও পঞ্চাগ্নিসাধন প্রভৃতির বিশেষ নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে বৈদিকাচার ও পঞ্চাগ্নিসাধনাদি অনেকটা প্রচলিত ছিল, পার্শ্বনাথের জীবনী হইতে তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। তীর্থঙ্করগণ কর্ম্মকাণ্ডবিদ্বেষী হইলেও কেহই ব্রাহ্মণবিদ্বেষী ছিলেন না। সকলেই ব্রাহ্মণদিগকে যথোচিত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। এখনও জৈন-সমাজে তাহার অভাব নাই।

পার্শ্বনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থঙ্করগণ জৈন-ধর্ম্মপ্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়াই আজও তাঁহারা জৈন-সমাজে পূজা পাইতেছেন। কোন্ সময়ে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা না থাকায় পরবর্ত্তী জৈনগণ তাঁহাদের আবির্ভাব-কাল ও আয়ু-মান সম্বন্ধে অসঙ্গত কথা লিখিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। যাহা হউক, এই টুকু মোটামুটী সারসংগ্রহ করা যাইতে পারে যে, পার্শ্বনাথের পূর্ব্বে কোন সময়ে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সমেত-শিখরেই তাঁহাদের ইহলীলা শেষ হইয়াছিল। এই সকল মহাত্মগণের যত্নে শত শত লোক জৈন-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের প্রভাবে এখানকার ব্রাহ্মণগণের হৃদয়ে কর্ম্ম-কাণ্ডের প্রতি আস্থা কমিয়া আসিতেছিল।

বেদ-বিরোধী জৈন ও বৌদ্ধগণের প্রাচীন গ্রন্থ হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, পার্শ্বনাথ ও শাক্যসিংহের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অঙ্গরাজধানীর সমৃদ্ধ গৃহস্থের প্রতিগৃহে 'অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান ছিল, যাগযজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডে ত্রৈবর্ণিকেরই যথেষ্ট অনুরাগ ছিল; যজ্ঞশালায় বহু-পশুবলি হইত। প্রায় ২৭০০ বর্ষ হইতে চলিল, ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ পঞ্চাগ্নিসাধনাদি যজ্ঞীয় কাণ্ড লোপ করিবার জন্য বৈদিকগণের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন; কাশী হইতে-মানভূম পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত প্রদেশে বহুলোক তাঁহার বশীভূত ও তাঁহার ধর্ম্মোপদেশে বিমুগ্ধ হইয়া-ছিল। এমন কি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ২১ জন তীর্থঙ্করই রাজগৃহ, চম্পা, রাঢ়ের রাজধানী সিংহপুর ও সমেতশিখরে (বর্ত্তমান পরেশনাথ পাহাড়ে) যাজ্ঞিকগণের বিরুদ্ধে অভিনব জিনধর্ম্ম প্রচার

---

(১) Jacobi's Kalpasutra, (in the Sacred Books of the East.)

(২) বিশ্বকোষ ৮ম ভাগ "দেবনাগর" শব্দ ৭৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

করিয়াছিলেন। ঐ সকল ধর্ম্মবীর সকলেই জাতিতে ক্ষত্রিয়, সুতরাং বেদবিরোধী মত-প্রবর্ত্তনের সহিত তাঁহাদের প্রভাবে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। জ্ঞানী ও সংসারবন্ধনমুক্ত ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী ভক্তবৃন্দের নিকট শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভে বঞ্চিত না হইলেও অপর ব্রাহ্মণ সাধারণ সমাজে দ্বিতীয় আসন লাভ করিলেন। এমন কি, জিনসংহিতা ও বৌদ্ধসূত্রসমূহে চাতুর্ব্বর্ণ্য-ব্যবস্থাপনকালে রাজন্য বা ক্ষত্রিয়গণ ১ম, ব্রাহ্মণগণ ২য়, বৈশ্যগণ ৩য় এবং শূদ্রগণ ৪র্থ বা অতি নিম্ন বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।[১] উপনিষদে ক্ষত্রিয়প্রাধান্যের বীজ এবং জৈন ও বৌদ্ধশাস্ত্র-সমূহে তাহার পরিণতি লক্ষিত হয়। মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গে প্রধানতঃ ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য ঘটিয়াছিল। এ কারণ ব্রাহ্মণ স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে উক্ত জনপদসমূহ ব্রাহ্মণবাসের অযোগ্য বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে।[২] এ সময়েও সাধু সন্ন্যাসীর আদর যায় নাই, এ কারণ তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে এদেশে আগমন দোষাবহ বলিয়া গণ্য হয় নাই।[৩]

জৈনদিগের সুপ্রাচীন অঙ্গ নামক ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, মহাবীর স্বামী (প্রায় খৃঃ পূঃ ৫৩০ হইতে ৫৪২ অব্দে) বার বর্ষ রাঢ়দেশে থাকিয়া অসভ্য বন্যজাতির মধ্যেও ধর্ম্মোপ-দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সিংহলের পালি মহাবংশও নির্দ্দেশ করিতেছে যে, বুদ্ধদেবের সময় রাঢ়দেশে সিংহবাহু রাজত্ব করিতেন। তৎপুত্র বিজয়সিংহ কর্তৃকই সিংহলে বঙ্গীয় আর্য্য-সভ্যতা বিস্তৃত হয়। এই সময়ে গৌড়ের পশ্চিমাংশে রাজগৃহাধিপ হইতে অতি দীনহীন সকলেই বুদ্ধের "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া বৈদিক ক্রিয়াকলাপ বিসর্জ্জন দিবার উপক্রম করিতে-ছিলেন। এমন কি, তৎপরবর্ত্তী মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তও জৈন ধর্ম্মানুরক্ত হইয়া শেষ শ্রুতকেবলি ভদ্রবাহুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৪] সেই কারণে ক্ষত্রিয়রাজ চন্দ্রগুপ্ত হিন্দুব্রাহ্মণের নিকট বৃষল বলিয়া নিন্দিত। এই সময় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী জৈনদিগের এক প্রধান শাখা 'পুণ্ডরীক' নামে খ্যাত হইয়াছিল।[৫]

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সেই সুপ্রাচীনকাল হইতেই গৌড়মণ্ডলে জৈন ও বৌদ্ধমত প্রসারিত হইয়া বেদবিরোধি-দলের প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। এমন কি, নানা বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে দেখা যায় যে, একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ অযাচিত ভাবে গিয়া সম্রাট্ বিন্দুসারকে আপন কন্যা অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ভেই প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের জন্ম হয়।[৬] সে সময় ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপ্রভাব থাকিলে কখনই শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছায় ক্ষত্রিয় রাজার করে আপন কন্যা সমর্পণ করিতেন না। অশোক রাজা হইয়া প্রথমতঃ মাতার অনুরোধে

(১) জিনসংহিতা ১ম অধ্যায়, অম্বট্ঠসুত্ত ও অঙ্গুত্তরণিকায় দ্রষ্টব্য।

(২) বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্র।

(৩) "অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ। তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃসংস্কারমর্হতি।" (মনু)

(৪) হেমচন্দ্ররচিত পরিশিষ্টপর্ব্ব ও শ্রাবণবেলগোলার শিলালিপি দ্রষ্টব্য।

(৫) জৈন-কল্পসূত্র দ্রষ্টব্য। (৬) অশোকাবদান দ্রষ্টব্য।

বিশেষ ব্রাহ্মণভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার অনুশাসনলিপিসমূহ পাঠ করিলে জানা যায় যে, ঐ সময়ে ব্রাহ্মণসেবার জন্য তাঁহার যজ্ঞশালায় শত শত পশুবলি হইত। এমন কি, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ং লিখিয়া গিয়াছেন যে, অশোকরাজ মগধের পূর্ব্বতন রাজধানী সমৃদ্ধিশালিনী রাজগৃহ-নগরী একমাত্র ব্রাহ্মণদিগকেই দান করিয়াছিলেন।[৭] কিন্তু অশোকের ব্রাহ্মণভক্তি বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই, তাঁহার সাম্রাজ্যে অভিষেক ও মতপরিবর্ত্তনের সহিত গৌড়, বঙ্গ ও উৎকল হইতে ব্রাহ্মণপ্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছিল। তৎপৌত্র দশরথের সময়েও জৈন আজীবকগণকেই রাজসম্মানিত দেখা যায়। তাঁহার কিছুকাল পরে জৈনপতি ভিক্ষুরাজ খারবেলের অভ্যুদয়। এই সময় জৈন রাজপ্রভাব মগধ হইতে কলিঙ্গের প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। মগধপতি তাঁহার ভয়ে রাজ্য ছাড়িয়া মথুরায় পলাইয়া গিয়াছিলেন।

খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দে শুঙ্গবংশের অভ্যুদয়ের সহিত আবার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। পাটলীপুত্রে তাহার বীজ অঙ্কুরিত হইলেও দাক্ষিণাত্যেই তাহার ফল ফলিল। এই সময় বৈদিকমার্গের পুনরভ্যুদয়ের সহিত আবার আর্য্য-সমাজে ব্রাহ্মণপূজা প্রতিষ্ঠিত এবং সেই সঙ্গে ভাগবত, পাঞ্চরাত্র ও পৌরাণিকগণের অভিনব অভ্যুত্থান হইতেছিল, গৌড়মণ্ডলেও তাহার ক্ষীণালোক পতিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

বায়ুপুরাণীয় রাজগৃহ-মাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে—'পুরাকালে বসু নামে একজন রাজা ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণবংশীয় ও মহাবীর; তাঁহার পৌরুষ ত্রিভুবনে বিখ্যাত, রাজগৃহবনে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, কোঙ্কণ, তৈলঙ্গ প্রভৃতি নানা দেশ হইতে শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন, সুশীল ও বেদবেদাঙ্গপারগ দাক্ষিণাত্য বিপ্রগণকে আনাইয়াছিলেন। তাঁহাদের গোত্রনাম যথাযথ বলিতেছি—১ বৎস, ২ উপমন্যু, ৩ কৌণ্ডিন্য, ৪ গর্গ, ৫ হারিত, ৬ গৌতম, ৭ শাণ্ডিল্য, ৮ ভরদ্বাজ, ৯ কৌশিক, ১০ কাশ্যপ, ১১ বশিষ্ঠ ১২ বাৎস্য, ১৩ সাবর্ণি ও ১৪ পরাশর; এই ১৪টী গোত্র। উক্ত সকল মহাত্মাই ঋগ্বেদী আশ্বলায়ন-শাখাধ্যায়ী; রাজা যজ্ঞাবসানে তাঁহাদিগকে রাজগৃহপুর শাসন দিয়াছিলেন। এ ছাড়া নরপতি তাঁহাদিগের মধ্যে অত্রিগোত্রদিগকে গিরিব্রজে ও তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশকে বৈকুণ্ঠপদের নিকট ব্রাহ্মণ-শাসন দান করেন। এ ছাড়া নরপতি তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ দক্ষিণাও দিয়াছিলেন। সেই পর্য্যন্ত উক্ত বিপ্রগণ এই তীর্থে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।[৮]

---

(৭) Si-yu-ki or Travels of Hiuen Thsiang, translated by S. Beal. Vol, II. p. 167.

(৮) "বসুনামা পুরা দেবী বভূব নৃপসত্তমঃ। ব্রহ্মযোনির্মহাসত্ত্বঃ ত্রৈলোক্যে খ্যাতপৌরুষঃ ॥২৩
তেনেষ্টং বাজিমেধেন সম্যগ্ রাজগৃহে বনে। তেনানীতা গুণাদগ্রা দাক্ষিণাত্যা দ্বিজোত্তমাঃ ॥২৪
নানাদেশাৎ সুশীলাশ্চ বেদবেদাঙ্গপারগাঃ। শতং পঞ্চোত্তরা বিপ্রাঃ সপ্তসাহস্রসংখ্যকাঃ ॥২৫
দ্রাবিড়াচ্চ মহারাষ্ট্রাৎ কর্ণাটাৎ কোঙ্কণাদপি। তৈলঙ্গাচ্চ মহাভাগাস্তে চতুর্দ্দশগোত্রিণঃ ॥২৬
নাম তেষাং প্রবক্ষ্যামি গোত্রাণাস্ত যথাযথম্। বৎসোপমন্যু কৌণ্ডিন্য-গর্গ-হারিতগৌতমাঃ ॥২৭
শাণ্ডিল্যোথ ভরদ্বাজঃ কৌশিকঃ কাশ্যপস্তথা। বশিষ্ঠশ্চ পুনর্বাৎস্যঃ সাবর্ণিশ্চ পরাশরঃ ॥২৮

এখন জিজ্ঞাস্য, উক্ত ব্রাহ্মণবংশীয় বসুরাজ কে? ভারতে ও পুরাণে জরাসন্ধের পিতামহ গিরিব্রজপ্রতিষ্ঠাতা যে বসুরাজের উল্লেখ আছে, তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ নহেন। এরূপস্থলে ব্রাহ্মণ বসুরাজ যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, খৃঃ পূর্ব্ব ২য় শতাব্দে শুঙ্গবংশের অভ্যুদয় ঘটে। বিষ্ণু ও ভাগবত-পুরাণমতে—মৌর্য্যবংশীয় শেষ নৃপতি বৃহদ্রথকে নিহত করিয়া পুষ্যমিত্র শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। পুষ্যমিত্র দারুণ বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। দিব্যাবদান নামক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, রাজা পুষ্যমিত্র অশোকপ্রতিষ্ঠিত ৮৪০০০ ধর্ম্মরাজিকা ধ্বংস করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রই কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকের নায়ক অগ্নিমিত্র। অগ্নিমিত্রও অশ্বমেধ-যজ্ঞ এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড উদ্ধার করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্র। এই বসুমিত্রই রাজগৃহমাহাত্ম্যবর্ণিত বসুরাজ। দাক্ষিণাত্যে বিদিশায় শুঙ্গবংশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রাহ্মণভক্ত বসুমিত্র দাক্ষিণাত্য-বিপ্রকে রাজগৃহনগরী দান করিয়া পূর্ব্বভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বসুমিত্রের পর আরও ৫ জন শুঙ্গবংশীয় নৃপতি রাজত্ব করিলে পর কৃষ্ণগোত্র বাসুদেব নামে শুঙ্গ-সেনাপতি নিজ প্রভুকে বিনাশ করেন। এই বাসুদেব হইতেই কাণ্বায়নবংশের প্রতিষ্ঠা। শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ-বিবরণ-প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি যে, শুঙ্গ ও কাণ্বায়নগণ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ছিলেন।[১২] তাই শুঙ্গ বসুরাজ রাজগৃহমাহাত্ম্যে "ব্রহ্মযোনি" বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। অধিক সম্ভব এই বসুরাজের দানের কাহিনীই চীনপরিব্রাজক অশোকরাজের উপর আরোপ করিয়াছেন।[১৩] বাস্তবিক অশোকাবদান প্রভৃতি কোন বৌদ্ধগ্রন্থে অশোকের এরূপ দানের প্রসঙ্গ নাই। যাহা হউক, খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে যে গৌড়রাজ্যের পশ্চিমে বহুসংখ্যক দাক্ষিণাত্য বৈদিক বিপ্রের উপনিবেশ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দে এই রাঢ়দেশের পশ্চিমাংশে চন্দ্রবর্ম্মা নামে এক পরাক্রান্ত ভাগবত-মতাবলম্বী ক্ষত্রিয়-নৃপতি বিষ্ণুচক্র প্রতিষ্ঠা করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মস্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে পশ্চিমবঙ্গে কিছুদিনের জন্য পুষ্কর-ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি দেখা গিয়াছিল; কারণ মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা নিজে পুষ্করের অধিপতি ছিলেন।[১৪] খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে গুপ্তরাজগণের

চতুর্দ্দশৈতে কথিতা গোত্রাস্তেষাং মহাত্মনাম্। ঋগ্বেদাধীতিনঃ সর্ব্বে আশ্বলায়নশাখিনঃ ॥২৯
যজ্ঞান্তে শাসনং দত্তং তেভ্যো রাজগৃহং পুরম্। অত্রিঃ পঞ্চদশো যেষাং গোত্রাস্তেষাং গিরিব্রজে ॥৩০
দ্বিজানাং শাসনং দেবি দত্তবান্ মনুজাধিপঃ। তৎসংখ্যাতোঽধিকানাং বৈ বৈকুণ্ঠপদসন্নিধৌ ॥৩১
দক্ষিণা চ তথা দত্তা ব্রাহ্মণেভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্। ততঃ প্রভৃতি তে বিপ্রা জাতাস্থার্থে প্রপূজিতাঃ ॥৩২"

(রাজগৃহমাহাত্ম্য ২ অঃ।)

(১২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ৪র্থ অংশ ১৮ ও ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৩) Siyuki, translated by S. Beal, Vol. II. p. 167.

(১৪) বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের গিরিলিপি। (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৪র্থ ভাগ ২৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

অভ্যুদয়ে বঙ্গে বৈষ্ণব ও শৈবমতাবলম্বী ব্রাহ্মণগণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। গুপ্তসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ভারতে বৈদিকমার্গ পুনঃপ্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাটলীপুত্রে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার আত্মীয় স্বজন বাঙ্গালার নানা স্থানে শাসনবিস্তার করিয়াছিলেন; তাঁহাদের সময়ে গৌড়বঙ্গে নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখা দিয়াছিলেন,[১] ঐ সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে যিনি যেরূপ উচ্চ নীচ কার্য্য করিতেন, সমাজে তাঁহার সেইরূপ আসন স্থির হইয়াছিল। সে সময়ের গ্রন্থে নানাপ্রকার ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাওয়া যায়; তন্মধ্যে মালাকার বা দেবোদ্দেশে পুষ্পচয়নকারী ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্বাপেক্ষা হীন বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। তখন হইতে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী পর্য্যন্ত গৌড় ও বঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দুগণের সমান প্রভাব ছিল। হিন্দুনৃপতি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সাধারণের মতিগতি ফিরাইবার জন্য চেষ্টা করিলেও তিনি বৌদ্ধশ্রমণ বা ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষভাব দেখাইতে সাহসী হন নাই। এই সময়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম জনসাধারণের মধ্যে আদৃত হইয়াছিল। গুপ্তরাজগণের মধ্যে অনেকে নিষ্ঠাবান্ শৈব ও বৈষ্ণব হইলেও সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁহারা তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবদেবীর পূজায় উৎসাহ দান করিতেন। এমন কি, কেহ কেহ গোঁড়া তান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সকল গুপ্তরাজগণের মুদ্রায় তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্ত্তি লক্ষিত হয়। বলিতে কি, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে গুপ্তরাজগণের আধিপত্যকালেই গৌড় ও বঙ্গে তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। গৌড়ীয় তান্ত্রিকগণের নিকটে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। তান্ত্রিকগণের প্রভাবে বৈদিক মত আবার কোথায় ভাসিয়া গেল। তান্ত্রিক-প্রভাব কেবল গৌড় ও বঙ্গ বলিয়া নহে, সুদূর উত্তরে কাশ্মীর ও চীনদেশে, পূর্ব্বে চীনসমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী আসাম ও কাম্বোজ রাজ্যে এবং দক্ষিণে যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও সিংহলে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কাম্বোজ ও যবদ্বীপ হইতে নির্জ্জন বনমধ্যে যে সকল প্রাচীন তান্ত্রিক দেবদেবীমূর্ত্তি ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঐ সকল শিল্পে বৈষ্ণব, শৈব বা শাক্ত ব্রাহ্মণগণের প্রভাব বিদ্যমান। ঐ সকল স্থানের দেবদেবীর পূজায় নিরত উপাসকগণের মূর্ত্তি অবলোকন করিলে নিঃসন্দেহ তাহাদিগকে গৌড়ীয় বা বঙ্গীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

যে জাপানবাসী আজ সাহসে ও বীরত্বে জগতে অদ্বিতীয় বলিয়া প্রখ্যাত হইতেছেন, সেই মহাবীর জাপগণের পূর্ব্বপুরুষগণ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গীয় তান্ত্রিকতায় দীক্ষিত হইয়া ও

(১) সমসাময়িক তাম্রশাসন হইতেও আমরা পাইয়াছি যে, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বেও গৌড়াঞ্চলে ব্রাহ্মণবাস ছিল। রাজসাহী জেলাস্থ নাটোর মহকুমার অন্তর্গত ধনৈদহ গ্রাম হইতে গুপ্তসম্রাট্ কুমারগুপ্তের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই তাম্রশাসনখানি শিবশর্ম্মা, নাগশর্ম্মা, বিষ্ণুদেবশর্ম্মা, বিষ্ণুভদ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশ্যে ভূমিদান উপলক্ষে ১১৩ গুপ্তসংবতে (৪৩৩-৩২ খৃষ্টাব্দে) প্রদত্ত হইয়াছিল। এই তাম্রফলক হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, মহাখুষাপার বিষয়ে বরাহস্বামী নামধেয় এক 'ছান্দস' বা সামবেদী ব্রাহ্মণের (পূর্ব্বপ্রদত্ত) শাসন ছিল, সেই ব্রাহ্মণবংশের মালিকান্ স্বত্ব রহিত করাইয়া শিবশর্ম্মা প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করা হইয়াছিল। (সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা, ১৬শ ভাগ (১৩১৬), ১১২-১১৩ পৃঃ।)

বঙ্গীয় তান্ত্রিক আচার্য্যকে গুরুত্বে বরণ করিয়া অভিনব উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ৫২৬ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য বোধিধর্ম্ম তমলুক হইয়া সমুদ্রপথে কাণ্টনে যাত্রা করেন। তথা হইতে তিনি চীনসম্রাটের সভায় আহূত হইয়াছিলেন। সেই বোধিধর্ম্মের "কষায়" ও ভিক্ষাপাত্র জাপানের ইকরুগ মঠে বহুকাল রক্ষিত ছিল। তিনি এদেশ হইতে "প্রজ্ঞা-পারমিতা-হৃদয়-সূত্র" ও "উষ্ণীষবিজয়ধারণী" নামক যে তন্ত্রগ্রন্থ লইয়া গিয়াছিলেন, বঙ্গাক্ষরে লিখিত সেই গ্রন্থদ্বয় জাপানের প্রসিদ্ধ 'হোরিউজি' মঠ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।১ আজও জাপানের সিঙ্গোন বা তান্ত্রিকগণ যে সকল স্তবকবচাদি লিখিয়া পাঠ বা ধারণ করেন, সে সমুদয় পূর্ব্বোক্ত বঙ্গাক্ষরের আদর্শে লিখিত। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর আরম্ভে গৌড়ের গুপ্তরাজগণ কিছুদিনের জন্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মানুরক্ত হইয়া পড়েন। তন্মধ্যে কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত প্রধান। তিনি গ্রহশান্তি ও পৌষ্টিক কর্ম্মাদি সম্পাদনের জন্য বহু শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ আনাইয়া গৌড়ে বাস করাইয়াছিলেন।২ তিনি বড়ই বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন; তিনিই গয়ার সুপ্রসিদ্ধ বোধিদ্রুম কাটিয়া ফেলেন। অবশেষে কনৌজপতি হর্ষবর্দ্ধনের প্রকোপে তাঁহার রাজ্য ধ্বংস ও তিনি নিহত হন। তাঁহার সহিত ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব কিছুদিনের জন্য এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। এমন কি, তৎকালে এদেশে বেদবিৎ কর্ম্মঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন না।

খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রাক্‌কালে কান্যকুব্জের সিংহাসনে কমলায়ুধ যশোবর্ম্মা অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণভক্ত ও বৈদিক ক্রিয়ানুরক্ত ছিলেন। তাঁহার উৎসাহে উত্তর ভারতে সনাতন বৈদিকমার্গ পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই সময়ের ধর্ম্মাভ্যুদয়ের সরল আলেখ্য যশোবর্ম্মদেবের সভাসদ্ মহাকবি ভবভূতির নাটকসমূহে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। তাঁহার প্রিয়কবি বাক্‌পতির 'গৌড়বধ' নামক প্রাকৃত কাব্যে যশোবর্ম্ম-কর্ত্তৃক একজন গৌড়-রাজবধের প্রসঙ্গ আছে। গৌড়রাজ্য-বিজয়কালে তিনি বিহারের নিকট নিজ নামানুসারে "যশোবর্ম্মপুর" স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের সহিত যশোবর্ম্মপুর বৌদ্ধ-কবলিত ও তথায় বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহারই অনতিপরে কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য গৌড়-রাজ্য জয় করিয়া সে সময়ের গৌড়পতিকে সমাদরপূর্ব্বক নিজ রাজধানীতে আনয়ন করেন এবং গুপ্তঘাতক দ্বারা তাঁহার প্রাণসংহার করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাজভক্ত কএকজন গৌড়বাসী রাজহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য সুদূর কাশ্মীরে গিয়া অদ্বিতীয় সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কাশ্মীরের ইতিহাসে কহ্লণ কর্ত্তৃক ওজস্বিনী ভাষায় সেই অপূর্ব্ব বীরত্বকথা ঘোষিত হইয়াছে।৩ ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক গৌড় আক্রমণ এবং তৎপরে তৎকর্ত্তৃক গৌড়রাজবধ প্রভৃতি

---

(১) Anecdota Oxoniansis, Aryan Sories, part III.

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ (৪র্থ অংশ) শাকদ্বীপী-ব্রাহ্মণ-বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৩) "দদ্যাপি যৎ স মধ্যস্থং শ্রীপরীহাসকেশবম্। জঘান তীক্ষ্ণপুরুষৈস্ত্রিগ্রাম্যাং গৌড়পার্থিবম্ ॥ ৩২৪
গৌড়োপজীবিনামাসীৎ সত্ত্বমত্যদ্ভুতং তদা। জহুর্যে জীবিতং ধীরাঃ পরোক্ষস্য প্রভোঃ কৃতে ॥ ৩২৫

কারণে অরাজকতা ঘটিবার সময়ে গৌড়াধিপ জয়ন্তের অভ্যুদয় হয়। তাঁহার পিতা ও পিতামহ একজন সামান্য সামন্তনৃপতি ছিলেন বটে, কিন্তু জয়ন্তই শূরবংশীয় রাজগণের মধ্যে সর্ব্ব-প্রথম পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা হইয়া "আদিশূর" উপাধি গ্রহণ করেন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলগ্রন্থমতে তিনি ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন,[১] এবং ঐ সময়েই তিনি নিজ গৌড়মণ্ডলে বৈদিকধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য কনোজপতি যশোবর্ম্মার নিকট হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইবার আয়োজন করেন। তৎকালে গৌড়বঙ্গে যে সকল ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তাঁহারাই কুলগ্রন্থে সপ্তশতী বা সাতশতী নামে প্রসিদ্ধ।

সপ্তশতী নামের উৎপত্তি।

আশ্চর্য্যের বিষয়, কুলগ্রন্থে সপ্তশতী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। সে সমস্ত প্রকৃত না হইলেও সাধারণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য এক একটী করিয়া বলিতেছি।

চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা প্রেমনারায়ণের সভায় ধ্রুবানন্দের মত—

'মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টি যাগ করিবার অভিপ্রায়ে কান্যকুব্জপতি বীরসিংহের নিকট ব্রাহ্মণের জন্য দূতদ্বারা পত্র পাঠান। বঙ্গদেশে তীর্থযাত্রা ব্যতীত অন্য কোন কারণে আসিলে পতিত হইবে, এই আশঙ্কায় কোন ব্রাহ্মণকে তিনি পাঠাইতে চাহিলেন না। সুতরাং কনোজপতি আদিশূরের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। দূত ফিরিয়া আসিলে তাহার মুখে নিজ নিন্দাবাদ শুনিয়া আদিশূর কনোজপতির বিরুদ্ধে সেনাপতি বীরবাহুকে পাঠাইলেন। উভয় দলে যুদ্ধ হইল। গৌড়-সেনাপতি নিহত হইলেন, কাজেই প্রথমবার গৌড়রাজের পরাজয় হইল। তিনি আবার হেরম্বাধিপতিকে যুদ্ধ চালাইতে আদেশ করিলেন। হেড়ম্বরাজ অতিশয় চতুর। তিনি শুনিলেন, কান্যকুব্জরাজ গো-বিপ্রের প্রতিপালক ও মহাযোদ্ধা, কূটযুদ্ধ ভিন্ন তাঁহাকে পরাজয় করা সহজ নহে। তখন তিনি বঙ্গদেশীয় হীন ও অস্পৃশ্য সপ্তশত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ সাজাইয়া গোরুর উপর চড়াইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কনোজরাজের সেনা-

"শারদাদর্শনমিষাৎ কাশ্মীরান্ সম্প্রবেশ্য তে। মধ্যস্থদেশাবসথং সংহতাঃ সমবেষ্টয়ন্ ॥ ৩২৬
দিগন্তরস্থে ভূপালে প্রবিবেশু নবেক্ষ্য তান্ পরিহাসহরিং চক্রুঃ পঙ্কজাঃ পিহিতাররিম্ ॥ ৩২৭
তে রামস্বামিনং প্রাপ্য রাজতং বিক্রমোর্জ্জিতং। পরিহাসহরিং ভ্রান্ত্যা চক্রুরুৎপাট্য রেণুশঃ ॥ ৩২৮
তিলং তিলং চ তং কৃত্বা চিক্ষিপুর্দ্দিক্ষু সর্ব্বতঃ। নগরাগ্নিগতৈঃ সৈন্যৈর্হন্যমানাঃ পদে পদে ॥ ৩২৯
তদীয়রুধিরাসারৈঃ সমভূদুজ্জ্বলীকৃতা। স্বামিভক্তিরসামান্যা ধন্যা চেয়ং বসুন্ধরা ॥ ৩৩১
লোকোত্তরস্বামিভক্তিপ্রভাবাণি পদে পদে। তাদৃশানি তদাভূবন্ ভৃত্যরত্নানি ভূভৃতাম্ ॥ ৩৩৫
রাজ্ঞঃ প্রিয়ো রক্ষিতোঽভূৎ গৌড়রাক্ষসবিস্ময়ে। রামস্বাম্যপহারেণ শ্রীপরীহাসকেশবঃ ॥ ৩ ৬
অদ্যাপি দৃশ্যতে শূন্যং রামস্বামিপুরাস্পদম্। ব্রহ্মাণ্ডং গৌড়বীরাণাং সনাথং যশসা পুনঃ ॥" ৩৩৭

(রাজতরঙ্গিণী ৪র্থ তরঙ্গ)

(১) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১১শ ভাগ ১১৭ পৃঃ ও বর্ত্তমান বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড প্রথমাংশ পরবর্ত্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পণ্ডিগণ গো-বিপ্র-বধের আশঙ্কায় রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। কনৌজপতি এই অদ্ভুতপূর্ব্ব সংবাদ পাইয়া বাধ্য হইয়া গৌড়েশ্বরের সহিত সন্ধি করিলেন এবং যথাকালে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের সহিত পাঁচজন কায়স্থকে গৌড়ের রাজসভায় পাঠাইয়া দিলেন। যে সাতশত লোক ব্রাহ্মণ সাজিয়া যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল, আদিশূরের অনুগ্রহে তাহারা 'সপ্তশতী' ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হইল।'১

এড় মিশ্রের মত—

'বহুকাল পরে বল্লালসেন রাজা হইলেন, তিনি ব্রাহ্মণকে আপনার রাজধানীতে আনাইয়া দান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ দান লইতে সম্মত হইলেন না। স্থির বুদ্ধি বল্লাল তাঁহাদের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের অবমাননা করিলেন না। তিনি একান্তমনে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া চণ্ডীর আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন, দেবী

(১) "কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা দূতস্তু বিনয়ৈঃ সহ। অভিবাদ্য চ রাজানং প্রদদৌ যত্নতো লিপীম্॥
পঠিত্বা লিপীসম্বাদং ভূত্বা ক্রোধান্বিতো নৃপঃ। ইঙ্গিতং কৃতবান্ ভট্টে উত্তরার্থায় সত্বরম্॥
ভট্টো দূতমুবাচেদং মূর্খস্তে নৃপতিঃর্ধ্রুবম্। পতিতো বঙ্গদেশস্তু ন শ্রুতং কি ত্বয়া কচিৎ॥
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃসংস্কারমর্হতি। অতো বঙ্গাখ্যদেশে তু দ্বিজা নৈব গমিষ্যতি॥
কথয়িষ্যসি ভূপালে তস্যেয়ং প্রার্থনা বৃথা। দূতস্য বচনং শ্রুত্বা আদিশূরো মহাবলী॥
বীরবাহুং প্রতি প্রাদাদনুজ্ঞাং যুদ্ধহেতবে। ততঃ সন্তুষ্টমনসা বীরবাহুম হারথঃ॥
অগমৎ কান্যকুব্জে তু চতুরঙ্গবলৈঃ সহ। দিবাত্রয়মবিশ্রান্তং কৃত্বা চ ঘোরসংযুগম্॥
বীরবাহুব লৈঃসার্দ্ধং পপাত ধরণীতলে; খড়্গৈঃ পরশুথা শ্রুত্বা বীরবাহুহতো রণে॥
ক্রোধানলেন সন্তপ্তঃ প্রলয়াগ্নিসমোঽভবৎ। প্রেষয়ামাস বীরেন্দ্রং হেড়ম্বাধিপতিং বলী॥
তথা চাক্ষৌহিনীং সৈন্যং নানাসজ্জসমন্বিতম্। হেড়ম্বাধিপতিঃ শূরো কূটযুদ্ধবিশারদঃ॥
সিংহনাদং ততঃ কৃত্বা কান্যকুব্জমুপাগমৎ। জ্ঞাত্বাসৌ কূটধর্ম্মজ্ঞঃ ঐরকর্ম্মবিশারদঃ॥
কান্যকুব্জং পতিং ধীরং গোবিপ্রপ্রতিপালকম্। চক্রেক কল্পয়ামাস ধর্ম্মশাস্ত্রবিগর্হিতম্॥
সসর্জ্জ সৈনিকান্ সর্ব্বান্ গবারূঢ়ান্ মহাবলান্। ততঃ সপ্তশতা বল্লা অস্পৃশ্যা হীনসম্ভবা॥
বিপ্রবেশং সমাস্থায় গা আরুঢ়া ধনুর্দ্ধরাঃ। নৃপাদেশেন তে সর্ব্বে নানা সজ্জসমন্বিতাঃ॥
আজগ্মুঃ সমরং কর্ত্তুং সিংহনাদৈরণাজিরে। দৃষ্ট্বৈতং বিস্ময়ং প্রাপুঃ কান্যকুব্জবলান্তদা॥
কিং কর্ত্তব্যং রণেঽস্মাভিরিতি চিন্তামুপাগতাঃ। বিনিবৃত্যা রণাৎ সর্ব্বে গোবিপ্রবধশঙ্কয়া॥
গত্বা তূর্ণং নৃপস্যাগ্রে কথয়ামাসুরদ্ভুতম্। শ্রুত্বৈতৎ বীরসিংহস্তু ধর্ম্মসংরক্ষণায় চ॥
সখ্যত্বমকরোদ্রাজা বঙ্গেন সহ তৎক্ষণাৎ। ব্রাহ্মণাদিদ্বিজাতীনাং প্রেরণার্থায় ভূপতিঃ॥
অঙ্গীকারং তদা কৃত্বা লিখনং প্রদদৌ নৃপঃ। হেড়ম্বাধিপতিস্তূর্ণং গৃহীত্বা লিখনং মুদা॥
প্রত্যাগতস্ততো বঙ্গে আদিশূরস্য সন্নিধিম্। কথয়িত্বা যথাবৃত্তং লিখনং প্রদদৌ নৃপে॥
মহাচক্রিম হাশূরঃ কূটনীতিবিশারদঃ। পঠিত্বা লিখনং রাজা হর্ষেণ মহতাবৃতঃ॥
হেড়ম্বাধিপতিং বীরং প্রশশংস মুহুর্মুহুঃ। বরং শতশতেভ্যোসৌ সৈনিকেভ্যো দদৌ মুদা॥
ভবন্তু ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে সত্যং সত্যং মমাজ্ঞয়া। সপ্তশতীতি বিখ্যাতাস্তেঽলিকাঃ প্রভৃতম্ তদা॥
অসংস্পৃশ্যা অনাধ্যাশ্চ কথ্যন্তে বংশবিজ্ঞৈঃ॥"

(ধ্রুবানন্দের গৌড়বংশাবলী)।

তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া অর্দ্ধরাত্রে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'রাজন্! তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর, আমি বর দিতে আসিয়াছি।' রাজা উত্তর করিলেন, "দেবি! আমি আমার অনুগত কতকগুলি ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ করিতে অভিলাষ করি।" দেবী কহিলেন, "ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা হউক, এখন হইতে দুই প্রহরের মধ্যে তুমি যাহাকে ইচ্ছা ব্রাহ্মণ করিতে পার, আমার বরে তাহারা ব্রাহ্মণসমাজে গৃহীত হইবে।" এই বর দিয়া পার্ব্বতী অন্তর্হিত হইলেন! রাজাও দেবীর বরে অতি গুণবান্ সপ্তশত ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিলেন এবং প্রসন্ন হৃদয়ে তাঁহাদিগকে বিবিধ দান দিলেন।'[১]

বাচস্পতিমিশ্রের মত—

'মাধবশূরের পুত্র আদিশূর গৌড়েশ্বর ছিলেন। নানা বিদেশীয় রাজন্যবর্গ তাঁহার পদে মস্তক নত করিয়াছিলেন। কাশী ও ইন্দ্রস্থলের রাজা ভিন্ন, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদি নানা দেশের রাজারাই তাঁহার সৈন্যাধিকারী বা সামন্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। তিনি একদিন দূতকে কহিলেন, দূত! তুমি শীঘ্রই কাশীরাজের নিকট গিয়া বল, আমার রাজাকে ভজনা করুন, নচেৎ তিনি শীঘ্রই যুদ্ধ করিতে আসিবেন। রাজাদেশে দূত কাশীতে গমন করিল। সেই রাজার দ্বারদেশে গিয়া রাজাকে সংবাদ জানাইল। সভাস্থলে রাজা দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দূত যথাযোগ্য কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া রাজার প্রভাব ও কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা হইতে কি কারণে আসিয়াছ, বল। তখন দূত সত্বর হইয়া বলিতে লাগিল, আমি রাজকুলতিলক আদিশূরের দূত। তাঁহারই আদেশক্রমে আপনার সভায় আসিয়াছি। তিনি বলিয়া দিয়াছেন, হয় তাঁহাকে কর দিন, নচেৎ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হউন্। দূতের কথা শুনিয়া রাজা বীরসিংহ মহাক্রুদ্ধ হইলেন। দূতের প্রতি সকলেই শ্লেষ করিতে লাগিল। বীরসিংহের দূত আদিশূরের দূতকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "রাজা বীর-সিংহের নিকটে আদিশূর-করি কি করিতে পারে?" অতঃপর রাজা বীরসিংহ (আদিশূরকে) এই মর্ম্মে পত্র দিলেন, 'স্বস্তি, রাজা আদিশূর! যদি তোমার যুদ্ধ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে সত্বর সৈন্য সামন্ত লইয়া স্বয়ং আগমন কর। 'দ্বিজবেদযজ্ঞরহিত'

(১) "কালে ভূরি তিথে গতে সমভবদ্বল্লালসেনো নৃপঃ, সংপ্রত্যপর্ণদিৎসয়া দ্বিজগণাংস্তানানয়ৎ যাজ্ঞিকম্।
দানাদানপরাঙ্মুখাঃ ক্ষিতিপতেস্তে ব্রাহ্মণা যাজ্ঞিকাস্তদ্বিজ্ঞায় চুকোপ ভূপতিরসৌ বল্লালসেনঃ সুধীঃ।
চণ্ডীমেষ সমারিরাধ সুচিরং ভূরিপ্রয়াসাদিভিঃ প্রত্যক্ষাহভবদ্ সা নিশার্দ্ধসময়ে দুর্গা নিসর্গোজ্জ্বলা॥
রাজানং তমুবাচ বাঞ্ছিতবরং যাচস্ব দাস্যাম্যহম্ সম্প্রত্যুত্তরতা ব্রতং দ্বিজগণং নির্ম্মাতুমিচ্ছাম্যহম্।
তুষ্টা সা পরমেশ্বরী নৃপমুবাচেদং...মহান্ কিন্তু ত্বং প্রহরদ্বয়ং কুরু বরং বিপ্রং ময়া জ্ঞাপিতম্॥
দত্ত্বেমন্ত বরং নৃপায় সহসৈবান্তর্হিতা পার্ব্বতী রাজা সপ্তশতদ্বিজানতিগুণানাজ্ঞয়া নির্ম্মমে।
তান্নির্ম্মায় নৃপঃ প্রসন্নহৃদয়ো দানানি তেভ্যো দদৌ জাতঃ কৃৎস্নগতশ্চ কান্তিকমনাঃ শৌর্য্যপ্রতাপোজ্জ্বলঃ॥
(এড়ুমিশ্রের কারিকা।)

তোমার রাজা আমার ন্যায় লোকের নিকট কখনই মান্য নহে।' দূত সেই পত্র আনিয়া আদিশূরকে প্রদান করিল। পত্র শুনিয়া রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধসজ্জার আদেশ দিলেন। তখন দূত রাজাকে বলিল, "আমার এই যুক্তি যে, আপনি কতকগুলি ব্রাহ্মণ আনিয়া বৃষে স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ পাঠাইয়া দিন। গো-ব্রাহ্মণ দেখিয়া আর সেই রাজা যুদ্ধ করিতে পারিবেন না, কাজেই আপনার জয় হইবে।" তখন রাজা আদিশূর স্বরাজ্যবাসী নিরগ্নিক ব্রাহ্মণগণকে ডাকাইয়া আজ্ঞা করিলেন, আপনারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গবারোহণে বীরসিংহপুরে গিয়া সাগ্নিকব্রাহ্মণ আনয়ন করুন। যদি সেই রাজা সহজে ব্রাহ্মণ না দেয়, তাহা হইলে আপনারা তাহার রাজ্যনাশ করিবেন।" বিপ্রগণ বলিলেন, "আপনার ঐ কথা শাস্ত্রসঙ্গত নহে। গবারোহণ আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ, সুতরাং আমরা সম্মত হইতে পারি না।" আদিশূর কহিলেন, আপনারা যদি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনিতে পারেন, আমি আপনাদের নিকট সত্য অঙ্গীকার করিতেছি, সাধুকার্য্য দ্বারা আপনাদিগকে গোবাহন-জন্য দোষ হইতে মুক্ত করিয়া দিব।" রাজার আশ্বাসবাক্যে সপ্তশত ব্রাহ্মণ গোবাহনে যাত্রা করিলেন। এইরূপে ধনুর্বাণধারী বৃষাধিরূঢ় সেই সপ্তশত দ্বিজ বীরসিংহপুরে যুদ্ধার্থ প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সকলে বীরসিংহের রাজ্যনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে দূত গিয়া রাজাকে বিজ্ঞাপন করিলেন, "বৃষারূঢ় বিপ্রগণ আপনার রাজ্যনাশ করিতেছে, এখন ব্রাহ্মণ দান করিয়া আপনার রাজ্যলক্ষ্মীকে রক্ষা করুন।" রাজা সেই অপূর্ব্ব সংবাদ পাইয়া (সাগ্নিক) ব্রাহ্মণগণকে ডাকিয়া কহিলেন, আপনারা পরিজনসহিত গৌড়দেশে গমন করুন।" (বীরসিংহের আদেশে পঞ্চ সাগ্নিক) ব্রাহ্মণ ধনুর্বাণ ও অসি লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া জ্বলদগ্নিবৎ কোলাঞ্চদেশ হইতে গৌড়ে আদিশূরপুরে আগমন করিলেন। ...আদিশূরের মৃত্যু হইল।...তৎকালে দেশস্থ নিরগ্নিক সপ্তশত ব্রাহ্মণ-(সন্তান)-গণের মধ্যে ২৮ জন মাত্র জীবিত ছিলেন। রাজা সেই ২৮টী সামগব্রাহ্মণকে ২৮ খানি গ্রাম দান করিলেন।[১]

---

(১) "গৌড়েশ্বরো নরবরোঽভবদাদিশূরঃ নানাবিদেশনৃপতেমু কুটাঙ্কিতাঙ্ঘ্রিঃ।
চেতা বলাদ্দলিতবৈরিকুলঃ কুলীনঃ দাতাবদাতকুলমাধবশ্বরস্থঃ॥
অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গান্ বিবিধনৃপবরানাগুর্জেশান্ বিদেশান্।
কর্ণাটং কর্ণকল্পং নরবরভটকৈরক্ষিতং কামরূপম্॥
সৌরাষ্ট্রং মাগধাস্তং নৃপমপি জিতবান্ বালশং জালনঞ্চ।
কাশীইন্দ্রস্থলাভিন্নান্নৃপানপি সহসা তস্য নৈক্যাধিকারী॥

সঞ্চেকদা দূতমাহ।

রে রে দূত প্রযুঙ্ক্ষিমনন্যন্ কৃতে কাশ্যাশ্রমাশু ব্রজ।
তস্মিংস্তৎ কথয়স্ব মন্নৃপবরঃ তূর্ণং ভজস্বেবিতম্॥
সো চেদেবমথাস্ত্র কর্ত্তুমতুলং যুদ্ধং সুসজ্জস্ব ভোঃ।
যেনাহং বিদলীকরোমি চ বলং দন্তিবরং ভাবনম্॥
আকর্ণ্য বাক্যং স নরেন্দ্রযোজ্যং যযৌ দ্রুতং দূতবরশ্চ কাশ্যাম্।
দ্বারস্থিতং বীক্ষ্য চ তস্য রাজ্ঞঃ প্রোবাচ মাং জ্ঞাপয় হে নরেন্দ্র॥

উপরে যে কয়টী মত উদ্ধৃত হইল, সবগুলিই পরস্পর বিরোধী। কেহ বলিতেছেন, এদেশীয় নীচ জাতীয় সপ্তশত লোকই ব্রাহ্মণানয়নে সাহায্য করায় আদিশূরের অনুগ্রহে সপ্তশতী ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হন। আবার কেহ বলিতেছেন, সেই সপ্তশত ব্যক্তি ব্রাহ্মণই বটে, তবে সকলেই নিরগ্নিক, বেদজ্ঞান আদৌ ছিল না। আবার কেহ বলিতেছেন, তা নয়, রাজা বল্লালসেন মহামায়ার বরে সেই সপ্তশতী ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করেন। এই পরস্পর বিরোধী মতগুলি কোনটী প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। উহা বহুপূর্ব্ব ঘটনার দূরশ্রুত প্রতিধ্বনি! এই মাত্র বোধ হয়, কোন সময়ে গৌড়াধিপের সহিত কনোজ বা কাশীরাজের যুদ্ধ চলিয়াছিল, প্রথম যুদ্ধে গৌড়াধিপ পরাস্ত হন, কিন্তু এদেশীয় ব্রাহ্মণগণের আনুকূল্যে বা মন্ত্রণাগুণে পরে তিনি জয়লাভ করেন। তাহাতেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনীত হইল। তেজঃপুঞ্জ সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের অভ্যুদয়ে এদেশীয় নিরগ্নিক ব্রাহ্মণগণ হীনপ্রভ হইলেন; শূরবংশীয় রাজগণের সভায় তাঁহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হইল; কিন্তু বল্লালসেন তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, কনোজাগত ব্রাহ্মণবংশীয় কুলাচার্য্য সপ্তশতীদিগকে রাজা বল্লালসেনকর্ত্তৃক সৃষ্ট বলিয়া

কলয় কলয় রাজন্নদ্বচো বীরসিংহ ত্বয়ি কথয়িতুমাস্তে চাদিশূরস্য দূতঃ।
কুত ইতি সহসা ত্বং দূতমত্রানয়স্ব বিহিতমিদমবোচৎ চাশু রাজসভায়াম্॥
অথ নৃপবরমগ্র্যং রাজসিংহাসনস্থং তুরগতুরগণদ্বৈন্দ্রৈরাজভিঃ পণ্ডিতৈশ্চ।
দ্রুহিণবদনজাতৈর্বেষ্টিতং প্রান্তদেশং দ্বিজনরকুলমৌক্তৈর্দর্শয়ামাস দূতম্॥
রাজানং তং নমস্কৃত্য যথাযোগ্যং কৃতাঞ্জলিঃ সভাপ্রভাবং কীর্ত্তিঞ্চ রাজ্ঞোঽগৌ বক্তুমর্হসি।...
কস্ত্বং প্রস্থাপিতঃ কেন কুতো বা ব্রূহি তদ্ধ্রুবম্। ইতি রাজ্ঞা স পৃষ্টোঽসৌ ততঃ প্রোবাচ সত্বরম্॥
দূতোঽহং নৃপবংশমৌক্তিকমণিশ্রীরাদিশূরোপ্যহং তস্যাজ্ঞামধিগম্য সাম্প্রতমিহায়াতঃ সভায়াস্তব।
তস্যাকর্ণয় দেহি যৎ সমুচিতং শীঘ্রং করং কাময়ে নোচেৎ শক্তিসমন্বিতো ভব ময়া যুদ্ধায় ভূপাত্মজ॥
তচ্ছ্রুত্বা বীরসিংহঃ ক্রোধেনারক্তনয়নো বভূব বীরসিংহনয়নোপদেশতঃ কৌশলং কিমপি চিন্তয়ন্নাহ।
আদিশূরনৃপচক্রবর্ত্তিনা দূতমাক্ষিপত কোপি কোপতঃ॥ বীরসিংহদূতোঽপি আদিশূরদূতং প্রতি আহ।
মত্তভাবশগতেন সন্ততং বীরভাবমধিগম্য গর্জ্জিতং, বীরসিংহনৃপসন্নিধাবাদিশূরকরিণা কিমকারি॥
ততঃ বীরসিংহেন লিপিঃ ক্রিয়তে।
স্বস্তি শ্রীযুতকাদিশূরনৃপতে বর্গে সমুজ্জৃম্ভতে শ্রীমন্ বীরমহীপতে যদি ভবান্ যুদ্ধং ময়া সজ্জতে।
আগচ্ছ স্বয়মত্র সম্প্রতি তদা সামন্তসৈন্যান্বিতো রাজ্যং তে দ্বিজবেদযজ্ঞরহিতং নো মাস্তমস্মাদৃশৈঃ।
ততঃ প্রণম্য রাজানং লিপিং লব্ধা বিচক্ষণঃ। আদিশূরং নৃপং নত্বা জ্ঞাপয়ামাস তাং ধ্রুবম্॥
শ্রুত্বা রোষবশাদশেষনৃপতিশ্রেণীসমভ্যর্চ্চিতো যোদ্ধা যোদ্ধুমলং চকার নৃপতিঃ শ্রীলাদিশূরঃ স্বয়ম্।
দৃষ্ট্বা তাবদমাত্যবিশ্ববিজয়ী প্রোবাচ বাচং বিভো বিশ্রামং কুরু তে দ্বিজং নিজবলং কৃত্বা তু যোৎস্যামহে॥
শ্রুত্বামাত্যবচঃ সসজ্জিতমহাসৈন্যসঙ্গী প্রতস্থৌ দূতস্তত্রাহ রাজন্ কুরু মম বচনাদদ্য বিশ্রামমত্র॥
নেতব্যং ছদ্মভাবং বলমিদমখিলং বীরসিংহদ্বিজেন্দ্রৈঃ শূদ্রাগর্ভেষু জাতা নরবর ভবতস্তত্র বিপ্রে পতঙ্গাঃ।
ততো দূতো রাজানমাহ।
তস্মাত্তং দ্বিজবর্য্যমানয় ততো যুক্তির্ময়া দীয়তে যাস্যোতে বৃষবাহনেন সহসা যুদ্ধায় জাতোদ্যমাঃ।
গত্বা তত্র সমাচরন্তু সহসা তদ্রাজ্যভঙ্গং কুরু তদা নদ্রোহঃ ক্রিয়তে চ তেন নৃপতে গোব্রাহ্মণানাং যতঃ।

শ্লেষ করিয়া থাকিবেন। পরবর্ত্তী কালে নানা কবি ও নানা ঘটকের হাতে প্রকৃত ইতিহাস নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান গল্পে পরিণত হইয়াছে।

এখন দেখা যাউক, কোন্ সময়ে প্রকৃত গৌড়-কনোজযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। ও এদেশীয় ব্রাহ্মণগণ কোন্ সময়ে সপ্তশতী আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন ?

নামকরণ।

বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, '৬৫৪ শকে গৌড়স্থ বেদ-বিধানবঞ্চিত বিপ্রগণ রাজা আদিশূরকে (ব্রাহ্মণ আনাইবার জন্য) জানাইয়া ছিলেন।'১ আবার রাঢ়ীয় ঘটককারিকার মতে, ঐ শকেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়ে আগমন করেন।

এখন দেখা যাউক, ঐ সময়ে গৌড়ের অবস্থা কিরূপ ছিল এবং ঠিক ঐ সময় এখানে আদিশূর রাজত্ব করিতেন কি না ? কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী ও বাক্‌পতির গৌড়বধকাব্য

ততো রাজা আদিশূরো নিজদেশস্থ-নিরগ্নিকব্রাহ্মণান্ আহূয় আজ্ঞাপয়ামাস। যূয়ং গবারোহণেন শস্ত্রহস্তঃ বীরসিংহপুরে গত্বা সাগ্নিকব্রাহ্মণান্ আনয়ত। যদি স রাজা সহজে ন ব্রাহ্মণান্ দদ্যাৎ তদা তদ্রাজানাশং ভবদ্ভিঃ কার্য্যমিতি। ততো বিপ্রা ঊচুঃ—

রাজংস্তদ্বচনং ন বৈধবচনং যদ্গবারোহণং তৎ কর্ত্তুং নৈবহি সম্মতা বয়মহো নো সিদ্ধশ্চেৎ পীড়নম্।

কর্ত্তায়ং যদি কর্ম্মধর্ম্মরহিতং কুৎসিতং রাজবাক্যাৎ স্থানং তত্র ন চাত্র তুম্বরকুলে কর্ম্মণঃ কুত্র চ স্যাৎ॥

আহ আদিশূরঃ—

আনীতাশ্চ ভবদ্ভিরেব যদি তে সাগ্নিকা বিপ্রবর্য্যা গোবাহাদিষু দোষতঃ খলু ময়া মোচিতাঃ সাধুকার্য্যাঃ।

যুষ্মৎ-কার্য্যবিধিশ্চ তৈঃ সমমহং সন্তারয়িষ্যে স্থিতং যুষ্মৎ-সন্নিহিতে ধ্রুবং নিগদিতং চৈতন্ময়াঙ্গীকৃতম্॥

ততো রাজবাক্যং শ্রুত্বা সপ্তশত-পরিমিত ব্রাহ্মণা গবারোহণেন চেলুঃ রাজ্ঞ আজ্ঞয়া।

পৃষ্ঠস্থলে বাণধনুর্দ্ধানাঃ বৃষাধিরূঢ়াঃ সময়ে নিবিষ্টাঃ দ্বিজাতয়ঃ সপ্তশতপ্রমাণাঃ শ্রীবীরসিংহস্য পুরে প্রবিষ্টাঃ॥ ততস্তত্র তে গত্বা রাজ্যনাশং প্রচক্রুস্তদ্দৃষ্ট্বা বীরসিংহস্য দূতো বিজ্ঞাপয়ামাস নৃপম্।

বৃষারূঢ়া বিপ্রাঃ ক্ষিতিতলে ভবতো রাজ্যনাশং প্রচক্রুঃ দ্বিজং দত্বা তেভ্যস্তব ধরণীং মন্ত্রিণা চৈবমুক্তম্॥

সমাহূয় শীঘ্রং দ্বিজবরমসৌ ভূপতিস্তং বভাষে প্রযাহি ত্বং গৌড়ে সহ পরিজনৈর্দীয়তে তত্র বৃত্তিঃ॥

আরুহ্য পঞ্চতুরগান্ অসিবাণতূণ-কোদণ্ডরম্যকবচাদিশরীরবেশাঃ।

কোলাঞ্চতো দ্বিজবরা মিলিতা হি গৌড়ে রাজাদিশূরপুরতোজ্জ্বলদগ্নিতুল্যাঃ॥

অতঃপরমাদিশূরো মমার।...ততো দেশস্থ নিরগ্নিক-সপ্তশতব্রাহ্মণানাং মধ্যে অষ্টাবিংশতিদ্বিজাতয়ঃ সন্তি তেভ্যঃ সামগায়িকাদ্যষ্টাবিংশতিবাসস্থানানি দদৌ॥" (বাচস্পতিমিশ্রকৃত কুলরাম।)

(১) "বিপ্রান্ বেদবিধানবঞ্চিতহৃদো বিজ্ঞায় বিজ্ঞো বিভুঃ।
গৌড়স্থান্ সকলান্ কলিপ্রকলিতান্ বিপ্রোপশান্তক্ষমান্।
স্বাচারী সুবিচারচারচতুরশ্চারক্রিয়াচারকঃ
শাকে বেদকলঙ্কষট্‌কবিমিতে রাজাদিশূরঃ স চ॥" (বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা)

(২) "বেদবাণাঙ্গশাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ॥"

এখনকার অধিকাংশ কুলগ্রন্থে 'বেদবাণাঙ্ক' এইরূপ পাঠ দেখা যায়। এ পাঠ প্রকৃত নয়।

[সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা ১৩০৪ সন, ১১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

পাঠে জানা যায়, ৬৫৪ শকে অর্থাৎ ৭৩২ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের সিংহাসনে ললিতাদিত্য এবং কান্যকুব্জের সিংহাসনে যশোবর্ম্মদেব অধিষ্ঠিত ছিলেন। ললিতাদিত্য ও যশোবর্ম্মদেব উভয়েই গৌড় আক্রমণ করিয়াছিলেন। তৎকালে গৌড়মণ্ডল একজন রাজার অধীনে ছিল না। কএকজন বৌদ্ধনৃপতি আধিপত্য করিতেন। তৎকালে এখানে বৌদ্ধপ্রাধান্য ছিল।১ এই সময়ে গৌড়াধিপগণের সহিত বিদেশীয় রাজগণের যে সকল যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে গৌড়রাজগণের জয়ের কথা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ বৌদ্ধপ্রাধান্য, দ্বিতীয়তঃ গৌড়-রাজগণের পরাজয়, এই দুইটী ভাবিয়া দেখিলে এমন মনে হয় যে, তৎকালে বৌদ্ধবিপ্লাবিত দেশে বৈদিকাচার-প্রবর্ত্তনের জন্য হিন্দুরাজকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিল? কুলাচার্য্যদিগের কারিকায় আদিশূর 'পঞ্চগৌড়াধিপ' এই উচ্চ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, কাশ্মীররাজ জয়াদিত্য গৌড়াধিপ জয়ন্তকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া শ্বশুরকে পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর করিয়াছিলেন ও কনোজরাজের মহামূল্য সিংহাসন অধিকার করিয়া নিজরাজ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। জয়াদিত্য ৭৫০ হইতে ৭৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। প্রায় ৭৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন করেন। এই সময়ে কান্যকুব্জে মহারাজ যশোবর্ম্মাই রাজত্ব করিতেছিলেন।২ সম্ভবতঃ আদিশূর উপাধিধারী গৌড়েশ্বর জয়ন্ত জামাতার সাহায্যার্থ উক্ত যশোবর্ম্মরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ যুদ্ধে সপ্তশতী-ব্রাহ্মণেরাও অস্ত্র ধরিয়াছিলেন। এ সময়ে গৌড়ে সাতশত ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের বেদাধিকার ছিল না। কনোজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ হইতে এই সাতশত ব্রাহ্মণের পার্থক্য রাখিবার জন্য "সপ্তশতী" আখ্যার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

সেই নিরগ্নিক ব্রাহ্মণগণ 'বেদবিধানবঞ্চিত' হইলেও তাঁহারা কুলাচারী, আভিচারিক, ক্রিয়ানিপুণ, শান্তিকার্য্যে পটু ও গুণবান্ বলিয়া গণ্য ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে তাঁহারা কনোজাগত ব্রাহ্মণসন্তানদিগকে কন্যাদান করিয়া সম্মানিত হন।

কনোজী ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক সপ্তশতীকন্যাগ্রহণ সম্বন্ধে পঞ্চ ব্রাহ্মণের অধুনাতন বংশধরগণ-মধ্যে মতভেদ আছে। তাঁহারা বলেন, সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ যে নিরগ্নিক ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন, তাহা সম্ভবপর নহে। যখন কনোজাগত ব্রাহ্মণসন্তানগণ বেদবিধি পরিত্যাগ করিয়া নিরগ্নিক হইয়া পড়েন, তখনই বোধ হয়, কেহ কেহ সপ্তশতীর কন্যা গ্রহণ করিয়া নিন্দিত হইয়া থাকিবেন। এদিকে দেখা যায়, কোন কোন কুলাচার্য্য পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিরগ্নিক সপ্তশতীর কন্যাগ্রহণের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।৩ পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিরগ্নিক

---

(১) বিশ্বকোষ ৩য় ভাগ ও Sankar Pandurang's Gaudavaha, p. 83.

(২) R. G. Bhandarkar's Report on the search of Sanskrit MSS, 1883-84, p 12.

(৩) নিম্নলিখিত কুলাচার্য্যকারিকায় এ সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ দেখা যায়,—

বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকায়—

"যে সপ্তশতিকা বিপ্রা রাঢ়দেশনিবাসিনঃ। ছন্দোগা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞা নীতিমন্ত্রবিশারদাঃ॥

সপ্তশতীর কন্যাগ্রহণ সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। যে সময়ে সাগ্নিক ব্রাহ্মণবংশধরগণ তান্ত্রিকতার প্রভাবে বেদজ্ঞানপরিভ্রষ্ট হন,—তাঁহাদের রীতিনীতি অনেকটা সপ্তশতীদিগের মত হইয়াছিল, সেই সময়ে তাঁহাদের মধ্যে সপ্তশতী সংশ্রব ঘটে।১

গাঞি-নিরূপণ।

এই সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগেরও গাঞি আছে। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের আধুনিক কুলাচার্য্যকারিকায় সাতশতীর সাড়ে ৪২টী গাঞির উল্লেখ আছে। যথা—

"সাগাই ১, সুরাই ২, নাল্‌সী ৩, ঘর্গাই ৪, হাঁসাই ৫, কালাই ৬, ধাই ৭, বান্‌সী ৮, বান্টুরী ৯, ধান্সী ১০, কাটানী ১১, কুশল ১২, উজ্জ্বল ১৩, কাশ্যপকাঞ্জারী ১৪, বাতারি ১৫,

এভ্যঃ কন্যাঃ প্রদাস্যস্ব বিপ্রমুখেভ্য এব তে। এতেষাং নিগড়ো তেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
যদি প্রজাঃ প্রজায়েরন্ ভবেন্মে কীর্ত্তিরক্ষয়া। কান্যকুব্জদ্বিজাগ্রণ্যাং বংশোঽস্মিন্ স্থাপিতো ময়া ॥
নৃপাজ্ঞয়া দদুস্তেভ্যঃ কন্যাঃ সপ্তশতী দ্বিজাঃ। রাঢ়ায়াং বহুধান্যায়াং শ্বশুরালয়সন্নিধৌ ॥
নিবাসং ক্রুরুচে তেভ্যঃ সমাদৃত্য সুহৃজ্জনৈঃ। সদৃশান্ জনয়ামাসুস্তাসু পুত্রান্ কুমারিকাঃ ॥
তেজস্বিনো গুণবন্তো দীপো দীপান্তরাৎ যথা। ততস্তে ক্রমশো বিপ্রাঃ পরলোকমুপাগমন্ ॥
পুত্রা যে পূর্ব্বপক্ষীয়াঃ কান্যকুব্জনিবাসিনঃ। জ্যেষ্ঠাঃ পিতৃমৃতিং শ্রুত্বা ক্রমাৎ শ্রাদ্ধং কৃতঞ্চ তৈঃ ॥
শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিতা যে যে ব্রাহ্মণা গ্রামবাসিনঃ। নো ভুক্তং ন গৃহীতং তদন্নং দানঞ্চ তৈর্দ্বিজৈঃ ॥
ততোঽবমানিতা বিপ্রাঃ সদারাঃ সহপুত্রকাঃ। আগতা গৌড়দেশেঽস্মিন্ পায়মুপলক্ষিতাঃ ॥
ততস্তে পূজিতা রাজ্ঞা নিবস্তুং প্রার্থিতাস্তথা। রাঢ়ায়াং ভ্রাতরো যত্র নিবসন্তি সুহৃজ্জনৈঃ ॥
বাচো নিশম্য নৃপতেরূচুস্তে দ্বিজসত্তমাঃ। বসামো নৈব রাঢ়ায়াং বৈমাত্রভ্রাতৃভিঃ সহ ॥
শ্রুত্বেতন্নৃপতিঃ প্রাহ রাজধানীসমীপতঃ। বারেন্দ্রাখ্যে সুশস্যাঢ্যে দেশে বসথ সুব্রতাঃ ॥
গ্রামাংস্তত্র প্রদাস্যামি শস্যযুক্তান্ মনোহরান্ ॥' (গৌড়ে-ব্রাহ্মণ-ধৃত বারেন্দ্রকুলপঞ্জী।)

(১) বারেন্দ্রকুলজ্ঞ এরূপ একদেশদর্শিতার পরিচয় দিলেও ঘটকাচার্য্য নুলা পঞ্চানন স্পষ্ট লিখিয়াছেন,–

"শুন রাঢ়ী বারেন্দ্র সাতশতী বিচার। কেহ আগে কেহ পাছে এই মাত্র সার ॥
কহে সাতশতীগণে সে ব্রাহ্মণ্য পেয়ে। কান্যকুব্জের বিবাহে সাতশতীর মেয়ে ॥
অতএব সাতশতী হেয় নহে মান্য। সুবুদ্ধিতে এই কথা নাহি গণে অন্য ॥"

অন্য স্থলে নুলা পঞ্চানন লিখিয়াছেন—

"কান্যকুব্জ তেজিয়ান লয় সাতশতী। মূর্খনিন্দক দেখুক তায় যে কি ক্ষতি ॥
সাতশতীর প্রভা, কান্যকুব্জের আভা ॥"

রাঢ়ী বারেন্দ্রের সপ্তশতী-সম্পর্ক সম্বন্ধে—

"এরা আদান প্রদানে সাতশতী দলে। মিশে বৈদিক বারেন্দ্রে আর উত্তরে বলে ॥
কৌশিক স্বর্ণকৌশিক রজতকৌশিক। ঘৃতকৌশিক আর যে কৌণ্ডিন্যকৌশিক ॥
পঞ্চদ্বিজ সপ্তশতী মিশে উত্তরেতে। উত্তরে বারেন্দ্র তারা রৈলা দক্ষিণেতে ॥"
বারেন্দ্রের কন্যাদানে কৌশিকাদি বংশ। ক্রমে দক্ষিণে দিয়ে হয়ে যায় ধ্বংস ॥
আজি উত্তরে বারেন্দ্র কাশ্যপাদি গোত্র। যেহেতু কৌশিকাদি আর নাই যে তত্র ॥

(ক্ষিতীশ-বংশাবলীরচয়িতা কার্ত্তিকেয়-রায় সংগৃহীত নুলার কারিকা।)

পিতারি ১৬, নাতারি ১৭, বেরু ১৮, বাগ্রাই ১৯, উল্লূক ২০, ঝঝর ২১, মুলুক ২২, ফর্ফর ২৩, কুন্দুক ২৪, কেরল ২৫, চেচর্ক ২৬, বাল্থুবি ২৭, পুংসিক ২৮, দীঘল ২৯, ভাদাড়ী ৩০, ভট্টশালী ৩১, করঞ্জ ৩২, তাই ৩৩, আদিত্য ৩৪, কামদেব ৩৫, কোঁয়াড়ী ৩৬, নগড়ি ৩৭, দগড়ি ৩৮, হামসেচাই ৩৯, কৌণ্ডিন্য ৪০, বাপারি ৪১, বাগুরাই ৪২ এবং বেলাড়ী ৪৩।"

কেহ কেহ বলেন, এ ছাড়া সাতশতীদিগের আরও কয়েকটী গাঞি ছিল, এখন লোপ পাইয়াছে। কিন্তু দেবীবর, বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি কুলাচার্য্যগণ এতগুলি গাঞি স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ২৮টী মাত্র গাঞি। বাচস্পতিমিশ্র স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—

"ততো রাঢ়ীয়-সাগ্নিক-ব্রাহ্মণানয়ন-কারণীভূত-নিরগ্নিকসপ্তশত-দ্বিজাঃ প্রায় এব গবা-রোহণাদিকুকর্ম্মজনিতাত্যন্তপাতকতয়া পঞ্চত্বং প্রাপ্তাস্তেষাং মধ্যে অষ্টাবিংশতিপরিমিতাঃ সন্তি। তেভ্যঃ স (রাজা) অষ্টাবিংশতিগ্রামান্ দদৌ।" (কুলরাম)

অনন্তর রাঢ়ীয় সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের আনয়নের কারণ-স্বরূপ নিরগ্নিক সপ্তশত ব্রাহ্মণ বৃষারো-হণাদি কুকর্ম্মজনিত পাতকহেতু পঞ্চত্ব পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেবল ২৮ জন মাত্র জীবিত ছিলেন। রাজা[১] সেই ২৮ জনকে গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ২৮ খানি গ্রামের নাম যথা—

"সাগাই ১, সুরাই ২, নাল্সি ৩, জগাই ৪, হেলাই ৫, কালাই ৬, দাই ৭।
বান্সি ৮, বাণ্টুরী ৯, ধান্লী ১০, কাটানি ১১, কুশল ১২, উজ্জ্বল ১৩, গাঁঞি॥
কাশ্যপকাঞ্জারী ১৪, লতারি ১৫, পিথারি ১৬, বাতারি ১৭, চেরু ১৮, বাগ্রাই ১৯।
উল্লূক ২০, ঝর্ঝর ২১, মুলুক ২২, ফর্ফর ২৩,
কচ্ছপ ২৪, যড়ল ২৫, চেরচেরাই ২৬, যাস ২৭, বালথুবি ২৮ গাঁঞি॥"

(বাচস্পতিমিশ্রের কুলরাম ও দেবীবরের মেলপর্য্যায়-গণনা)

সম্বন্ধনির্ণয়কার বাচস্পতিমিশ্রের দোহাই দিয়া সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের ৪০টী গাঞির উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

১ নগড়ি, ২ দগড়ি, ৩ হামু, ৪ কাশ্যপকাঞ্জারী, ৫ বাপাড়ি, ৬ তসিকা, ৭ কেয়ু, ৮ সুখ-দাসিক, ৯ পিতাড়ী, ১০ বাগুড়ি, ১১ ভাদাড়ী, ১২ পিচু, ১৩ কুলক, ১৪ সাঁড়াকুলী, ১৫ কোয়াড়ী, ১৬ মুলুকজুড়ী, ১৭ হাঙ্গুড়ী, ১৮ কাটানি, ১৯ কামদেব, ২০ বেড়ুগ্রামী, ২১ নালসী, ২২ সাগাই, ২৩ পুংসিক, ২৪ ভট্টশালী, ২৫ ফফরছত্রিকা, ২৬ আদিত্য, ২৭ উজ্জ্বল, ২৮ সুরাই, ২৯ দীঘল, ৩০ যবগ্রামী, ৩১ কড়ারী, ৩২ কৌণ্ডিন্য, ৩৩ বৈজুড়ী, ৩৪ কুড়াল, ৩৫ হেলমী, ৩৬ ধারী, ৩৭ বাতাড়ী, ৩৮ বেলাড়ী, ৩৯ করঞ্জ, ৪০ অস্তাড়ি।[২] এ ছাড়া কোমটী বা কল্যাণী এবং করলা নামে আরও দুইটি লুপ্ত গাঞির কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

(১) রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-বিবরণে বিশেষ পরিচয় দ্রষ্টব্য।
* কাহারও মতে—আদিশূর, কাহারও মতে তৎপুত্র ধরাশূর, আবার কাহারও মতে রাজা বল্লালসেন।

(২) "নগড়ির্দগড়ির্বাপি হামু কাশ্যপকাঞ্জিকা। বাপাড়িস্তসিকা কেয়ু গাঁইচ সুখদাসিকঃ॥
পিতাড়ির্বাগুড়িশ্চৈব ভাদাড়ীপিচুকুলকৌ। সাঁড়াকুলী কোয়াড়ী চ মুলুকজুড়ী চ হাঙ্গুড়ী॥

সম্বন্ধনির্ণয়কার বাচস্পতিমিশ্রের নাম দিয়া যে ৪০টী গাঞি উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা বাচস্পতিমিশ্রের কুলরাম প্রভৃতি গ্রন্থে ২৮টী ব্যতীত অবশিষ্টগুলির সন্ধান পাইলাম না। তিনি নূলাপঞ্চাননের কারিকা হইতেও প্রায় ঐরূপ ৪২ ১/২টী গাঞি বাহির করিয়াছেন।[১] এরূপ স্থলে সপ্তশতীর মোট কয়টী গাঞি স্বীকার্য্য ?

ফরিদপুর ও বিক্রমপুরের কোন কোন কুলাচার্য্য বলিয়া থাকেন, আদিশূরের পুত্র ধরাশূর সপ্তশতের মধ্যে উপস্থিত ২৮ জন মাত্রকে গ্রাম দান করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ২৮টী গাঞির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাই দেবীবর বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি প্রাচীন ও বিশিষ্ট কুলাচার্য্যগণের মত-সম্মত। আমাদের বিশ্বাস, প্রথমে ২৮টী গাঁঞিই ছিল, পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদের বংশধরগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিয়া রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণের স্ব স্ব বাসস্থানের নামানুসারে গাঞি স্বীকার করেন, তাহাতেই সপ্তশতীগণের মধ্যে গাঞির সংখ্যা বাড়িয়া যায়।

গোত্র-নিরূপণ।

বাচস্পতিমিশ্র ও দেবীবরের কারিকা অনুসারে সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের মোট ৮টী গোত্র। যথা—শুনক (শৌনক) গৌতম, কাশ্যপ, কৌণ্ডিন্য, পরাশর, বশিষ্ঠ, হারীত ও কৌৎস।[২] এ ছাড়া এখন শাণ্ডিল্য ও আলম্বায়ন গোত্রের সাতশতী দেখা যায়। কিন্তু কোন প্রাচীন কুলাচার্য্যগ্রন্থে শাণ্ডিল্য ও আলম্বায়ন গোত্রের উল্লেখ নাই। বোধ হয়, পূর্ব্বে উক্ত শুনকাদি ৮টী গোত্রই ছিল, তৎপরে রাঢ়ীয় বা বৈদিক শ্রেণীর উক্ত গোত্রীয় কোন কোন ব্রাহ্মণ স্বসমাজ ত্যাগ করিয়া অথবা সাতশতীর দলে মিশিয়া 'সপ্তশতী' আখ্যা লাভ করিয়া থাকিবেন।

বাচস্পতিমিশ্র ও দেবীবর সাতশতীর যে গাঁঞি-গোত্র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা রাঢ় ও পূর্ব্ববঙ্গবাসী সপ্তশতীর মধ্যেই প্রচলিত ছিল। আদিশূরের সময় অথবা পরে যে সকল সপ্তশতী বারেন্দ্র গিয়া বাস করেন, তাঁহাদের গাঁঞি-গোত্র সম্বন্ধে কোন কথা উক্ত কুলাচার্য্যগণ প্রকাশ করেন নাই।

কাটানিঃ কামদেবশ্চ বেড়গ্রামী চ নালসী। সাগায়িঃ পুংসিকো ভট্টশালী ফর্করছত্রিকা॥
আদিত্যোজ্জ্বলগাঁইস্তু সুরাই দীঘলস্তথা। যবগ্রামী কড়ারী চ কৌণ্ডিন্যো বৈজড়ী তথা।
কুড়্যালো হেলনী ধামী বাতাড়ী বেলাড়ীতি চ। করঞ্জোহস্থাড়িরিত্যেব চত্বারিংশন্মিতা দ্বিজাঃ॥"

(১) "সাগাই সুরাই নাল্‌সী ঘর্গাই হাঁসাই কালাই ধাঁই।
বাঙ্গী ধাণ্ট্‌রী ধাঙ্গী কাটানী কুশলোজ্জ্বল গাঁই॥
কাশ্যপকাগুরী বাতারি পিতারি নাতারি আর বেরু।
বাগুরাই উন্নুক ঝঝঝর মুন্নুক ফর্ফর কুন্দুক কেরল চের্চ্চরু।
বালথুবী পুংসিক দীঘলগাঁই. ভাদাড়ী ভট্টশালী করঞ্জ তাই।
আদিত্য কামদেব কৌয়াড়ী পূর্ব্বদিকে সকলকেই পাই॥
নগড়ি দগড়ি হামসেচাই কৌণ্ডিন্য বাপারি বাগুরাই।
বেলাড়ী আদ মিশে রাঢ়ী বারেন্দ্র সাতশতী কমে যাই॥"

(সম্বন্ধনির্ণয়ধৃত নূলা-পঞ্চাননের কারিকা।)

(২) "শুনকঃ গৌতমঃ কাশ্যো কৌণ্ডিন্যশ্চ পরাশরঃ।
বশিষ্ঠো হারীতো কৌৎসশ্চাষ্টৌ গোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (দেবীবর)

বারেন্দ্র সপ্তশতী।

কোন কোন বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, আদিশূর কনোজরাজকন্যা চন্দ্রমুখীর পাণিগ্রহণ করেন। এক সময়ে রাণীর চান্দ্রায়ণব্রত করিবার ইচ্ছা হইল; তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রথমে স্বর্ণকৌশিক, রজত-কৌশিক, কৌণ্ডিন্যকৌশিক, ঘৃতকৌশিক ও কৌশিক এই পঞ্চগোত্রোদ্ভব ব্রাহ্মণ আহূত হইলেন। চন্দ্রমুখী কহিলেন, "ভূদেবগণ! আমার ব্রতানুষ্ঠানার্থ বেদগান করিয়া অগ্নি প্রজ্বালিত করুন ও বরুণকে আবাহনপূর্ব্বক ঘটস্থ করুন।" ব্রাহ্মণগণ উত্তর করিলেন, "আমরা বেদবাণী ও ব্রাহ্মণমুখোদ্ভব অগ্নিবিষয় অবগত নহি।" রাজকন্যা তাঁহাদের কথা শুনিয়া অতি ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন, আমার "পিতার অভিলাষ থাকিলেও ব্রাহ্মণহীন দেশে কিরূপে বাস করিব?"[১] রাজা আদিশূর তখন কান্যকুব্জ হইতে বেদবিদ্ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনিয়া স্ত্রীর ক্রোধ শান্তি করিলেন।

কুলপঞ্জিকার বিবরণমধ্যে প্রকৃত সত্য কথা থাকুক বা না থাকুক, তদ্দ্বারা এই মাত্র জানা যাইতেছে যে, পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণাগমনের পূর্ব্বে গৌড়দেশে স্বর্ণকৌশিকাদি পঞ্চগোত্রোদ্ভব ব্রাহ্মণের বাস ছিল।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, এদেশের পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণ এখন 'সপ্তশতী' নামে পরিচিত। এই পরিভাষা ধরিয়া বারেন্দ্রকুলজীবর্ণিত স্বর্ণকৌশিকাদি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদিগকেও আমরা 'বারেন্দ্র সপ্তশতী' নামে গ্রহণ করিলাম। নূলাপঞ্চাননের কারিকায় এই পঞ্চগোত্র 'উত্তর বারেন্দ্র' নামে অভিহিত। গৌড়েব্রাহ্মণ-রচয়িতা উক্ত পঞ্চগোত্রকে 'উত্তর-বারেন্দ্র' বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে, "স্বর্ণকৌশিকাদি পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা আদিশূরের আহ্বান মতে চন্দ্রমুখীর ব্রতসম্পাদন নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন, উত্তর-বারেন্দ্রগণ সে বংসসম্ভূত নহেন।"

উত্তর-বারেন্দ্রগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"বল্লালসেন এক অজ্ঞাতকুলশীলা সুন্দরী কন্যাকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করেন, তন্নিবন্ধন লক্ষ্মণসেনের সহিত তাঁহার বিরোধ হয়। সেই সময়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া অধিকাংশ বল্লালসেনের পক্ষাবলম্বন করেন, কিয়ৎসংখ্যক ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণসেনের মতাবলম্বন করিয়া তাঁহার নিবাসভূমি গৌড়ের নিকটে বাস করিলেন। যাঁহারা লক্ষ্মণসেনের

সাগরপ্রকাশে এই বচনটীর পাঠান্তর দৃষ্ট হয়—

"শনকঃ শুনকঃ কাম্যো গৌতমশ্চ পরাপরঃ।
বশিষ্ঠো হারিতো যশ্চাষ্টৌ গোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (সাগরপ্রকাশ ৫০ পৃষ্ঠা।)

(১) "নাম্না চন্দ্রমুখী নৃপেন্দ্রতিলক-শ্রীচন্দ্রকেতোঃ পুরা সৎপুণ্যাশ্রয়কান্যকুব্জবসতেঃ কন্যা চ পুণ্যার্থিনী।
পত্নী গাঢ়তমপ্রতাপনিবহখ্যাতাদিশূরস্য চ ক্ষৌণীন্দ্রস্য বভূব সাপি চতুরা চান্দ্রায়ণাচারিণী॥
তত্রাদাদগতঃ কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণকৌশিকঃ। ততঃ সমাহূতস্তত্র বিপ্রো রজতকৌশিকঃ॥
কৌণ্ডিন্যকৌশিকঃ পশ্চাৎ ঘৃতকৌশিক-কৌশিকৌ। এতে পঞ্চসমায়াতাঃ পঞ্চগোত্রধরামরাঃ॥

চন্দ্রমুখী উবাচ।

গায়ত বেদং পুরন্দরভেদং মম তমগ্নিং জ্বালয়ত। বরুণাবাহনপূর্ব্বকং কুম্ভীগততো কুরুতাবনীদেবাঃ॥

মতাবলম্বন করেন, তাঁহারা এবং তদ্বংশীয়গণ উত্তর-বারেন্দ্রভূমিতে বাস করাতে তাঁহাদের উত্তর-বারেন্দ্র আখ্যা হয়। বল্লালসেনের সহিত তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের স্ত্রীঘটিত মনান্তর-বিবরণ বারেন্দ্র কায়স্থগণের ঢাকুরনামা গ্রন্থেও আছে, কিন্তু বল্লালসেনের সময়ে বারেন্দ্রগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছেন, ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। নিম্নলিখিত বিবরণপাঠে বল্লালসেনের রাজত্বের বহু পরে বারেন্দ্রগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছেন, বোধ হয়। ক্রতু ভাদুড়ী বল্লালসেনের সভাতে উপস্থিত থাকিয়া কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। ক্রতুর পুত্র ভল্লুকাচার্য্য, তৎপুত্র দিবাকর হইতে করঞ্জগাঞির প্রথমোৎপত্তি হয়। উত্তর-বারেন্দ্রকুলে সেই করঞ্জগামী ব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছেন। দ্বিতীয়তঃ সিহরীগ্রামী স্বর্ণরেথ বল্লালসেনের সভাতে উপস্থিত ছিলেন। স্বর্ণরেখের পুত্র কিঙ্কিনীদেব, তৎপুত্র চল ও অচল; এই দুই ভ্রাতার মধ্যে চল দক্ষিণ বারেন্দ্র, অচল উত্তর বারেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হন। তৃতীয়তঃ চম্পটী গাঞি সম্বন্ধে উত্তর-বারেন্দ্রকুলগ্রন্থে লিখিত আছে, ভট্টনারায়ণ-বংশীয় অজ, প্রজ এবং মন্নু; তাঁহাদের বংশ উত্তর-বারেন্দ্র-দেশে বসতি করেন এবং তাঁহাদের সন্তানেরাই উত্তর বারেন্দ্রকুলে চম্পটী গ্রামীণ। বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত বংশাবলী গ্রন্থ দৃষ্টে জানা যায়, ভট্টনারায়ণবংশীয় আদি-মাধব চম্পটী গ্রামীণ এবং আদি-মাধব বল্লালসেনের সভাতে উপস্থিত ছিলেন। আদি মাধবের পুত্র অভিমন্যু, তৎপুত্র বৎসাচার্য্য, তৎপুত্র অজ, প্রজ, মন্নু, মার্ত্তণ্ড; অতএব সম্ভবতঃ বল্লালসেনের রাজত্বের একশত বৎসর পরে বারেন্দ্রশ্রেণীর একশাখার উত্তর-বারেন্দ্র আখ্যা হইয়া থাকিবেক।"[১]

উত্তর-বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের উৎপত্তি-সম্বন্ধে গৌড়ে-ব্রাহ্মণ-রচয়িতা যে যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার সকল কথা প্রামাণিক বলিয়া বোধ হইল না। রঙ্গপুর জেলাস্থ বোঁদা চাকলা এবং দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ও পোর্শা থানার অন্তর্গত কোঁচকুড়লিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে উত্তর-বারেন্দ্রগণ বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন বল্লালের কৌলীন্য-মর্য্যাদা স্বীকার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু অনেকেই বলিয়া থাকেন; তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আদিশূরের নিকট সম্মানিত হইলেও পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদের সন্তানগণ বল্লালসেনের কুলবিধি স্বীকার করেন নাই। উত্তরবারেন্দ্রগণ বল্লাল-বর্জ্জিত বলিয়া বহুদিন হইতে প্রবাদ প্রচলিত আছে।[২] ইঁহাদের মধ্যে চম্পটীগ্রামীরা ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞি ওঝাকেই আদিপুরুষ বলিয়া

বিপ্রা উচুঃ।

বয়ং নৈব জানীমহে বেদবাণীমিদানীং দ্বিজন্মোস্তবো ন শ্রুতোঞ্পিঃ॥

এতচ্ছ্রুত্বা নরপতিরোবা বচনমবোচৎ বহুতররোষা।

ব্রাহ্মণহীনে দেশে বাসো কিমিহ করিষ্যে পিতুরভিলাষঃ॥" (গৌড়ে-ব্রাহ্মণধৃত বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা।)

(১) গৌড়ে-ব্রাহ্মণ ১৮৩-১৮৪ পৃষ্ঠা।

(২) "অনাদৃতা যথা তীর্থে দেশাঃ পাণ্ডববর্জ্জিতাঃ। তদ্বদুত্তর-বারেন্দ্রা বিপ্রা বল্লালবর্জ্জিতাঃ॥"

(লঘুভারত ৩য় খণ্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা।)

স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, আদি গাঞি ওঝা সর্ব্বপ্রথম গ্রাম পাইয়াছিলেন বলিয়া 'আদি গাঞি' নামেই বিখ্যাত হন এবং সেই আদিগ্রামের নামই চম্পটী। বারেন্দ্রগণ চম্পটী' গ্রামকে আদিগ্রাম বলিয়া উল্লেখ করেন না। কিন্তু তাঁহাদের লাহিড়ীবংশাবলী পাঠ করিলে জানা যায়, ভট্টনারায়ণের পুত্র আদি গাঞি ওঝা রাজা ধর্ম্মপালের নিকট ধামসার নামক গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সকল স্থান এখন উত্তর-বারেন্দ্রগণের সমাজ বলিয়া গণ্য, সেই সেই স্থানের কুলবিধাতা বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের সময়ে পালরাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। পাল-রাজগণের অধিকারে বাস করায় এখানকার ব্রাহ্মণগণ সম্ভবতঃ বল্লালসেন কর্ত্তৃক সম্মানিত হন নাই। পরবর্ত্তী কালে দুই একজন বল্লালী কুলীনসন্তান উত্তর-বারেন্দ্র অঞ্চলে গিয়া বাস করায় ও পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণের সহিত সম্মিলিত হওয়াতে অধুনা তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন বল্লালী কুলমর্য্যাদা স্বীকার করিয়া থাকেন। গৌড়ে-ব্রাহ্মণকার লিখিয়াছেন, বল্লালসেনের সমসাময়িক ভট্টনারায়ণবংশীয় আদি মাধব হইতেই চম্পটী গাঞির উৎপত্তি। কিন্তু উত্তর বারেন্দ্রগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, চম্পটীই আদি গাঞি।[১] পালবংশীয় রাজগণের তাম্রশাসনসমূহ পাঠ করিলে জানা যায় যে, বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্বে হইতে চম্পটী বা চম্পাহিট্টি-গ্রামবাসী ব্রাহ্মণগণ মহীপাল, বিগ্রহপাল, মদনপাল প্রভৃতি পাল-বংশীয় রাজগণের নিকট সম্মানের চিহ্নস্বরূপ তাম্রশাসন সহ গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন।[২] বৌদ্ধ পালরাজগণের অধিকারে বাস, বৌদ্ধ রাজসংসারে দানগ্রহণ, এবং বৌদ্ধসংশ্রবপ্রযুক্ত তাঁহারা অপরাপর বারেন্দ্র জ্ঞাতিবর্গের নিকট অসম্মানিত, আহার-ব্যবহার-বর্জ্জিত এবং পৃথক্ সমাজভুক্ত বলিয়া গণ্য হন। এইরূপে এখনও দেখা যায়, উত্তর বারেন্দ্র ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে আদান-প্রদান অথবা আহার-ব্যবহার কোনরূপ প্রচলিত নাই। পালরাজগণের তাম্রশাসনে শাসনগৃহীতা শাণ্ডিল্য, পরাশর ও কৌৎস-গোত্রীয় ব্রাহ্মণের পরিচয় পাওয়া যায়। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় উত্তরবারেন্দ্রগণ কান্যকুব্জাগত ভট্টনারায়ণের সন্তান বলিয়া এখনও পরিচিত। কিন্তু কনোজাগত পঞ্চগোত্র ব্রাহ্মণের মধ্যে কৌৎস ও পরাশর গোত্র নাই। এতদ্ভিন্ন ৮৫৪শকে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ সুবর্ণবর্ষের তাম্রশাসনে পুণ্ড্রবর্দ্ধননগরবাসী কৌশিকগোত্রীয় ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে।[৩] শেষোক্ত তিন গোত্রের পরিচয় সপ্তশতী গোত্রমালামধ্যেই বর্ণিত

---

(১) "আদৌ চম্পটী বাগ্‌ছিশ্চ গোপূর্ব্বঃ কালায়ী তথা। করঞ্জা নন্দনাবাসী ভাদুড়ীর্ হংশোধনী॥"

(উত্তরবারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা।)

(২) অধ্যাপক কিলহোর্ণ সাহেব মহীপালদেবের যে তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে 'চম্বটি' পাঠ আছে। (Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1892, part 1, p. 85.) আবার শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু (C. S.) কর্ত্তৃক দিনাজপুর হইতে সংগৃহীত মহীপালদেবের তাম্রশাসনে 'চম্বটি' পাঠ দেখিলাম। এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত ৩য় বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসনে 'চম্পাটিয়া" এবং মদনপালদেবের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনে 'চম্পাহিট্টিয়া' পাঠ আছে। উক্ত পালরাজগণের বিবরণ রাজন্যকাণ্ডে দ্রষ্টব্য।

(৩) Indian Antiquary, Vol. XII, p. 151.

হইয়াছে। রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র-মধ্যে উক্ত তিন গোত্রের নাম পাওয়া যায় না। এমন কি পাশ্চাত্য বৈদিকাদি ও অপরাপর ব্রাহ্মণগণ যে সময়ে গৌড়দেশে পদার্পণ করেন নাই, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী তাম্রশাসনে বারেন্দ্রবাসী ঐ সকল গোত্রজ-ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। এতদ্দ্বারা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, বর্ত্তমান দিনাজপুর ও রঙ্গপুর অঞ্চলে পূর্ব্বকালে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বা সপ্তশতীর নিবাস ছিল। যেরূপ রাঢ়ীয় সপ্তশতীর সংখ্যা ক্রমেই লোপ পাইতেছে, সেইরূপই কোন কারণে বারেন্দ্রবাসী সপ্তশতীগণ বিলুপ্ত হইয়াছেন, অথবা আত্ম-পরিচয় গোপন করিয়া উত্তর-বারেন্দ্র সমাজে মিশ্রিত হইয়াছেন।[১] এখনও রঙ্গপুর ও দিনাজ-পুরের কোন কোন স্থানে কৌশিক ও পরাশর গোত্রীয় দুই একজন ব্রাহ্মণের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহারা উত্তর-বারেন্দ্র কুলীনদিগের মধ্যেই কন্যা-সম্প্রদান করিয়া থাকেন। এই সকল কারণেই বোধ হয়, রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য নুলাপঞ্চানন ও লঘুভারতকার উত্তর-বারেন্দ্রদিগকে সপ্তশতী-মধ্যে গণ্য করিয়াছেন।

রাঢ়ীয়-সপ্তশতী সম্পর্ক।

সাতশতীগণের-মধ্যে এখন যে সকল গাঞি দৃষ্ট হয় এবং যাহারা রাঢ়ীয় কুলীনকে কন্যাদান করিয়া রাঢ়ীয়দলে মিশিয়াছেন, পরপৃষ্ঠায় তাঁহাদের তালিকা প্রকাশ করিলাম। কিন্তু সর্ব্বপ্রথম কোন্ সময় হইতে রাঢ়ীয় কুলীনগণ সপ্তশতীর কন্যা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন, তাহা জানা উচিত। কনোজগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ সপ্তশতীকন্যা গ্রহণ করিলেও বল্লালসেনের কুলবিধিকালে সপ্তশতীর কন্যাগ্রহণ কুলীনের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। নুলা-পঞ্চানন লিখিয়াছেন, '১৩শ পর্য্যায়ে (?) অর্জ্জুনমিশ্র পিতাড়ীর কন্যার রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন, সেই হইতে রাঢীয় কুলীনগণ সপ্তশতীগণের সহিত মিশিয়াছেন।' তৎপরে দেবীবরের মেলবন্ধন-কালে অনেক কুলীনই সপ্তশতীভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, অর্থাৎ মুলুকজুড়ি, সুরাই, কাশ্যপকাঞ্জারী প্রভৃতি সপ্তশতীর ঘরে কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবীবর সেই সকল দোষকে গুণ বলিয়া গণ্য করেন। তৎকালে কুলীনগণ সপ্তশতীসংশ্লিষ্ট হওয়াতে তাহা দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে নাই। তাই কুলকারিকায় দেখা যায়—

"উলোর মধ্যে শিবশঙ্কর সপ্তশতী পায়। বুড়োনের বিষ্ণুরামে ভাগ্য বলি ধায়॥"

এমন কি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রথিত চতুঃসাগরীকুলও সপ্তশতীভাবাপন্ন।

(১) প্রধান প্রধান সপ্তশতীগণ বলিয়া থাকেন, যে ভাদাড়ী বা ভাদুড়ী, ভট্টশালী, করঞ্জ, আদিত্য ও কামদেব এই পঞ্চগ্রামীয় সপ্তশতী বারেন্দ্রদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন। (সাগরপ্রকাশ ২৪ পৃষ্ঠা) বারেন্দ্র ও উত্তর বারেন্দ্র মধ্যে এখনও ঐ সকল গাঞি দৃষ্ট হয়। বারেন্দ্রসপ্তশতীপ্রবেশ সম্বন্ধে কেহ কেহ নিম্নলিখিত কুলাচার্য্যবচন উদ্ধৃত করিয়া থাকেন,—

"তদ্দেববশতো জাতাস্তাসু সপ্তসুতা বরাঃ। বরেন্দ্রঞ্চ গতাঃ পঞ্চ কনিষ্ঠৌ রাঢ়সংস্থিতৌ॥"

সপ্তশতীগণের আচার-ব্যবহার রীতিনীতি এ দেশীয় অপরাপর ব্রাহ্মণগণের মত,—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না।

সপ্তশতীর অধঃপতনের কারণ। যে কারণে গৌড়বাসী আদি ব্রাহ্মণ বা সপ্তশতীগণের অধঃপতন ঘটিয়াছে, এখন তাহার আর একটু পরিচয় দিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

সপ্তশতীর অধঃপতন-সম্বন্ধে নুলা-পঞ্চানন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন,—

"সাতশতী দ্বিজগণে, পটু শূদ্রের যাজনে, নাহি যাতে বেদ অনুষ্ঠান।
বিধিসিদ্ধ ক্রিয়াদায়, শূদ্রেও যে গোত্র পায়, যে যায় চরণে লয় স্থান॥
শতধারা শূদ্রজাতি, গোত্র পায় নানা ভাতি, চাকলা-যাজী চক্কত্তি কারণ।
যবগ্রামে অবস্থান, গোত্রে গৌতম সন্তান, নাম লয় গোসাঞি নন্দন॥
চক্র ঋত্বিকেতে গত, নিপাতনে র, ক্ক হত, ঋত্বিকে চক্কতি মহাশয়।
তদবধি অর্থ হলে, কহে সে স্বদলে বলে, ভগ্নীপতি মুকুজ্যে মশায়॥
সাতশতী স্ব স্ব খ্যাতি, আর নাহি পায় ভাতি, গুপ্ত আছে যেথায় সেথায়।
সে কথা বলবো কিবা, নাহি আছে কিছু পভা, জীয়ন্তে ঠিক মরার প্রায়॥
সাতশতী দলে বলে, মেশে যে চক্কত্তি কুলে, ছাড়াইতে সে জঘন্য নাম।
সাতশতীর গণন, কৌণ্ডিন্যাদির কথন সাগাঞি সুগাঞির নন্দন।
পরাশর হারীতাদি, আলম্যান অত্রি বিধি, মৌদ্গল্য কাশ্যপ কাঞ্চন॥
কাশ্যপে কাঞ্জাড়ী রায়, কাটানী চক্কত্তি কয়, কত অযাজ্য যাজন।
কান্যকুব্জের শ্রী গেল, সাতশতী মান্য হল, তার কন্যায় করে রন্তন॥
দৌহিত্রে পিণ্ড দিলো, চক্কত্তি উদ্ধার হলো, কন্যাদানে গোষ্ঠীপতি খ্যাতে।
সাতশতী দ্বিজ যারা, মিশেল হইল তারা, কান্যকুব্জ দ্বিজ সমাগতে॥
কান্যকুব্জ অধস্তনে, ত্রয়োদশ মিশ্রার্জ্জুনে, মজে পিতাড়ী কন্যাদর্শনে।
সেই হতে প্রবেশিলে, সাতশতী রাঢ়ী দলে, খোটা হয় বন্দ্যামুখোগণে॥
এখনো পৃথক্ যারা, ব্রাহ্মণ্যাতে খাটো তারা, চক্কত্তি গোসাঞি বাই বলে।
নাল্‌সী ফর্ফরছাতায়, কুড্যালে হেলানী ধায়, বাতাড়ী পিতাড়ীর উজ্জ্বলে॥"

আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে গৌড়বাসী ব্রাহ্মণ-সমাজে যেরূপে অবনতির সূত্রপাত হয়, বর্ত্তমান প্রস্তাবের প্রারম্ভেই সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিয়াছি। তৎপরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পাল-রাজগণের প্রভাবে ও তাঁহাদের সংশ্রবে অনেকেই বৌদ্ধভাবাপন্ন হন। বৌদ্ধদিগের মধ্যেও জাতিভেদ ছিল। সেই কারণে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ জাতিগত সম্মান হারান নাই।[১] এই সময়ে

(১) এক সময়ে বৌদ্ধব্রাহ্মণের বিশেষরূপ প্রভাব ছিল। হেমাদ্রিরচিত চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির পরিশেষ-খণ্ডে তাহার উল্লেখ আছে। ঐ সকল ব্রাহ্মণ তখনকার হিন্দুসমাজে নীচ জাতির মধ্যে বিশেষ আধিপত্য

অযাজ্য-যাজন, অযোগ্য-দানগ্রহণ, হীনাচার-অবলম্বন, নিন্দিত সমাজে বাস প্রভৃতি কারণে সপ্তশতীগণের প্রধানতঃ অধঃপতন ঘটিয়াছিল। কোন কোন সমাজের ব্রাহ্মণ সহসা অপর কোন সমাজের ব্রাহ্মণের সহিত আহার ব্যবহার ও দানাদান করিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে সকলকেই বিশেষ সামাজিক নিয়মে চলিতে হয়। এই কারণেই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণের সহিত প্রথমতঃ সপ্তশতীগণ মিশিতে পারেন নাই। বরং তাঁহাদের অনাচার-দৃষ্টে কনোজব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন। তৎপরে বহুকাল এক গ্রামে একস্থানে বসবাসনিবন্ধন তাঁহাদের মনোমালিন্য অনেকটা দূর হইল। ক্রমে মেশামিশিতে ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। তখন দুই একজন করিয়া রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রসমাজে প্রবেশলাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাঁহারা শূদ্রপ্রতিগ্রাহিতা ও শূদ্রশ্রাদ্ধাদিতে দানগ্রহণ করিয়া পতিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা আর উচ্চ সমাজে মিশিতে পারিলেন না। তাঁহারা অগ্রদানী, ভাট ইত্যাদি অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণশ্রেণীতে গণ্য হইলেন ও অনেকেই আত্মপরিচয় গোপন করিলেন। প্রকৃত সাতশতী বলিয়া আর পরিচয় দিতে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই ইচ্ছা নাই। এইরূপে উচ্চ শ্রেণীর দুই একঘর সপ্তশতী ভিন্ন নিম্ন শ্রেণীর সপ্তশতীগণকে আর চিনিতে পারা যায় না। মান্যগণ্য যে সকল সপ্তশতী আছেন, দেখা যায় তাঁহাদেরও অনেক পুত্রসন্তান অভাবে বংশলোপ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সপ্তশতীসমাজে পরস্পরে আদান-প্রদানের সুবিধা ছিল, অনেকের বংশাভাব ঘটায় এখন আর পূর্ব্ববৎ সুবিধা নাই। ঘর মিলা দায়। কাজেই এখন রাঢ়ীয় বা অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণদলে প্রবেশ ভিন্ন তাঁহাদের আর গত্যন্তর নাই। যেমন কোন মহাবৃক্ষ বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলে ক্রমে ক্রমে শাখাবিরহিত হইয়া আমূল শুষ্ক হইয়া পড়ে, বর্ত্তমান সপ্তশতী-সমাজেরও সেই অবস্থা।

এখানে শ্রীনাথ বন্দ্যো-রচিত সপ্তশতী-কারিকা উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"প্রসিদ্ধ শ্রোত্রিয় যার বংশে কোন কালে। নগণ্য বলিয়া কন্যা নাহি দেয় মেলে॥
সেই বংশে সপ্তশতী মস্তকের মণি। শুদ্ধ হতে অতি শুদ্ধ গোষ্ঠীপতি মানি॥
কুল শীল আছে যার সে কি কভু ভুলে। সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরে শুদ্ধ বলি বলে॥
কিন্তু যত অকুলীন রাঢ়ীয় ঔরসে। জন্মে ছিল সপ্তশতী-কন্যাগর্ভে শেষে॥
আবার পঞ্চম হতে দশম বংশেতে। পঞ্চগোত্রোদ্ভব সব রাঢ়ীয় অংশেতে॥
সন্তান সন্ততি ক্রমে যতেক জন্মিল। তাৎকালিক নিয়ম পরে সপ্তশতী হল॥
পিতৃপিতামহাদি গাঞিত পেলনা। তথাপিহ গোত্রবংশ তাত ছাড়িল না॥
শাণ্ডিল্য গোত্রীয় হতে জন্মেছে যাহারা। ভট্টনারায়ণবংশ বলয়ে তাহারা॥
কাশ্যপগোত্রীয় বলে দক্ষের সন্তান। সাবর্ণ বেদগর্ভবংশ করায় আখ্যান॥

বিস্তার করিয়াছিলেন। পাছে তাঁহারা হিন্দুসমাজে উচ্চ জাতির শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে নিযুক্ত হন, সেইজন্য হেমাদ্রি শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

"বৌদ্ধ-শ্রাবক-নির্গ্রন্থ শাক্ত-জীবক-কাপিলান্। যে ধর্ম্মানমুবর্ত্তন্তে তে বৈ নগ্নাদয়ো জনাঃ॥......
যে চান্যে পাপকর্ম্মাণঃ সর্ব্বাংস্তানপি বর্জ্জয়েৎ।" (পরিশেষখণ্ডে শ্রাদ্ধকল্পে ৭ অধ্যায়।)

কবি   ণর স্বহস্তলিখিত পুঁথির প্রতিকৃতি

½ অংশ

৯৮ পৃষ্ঠা
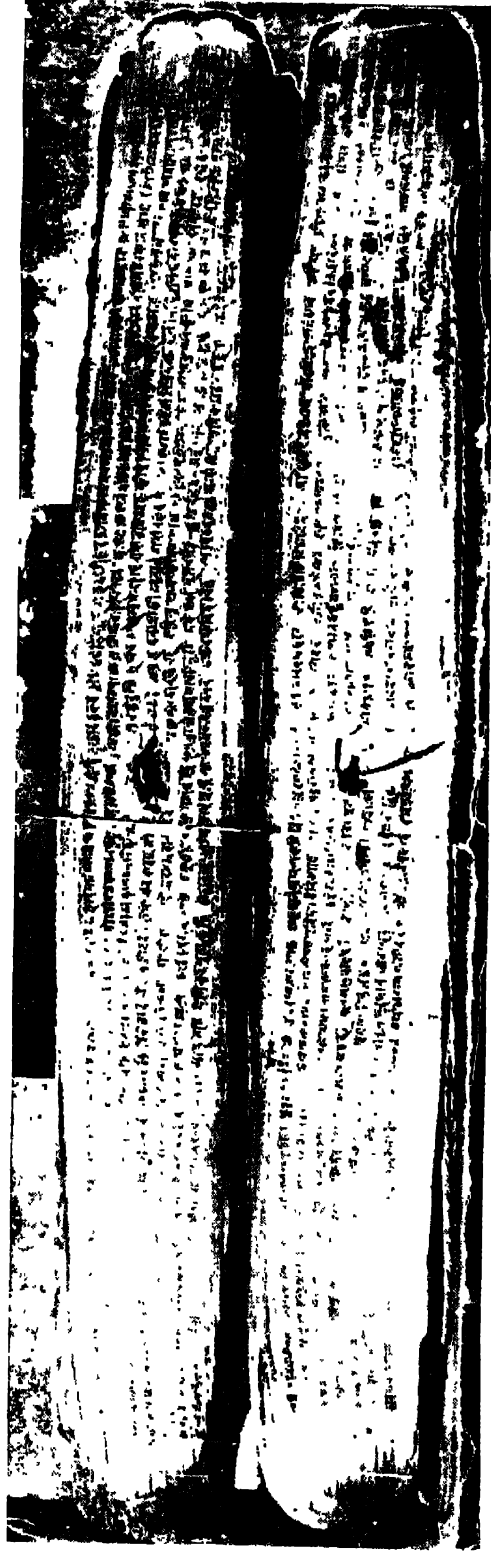
কবিকঙ্কণ-পুত্র শিবরামের দানপত্র

[৯৯ পৃষ্ঠা

বাৎস্য গোত্রোদ্ভব বলে ছান্দড় সন্ততি। ভরদ্বাজ শ্রীহর্ষেরে বলে বংশপতি ॥
শ্রোত্রিয় বলিয়া সবে দেয় পরিচয়। প্রসিদ্ধ বা শুদ্ধ বলে কেহ কেহ কয় ॥
সপ্তদশ অষ্টাদশ পুরুষ হইতে। সপ্তশতী ব্রাহ্মণের দৌহিত্রগণেতে ॥
কেন পেলে পিতৃপদ দেখহ বিচারি। কে কুলীন কি শ্রোত্রিয় কে বংশজ হেরি ॥
এরা যদি পিতৃবলে হইল উন্নত। তাহারা সেজন্য তবে থাকিল পতিত ॥"

সপ্তশতী শাণ্ডিল্যগোত্র সাগাঞি ভট্টাচার্য্যবংশ প্রসিদ্ধ। ইঁহাদিগের বংশে অনেক অধ্যাপক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এখনও দুই একজন পণ্ডিত দেখা যায়। এই বংশের অধিকাংশের বাস হুগ্‌লী জেলার অন্তর্গত আট্‌পুর, জয়রামপুর, লোহাগাছী, সিংটি শিবপুর প্রভৃতি গ্রাম। ইঁহারা ভট্টনারায়ণের সন্তান শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন ও কুলীনগণের সহিত ক্রিয়া করিয়া আসিতেছেন। কয়ড়ী বা কোয়াড়ী বংশ সাবর্ণ গোত্র, বেদগর্ভের সন্তান ও শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, জেলা হুগলীর অন্তর্গত খানাকুলের সন্নিহিত কাজড়া শঙ্করপুর প্রভৃতি অনেক গ্রামে ঐ বংশ আছে। তাঁহারা কুলীনগণের সহিত সম্বন্ধ করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের মধ্যে তালা-দামিন্যাবাসী হৃদয়মিশ্রের পুত্র কবিচন্দ্র ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী বিশেষ বিখ্যাত, এই কবিকঙ্কণই চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা।*

* কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের স্বহস্তলিখিত চণ্ডীমঙ্গলে তাহার পূর্ব্বপুরুষের এইরূপ পরিচয় আছে—
"কয়ড়াকুলের রাজা, সুকৃতি তপন ওঝা, তস্য সুত উমাপতি নাম ॥ তনয় মাধবশর্ম্মা, সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা, তার নয় তনয় সোদর। উদ্ধরণ পুরন্দর নিত্যানন্দ সুরেশ্বর, বাসুদেব মহেশ সাগর ॥ সর্ব্বেশ্বর অনুজাত, মহামিশ্র জগন্নাথ, একভাবে পূজিল শঙ্কর। বিশেষ পুণ্যের ধাম, সুধন্য হৃদয় নাম, কবিচন্দ্র তার বংশধর ॥ অনুজ মুকুন্দশর্ম্মা, সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা, নানাশাস্ত্রে নিশ্চয় বিদ্বান্। শিবরাম বংশধর, কৃপাকর মহেশ্বর, রক্ষ পুত্রে পৌত্রে ত্রিনয়ান ॥"
তিনি চণ্ডীমঙ্গলে এইরূপ কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন—
"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা। সেইকালে দিলা গীত হরের বনিতা ॥"
অর্থাৎ ১৪৯৯ শকে বা ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার পুত্র শিবরাম চক্রবর্ত্তী বারাখাঁর শাসনকালে কুতুবখাঁর নিকট যে ২০ বিঘা জমি ব্রহ্মোত্তর পাইয়া ছিলেন, সেই পাট্টার অবিকল নকল নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"শ্রীশ্রীযুৎ যুতায় মিঞা বারা খাঁ
ব্রহ্মোত্তর জমী দলদে শ্রীযুত কুতুব খাঁ
শ্রীযুত ৺জীউ

রকবনী অত শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী
মৌজে দামিন্যা পরগণে হাউলী—
সরকার ছিলেমাবাজ গ্রাম মহুকুরে
তোমাকে জমি বিষ ২০ বিঘা তুমি বাসবাড়ী দিন
যুতিয়া জোতাইয়া···কে দোহা করিয়া পরম সুখে
ভোগ করহ অপর হা তীন তরফে সভাপণ্ডিতি
বিত্তি-আচায্য বরণ ও হুদি বিবরণ ও জলদান ও
জজ্ঞেশ্বর বিধি বেবস্তার চোউত বেদীর সীমানা
ওগয়রহ তোমারে দিব ইতি ইস ১০৪৭ সাল
তাং———১ ফাল্গুন———"

কুড়্যাল চক্রবর্ত্তীরাও বেদগর্ভ বংশ, কেহ বা ঐ বংশের প্রসিদ্ধ নারায়ণ ঠাকুরের বংশ ও শুদ্ধশ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। জেলা হুগলীর অন্তর্গত উপরোক্ত খানাকুলের সন্নিহিত রঘুজিতবাটী, নন্দনপুর ও মাধবপুর প্রভৃতি গ্রামসমূহে এই বংশের বস বাস রহিয়াছে।

[অপর পৃষ্ঠায় বংশপরিচায়ক তালিকা দ্রষ্টব্য।]

পঞ্চম অধ্যায়

--*:*--

কনোজাগত ব্রাহ্মণ-বিবরণ

যে সময়ে পুনরায় বৈদিকধর্ম্মপ্রিয়-হিন্দুরাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল, যে সময়ে বৌদ্ধগণের বাক্যে মুগ্ধ হইয়া এখানকার ব্রাহ্মণগণও সনাতন বৈদিকাচার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে হিন্দুধর্ম্মরক্ষার জন্য, যাগযজ্ঞাদি সুসম্পন্ন হইবার আশয়ে, জনসাধারণকে আবার সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়েই গৌড়রাজ অশেষবিধ যত্ন করিয়া ব্রাহ্মণপ্রবর পঞ্চসাগ্নিকবিপ্রকে আপন রাজ্যে আনাইয়াছিলেন। সকল কুলাচার্য্যই বলেন, যে রাজা এই মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম আদিশূর। আদিশূর কি উপায়ে গৌড়দেশে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে কুলাচার্য্যগণ যে সকল গল্প করিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বে সপ্তশতী-বিবরণ-মধ্যে যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে।

কোন্ সময়ে সাগ্নিক পঞ্চব্রাহ্মণ আনীত হন, তৎপক্ষে বহু মতামত লক্ষিত হয়। কুলার্ণবের মতে ৮৫৪ শকে[1], বারেন্দ্রকুলপঞ্জী ও বাচস্পতিমিশ্রের মতে ৬৫৪ শকে[2], ভট্টগ্রন্থ মতে আগমনকাল সম্বন্ধে মতামত। ৯৯৪ শকে[3], ক্ষিতীশবংশাবলীর মতে ৯৯৯ শকে[4], কায়স্থকৌস্তুভ-রচয়িতার মতে ৩৮০ বাঙ্গালা সনে (৮১৪ শকে), দত্তবংশমালার মতে ৮০৪ শকে[5], রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ৯৬৪ খৃষ্টাব্দে (=৮৮৬ শকে[6]), সম্বন্ধনির্ণয়ের মতে ৯৯৯ সংবতে (=৮৬৪ শকে[7]) এবং গৌড়ে-ব্রাহ্মণ-রচয়িতার মতে ৯৫৪শকে[8] পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়মণ্ডলে আগমন করেন।

---

(১) "বেদবাণাঙ্কিমে শাকে বিপ্রাঃ পঞ্চ সমাগতাঃ।" (নুলা পঞ্চাননের সারাবলীধৃত কুলার্ণব।)

(২) সপ্তশতী-বিবরণে ৮৮ পৃষ্ঠার ১ ও ২ টাকা দ্রষ্টব্য।

(৩) "শক ব্যবধান কর অবধান ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ যদা। অঙ্কে অঙ্কে বামাগতি বেদমুক্তা তদা॥
কন্যাগত তুলাঙ্ক অঙ্কে গুরুপূর্ণ দিশে। সহর পহর ত্যজিয়ে গৌড়ে প্রবেশিলেন এসে॥"

(৪) "নবনবত্যাধিকনবশতীশকাব্দে প্রাগুপকল্পিতাবাসে নিবেশয়ামাস।" (ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্ ২পৃঃ।)

(৫) "গৌড়ে সমাগতঃ শাকে স বেদাষ্টশতাব্দকে॥" (দত্তবংশমালা।)

(৬) Indo-Aryans, Vol. II. p. 209.

(৭) সম্বন্ধ-নির্ণয় (২য় সংস্করণ) ২১৯ পৃষ্ঠা।

(৮) গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ৪৮ পৃষ্ঠা।

বর্ত্তমান সাতশতীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

গাঞি।	গোত্র।	যে জেলায় বাস।	যে গ্রামে বা নগরে বাস।	যে রাঢ়ীয় কুলীন ঘরে কন্যাদান করিয়াছে।	যাঁহারা এখনও রাঢ়ীয় কুলীনকে কন্যাদান করেন ও শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন।
যবগ্রামী	গৌতম	বর্দ্ধমান, হুগলী	নাড়্গ্রাম, পাত্রসাএর, সিমলাগড়, শিঙেরকোণ, মাচ্ছর, ভৈটে, মাচ্ছর, ময়নাগড়	ফুলিয়া মেলে মুখটিবংশে	নাড়গাঁর রায়বংশ।
ঐ [১]	,,	"		ফুলিয়া মেলে উলাব রমণ-ঠাকুরের সন্তানে	
কড়ারী	পরাশর	ঢাকা	পদ্মার দক্ষিণাংশে	গঙ্গানন্দ চট্ট ও বেগের গাঙ্গুলি বংশে	
কড়ারী	শাণ্ডিল্য	ঢাকা	বিক্রমপুর অঞ্চলে		
কাশ্যপকাণ্ডারী	কাশ্যপ	হুগলী	চুঁচড়া, ফরাসডাঙ্গা শ্রীরামপুর	ফুলিয়ার মুখটিবংশে	
পিতাড়ী	পরাশর	২৪ পরগণা, হুগলী		বল্লভীমেলে	কলিকাতা, ২৪পরগণা, হুগলী জেলায় এবং বর্দ্ধমান জেলাস্থ সন্দিপুরের পিতাড়ীগণ
কৌণ্ডিন্য	কৌণ্ডিন্য	নদীয়া	শান্তিপুর, বেলগড়িয়া, ফুলিয়া	সর্ব্বানন্দী মেলে	
কাটানী	কাশ্যপ	খুলনা	সেনহাটী, সাতক্ষীরা	ফুলিয়া, খড়দহ, বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী মেলে	সেনহাটীর চক্রবর্ত্তী-বংশ[২]।
ডাইয়া*	কাশ্যপ	খুলনা	আড়োপাড়া	ফুলিয়া ও সুরাই মেলে	আড়োপাড়ার ডাইয়া বংশ।
নালসী	বশিষ্ঠ	হুগলী	সিমলাগড়	ফুলিয়ার মুখটি	রায় উপাধিধারীগণ।
সিন্দুরাবল্লভ*		খুলনা	মহেশ্বরপাশা	"	মহেশ্বরপাশার সিন্দুরাবল্লভবংশ।
দান্দুড়ী*		"	কুলতলা		শ্রীফলতলার দান্দুড়ীগণ শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচিত।
ফর্ফরছত্রিকা	কাশ্যপ	নদীয়া	কামালপুর চাকদহের নিকট	ফুলিয়া, খড়দহ, সর্ব্বানন্দী ও বল্লভী মেলে	

(১) ইহাদের গোস্বামী উপাধি। (২) এই বংশে সাতক্ষীরার জমিদার ৺প্রাণনাথ চৌধুরীর জন্ম।

* সপ্তশতীর গাঞিমালামধ্যে এই সকল নাম পাওয়া যায় না। অথচ ইহারা সাতশতী শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচিত। এইরূপ ২৪ পরগণায় দানিয়াড়ী গ্রামী ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রদিগের গাঞিমালায় ইহাদের না থাকায়, কেহ কেহ দানিয়াড়ীকে সাতশতী বলিয়াই স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহারা শুদ্ধশ্রোত্রিয় বলিয়াও আপনাদের পরিচয় দেন ও রাঢ়ীয় কুলীনের ঘরে কন্যা সম্প্রদান করেন। কোন কোন রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে সাবর্ণ গোত্র পরিচয়ে দায়ী স্থানে দানিয়াড়ী গাঞির উল্লেখ আছে। এতদ্দ্বারা দানিয়াড়ীরা রাঢ়ীশ্রেণী হইতেছেন। এতদ্ভিন্ন যশোর জেলার হলদাপরগণায় আলম্যান, বশিষ্ঠ ও গৌতম গোত্রীয় ভট্টাচার্য্যগণ কুলজ্ঞগণের নিকট সপ্তশতী বলিয়া গণ্য।

উপরে যে নয়টী মত উদ্ধৃত করিলাম, উহার কোনটীর সহিত কোনটীর মিল নাই। এরূপ স্থলে কোন্‌টী প্রকৃত, কোন্‌টী অপ্রকৃত, তাহা স্থির করা অসম্ভব। সুতরাং আদিশূর কোন্‌ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাহাও উহার কোনটী দ্বারা স্থির হইতেছে না।

আদিশূরের কালনির্ণয় সম্বন্ধে যেরূপ মতভেদ দেখা যাইতেছে, কুলবিধাতা বল্লালসেনের সময় সম্বন্ধে এরূপ গোলযোগ নাই। গৌড়েশ্বর বল্লালসেন স্বরচিত দানসাগরগ্রন্থে গ্রন্থ-রচনার যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার আবির্ভাব-কাল অনায়াসেই নির্ণীত হইতে পারে। ১০৯১ শকে (অর্থাৎ ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) দানসাগর' রচিত হয়। এই বল্লালসেন কনোজাগত ব্রাহ্মণসন্তানদিগকে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করেন।[১] উক্ত ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণের কুলগ্রন্থ হইতে জানা যায়, যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, মহারাজ বল্লালসেনের সময় তাঁহাদেরই অধস্তন ৮ম হইতে ১৫শ পুরুষ পর্য্যন্ত গত হইয়াছিল[২]। এতদ্দ্বারা বোধ হইবে, বল্লালসেনের বহুকালপূর্ব্বে মহারাজ আদিশূর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কোন কোন বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকাতেও লিখিত আছে, আদিশূরের কুলে সাতপুরুষ পরে এক কন্যা জন্মে, তাঁহারই গর্ভে বল্লালসেন জন্মগ্রহণ করেন[৩]। বারেন্দ্রকুলজ্ঞীর এ বিবরণটী প্রকৃত হউক বা না হউক, তবে বল্লালসেনের বহুপূর্ব্বে যে আদিশূর আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্র লিখিয়াছেন, পালবংশীয় রাজা দেবপালের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আদিশূর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবার বারেন্দ্রগণের লাহেড়ী বংশাবলী-পাঠে জানা যায়, দেবপালের পিতা ধর্ম্মপাল ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঁঞি ওঝাকে গ্রাম দান করিয়াছিলেন[৪]। ইহা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণানয়নকারী আদিশূর ধর্ম্মপালের এক পুরুষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। বপ্পভট্টিসূরিচরিত, রাজশেখরের প্রবন্ধকোষ, প্রভাচন্দ্রসূরির প্রভাবকচরিত প্রভৃতি জৈনগ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মদেবের পুত্র আমরাজের সহিত গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের সর্ব্বদাই বাদবিসংবাদ হইত—পরস্পর পরস্পরের ঘোর শত্রুরূপেই গণ্য ছিলেন। ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতে, যশোবর্ম্মদেব প্রায় ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে কালগ্রাসে পতিত হন।[৫] আবার প্রবন্ধকোষ ও বপ্পবট্টিসূরিচরিতের মতে

ব্রাহ্মণাগমনের প্রকৃত কালনির্ণয়।

(১) এ সম্বন্ধে প্রমাণপ্রয়োগাদি বিস্তৃত বিবরণ রাজন্যকাণ্ডে সেনরাজবংশ-বর্ণনপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

(২) পর অধ্যায়ে কুলবিধানপ্রসঙ্গে বংশাবলী দ্রষ্টব্য।

(৩) সম্বন্ধনির্ণয় ২য় সংস্করণ ২৭২ পৃষ্ঠা।

(৪) "রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুধমমরধুনীতীরদেশ বিধাতুং
নাম্নাদিগাঞিবিপ্রং গুণযুতভনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকনকরজতৈর্ধামসারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ॥" (লাহেড়ীবংশাবলী।)

(৫) Dr. Bhandarkar's Notices of Sanskrit MSS, 1883-84, p. 15.

যশোবর্ম্মদেবের পুত্র আমরাজ ৮৯০ সংবতে (অর্থাৎ ৮৩৩ খৃষ্টাব্দে) স্বর্গলোকে গমন করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহামের মতে রাজা ধর্ম্মপাল ৮৩১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।[২] কিন্তু উল্লিখিত জৈনগ্রন্থগুলি পাঠ করিলে সহজেই অনুমান হয়, যে ধর্ম্মপাল তাহারও কিছু পূর্ব্বে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন।* কনোজাধিপ আমরাজ-বপভট্টিসূরি কর্ত্তৃক অল্প বয়সেই জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি যেরূপ জৈনধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, তাহাতে তিনি যে আদিশূরের সভায় সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাঠাইবেন, তাহাও সম্ভবপর নহে। এদিকে রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে পাওয়া যাইতেছে, কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য যখন গৌড়বিজয়ে আগমন করেন, তৎকালে গৌড় ও মগধে সম্পূর্ণ বৌদ্ধপ্রভাব। সে সময়ে গৌড়ে কোন একজন একচ্ছত্র রাজা ছিলেন না, গৌড়দেশ নানাক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত ছিল। তৎপরে আমরা জয়ন্ত নামক এক হিন্দু-রাজকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধননগরে অধিষ্ঠিত দেখি। রাজতরঙ্গিণীতে বর্ণিত হইয়াছে,—

("ললিতাদিত্যের পৌত্র) কাশ্মীররাজ জয়াদিত্য সৈন্যগণকে গঙ্গাতীরে বিদায় করিয়া রাত্রিকালে একাকী ভিন্নদেশে উপস্থিত হইলেন। জয়ন্তনামক গৌড়রাজের অধিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া গুপ্তভাবে ক্রমে ক্রমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসিগণের ঐশ্বর্য্য ও রাজধানীর সমৃদ্ধি-দর্শনে তিনি অতিশয় প্রীত হইলেন। এখানে তিনি কার্ত্তিকেয়-দেবের মন্দিরে নৃত্যদর্শনমানসে প্রবেশ করেন। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া দর্শকমাত্রেই চকিত হইলেন।[৩] দেবনর্ত্তকী কমলা জয়াপীড়ের রূপ দেখিয়াই তাঁহাকে রাজা বা রাজপুত্র বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিল। নর্ত্তকী তাহার এক অন্তরঙ্গকে কাশ্মীররাজের নিকট পাঠাইয়া দিল। জয়াপীড় তাহার প্রদত্ত তাম্বুল লইলেন ও নৃত্য শেষ হইলে কমলার সহিত তাহার আলয়ে গেলেন। কমলার আতিথেয়তায় কাশ্মীররাজ বিমুগ্ধ হইলেন। তাহারই মুখে একদিন তিনি শুনিলেন, "রাত্রিকালে একটা ভীষণ সিংহ আসিয়া বহুলোকের প্রাণনাশ করিতেছে। মনুষ্য, হস্তী, ঘোটক কত গিয়াছে, তাহার আর সংখ্যা নাই! সেইজন্য নগরবাসী সকলেই বিষম চিন্তাযুক্ত।" পরদিন রাত্রিকালে কাশ্মীররাজ গুপ্তভাবে গিয়া সেই দুর্দ্দম সিংহকে বিনাশ করিলেন। প্রাতঃকালে গৌড়াধিপ শুনিলেন যে, সিংহ বিনষ্ট হইয়াছে। রাজা কৌতূহলপরবশ হইয়া দেখিতে আসিলেন। মৃত সিংহের দেহ হইতে একটী কেয়ূর

(১) "শ্রীবিক্রমকালাদষ্টশতবর্ষেষু ব্যতীতেষু ভাদ্রপদে শুক্লপঞ্চম্যাং পঞ্চপরমেষ্ঠিনঃ স্মরন্ রাজা শ্রীআমঃ দিবমধ্যষ্ঠাৎ।" (প্রবন্ধকোষ।)

(২) Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. XV. Preface, p. III.

* রাজন্যকাণ্ডে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৩) "স্বদেশাগমনানুজ্ঞাং সৈন্যস্যাপ্তমুখেন সঃ। দত্ত্বা নিশায়ামেকাকী নির্যযৌ কটকান্তরাৎ॥
মণ্ডলেষু নরেন্দ্রাণাং পয়োদানামিবার্য্যমা। গৌড়রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখ্যেন ভূভুজা॥
প্রবিবেশ ক্রমেণাথ নগরং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনম্। তস্মিন্ সৌরাজ্যরম্যাভিঃ প্রীতঃ পৌরবিভূতিভিঃ॥
লাস্যং স দ্রষ্টুমবিশৎ কার্ত্তিকেয়নিকেতনম্। ভরতানুগমালক্ষ্য নৃত্যগীতাদিশাস্ত্রবিৎ॥
ততো দেবগৃহদ্বারশিলামধ্যাস্ত স ক্ষণম্। তেজোবিশেষচকিতৈর্জনৈঃ পরিহৃতান্তিকম্॥"
(রাজতরঙ্গিণী ৪।৪১৯-৪২৩।)

পাইলেন, তাহার উপর লেখা ছিল—"শ্রীজয়াপীড়"। এইরূপে গৌড়াধিপ জয়ন্ত, সিংহ-বিধ্বংসীর পরিচয় পাইলেন। তাঁহার নাম শুনিয়া সমস্ত নগর বিচলিত হইল। রাজা সকলকে শান্ত করিয়া জয়াপীড়ের অনুসন্ধানার্থ চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। কমলার গৃহে কাশ্মীররাজের সন্ধান পাওয়া গেল। গৌড়াধিপ অমাত্য ও অন্তঃপুরবর্গে পরিবৃত হইয়া মহোৎসবপূর্ব্বক জয়াপীড়কে নিজ প্রাসাদে লইয়া গেলেন এবং মহাসমারোহে তাঁহার একমাত্র কন্যা কল্যাণীদেবীর সহিত জয়াপীড়ের বিবাহ দিলেন। তৎপরে জয়াপীড় পঞ্চগৌড়ের রাজগণকে পরাজয় করিয়া শ্বশুরকে তাঁহাদের অধীশ্বর করিলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রধান অমাত্য দেবশর্ম্মা সসৈন্যে আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। জয়াপীড় পত্নী কল্যাণদেবী ও কমলাকে সঙ্গে লইয়া নিজ রাজ্যাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। গমনকালে তিনি পূর্ব্ববিজয়ী কান্যকুব্জরাজকে জয় করিয়া তাঁহার সিংহাসন গ্রহণ করিলেন।১

কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী হইতে জানা যায়, জয়াদিত্য ৭৪৫ হইতে ৭৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময় পঞ্চগৌড়াধিপ জয়ন্ত বিদ্যমান ছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, জয়াদিত্যের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে গৌড়ে বৌদ্ধপ্রাধান্য ছিল এবং পরবর্ত্তীকালে গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের সময় (৮৩১ খৃঃ অব্দে) আবার বৌদ্ধপ্রভাব হইয়াছিল। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সকল প্রাচীন কুলাচার্য্য একবাক্যে ঘোষণা করিতেছেন যে, বৌদ্ধদিগকে পরাজয় করিয়াই আদিশূর গৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন। প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্র লিখিয়াছেন,—

'মহারাজ আদিশূর পঞ্চগৌড়ের অধিপতি ছিলেন, কাশীরাজের সহিত তাঁহার স্পর্দ্ধা ছিল। তাঁহার সম্মান ও দানশক্তি দেখিয়া কাশীশ্বরকেও লজ্জিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু মহারাজ আদিশূরের সভায় সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিল না। এজন্য তিনি ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক নিন্দিত স্বরাজ্যে সাগ্নিকব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে মনন করিলেন। তাহাতে কোলাঞ্চদেশ হইতে জ্ঞান ও তপোযুক্ত ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি নামক পাঁচজন ব্রাহ্মণ গৌড়মণ্ডলে আগমন করিয়াছিলেন।'২

(১) "সামাত্যান্তঃপুরোঽভ্যেত্য প্রযত্নেন প্রসাদ্য তম্। ততঃ স্ববেশ্ম নৃপতির্নিনায় বিহিতোৎসবঃ॥
কল্যাণদেব্যাস্তেনাথ কল্যাণাভিনিবেশিনা। রাজলক্ষ্ম্যা ব্যপস্তায়া ইব সোঽভিগ্রহৎ করম্॥
ব্যধাদ্বিনাপি সামগ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন্। পঞ্চগৌড়াধিপান্ জিত্বা শ্বশুরং তদধীশ্বরম্॥
গতশেষং প্রভুত্যক্তং সৈন্যং সম্বাহয়ন্ স্থিতঃ। মিত্রশর্ম্মাত্মজো দেবশর্ম্মামাত্যস্তমাযযৌ॥
নিজদেশং প্রতি ততঃ স প্রতস্থে তদর্পিতঃ। অগ্রে জয়শ্রিয়ং কুর্ব্বন্ পশ্চাত্তেঽথ সুলোচনে॥
সিংহাসনং জিতাদাদৌ কান্যকুব্জমহীভুজঃ। স রাজ্যককুদং রাজা জহারোদারপৌরুষঃ॥"
(রাজতরঙ্গিণী ৪।৪৬৫-৪৭০।)

(২) "পঞ্চগৌড়াধিপস্তস্য স্পর্দ্ধা কাশীশ্বরেণ চ। সম্মানেন চ দানেন কাশীশ্বরমধঃকৃত॥
কিন্তু সাগ্নির্মহাত্মাপি বিপ্রাদ্যৈর্বিকলা সভা। মনস্বী তেন ভূপোঽয়ং ভূদেবৈর্নিন্দ্যরাজ্যকঃ॥
মতিশ্চক্রে তদা নেতুং গৌড়রাজ্যে দ্বিজোত্তমান্।
কোলাঞ্চদেশতঃ পঞ্চবিপ্রা জ্ঞানতপোযুতাঃ। মহারাজাদিশূরেণ সমানীতাঃ সপত্নীকাঃ॥
ক্ষিতীশ-মেধাতিথিশ্চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ। সৌভরিঃ স চ ধর্ম্মাত্মা আগতা গৌড়মণ্ডলে॥" (হরিমিশ্র)

যে পঞ্চব্রাহ্মণের নাম করিলাম, তন্মধ্যে ক্ষিতীশের পৌত্র আদিগাঞি ওঝা বৌদ্ধাধিপ ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। এরূপস্থলে স্বীকার করিতে হইবে, ধর্ম্মপালের অন্ততঃ ৫০।৬০ বর্ষ পূর্ব্বে আদিগাঞি ওঝার পিতামহ আদিশূর কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিলেন। কুলাচার্য্যগ্রন্থে আদিশূর 'পঞ্চগৌড়াধিপ' এই মহোচ্চ উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছেন। ধর্ম্মপালের পূর্ব্বে এখানে জয়ন্ত ব্যতীত আর কোন হিন্দু রাজাকে ঐরূপ উচ্চ সম্মানে অলঙ্কৃত দেখি না। ইত্যাদি কারণে সহজেই বোধ হইতেছে, গৌড়াধিপ জয়ন্ত জামাতা কর্ত্তৃক পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইলে 'আদিশূর' উপাধি গ্রহণ করেন। হরিমিশ্র লিখিয়াছেন, পঞ্চগৌড়েশ্বর আদিশূরই কোলাঞ্চ (কান্যকুব্জ) হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার জামাতা জয়াদিত্য কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ বিজিত হইবার পরও ব্রাহ্মণানয়নকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এরূপস্থলে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কুলপঞ্জিকা বর্ণিত "বেদবাণাঙ্গ" বা ৬৫৪ শক (=৭৩২ খৃষ্টাব্দে)[১] কনোজপতি যশোবর্ম্মদেবের সময়ে প্রথম ব্রাহ্মণাগমন এবং তৎপরে জয়াদিত্যের বিজয়কালে আনুমানিক ৭৫৩ হইতে ৭৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের পুনরাগমনে গৌড়-মণ্ডল নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। রাজতরঙ্গিণী হইতে যে ঐতিহাসিক বিবরণ বিবৃত হইল, আধুনিক ইতিহাসানভিজ্ঞ ঘটকবর্গের হস্তে পড়িয়া বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে, পূর্ব্বতন ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র জাগিয়া আছে।[২] প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্র এই কারণে ব্রাহ্মণাগমনের অপূর্ব্ব-কাহিনীর অবতারণা করেন নাই। সাগ্নিক ব্রাহ্মণপঞ্চকের নামকরণ সম্বন্ধেও মতভেদ লক্ষিত হয়। বাচস্পতিমিশ্রপ্রমুখ নাতিপ্রাচীন রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ লিখিয়াছেন,—

সাগ্নিক পঞ্চব্রাহ্মণের নাম।

'শাণ্ডিল্যগোত্রজ কবি ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপগোত্রজ দক্ষ, বাৎস্যগোত্রজ ছান্দড়, ভরদ্বাজ-গোত্রজ হর্ষ এবং সাবর্ণগোত্রজ বেদগর্ভ এই পঞ্চজন অশ্বারোহণে কোলাঞ্চ হইতে জ্বলদগ্নিবৎ আদিশূর-সভায় আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ কবচাবৃত ও করে রমণীয় অসি-বাণ-তূণ শোভিত ছিল।'[৩]

আবার বারেন্দ্র-কুলাচার্য্যগণের মতে—

'শাণ্ডিল্যগোত্রজ নারায়ণ জম্বুচত্বরগ্রাম হইতে, বাৎস্যগোত্র ধরাধর তাড়িতগ্রাম হইতে,

(১) রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র উভয় শ্রেণীর কুলপঞ্জিকায় ৬৫৪ শক গৃহীত হওয়ায় [৮৮ পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।] উহাই আদিশূর কর্ত্তৃক প্রথম সাগ্নিক ব্রাহ্মণানয়নকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি।

(২) সপ্তশতী-বিবরণে বিভিন্ন কুলাচার্য্যের ব্রাহ্মণানয়ন-সম্বন্ধে মতামত দ্রষ্টব্য।

(৩) "শাণ্ডিল্যগোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ। দক্ষোঽপি কাশ্যপশ্রেষ্ঠো বাৎস্যঃ শ্রেষ্ঠো হি ছান্দড়ঃ॥
ভরদ্বাজকগোত্রে চ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ। বেদগর্ভোঽপি সাবর্ণে যথা বেদ ইতি স্মৃতঃ॥
আরুহ্য পঞ্চতুরগান্ অসিবাণতূণকোদণ্ডরম্যকবচাদিশরীরবেশাঃ।
কোলাঞ্চতো দ্বিজবরাঃ মিলিতা হি গৌড়ে রাজাদিশূরপুরতোজ্জ্বলদগ্নিতুল্যাঃ॥" (বাচস্পতিমিশ্রের কুলরাম)

কাশ্যপগোত্র সুষেণ কোলাঞ্চ হইতে, ভরদ্বাজগোত্র গৌতম উড়ম্বরগ্রাম হইতে এবং সাবর্ণ-গোত্রজ পরাশর মদ্রগ্রাম হইতে (গৌড়েশ্বরের সভায়) আসিয়াছিলেন১।"

কিন্তু এড়ুমিশ্র, হরিমিশ্র, দেবীবর, মহেশ প্রভৃতি প্রাচীন কুলাচার্য্যগণের মতে ক্ষিতীশ, মেধাতিথি বা তিথিমেধা, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি এই পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা গৌড়মণ্ডলে প্রথম আগমন করেন। ইঁহাদের মধ্যে ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ, মেধাতিথির পুত্র শ্রীহর্ষ, বীতরাগের পুত্র দক্ষ, সুধানিধির পুত্র ছান্দড় এবং সৌভরির পুত্র বেদগর্ভ। এইরূপ হরিমিশ্রের কারিকা-পাঠে দৃষ্ট হইবে, যে পঞ্চজনকে বারেন্দ্রকুলাচার্য্যগণ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারাও ভট্টনারায়ণ দক্ষাদির ন্যায় ক্ষিতীশাদি ব্রাহ্মণপঞ্চকের সন্তান হইতেছেন। হরিমিশ্রবর্ণিত ব্রাহ্মণগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম—

শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ এই পঞ্চগোত্র। ইঁহাদের মধ্যে মুনিবর শাণ্ডিল্যই সর্ব্বপ্রকারে মাননীয়। শাণ্ডিল্যগোত্রে বেদব্যাস সদৃশ কলিব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। কলিব্যাসের পুত্র বামদেব, তৎপুত্র রামদেব, তৎপুত্র ক্ষিতীশ, ইনিই গৌড়রাজ্যে আগমন করেন। ক্ষিতীশের সর্ব্বগুণান্বিত অনেকগুলি পুত্র জন্মে,—তাঁহাদের নাম দামোদর, শৌরি, মহামতি বিশ্বেশ্বর, লোকপ্রসিদ্ধ শঙ্কর এবং ভট্টনারায়ণ।২

কাশ্যপগোত্রে মহাতপা কৃষ্ণমিশ্র জন্মগ্রহণ করেন, তৎপুত্র তমিস্র, তৎপুত্র ওঙ্কার, তৎপুত্র স্বর্ণক, তৎপুত্র জয়, তৎপুত্র বীতরাগ, ইনি গৌড়ে আসিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রগণের নাম দক্ষ, সুষেণ, ভানুমিশ্র ও কৃপানিধি।৩

বাৎস্যগোত্রে সুধানিধি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ঔরসে ছান্দড় ও ধরাধর এই দুই পুত্র জন্মে।৪

(১) "নারায়ণাখ্যো যস্তেষাং শাণ্ডিল্যগোত্র এব সঃ। রাঢ়াজ্জয়া সমায়াতঃ গ্রামতো জম্বুচক্ররাৎ॥
ধরাধরো বাৎস্যগোত্রস্তাড়িতগ্রামতঃ স্বয়ম্। সুষেণঃ কাশ্যপো জ্ঞেয় কোলাঞ্চাৎ ত্বরয়া গতঃ॥
গৌতমাখ্যো ভরদ্বাজগোত্র ঊড়ম্বরাত্তথা। পরাশরস্তু সাবর্ণো মদ্রগ্রামাৎ সমাগতঃ॥" (বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা)

(২) "শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপো বাৎস্যো ভরদ্বাজস্তথাপরঃ। সাবর্ণঃ কথিতাঃ পূর্ব্বং পঞ্চগোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
এতেষাং সর্ব্বতো মান্যঃ শাণ্ডিল্যো মুনিসত্তমঃ। তত্র জাতঃ কলিব্যাসো বেদব্যাস ইবাপরঃ।
তৎসুতো বামদেবোঽভূদ্রামদেবোঽপি তৎসুতঃ। তৎসুতশ্চ ক্ষিতীশঃ স আগতো গৌড়মণ্ডলে।
তস্যামী বহবঃ পুত্রা জাতাঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ। দামোদরস্তথা শৌরির্বিশ্বেশ্বরো মহামতিঃ।
শঙ্করো লোকবিখ্যাতো ভট্টনারায়ণোঽপি চ।"

(৩) "কাশ্যপগোত্রে সঞ্জাতঃ কৃষ্ণমিশ্রো মহাতপাঃ। তমিস্রস্তৎসুতো জাত ওঙ্কারস্তৎসুতোঽভবৎ।
ওঙ্কারাৎ স্বর্ণকো জাতো জয়াখ্যস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ। বীতরাগস্ততো জাত আগতো গৌড়মণ্ডলে।
তস্মাদ্দক্ষঃ সুষেণশ্চ ভানুমিশ্রঃ কৃপানিধিঃ।"

(৪) "সুধানিধেঃ সুতৌ জাতৌ ছান্দড়শ্চ ধরাধরঃ।"

(সাবর্ণগোত্রজ) সৌভরির অনেকগুলি পুত্র জন্মে, তাঁহাদের নাম বেদগর্ভ, রত্নগর্ভ, পরাশর ও মহেশ্বর।[১]

ভরদ্বাজগোত্রে বেদান্তসিদ্ধান্তবিৎ শান্তপ্রকৃতি, দীক্ষা, ক্ষমা, দান ও দয়ায় সুনিপুণ বীরের পুত্র মেধাতিথিভট্ট, তাঁহার ঔরসে শ্রীহর্ষ জন্মগ্রহণ করেন।[২] (হরিমিশ্র)

সম্বন্ধনির্ণয়োদ্ধৃত কুলরমায় লিখিত আছে,—

(ভরদ্বাজগোত্রে) শ্রীহর্ষ সর্ব্বতোমান্য ও কবিগণের পূজ্য ছিলেন। গৌতম, শ্রীধর, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, রবি ও শশী ইঁহারা শ্রীহর্ষের প্রিয় কনিষ্ঠ সহোদর।[৩]

বারেন্দ্র-কুলগ্রন্থে শাণ্ডিল্য-গোত্রে ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপগোত্রে সুষেণ ও কৃপানিধি, বাৎস্য-গোত্রে ধরাধর, সাবর্ণগোত্রে পরাশর ও রত্নগর্ভ এবং ভরদ্বাজগোত্রে গৌতম এইরূপ পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।[৪] পূর্ব্বে হরিমিশ্রের কারিকা ও কুলরমা হইতে যে পঞ্চগোত্রের বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে বারেন্দ্রকুলজীবর্ণিত ব্রাহ্মণগণের নামও যথাযথ আছে। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণ কনোজাগত যে পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়া থাকেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা প্রথমে গৌড়ে আসেন নাই, তাঁহাদের পিতৃগণই প্রথমে এদেশে আসিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কনোজপতি যশোবর্ম্ম দেবের সময় ৬৫৪ শকে গৌড়পতি জয়ন্ত ক্ষিতীশাদি পঞ্চব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন। তৎপরে জামাতার সাহায্যে পঞ্চগৌড়াধিপত্য লাভের পর গৌড়াধিপের আহ্বানে উক্ত পঞ্চব্রাহ্মণের স্ত্রীপুত্র ও অপরাপর সাগ্নিক ব্রাহ্মণও আসিয়া থাকিবেন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ এক পিতারই সন্তান, বর্ত্তমান কুলাচার্য্যগণের কেহ কেহ স্বীকার না করিলেও এ সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রায় সাড়ে তিনশত বর্ষ হইতে চলিল, বৈষ্ণবকবি নিত্যানন্দদাস প্রেমবিলাসে লিখিয়াছেন,—

"নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গা নাম। মাধব আচার্য্যে প্রভু কৈলা কন্যাদান॥
রাঢ়ীতে বারেন্দ্রে বিয়ে না ভাবিও আন। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র হয় একের সন্তান॥
রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে বিয়ে হয়েছে অনেক। দেশভেদে নামভেদ এই পরতেক॥"

---

(১) "সৌভরের্হ্যভবন্ পুত্রাঃ জাতাঃ বিখ্যাতপৌরুষাঃ। বেদগর্ভো রত্নগর্ভঃ পরাশরো মহেশ্বরঃ॥"

(২) "বেদান্তসিদ্ধান্তনিতান্তদান্তো দীক্ষাক্ষমাদানদয়াতিদক্ষঃ।
ভট্টাখ্য মেধাতিথিবীরসূনুস্ততোঽভবদ্ধর্ষঃ জগৎ পুপোষ॥" (বিশ্বকোষধৃত হরিমিশ্র।)
হরিমিশ্র যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, মহেশের নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকাতেও এইরূপ পরিচয় আছে। তবে মহেশ গৌড়াগত পঞ্চব্রাহ্মণের এক একটী পুত্রের উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন।

(৩) "শ্রীহর্ষঃ সর্ব্বতো মান্যো ভ্রাতৃণাঞ্চ প্রধানকঃ। কবীনাং সর্ব্বতঃ পূজ্যঃ সভায়াং তিলকং কৃতী॥
গৌতমঃ শ্রীধরঃ কৃষ্ণঃ শিবো দুর্গা রবিঃ শশী। হর্ষপ্রিয়ানুজা এতে জঘন্যাস্তু প্রবাদয়ঃ॥
গৌতমোঽপি সমাগমৎ শ্রীহর্ষং গৌড়মণ্ডলে। বিভাকরাদয়াঃ সপ্ত পুত্রাস্তস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"
(সম্বন্ধনির্ণয় ২য় সংস্করণ ২৮৫ পৃঃ)।

(৪) গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৬৩ পৃষ্ঠা।

পঞ্চব্রাহ্মণ প্রথমে কোথায় আসেন ? পঞ্চগৌড়াধিপ আদিশূর কোথায় তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করেন ? সেই স্থানের বর্ত্তমান অবস্থা নির্ণয় করা বিশেষ প্রয়োজন। সেই স্থান হইতেই বঙ্গের ভাবী উন্নতিবীজ উপ্ত হয়। বঙ্গবাসিগণ আজও যে ধর্ম্মকাণ্ডের স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, সেই স্থান হইতেই তাহার সূচনা।

আগমনস্থান-নির্ণয়।

সম্বন্ধনির্ণয়কার বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে, পঞ্চব্রাহ্মণ প্রথমতঃ বিক্রমপুরের রাজধানীতে আসিয়াছিলেন।১ 'আদিশূর ও বল্লালসেন'-রচয়িতা লিখিয়াছেন,—

"বিক্রমপুরান্তর্গত মেঘনানদীর পূর্ব্ব-উপকূলে রামপাল নামক স্থানে প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ এক প্রকাণ্ড সরোবরের খাত বিদ্যমান আছে। এই সরোবরের নাম রামপালদীঘি এবং এই দীঘি হইতে উক্ত স্থানের নাম রামপাল হইয়াছে। সরোবরের অনতিদূরে পরিখাবেষ্টিত কতিপয় পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের অধিবাসিগণ এই ভগ্ন অট্টালিকা বল্লালের রাজপ্রাসাদ বলিয়া পরিচয় দেয়। পরিখার স্থানে স্থানে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বেষ্টিত ভূমিখণ্ডের বিস্তৃতি এবং বাহ্যাবয়ব দৃষ্টে প্রতীত হয় যে, এই স্থান এক অতি প্রবল পরাক্রান্ত এবং ধনশালী রাজার রাজধানী ছিল। ভগ্নপ্রাসাদের পুরদ্বারে একটী প্রাচীন গজাড়ী বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। সকলেই এই গজাড়ী বৃক্ষটীকে আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণপ্রদত্ত আশীর্ব্বাদে জীবিত মল্লকাষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করে।"২

(১) সম্বন্ধনির্ণয় (২য় সংস্করণ) ১৫ পৃষ্ঠা।

(২) পার্ব্বতীশঙ্কর রায়চৌধুরীকৃত আদিশূর ও বল্লালসেন ৪ পৃষ্ঠা।—মল্লকাষ্ঠ অঙ্কুরিত হওয়া সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে,—'ব্রাহ্মণপঞ্চক বস্ত্র-চর্ম্ম-ধনুর্ব্বাণধারী যোদ্ধৃবেশে ভূষিত হইয়া অশ্বারোহণে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে দূত গিয়া রাজাকে জ্ঞাপন করিল। রাজা তাঁহাদের ব্রাহ্মণ-বিরুদ্ধ বেশদর্শনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের আশীর্ব্বাদী দূর্ব্বাক্ষত মল্লকাষ্ঠের উপর নিক্ষেপ করিলেন। শুষ্ক স্তম্ভ তৎক্ষণাৎ অঙ্কুরিত হইল। রাজা এই অপূর্ব্ব সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া ব্রাহ্মণগণের চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ও তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।' এ সম্বন্ধে বাচস্পতিমিশ্র এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন—

"আয়াতা বিপ্রবর্য্যাঃ শুচিতরহৃদয়াঃ পঞ্চকোলাঞ্চদেশাৎ
সস্ত্রীকাঃ পুত্রযুক্তাঃ পরিজনসহিতাঃ সাগ্নয়ঃ কান্তিমন্তঃ।
ইত্থং শ্রুত্বা ক্ষিতীশঃ সকলগুণযুতো হর্ষবর্ষাভিষিক্তো
নানাবস্ত্রাদিদানৈস্তমপি বহুধনৈস্তোষয়ামাস দূতম্॥
শ্রুত্বাগতং দ্বিজবরৈরিতি চাদিশূরৈঃ মেনে স্বজন্ম সকলং ভুবি সার্থকঞ্চ।
তত্রাগতঃ ক্ষিতিপতির্দ্বিজদর্শনার্থং চিন্তাবৃতো রণভৃতো যটবঃ কিমর্থম্॥
অসিকবচধনূংষি প্রদধতো মহান্তঃ ক ইহ তুরগারূঢ়া অস্ত্রশস্ত্রৌঘবন্তঃ।
নহি ধরণিসুরাণাং কিঞ্চিদাসাদ্য চিহ্নং কিমিতি কিমিতি কৃত্বা গচ্ছদন্তঃপুরং স॥
দৃষ্ট্বা বেশঞ্চ তেষামবনিপতিররো নাকরোদাদরঞ্চ সাশীর্দূর্ব্বাক্ষতঞ্চ দদুরপি সহসা মল্লযুগ্মস্ত মৌলৌ।
সদ্যস্তন্মল্লযুগ্মো দ্বিজবরবচসাঙ্কুরাভূদ্বিদিত্বা দূতে বিপ্রে বিধেয়ং প্রবৃতকরপুটো জ্ঞাপয়ামাস ভূপম্॥

এইরূপে এখনও পূর্ব্ববঙ্গের বহু লোকের বিশ্বাস, আদিশূর বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নামক স্থানেই রাজত্ব করিতেন এবং এখানেই পঞ্চব্রাহ্মণ প্রথম আগমন করেন। কিন্তু এই প্রবাদের মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য লুক্কায়িত নাই। গৌড়াধিপ আদিশূর কোন কালে বিক্রমপুরে পদার্পণ করিয়াছেন কিনা, তাহারই বিশ্বাসজনক প্রমাণভাব! আদিশূর যে সময়ে গৌড়ের অধীশ্বর, পৌণ্ড্রবর্দ্ধননগরে তৎকালে রাজধানী ছিল। আদিশূরের রাজধানীতে যদি পঞ্চব্রাহ্মণ পদার্পণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পৌণ্ড্রবর্দ্ধননগরেই তাঁহাদের শুভাগমন হইয়াছিল বলিতে হইবে।

এখন কথা হইতেছে, সেই গৌরবস্পর্দ্ধী গৌড়ের রাজধানী কোথায়? সেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের বর্ত্তমান অবস্থিতি-নির্ণয় সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ একমত নহেন। কেহ বলেন, রঙ্গপুরের মধ্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অবস্থিত ছিল।[১] আবার কাহারও মতে, বর্দ্ধনকুটী নামক স্থানই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের কতকটা নির্দ্দেশ করিতেছে।[২] কেহ মনে করেন, এখনকার পাবনা সহরই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন।[৩] আবার কেহ মত পরিবর্ত্তন করিয়া বলেন, তা নয়, করতোয়ানদীর ধারে বগুড়া হইতে ৭ মাইল উত্তরে ও বর্দ্ধনকুটীর ১২ মাইল দক্ষিণে 'মহাস্থানগড়' নামে যে এক অতি প্রাচীন স্থান আছে, সেখানেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধননগর ছিল।[৪] কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, ইহার কোনটীই ঠিক নহে।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধননগর।

গৌড়নামক বিস্তীর্ণ ভূভাগের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। কথাসরিৎসাগরপাঠে কতকটা বুঝা যায়, পৌণ্ড্রনগরী গঙ্গার কিছু দূরে অবস্থিত ছিল।[৫] চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়াং

আয়াতাঃব্রহ্মরূপাঃ ক্ষিতিবহিরহহো পঞ্চকোলাঞ্চদেশাৎ সোষ্ণীষাঃ শ্মশ্রুযুক্তাঃ ধনুরপি সশরং পৃষ্ঠদেশে দধানাঃ॥
তেষামাশাঃপ্রভাবাৎ ক্ষণমপি কঠিনাদঙ্কুরাণাং সমূহঃ শুষ্কস্তম্ভাদকস্মাৎ সমজনি পরিতশ্চিত্রমেতৎ ব্যলোকি॥
আশ্চর্য্যং শৃণু দেব অশ্রুতমিদং ভূদেবসম্পাদিতং তস্মাশীঃকরণাদ্যপত্রমিলনাৎ শুষ্কেঽঙ্কুরোঽভূন্নিশি।
সিদ্ধাঃ পঞ্চ কিমাগতা কিমস্বরাঃ কিঞ্চামরাঃ সায়ুধাঃ কিংবা পঞ্চবিরিঞ্চয়ঃ কিমথবা খেলন্তি পঞ্চর্ষয়ঃ॥
স সাপরাধো দ্রুতমাগতো বহি কৃতাঞ্জলিভূরিভূয়াম্বিতঃ সহি।
শুষ্কক-যুগ্মং প্রসমীক্ষ্য সাঙ্কুরং পপাত তেষাং চরণেষু সত্বরম্॥
আরূঢ়া বরবাজিনস্তনুরুচিঃ সাপি ত্বচা বারিতা পানৌ ভাতি ধনুর্যথ রম্যমনিশঃ পৃষ্ঠে চ পুণেষুধীঃ।
জ্ঞাতব্যং ভবতাঞ্চ কেন বিধিনা ভূদেবচিহ্নং মহা যুষ্মাকং চরণেষু যা ত্রুটিরিয়ং যূয়ং ক্ষমধ্বঞ্চ মাং॥
অজ্ঞাতস্য মমৈব দূষণমিদং যূয়ং ক্ষমধ্বং রণং নম্যে তচ্চরণানহঞ্চ ভবতাং ভূদেবদেষঞ্চ মাং।
দত্বা স্বং সবিশেষতঃ পরিচয়ং মহ্যেব যুষ্মৎ ক্রিয়াং গোত্রং নামগুণঞ্চ যঃ কথয়তঃ শ্রোতুস্বদীয়ে প্রিয়ং॥"

(বাচস্পতিমিশ্রের কুলরাম।)

(১) Journal of the Royal Asiatic Society. (New Series) Vol. VI. p. 238.

(২) Indian-Antiquary, 1874, p. 62.

(৩) Cunningham's Ancient Geography of India, p. 180.

(৪) Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. XV. p. 110ff,

(৫) কথাসরিৎসাগর ১৯।১৭, ১৪।৭১।

এই নগরে আসিয়াছিলেন, অনেক নৌকার্গ্যালয় দেখিয়াছিলেন।১ তিনি গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ্যে প্রবেশ করেন।২ রাজতরঙ্গিণীতেও লিখিত আছে, জয়াদিত্য গঙ্গাতীরে সৈন্যগণকে বিদায় দিয়া ছদ্মবেশে গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধননগরে উপস্থিত হন।৩ উপরে যে কয়টী ভিন্ন ভিন্ন মত উদ্ধৃত করিয়াছি, পাবনা ব্যতীত আর কোনটাই গঙ্গার নিকটবর্ত্তী নহে। আবার পাবনার পুরাতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে কোনমতেই ইহাকে অতি প্রাচীন স্থান বলিয়া গণ্য করা যায় না। এরূপস্থলে আর কোন স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

প্রসিদ্ধ মালদহ-নগরের দুই ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে ও গৌড়নগর হইতে ৮ ক্রোশ উত্তরে ফিরোজাবাদ নামে এক অতি প্রাচীন স্থান আছে। স্থানীয় লোকেরা এই স্থানকে 'পোঁড়োবা' বা 'পাঁড়োয়া' (বড় পুঁড়ো) নামে অভিহিত করে। এই স্থানের একক্রোশ উত্তরপশ্চিমে ও মালদহের আড়াই ক্রোশ উত্তরে 'বারদোয়ারী পাঁড়োয়ার'৪ ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। পাঁড়োয়া অথবা পুঁড়োবা শব্দ 'পৌণ্ড্রবর্দ্ধন' অথবা 'পুণ্ড্রবর্দ্ধন' শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। স্থানীয় লোকেরাও বলিয়া থাকেন যে, এখানে বহুকাল গৌড়ের রাজগণ আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ, বহুতর ভাস্কর ও শিল্পসমাযুক্ত ভগ্ন মন্দিরাদির নিদর্শন, এবং বহুসংখ্যক কূপতড়াগাদির প্রাচীন গর্ভ এখানকার, হিন্দুরাজত্বের অতীতকীর্ত্তি বিশেষরূপে ঘোষণা করিতেছে। এই ধ্বংসাবশেষ পুঁড়োয়ার 'বারদোয়ারী' হইতে দক্ষিণপশ্চিমে গঙ্গাতট পর্য্যন্ত প্রায় ১২ ক্রোশের অধিক স্থান জুড়িয়া আছে।৫

চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং যখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-রাজধানীতে আগমন করেন, তৎকালে ইহার আয়তন ৩০ লি (প্রায় ৩ ক্রোশ) বিস্তৃত ছিল। তৎকালে এখানে তড়াগবাটিকাদি সমাচ্ছাদিত ও বহুসংখ্যক লোকের ঘন বসতি ছিল। তিনি এখানে হীনযান ও মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধগণের প্রায় ২০টি সঙ্ঘারাম, শত শত হিন্দু দেবালয় ও বহুতর হিন্দুদার্শনিকের

---

(১) Beal's Buddhist Records of Western Countries (Si-yu-ki) Vol. II, p. 194 note.

(২) La Vie de Hiouen Thsang, par Stanislas Julien, p. 180.

(৩) রাজতরঙ্গিণী ৪র্থ তরঙ্গ।

(৪) জরীপের মানচিত্রে 'Burdoars of purooa' নামে লিখিত।—*India Atlas*, published under the orders of the Secretary of State for India in Council, Sheet No. 119. (Long. 88°16′ 30″, E., and Lat. 25°7′ 30″ N.)

(৫) হণ্টর সাহেব এই ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "The ruins of Gaur, lying between the Mahánandá and Ganges, are scattered over an erea of more than 20 square miles. The foundation of the city is referred back to the remotest antiquity. It was the metropolis of Bengal before the Musalman conquest." *Imperial Gazetteer*, Vol, II, p. 194-195.

সমাবেশ এবং বহুসংখ্যক দিগম্বর নির্গ্রন্থদিগের বাস দেখিয়াছিলেন।[১] চীনপরিব্রাজক পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের যথেষ্ট সমৃদ্ধি দর্শন করিলেও তৎকালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন স্বাধীন রাজ্য বলিয়া গণ্য ছিল না এবং আয়তনেও ক্ষুদ্র ছিল। কাশ্মীররাজ জয়াদিত্য আসিয়াও এখানে প্রচুর বিভূতি সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তখনও গৌড়াধিপ জয়ন্ত এক সামান্য ভূপতি বলিয়াই গণ্য ছিলেন, কিন্তু যখন তিনি পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইলেন, তখন তাঁহার রাজধানীর সমৃদ্ধি প্রভূত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান পুঁড়োয়া নামক স্থান, যাহাকে আমরা প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর বলিয়া স্থির করিয়াছি, এই স্থান এখনকার গঙ্গাস্রোত হইতে প্রায় ৭।৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কিন্তু এখনকার নদীর অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। বর্ত্তমান মালদা সহরের পরপারে যে কালিন্দী নদী বহিতেছে, এক সময়ে ভাগীরথী এই অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইত। মালদহের দুই ক্রোশ পশ্চিমে ভাগীরথীপুর নামে একখানি গণ্ডগ্রাম রহিয়াছে। তাহারই কিছু দূরে ভাগীরথী নামে এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া বুড়ী-গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। অনেকের বিশ্বাস, পূর্ব্বকালে এই দিয়াই গঙ্গার মূলস্রোত বহিত ও মালদার পার্শ্বে প্রবাহিত মহানন্দার অদূরে কালিন্দীর সহিত মিলিত ছিল। সুতরাং বহুজনাকীর্ণ বিখ্যাত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর গঙ্গার অনতিদূরে ও মহানন্দার তট হইতে বর্ত্তমান 'বারদোয়ারী' পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ছিল, তাহা অসম্ভব নহে। পুঁড়োয়ার বারদোয়ারীর এক ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে 'হোমদীঘি' বা 'হোমংদীঘী' নামে এক প্রাচীন স্থান আছে, কেহ কেহ মনে করেন, এখানে আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ হোম করিতেন।

উপরে যে সামান্য আলোচনা করিলাম, তাহাতে এইটুকু মনে হইতেছে, পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে (বর্ত্তমান পুঁড়োয়া নামক স্থানে) প্রথমে আসিয়াছিলেন।

হরিমিশ্র, এড়ুমিশ্র, বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি কুলাচার্য্যগণ লিখিয়াছেন, পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়মণ্ডলে শুভাগমন করিলে, গৌড়াধিপ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁহাদিগকে যথারীতি পূজা করিয়া বসবাসের জন্য পঞ্চ জনকে পাঁচখানি শাসন দিয়াছিলেন।[২] এই পঞ্চ শাসনের নাম সম্বন্ধনির্ণয়কার এইরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

পঞ্চ শাসন-গ্রাম।

"পঞ্চকোটি কামকোটি হরিকোটি আদি। কঙ্কগ্রাম বটগ্রাম দৈত্র অবিবাদী॥
বিপ্র ব্রাহ্মণ্য-প্রচার-জন্য গঙ্গাবাসে। রাজা দেন পাঁচ গ্রাম দ্বিজ অভিলাষে।" (৫৭২পৃঃ)

উক্ত পঞ্চ স্থানের বর্ত্তমান নামাদি ঠিক করিবার জন্য বিদ্যানিধি মহাশয় এইরূপ পাতড়া তুলিয়াছেন,—

(১) Beal's Si-yu-ki, vol. II, p. 195-195.

(২) "পাদ্যাদিভিশ্চ সংপূজ্য স্তুত্বা নত্বা চ ভক্তিতঃ। শাণ্ডিল্যাদিকগোত্রেষু শাসনং বিধিবদ্দদৌ॥"
(বাচস্পতিমিশ্রের কুলরাম।)

"পূর্ব্ব ভূপ আদিশূর আনে পঞ্চ জন। দেন তিনি পঞ্চগ্রাম যার যাতে মন॥
হরিকোটি ছান্দড়ে পঞ্চকোটি যে ভট্টে। কামকোটি দক্ষে কঙ্কগ্রাম হর্ষে অট্টে॥
বেদগর্ভে বটগ্রাম রাজা দিল বাসে। পুত্রে ছাপ্পান্ন গ্রাম রাজার অভিলাষে॥
রাঢ়দেশে ব্রাহ্মণ্য করিবারে প্রচার। চুনি চুনি দেয় গ্রাম যাহা হয় সার॥
হরিকোটি (মেদিনীপুর) কংসাবতীতীরে গোপনিকট। ত্রিবেণী গঙ্গাবাস ত্রিপথগা-সঙ্কট॥
পঞ্চকোটি সীমা মল্ল বরাহ শিখর। সিংহভূম আদি মালক্ষেত্রের নগর॥
তীর্থবাসে কালীঘাটে দেয় যে নিবাস। কামকোটি বীরভূম জানিবে নির্য্যাস॥
গঙ্গাবাসে জাহ্নবীনগর তত্তীপুর (ছাপঘাটীর মোহানা)। রামায়ণে আছে নাম প্রমাণ প্রচুর॥
কঙ্কগ্রাম বাণকুণ্ডা গঙ্গা হতে দূর। গঙ্গাবাস অগ্রদ্বীপ নিকট গাঙ্গনীর॥
বটগ্রাম বর্দ্ধমানে গঙ্গা ত প্রদীপ। গঙ্গাবাসে গুপ্তপল্লী অম্বিকাসমীপ॥
পরপারে থাকে শান্তিপণ মুনিবর। সে তীর্থদর্শনে যাতায়াত নিরন্তর॥" ১

বিদ্যানিধি মহাশয় আধুনিক কুলাচার্য্যের পাতড়া হইতে আদিশূর-দত্ত যে পঞ্চগ্রাম ও তাহার অবস্থান নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্রাদির অভিপ্রেত নহে। বিদ্যানিধি মহাশয়, যে সকল পয়ার উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা দ্বারা আদিশূরের বদান্যতা ও ধর্ম্মানুরাগিতা প্রকাশ পায় না। বরং তিনি যেন পঞ্চ ব্রাহ্মণের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে বহু দূর দেশে একপ্রকার নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, এরূপ ভাব মনে হয়। কোথায় গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, কোথায় মেদিনীপুর, কোথায় বীরভূম! যে কুলাচার্য্য ঐ পয়ার কয়টী রচনা করিয়াছেন, তাঁহার আদৌ ভৌগোলিক জ্ঞান ছিল না। তাহা হইলে বীরভূম, মল্লভূম, সিংহভূম প্রভৃতিকে এক একটী গ্রাম মনে করিয়া উল্লেখ করিতেন না। আদিশূর পাঁচজনকে পাঁচখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন, পাঁচখানি রাজ্যদান করেন নাই। তিনি আপনার যাগযজ্ঞাদি নির্ব্বাহের জন্য ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ লাভ করিবার জন্যই পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে আনাইয়াছিলেন,—বহু দূরদেশে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য আহ্বান করেন নাই। সকল প্রাচীন কুলাচার্য্য এবং বিদ্যানিধি মহাশয়ও প্রথমে লিখিয়াছেন, গঙ্গাতীরে বাসের জন্য আদিশূর পাঁচজনকে পাঁচখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। কিন্তু উপরোক্ত পয়ারে যে সকল স্থানের নাম বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ স্থানেই গঙ্গার কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ঐ সকল স্থান যে আদিশূর ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবপর নহে।

হরিমিশ্র, এড়ুমিশ্র, বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি কুলাচার্য্যগণ সকলেই এক বাক্যে লিখিয়াছেন, আদিশূর কনোজাগত পাঁচজনকে কামঠী বা কামকোটী, ব্রহ্মপুরী, হরিকোট, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম এই পঞ্চগ্রাম দান করিয়াছিলেন।২ অবশ্য আদিশূর আপনার রাজধানীর অনতিদূরে

(১) সম্বন্ধ-নির্ণয় (২য় সংস্করণ) ৫৭৯ পৃষ্ঠা।

(২) "কামঠী ব্রহ্মপুরী চ হরিকোটস্তথৈব চ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রাম এষাং স্থানানি পঞ্চ চ॥" (এড়ুমিশ্র ও হরিমিশ্র।)

অথচ গঙ্গার সমীপে ঐ সকল গ্রাম দিয়াছিলেন। এখন দেখিতে হইবে, ঐ পঞ্চগ্রাম কোথায় হইতে পারে এবং ঐ সকল গ্রামের এখনও অস্তিত্ব আছে কি না?

যে বিস্তৃত ভূভাগ আমরা প্রাচীন গৌড়রাজধানী পাণ্ডুয়ার বর্ত্তমান অবস্থানস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহারই নিকট পঞ্চশাসন গ্রামের সন্ধান পাইয়াছি। প্রায় পূর্ব্ব নামই বজায় আছে, অতি সামান্য রূপান্তর ঘটিয়াছে।

এতন্মধ্যে ব্রহ্মপুরীর বর্ত্তমান নাম ব্রহ্মপুর, ইহা মালদহ হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে ও ভাগীরথীর ১ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৪°৫৩´৫৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ৮´ ৩৫´´ পূঃ।)

হরিকোটীর বর্ত্তমান নাম হরিপুর, ইহা ভাগীরথীপুরের অর্দ্ধক্রোশ উত্তরপশ্চিমে ও কালিন্দীনদীর দক্ষিণে বিদ্যমান। (অক্ষা° ২৫° ৩´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ৬´ ৪৫´´ পূঃ।)

জোত বসন্ত এবং বাগবাড়ী মালদহের পশ্চিমে হরিপুর গ্রাম। ইহার পশ্চিম সীমায় এক সময়ে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল, তাহার নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

কঙ্কগ্রামের বর্ত্তমান নাম কাঁকড়ী, এখন রাজসাহী জেলায় ও গঙ্গার দেড়ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। (২৪° ৩৮´ ৪৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ২´ পূঃ।)

বটগ্রামের বর্ত্তমান নাম বটরিয়া বা বটোরি। মালদহ জেলায় গঙ্গার তটে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৪° ৪৬´ ৪৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ১১´ ৫০´´ পূঃ।[১])

কামঠী বা কামকোটী নামে কোন গ্রাম প্রাচীন গৌড়সীমার নিকট এখন বর্ত্তমান না থাকিলেও 'কামট' নামক একটী প্রাচীন গ্রামের নিদর্শন বিদ্যমান। কামকোটের অপভ্রংশে সম্ভবতঃ কামট হইয়াছে। ইহা গঙ্গার পশ্চিম তীরে গৌড় ও সাগরদীঘি হইতে পশ্চিমে প্রায় ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। জমিদারী সেরেস্তায় ও সর্ভে-ম্যাপে প্রাচীন কামটের নাম মাত্র পাওয়া যায়। বোধহয়, প্রাচীন গঙ্গার স্রোত-পরিবর্ত্তনের সহিত সেই প্রাচীন গ্রাম গঙ্গার গর্ভশায়ী অথবা বিলুপ্ত হইয়াছে।

যে চারি গ্রাম অদ্যাপি বিদ্যমান, তাহাদেরও আর পূর্ব্বতন সমৃদ্ধির কিছুই নাই; সগুবাকনারিকেলাদি শোভিত (তাম্রশাসন-বর্ণিত) ব্রাহ্মণশাসন গ্রামের এখনও কতক কতক নিদর্শন রহিয়াছে। যাঁহারা উড়িষ্যায় ব্রাহ্মণশাসনগ্রামসমূহ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসে উক্ত চতুর্গ্রামের প্রাচীন নিদর্শন কতকটা বুঝিতে পারিবেন।

বাচস্পতিমিশ্র কামঠী স্থানে কামকোটী, ও ব্রহ্মপুরী স্থানে ব্রহ্মকোটী ধরিয়াছেন। কিন্তু কোন প্রাচীন আচার্য্যগ্রন্থে সম্বন্ধনির্ণয়ধৃত 'পঞ্চকোটী' নাম পাইলাম না।

(১) উক্ত চারি খানি গ্রাম সর্ভে ম্যাপে দৃষ্ট হয়। *India Atlas*, Sheet No. 119 দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

——•:•——

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সম্বন্ধনির্ণয়কার বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন,—"সেই মহাপুরুষ দ্বিজপঞ্চক রাজদত্ত গ্রাম পাইয়া পরস্পর পৃথক্‌ভাবে পরমানন্দে বাস করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহাদিগের ষট্‌পঞ্চাশৎ সন্তান জন্মিল। সেই সন্তানগণের অধস্তন সন্ততিমধ্যে যখন অন্তর্বিচ্ছেদ ঘটিল, তদবধি কতকগুলি রাঢ়দেশে ও কতকগুলি বরেন্দ্রভূমে বাস করিতে লাগিলেন। যাহারা অনুগাঙ্গ প্রদেশে ও রাঢ়দেশে বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের সেই বাসনিবন্ধন, তাঁহা-দিগকে রাঢ়ী ও যাঁহারা বরেন্দ্রভূমে অর্থাৎ পদ্মানদীর নিকটবর্ত্তী দেশে বসতি গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদিগকে বারেন্দ্র শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়।"

আবার বারেন্দ্রকুলজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন,—"ভট্টনারায়ণ দক্ষ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা আদিশূরের যজ্ঞ সমাধা করিয়া স্বদেশে গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা মগধ হইয়া গৌড়রাজ্যে আসিয়াছিলেন এবং আদিশূর-নৃপতির যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। ইহাতে দেশীয় ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, 'যদি আমাদের সহিত আহারাদি কহিতে চাহ, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত কর।' দেশীয় ব্রাহ্মণগণের এই বাক্য শুনিয়া ভট্টনারায়ণ প্রমুখ বিপ্রগণ কহিলেন, 'আমরা বেদবেদাঙ্গবেত্তা, আমাদিগকে পাপস্পর্শ করে নাই, আমরা প্রায়শ্চিত্ত করিব না।' ইহাতে বিরোধ উপস্থিত হয়। কান্যকুব্জাধিপতি যিনি ব্রাহ্মণগণকে গৌড়ে পাঠাইয়া দেন, ব্রাহ্মণগণের বিবাদহেতু মীমাংসা করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহাতে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা ক্রোধপূর্ব্বক পুনরায় গৌড়দেশে আদিশূরের সমীপে উপস্থিত হন। অনন্তর আদিশূর তাঁহাদিগকে গৌড়ে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। তৎপরে সপ্তশতীগণ নৃপাদেশে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। ভট্টনারায়ণ-প্রমুখ ব্রাহ্মণেরা সুহৃজ্জনকর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া শ্বশুরালয়ের সন্নিকটে ধান্যশালী রাঢ়দেশে বসতি করিলেন। সপ্তশতীকন্যাতে আত্মসদৃশ পুত্রকন্যা উৎপাদন করিলেন। এদিকে ভট্টনারায়ণাদির অভাব হইলে কান্যকুব্জবাসী পূর্ব্বপক্ষীয় জ্যেষ্ঠপুত্রেরা তাঁহাদের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া শ্রাদ্ধ করিলেন। কিন্তু প্রতিবাসি-ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের দানগ্রহণ কি অন্নভোজন না করায় তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া স্ত্রীপুত্র সহিত গৌড়ে আসিলেন। আদিশূর তাঁহাদিগকে রাঢ়দেশে বাস করার উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু বিপ্রগণ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের সহিত রাঢ়দেশে বসতি করিতে অসম্মতিপ্রকাশ করিলে, গৌড়াধিপতি রাজধানীর নিকটে বারেন্দ্রদেশে তাঁহাদের বাসের জন্য

শস্যপূর্ণ মনোহর গ্রাম প্রদান করেন।'[১] বারেন্দ্রকুলাচার্য্যগণ এইরূপে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রবিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

উপরে যে দুইটী মত উদ্ধৃত করিলাম, উহার কোনটী প্রাচীন কুলপঞ্জিকা বা ইতিহাসসম্মত নহে। যেরূপে শ্রেণীবিভাগ সম্পন্ন হইয়াছিল, প্রাচীন কুলপঞ্জিকানুসারে নিম্নে লিখিত হইতেছে ;—

বেদবিদ্ পঞ্চ ব্রাহ্মণ যৎকালে রাজপ্রদত্ত পঞ্চগ্রামে সস্ত্রীক বাস করিতেছিলেন, সে সময়ে তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার শ্রেণীবিভাগ সংস্থাপিত হয় নাই। যথাকালে তাঁহাদের পুত্রকন্যা জন্মিলে তাঁহাদের বয়োবৃদ্ধিসহকারে পরস্পর পরস্পরে দানাদানকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

এদিকে পঞ্চগৌড়াধিপ জয়ন্ত (আদিশূর) প্রবল প্রতাপে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া যথাকালে কালের আতিথ্য স্বীকার করিলেন। তৎপুত্র ভূশূর গৌড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। এই সময়ে মগধাধিপ ধর্ম্মপাল পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া গৌড়সিংহাসন হরণ করিবার জন্য তীব্র দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। তাঁহার উদীয়মান বীর্য্য-প্রভাবে খর্ব্বপ্রতাপ ভূশূর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হারাইলেন। বরেন্দ্রভূমে পালরাজের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। তখন ভূশূর রাঢ়দেশে আসিয়া পুণ্ড্রনামে নূতন রাজধানী[২] স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে গৌড়াগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের যে যে পুত্র সস্ত্রীক আসিয়া রাঢ়দেশে বাস করিলেন, তাঁহারা সকলেই পরে 'রাঢ়ীয়' নামে পরিচিত হইলেন। আর যাঁহারা পূর্ব্বনিবাস বরেন্দ্রভূমে রহিলেন, তাঁহারা পরে বারেন্দ্র নামেই অভিহিত হইয়াছিলেন। প্রাচীন রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, জয়ন্তপুত্র ভূশূরের সময় পঞ্চগোত্রজ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে 'রাঢ়ীয়' ও 'বারেন্দ্র' এই দুই শ্রেণী-বিভাগ সম্পন্ন হয়। এই সময়ে শাণ্ডিল্যগোত্রে দামোদর, কাশ্যপগোত্রে কৃপানিধি, ভরদ্বাজগোত্রে গৌতম, বাৎস্যগোত্রে ধরাধর এবং সাবর্ণগোত্রে রত্নগর্ভ বরেন্দ্রভূমে ছিলেন বলিয়া 'বারেন্দ্র' নামে খ্যাত হন এবং শাণ্ডিল্যগোত্রে ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপগোত্রে ছান্দড়, ভরদ্বাজগোত্রে শ্রীহর্ষ এবং সাবর্ণগোত্রে বেদগর্ভ ইঁহারা রাঢ়দেশে আসিয়া বাস করায় 'রাঢ়ী' নামে অভিহিত হইলেন।[৩]

শ্রেণীবিভাগ।

রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে করিতে আর একটী বিষয়ের সন্ধান পাইলাম। পূর্ব্বে এই প্রমাণগুলি হস্তগত না হওয়ায় যথাস্থানে

(১) গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৬৯—৭৪ পৃষ্ঠা।

(২) কেহ কেহ অনুমান করেন, হুগলী জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো।

(৩) "দামোদরস্তু শাণ্ডিল্যো কাশ্যপে চ কৃপানিধিঃ। ভরদ্বাজে গৌতমশ্চ বাৎস্যে চ শ্রীধরাধরঃ।
রত্নগর্ভোঽপি সাবর্ণে বরেন্দ্রভূমিসংস্থিতাঃ।" ইতি বারেন্দ্রাঃ।
শাণ্ডিল্যগোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ। দক্ষোঽপি কাশ্যপশ্রেষ্ঠঃ বাৎস্যশ্রেষ্ঠোঽপি ছান্দড়ঃ
ভরদ্বাজকগোত্রে চ শ্রীহর্ষ হর্ষবর্দ্ধনঃ। বেদগর্ভোঽপি সাবর্ণে সর্ব্ববেদপরায়ণঃ।"

প্রকাশ করিতে পারি নাই। উক্ত প্রাচীন কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে,—জয়ন্তনয় মহারাজ ভূশূর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দেশের নামানুসারেই রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও সাতশতী এই তিনটী শ্রেণী-বিভাগ করিয়া দেন। সাতশতী বিপ্রগণ পঞ্চগৌড়ের মধ্যে সারস্বতশ্রেণীর অন্তর্গত।[১] সারস্বত-দেশ হইতে তাঁহারা বহুপূর্ব্বকালে গৌড়মণ্ডলে আগমন করিয়াছিলেন।[৩] ভূশূরের সময় শ্রেণী-বিভাগকালে রাঢ়ী-বারেন্দ্রদিগের মত বাসভূমির নামানুসারেই সারস্বত ব্রাহ্মণগণ 'সাতশতী' নামে খ্যাত হন। প্রকৃত সাতশত ঘর ব্রাহ্মণ হইতে 'সপ্তশতী' ব্রাহ্মণের নামকরণ হয় নাই। সপ্তশতী-বিবরণে কুলপঞ্জিকা ও প্রবাদ হইতে যে সকল আখ্যায়িকা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা আরব্যোপন্যাসের গল্প বলিয়া মনে করাই উচিত। তন্মধ্যে যে কিছু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।

গৌড়ে প্রথম ব্রাহ্মণাগমন-প্রসঙ্গেও আমরা দেখাইয়াছি যে সরস্বতীনদীতীরবাসী সারস্বত-ব্রাহ্মণই সর্ব্বপ্রথমে এদেশে পদার্পণ করিয়াছেন, এখন কুলপঞ্জিকার প্রমাণ তাহারই সমর্থন করিতেছে।

কনোজ-ব্রাহ্মণগণ যেমন 'রাঢ়ী' আখ্যা লাভ করিলেন, সারস্বত ব্রাহ্মণগণ তদ্রূপ রাঢ়দেশের পূর্ব্বাংশে সপ্তশতিকা (বর্ত্তমান 'সাতশইকা') নামক জনপদে বাস করায় 'সপ্তশতী' বা 'সাতশতী' নামে আখ্যাত হইলেন। এই সপ্তশতিকা জনপদের কতকাংশ এখন বর্দ্ধমান জেলায় 'সাতশতকা' বা 'সাতশইকা' পরগণায় পরিণত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান সীমা উত্তরে ব্রাহ্মণী নদী, দক্ষিণপূর্ব্বসীমা ভাগীরথী ও পশ্চিমে শাহাবাদ পরগণা।[৪]

অপরাপর কথা ছাড়িয়া বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেই এখন আলোচনা করিব।

ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ ও বেদগর্ভ এই পঞ্চ ব্রাহ্মণই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের প্রথম বা আদিপুরুষ। রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ সকলেই উক্ত পঞ্চমহাত্মার মধ্যে কাহারও না কাহার সন্তান।

রাঢ়ীয়গণ প্রথমে গোত্র ও পরে স্ব স্ব গাঞির পরিচয় দিয়া থাকেন। কিরূপে ও কোন্ সময়ে গাঞির উৎপত্তি হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইতেছে।

যে সময়ে অভ্যুদিত পালরাজগণের প্রভাবে আদিশূরতনয় ভূশূর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হারাইয়া

---

(১) "ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন* চ। নাম্নাপি দেশভেদৈস্তু রাঢ়ী-বারেন্দ্র-সাতশতী॥"
(ব্রাহ্মণডাঙ্গানিবাসী ৺বংশীবিদ্যারত্ন ঘটকের সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা হইতে উদ্ধৃত।)

(২) "সারস্বতদেশীয়বিপ্রাঃ সপ্তশতীতি ভ্রান্ত্যাং কথ্যতে নতু সপ্তশতাঃ।"
(৺বংশীবিদ্যারত্নসংগৃহীত কারিকা।)

(৩) "এতে সারস্বতদেশাৎ গৌড়রাজ্যে সমাগতাঃ।"

(৪) জরীপের মানচিত্রে এই পরগণা 'সাত্শত্কা' নামেই চিহ্নিত হইয়াছে। (Indian Atlas, Sheet No. 120.)

* 'আদিশূরসুতেন চ।' এইরূপ পাঠান্তর লক্ষিত হয়।

ব্রাহ্মণবর্গের সহিত রাঢ়দেশে আসিয়া বসতি করেন, তৎকালে রাঢ়াগত ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কোন প্রকার নিয়মাদি বিধিবদ্ধ হয় নাই। রাঢ়দেশে শূররাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইলে, ভূশূরতনয় মহারাজ ক্ষিতিশূর রাঢ়দেশবাসী ভট্টনারায়ণাদির সন্তানদিগের ভরণপোষণ ও বাসস্থানের জন্য ৫৬ খানি গ্রাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।১ সেই গ্রামের নামানুসারে গ্রামী বা 'গাঞি'র উৎপত্তি হইয়াছে।২ নিম্নে ৫৬ খানি গ্রামের নাম লিখিত হইল ;—

গাঞি-নিরূপণ।

১ বন্দ্য বা বাঁড়ুর, ২ কুসুমকুল, ৩ কুলভ, ৪ গড়গড়, ৫ ঘোষাল, ৬ সেউ, ৭ দীর্ঘ, ৮ কড়ী, ৯ মাস, ১০ বড়া, ১১ কেশরকোণা, ১২ পারি, ১৩ বসু বা বসুয়া, ১৪ কুশ, ১৫ ঝিকুরা, ১৬ বোকট্ট বা বোকড়া, ১৭ ডিণ্ডী বা ডিংসা, ১৮ রায়, ১৯ মুখটী, ২০ সাহুড়া, ২১ চট্ট বা চাটুতি, ২২ গুড়, ২৩ শিমলা, ২৪ পালধী, ২৫ হড়, ২৬ দগ্ধবাটী বা পোড়াবাড়ী, ২৭ পোষ, ২৮ তৈলবাট বা তিলাড়া, ২৯ অম্বুল বা আমুল, ৩০ ভূরি বা ভূরিশ্রেষ্ঠ, ৩১ পলসা, ৩২ পর্কট বা পাকুড়, ৩৩ মূল, ৩৪ পীতমুণ্ড, ৩৫ পিপ্পল, ৩৬ ঘোষ, ৩৭ পূর্ব্ব, ৩৮ পূতিতুণ্ড, ৩৯ বাপুল, ৪০ হিজ্জল, ৪১ কাঞ্জি, ৪২ কাঞ্জা, ৪৩ চতুর্থ, ৪৪ মহন্ত, ৪৫ শিমুল, ৪৬ গাঙ্গো বা গাঙ্গুড়, ৪৭ ঘণ্টা, ৪৮ পালি, ৪৯ বালি, ৫০ কুন্দ, ৫১ নন্দি, ৫২ সিদ্ধ, ৫৩ সাণ্ডা, ৫৪ দায়া, ৫৫ শির বা শিহর ও ৫৬ নাঞি।

প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের মতে,—উপরোক্ত ৫৬ খানি গ্রামের মধ্যে ভট্টনারায়ণের ১৬টী পুত্র প্রথম ১৬ খানি, তৎপরে শ্রীহর্ষের চারিপুত্র পরবর্ত্তী ৪ খানি, দক্ষের ১৪ পুত্র তৎপরবর্ত্তী ১৪ খানি, ছান্দড়ের ১১টী পুত্র পরবর্ত্তী ১১ খানি, এবং বেদগর্ভের ১১ পুত্র শেষোক্ত ১১ খানি গ্রাম পাইয়াছিলেন। যথাক্রমে শাসনগৃহীতা ৫৬ জন ব্রাহ্মণের নাম লিখিতেছি—

শাণ্ডিল্যগোত্রে ভট্টনারায়ণের পুত্র—১ বরাহ, বাটু, ৩ রাম, ৪ নান, ৫ নিপো, ৬ গুঞি, ৭ গুণ, ৮ গূঢ়, ৯ বিকর্ত্তন, ১০ গুঠ, ১১ নিনো, ১২ মধু, ১৩ দেব, ১৪ সোম, ১৫ কাম ও ১৬ দীন। ইঁহাদের মধ্যে বরাহ বন্দ্য বা বন্দিঘাট গ্রাম পাইয়া বন্দিঘাটী বা বাঁড়ুরী, রাম গড়গড়ী, নিপ কেশরকোণী, নান কুসুমকুলী, বাটু পারিহাল, গুঞি কুলভী, গুঠ দীর্ঘাঙ্গী, গুণ ঘোষলী, বিকর্ত্তন বটব্যাল (বড়াল), গূঢ় মাসচটক, নিনো বসুয়াড়ী, মধু কড়িয়াল, দেব সেউ, সোম বোকট্টাল, দীন কুশি (কুশারী) এবং কাম ঝিকুরাড়ী হইয়াছিলেন।৩

---

(১) "তেষাঞ্চ বহবো পুত্রা তপোনিধূতকল্মষাঃ। তপোবিদ্যানুসারেণ দত্তং ভূপালশাসনং ॥"
(হরিমিশ্র।)

(২) "ক্ষিতিশূরেণ রাজ্ঞাপি ভূশূরস্য সুতেন চ। ক্রিয়ন্তে গাঞিসংজ্ঞানি তেষাং স্থানবিনির্ণয়াৎ ॥"
(৺বংশীবিদ্যারত্ন-সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা।)

উপরোক্ত কুলপঞ্জিকায় দেখা যায় যে, এই সময় ক্ষিতিশূর সপ্তশতী-ব্রাহ্মণদিগকেও ২৮ খানি গ্রাম দান দিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই কারণেই দেবীবর, বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি কুলাচার্য্যগণ সপ্তশতীদিগের ২৮টী মাত্র গাঞি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৩) "ভট্টনারায়ণস্তস্মাৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ। তৎপুত্রা ভুবি বিখ্যাতাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পণ্ডিতাঃ ॥
আদ্যো বরাহবাটুশ্চ রামো নানো নিপস্তথা। গুঞির্গুণো গূঢ়শ্চৈব বিকো গুঠো নিনোমধুঃ ॥

ভরদ্বাজগোত্রে শ্রীহর্ষের পুত্রগণ—১ ধাঁধু, ২ জন, ৩ নান ও ৪ রাম। তন্মধ্যে ধাঁধু বা ধুরন্ধর মুখটী, জন ডিণ্ডিসাঞী, নান সাহুড়ীয়ান্ এবং রাম রায়ী বা রায়গ্রামী হইয়াছিলেন।১

কাশ্যপগোত্রে দক্ষের পুত্র—১ ধীব, ২ নীর, ৩ সুজ, ৪ সাঁঝু, ৫ কৌতুক, ৬ সুলোচন, ৭ কাক, ৮ কানু, ৯ কুবের, ১০ রাম, ১১ ভানু, ১২ শুভ, জগন্নাথ ও ১৪ গোপী। এই চৌদ্দজনের মধ্যে ধীর গুড়ী বা গুড়গ্রামী, নীর অম্বূলী, সুজ ভূরিগ্রামী, সাঁঝু তৈলবাটী বা তিলাড়ী, কৌতুক পীতমুণ্ডী, সুলোচন চট্ট, কাক হড়, কানু দগ্ধবাটী বা পোড়ারি, ভানু পলসাঞি, রাম পালধীয়, কুবের সিমলাঞি, জগন্নাথ পোষলী, শুভ পর্কটী এবং গোপী মুলী বা মূলগ্রামী হইয়াছিলেন।২

বাৎস্যগোত্রে ছান্দড়ের বংশধর৩—১ রবি, ২ সুরভি, ৩ কবি, ৪ মহাযশা, ৫ ধীর, ৬ শঙ্কর, ৭ বিশ্বম্ভর, ৮ শ্রীধর, ৯ গুণ, ১০ মন, ১১ নারায়ণ।৪ ইঁহাদের মধ্যে রবি মহিন্তা, সুরভি ঘোষাল, কবি শিম্বলাল, মহাযশা বাপুলি, ধীর পিপ্পলী (পিপলাই), শঙ্কর পূতিতুণ্ড, বিশ্বম্ভর পূর্ব্বগ্রামী, শ্রীধর কাঞ্জিয়াল, নারায়ণ কাঞ্জাড়ী, গুণ চতুর্থ ও মন হিজ্জলগ্রামী হইয়াছিলেন।৫

দেবসোমৌ তথা কামো দীনো চ ষোড়শ স্মৃতাঃ॥...

আদ্যো বন্দ্যঘটী খ্যাতো রামো গড়গড়ী স্মৃতঃ। কেশরকোণী নিপোকশ্চ নানঃ কুসুমকোঽভবৎ॥
পারিহালো বাটুকোঽপি গুঞিশ্চ কুলভীমতঃ। দীনবাটী হতো গুঠো গুণো ঘোষলিরেব চ॥
বটব্যালো বিকর্ত্তনো গুড়ো মাসচটকশ্চ সঃ। বসুয়াড়ী নিনোকশ্চ মধুকঃ কড়িয়ালকঃ॥
দেব সেউ স্তথা সোমো বোকট্টালঃ কুশিদীনঃ। ঝকরাড়া তথা কামঃ শাণ্ডিল্যানাং কুলক্রমঃ॥"

(১) "ধাঁধুনামা মুখটী স্যাজ্জনঃ স্যাড্ডিণ্ডিগ্রামিকঃ। সাহড়িয়ানকো নানো রায়ী চ রামনামকঃ॥"

(২) "দক্ষস্য বহবঃ পুত্রা মহাবলপরাক্রমাঃ। ধীরো নীরঃ সুজঃ সাঁঝুঃ কৌতুকশ্চ সুলোচনঃ॥
কাকঃ কানুঃ কুবেরশ্চ রামো ভানুঃ শুভো মতঃ। জগন্নাথস্তথা গোপী কাশ্যপেষু চতুর্দ্দশ॥...
ধীরশ্চৈব গুড়ী খ্যাতো নীরোঽপ্যম্বুলিরেব চ। ভূরিগ্রামী সুজোনামা সাঁঝুস্তৈল উদাহৃতঃ॥
পীতমুণ্ডী কৌতুকশ্চ চট্টগ্রামী সুলোচনঃ। কাকো হড়ঃ কানুদগ্ধো ভানুঃ পলসাঞিরেব চ॥
পালধীয়ো রামনামা কুবেরঃ সিমলাঞিকঃ। জগনামা পোষলীয়ো শুভঃ পর্কটী এব চ॥
গোপী মূলী চতুর্দ্দশ জ্ঞেয়া কাশ্যপগোত্রজাঃ।" (হরিমিশ্র।)

(৩) ছান্দড়ের ঠিক ১১ জন পুত্র হইয়াছিল কিনা হরিমিশ্র কি এড়ুমিশ্র স্পষ্ট কিছু লেখেন নাই। মহেশ্বরের কুলপঞ্জিকায় ছান্দড়ের ৮টী মাত্র পুত্রের নাম পাওয়া যায়। বাচস্পতিমিশ্র লিখিয়াছেন, ছান্দড়ের পুত্র ৯ ও পৌত্র ২টী লইয়া মোট ১১ জন। তাই আমরা বাৎস্যগোত্রে ১১ টী গাঞির উল্লেখ পাই।

"পুত্রতঃ পৌত্রতশ্চাপি ছান্দড়ৈকাদশ স্মৃতাঃ" (কুলরাম।)

(৪) বাচস্পতিমিশ্রের মতে, মন ও নারায়ণ এই দুইজন ছান্দড়ের পৌত্র।

"মনোহরঃ কৃষ্ণসূনু র্নারাণো মাধবাত্মজঃ। পিতৃব্যসমভাবেন রাজ্ঞা চ গণিতঃ পুরা॥"

(৫) "রবির্মহিন্তা সুরভিশ্চ ঘোষঃ কবিঃ পৃথিব্যাং খলু শিম্বলালঃ।
মহাযশা বাপুলিঃ পিপ্পলিশ্চ ধীরশ্চ পুতির্নতু শঙ্করাখ্যঃ॥
বিশ্বম্ভরোঽভূৎ খলু পূর্ব্বগাঞিঃ শ্রীশ্রীধরোঽভূৎ কাঞ্জিয়ালনামা।
নারায়ণো নাম চ কাঞ্জিয়াড়ী চাতুথি গুণশ্চ মন হিজ্জলঃ স্যাৎ॥" (হরিমিশ্র।)

সাবর্ণগোত্রে বেদগর্ভের পুত্রগণ—১ হল, ২ রাজু, ৩ বশিষ্ঠ, ৪ মদন, ৫ বিশু, ৬ কুমার, ৭ যোগী, ৮ মধুসূদন, ৯ দক্ষ, ১০ মাধব ও ১১ গুণাকর। ইহাদের মধ্যে হল গাঙ্গোলী, রাজু কুন্দ, বশিষ্ঠ সিদ্ধল, মদন দায়ী, বিশু নন্দী, কুমার বালি, যোগী শির (শিহরী), দক্ষ সাণ্ডেশ্বরী, মধু পালি, মাধব ঘণ্টা এবং গুণাকর নাঞ্জিগ্রামী বা নাঞ্জাড়ী হইয়াছিলেন।[১]

উক্ত ৫৬ খানি গ্রাম পাইয়া তথায় গিয়া যিনি যে গ্রামে বাস করেন, তিনি সেই গ্রামী বা গাঞি আখ্যা প্রাপ্ত হন: কালক্রমে তাঁহার বংশধরগণের ঐ 'গাঞি' উপাধি স্বরূপ গণ্য হইল। এইরূপে অদ্যাপি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসন্তানগণ স্ব স্ব নামের অন্তে 'গাঞি' নাম যোগ করিয়া স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষগণের আদি বাসস্থানের পরিচয় দিতেছেন।[২]

যে সকল রাজচিহ্নিত গ্রাম হইতে 'গাঞি'-মালার উৎপত্তি হইয়াছে, সেই সকল গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থিতি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। যাঁহারা রাঢ়ীয় সমাজের আদি ইতিহাস অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে ঐ গ্রামগুলির বর্ত্তমান অবস্থান অবগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এই সকল স্থান রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের পুণ্যতীর্থস্বরূপ!

বহু অনুসন্ধান দ্বারা আমরা যে কয়টী গ্রামের এখন সন্ধান পাইয়াছি, একে একে তাহাদের নাম ও বর্ত্তমান অবস্থান প্রকাশ করিলাম।

৫৬ গ্রাম-নিরূপণ।

১ বন্দ্য বা বন্দিঘাট—(এখন বন্দিঘাট নামেই প্রচলিত।) বীরভুমের অন্তর্গত কাণানদীর নিকট। (অক্ষা° ২৪°৫৫'৫১" উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭°৫২'২৫" পূঃ) ইহার নামানুসারে বন্দ্যগ্রামিগণ 'বন্দিঘাটী'[৩] নামেও পরিচিত।

২ কুলভ—(এখন 'কুলহা' নামে আখ্যাত।) বর্দ্ধমান জেলায়, ইন্দাস (ডাকঘর) হইতে

(১) "গাঙ্গোলীয়ো হলনামা কুন্দগ্রামী রাজুস্তথা। বশিষ্ঠ সিদ্ধলো জ্ঞেয়ো দায়ী চ মদনোঽভবৎ॥
বিশুনাম নন্দিগ্রামী কুমারো বালিনামকঃ। যোগী চ শিরকসংজ্ঞঃ পালি চ মধুসূদনঃ॥
দক্ষঃ সাণ্ডে মাধুর্ঘণ্টা নাঞ্জাড়ী চ গুণাকরঃ। বেদগর্ভসুতা এতে সাবর্ণৈকাদশ স্মৃতাঃ॥"

(২) "তদ্‌গ্রামনামতঃ গাঞী রাজ্ঞা চ পরিকল্পিতঃ॥" (বাচস্পতিমিশ্রের কুলরাম।)

উপরোক্ত ৫৬ খানি গ্রাম হইতে যে যে গাঞি হইয়াছে, নিম্নে তাহাদিগের নাম উদ্ধৃত করা গেল,—

"শাণ্ডিল্যো বন্দ্য-কুলভী-কুলীকুসুম-গড়্‌গড়ী। ঘোষলী সেউ-দীর্ঘকড্যাঃ মাসো বড়ালঃ কেশরঃ॥
পারিহালঃ কুশিঝিকো বোকট্টালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ডিণ্ডী রায়ী মুখশ্চৈব সাহড়িশ্চ তথা পরঃ॥
ভরদ্বাজশ্চ বিখ্যাতাশ্চত্বারঃ পৃথিবীতলে। চট্টো গুড়িস্তথা শিমলাঞি পালধীয়ো হড়স্তথা॥
দক্ষপোষস্তথা তৈল অম্বুলিভুরিগাঞিকঃ। পলসা পর্কটী মুলী পীতমুণ্ডী চ কাঞ্জপাঃ॥
পিপ্পলো ঘোষপূর্ব্বশ্চ পুতির্বাপুলিরেব চ। হিজ্জলঃ কাঞ্জিয়ালশ্চ কাঞ্জাড়ী চ চতুর্থকঃ॥
মহন্তী শিম্বলালশ্চ এতে বাৎস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ গাঙ্গো ঘণ্টা পালি বালিঃ কুন্দো নন্দিশ্চ সিদ্ধলঃ।
সাণ্ডে দায়ী শিরো নাঞি সাবর্ণ্যাঃ কথিতা ইমে॥" (হরিমিশ্রকৃত কুলপঞ্জিকা।)

(৩) কেহ মনে করেন, বর্দ্ধমান জেলায় বর্দ্ধমান সহর হইতে ৭ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে যে 'বাঁড়রী' গ্রাম আছে, (অক্ষা° ২৩°১৭'৪০" উঃ ও দ্রাঘি° ৮৯°৯'১০" পূঃ), তাহা হইতে বাঁড়রী গাঞি, পরে তাহাই সংস্কৃতাকারে 'বন্দ্যঘটীয়' হইয়াছে।

৩৷৹ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। (অক্ষা. ২৪°৯´৩২´´ উঃ ও দ্রাঘি. ৮৭°৪৮´২৫´´ পূঃ।) এই গ্রামনাম হইতে 'কুলভী' গাঞি হইয়াছে।

৩ কুসুম বা কুসুমকুল—বর্দ্ধমান জেলায় মন্তেশ্বর গ্রামের দেড়ক্রোশ দক্ষিণে দেড় ক্রোশ ব্যবধান মধ্যে 'কুসুম' ও 'কুলী' নামে দুইটী গ্রাম আছে, কাহারও মতে তাহা হইতেই কুসুম-কুলী গাঞি বাহির হইয়াছে। উভয় গ্রামই ২৩°২৩´৩০´´ অক্ষাংশে অবস্থিত।)

৪ গড়্গড়—(এখন 'গড়্গড়ে' নামে খ্যাত।) বীরভূম জেলায় সিউড়ী হইতে ৬৷৹ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। (অক্ষা· ২৩°৪৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭°৪৬´ পূঃ।) এই গ্রাম-নাম হইতে 'গড়্গড়ী' গাঞি হইয়াছে।

৫ ঘোষল—এখন 'ঘোষলদি' নামে অভিহিত। মানভূম জেলায় বরাকর নদী হইতে অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে এবং পাণ্ডুয়া হইতে দেড়মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩°৫৪´৬০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৬°৪১´ পূঃ) এই গ্রাম হইতে 'ঘোষলী' গাঞি হইয়াছে।

৬ সেউ—(এখন 'সেউর' গ্রাম নামে খ্যাত।) মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুর হইতে ৪৷৹ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৪°২২´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮°২´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'সেউ' গাঞি হইয়াছে।

৭ দীর্ঘ বা দীঘড়া—এই গ্রাম হুগলী জেলায় জাহানাবাদ হইতে ২৷৹ ক্রোশ দক্ষিণে দারুকেশ্বর নদীর তীরে অবস্থিত। (অক্ষা· ২২°৫০´২৫´´ উঃ ও দ্রাঘি ৮৭°১৫´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'দীর্ঘাঙ্গী' বা 'দীঘড়ী' গাঞি হইয়াছে।

৮ কড়ী—(এখনও 'কড়ি' বা 'কোড়ি' নামেই খ্যাত।) বীরভূম জেলায় অজয়নদের দক্ষিণকূলে ও সিউড়ী হইতে কিঞ্চিদধিক ২ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা· ৮৭°৪০´২৫´´ উঃ ও দ্রাঘি· ২৩°৫৫´৩০´´ উঃ।) এই গ্রাম হইতে 'কড়্যাল' বা 'কড়িয়াল' গাঞি হইয়াছে।

৯ মাস—(এখন 'মাসদহা' নামে আখ্যাত) বীরভূম জেলায় সিউড়ী হইতে কিঞ্চিদধিক ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে এবং সাঁইথিয়া ষ্টেসন হইতে কিঞ্চিদধিক দেড়ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। (অক্ষা. ২৩° ৫২´ ৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭°৪৪´৩২´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'মাস' বা 'মাসচটক' গাঞির নামকরণ হইয়াছে।

১০ বড়া—(এখন বোড়া বা বৈকুণ্ঠপুর নামে খ্যাত) বাঁকুড়া-জেলায় বিষ্ণুপুর হইতে ১১ ক্রোশ পূর্ব্বে ও দারুকেশ্বর নদী হইতে ২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। (অক্ষা. ২৩°৩´৩৫´´ উঃ ও দ্রাঘি. ৮৭°৪৭´৩০´´ পূঃ।) এই বড়া হইতে 'বড়াল' বা 'বটব্যাল' গাঞি হইয়াছে।

১১ কেশরকোণা—এখনও এই নামে খ্যাত। বাঁকুড়া জেলায় পূর্ব্বোক্ত বড়া গ্রামের কিঞ্চিদূন ১ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। (অক্ষা. ২৩°৩´৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি. ৮৭°৪৬´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'কেশরকোণী' গাঞি হইয়াছে।

১২ পারিহা—(এখন পারিহা'রপুর নামে অভিহিত।) বীরভূম-জেলায় সাঁইথিয়া

ষ্টেসনের দেড় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩°৫৫´৪০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭°৪৬´২০´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'পারি' বা 'পারিহাল' গাঞি হইয়াছে।

১৩ বসু—(এখন বসুয়া নামে খ্যাত।) মুর্শিদাবাদ জেলায়, দ্বারিকানদীতীরে রামপুর হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৪° ৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭°৫৬´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'বসুয়াড়ী' গাঞি হইয়াছে।

১৪ কুশ—(এখন সাধারণে 'কুশো' বলে।) বর্দ্ধমান জেলায় বর্দ্ধমান সহর হইতে ৩ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে ও গোবিন্দপুর হইতে ½ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩°১৬´১৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮°১´১২´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'কুশাড়ী' বা 'কুশারী' গাঞি হইয়াছে।

১৫ ঝিক বা ঝিক্‌রা—মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর মহকুমার মধ্যে, বহরমপুর হইতে ৮ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩°৫৩´২০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮°২৩´৪৫´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'ঝিকরাল' বা 'ঝিক্‌রাড়ী' গাঞির উৎপত্তি।

১৬ বোকট্ট বা বোকড়া—(এখন বোকড়া নামে খ্যাত) বর্দ্ধমান জেলার হাবেলী পরগণায় রায়ণা হইতে অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩°৪´ ১৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭° ৫৯´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'বোকট্টাল' গাঞির উৎপত্তি।

১৭ ডিণ্ডীসা—(এখন ডিংসা বা ডিসা নামে অভিহিত।) বর্দ্ধমান জেলায় গোপীভূমির অন্তর্গত দিগ্‌নগরের ১ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩°২৬´৫০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭° ৪৭´২০´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'ডিণ্ডীসায়ী' বা ডিংসাই গাঞি হইয়াছে।

১৮ রায়—(এখনও রায়গ্রাম নামেই খ্যাত।) বর্দ্ধমান জেলায় সাতশইকা পরগণার মধ্যে কালমোহিনীখালের উত্তরে ও খড়িয়া নদীর দেড়ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩° ২৩´২৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ১৫´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'রায়ী' গাঞি হইয়াছে।

১৯ মুখটী—(এখন 'মুকুটী' নামে অভিহিত।) বাঁকুড়া জেলায় অম্বিকানগর মহকুমার অন্তর্গত। (অক্ষা° ২৩°৭´১০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৬° ৫৬´ ৪৫´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'মুখৈটী' বা 'মুখ' গাঞি হইয়াছে।

২০ সাহড়া—(এখনও এই নামে খ্যাত।) মুর্শিদাবাদ জেলায় "নলহাটী-ষ্টেট" রেল-ওয়ের ধারে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৪° ২৩´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭° ৫৩´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে "সাহড়ী" বা "সাহড়িয়ান্‌" গাঞি হইয়াছে।

২১ চাটুতি—(এখন 'চাটতি' নামে খ্যাত।) বর্দ্ধমান জেলায় 'খানাজংসন' হইতে কিঞ্চিদধিক দেড়ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩° ১৯´ ৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭°৫৭´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে "চট্ট" বা চাটুতি গাঞি হইয়াছে।

২২ গুড়—(এখন চলিত নাম 'গুড়া'।) মুর্শিদাবাদ জেলায় মুর্শিদাবাদ সহর হইতে ৬ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত (অক্ষা° ২৪° ১১´ ৪৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ৭´ ৪৫´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে "গুড়ী" গাঞি হইয়াছে।

২৩ সিমলা—(এখনও এই নামে খ্যাত।) হুগলী জেলায় গাঙ্গুড়নদীর নিকট ও বৌচ ষ্টেসন হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩° ৮´ ৫০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ২০´ ৪৫´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে "সিমলাগ্রি" বা "সিমলাই" গাঞি হইয়াছে।

২৪ প্রালধি—(এখন চলিত নাম 'পাল্‌ধি' বা "পাল্‌তিয়া"।) বর্দ্ধমান জেলায় কাঁটোয়া হইতে ৫ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩° ৩৯´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ১´ ১০´´ পূঃ।) এই নাম হইতেই "পালধীয়" বা "পালধী" গাঞি হইয়াছে।

২৫ হড়—(এখন 'হড়্‌গ্রাম' নামেই অভিহিত)। বর্দ্ধমান জেলায় খড়িয়া নদীর উভয় পারে কর্জ্জনা হইতে দেড় ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে ও বর্দ্ধমান সহর হইতে কিঞ্চিদধিক ৫ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩° ২৩´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° পূঃ।)

২৬ দগ্ধবাটী বা পোড়াবাড়ী—(এখন পোড়াবাড়ী নামেই খ্যাত।) বীরভূম জেলায় সাঁইথিয়া ষ্টেশন হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৪°১´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭° ৩৬´ ৫৫´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে "দগ্ধবাটিক" অথবা "পোড়াবাড়ী" গাঞি হইয়াছে।

২৭ পোষল—(এখন সাধারণে 'পোষেলা' কহে।) বর্দ্ধমান জেলায় মঙ্গলকোট হইতে আড়াই ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩° ২৯´ ৫০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ১´ ২৫´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'পোষলী' গাঞি হইয়াছে।

২৮ তিলাড়া—(এখনও এই নামে খ্যাত।) হুগলী জেলায় বদনগঞ্জের ১ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে এবং মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরের ২॥০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। (অক্ষা° ২২°৫৫´ ১০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭°৩৪´৪২´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'তিলাড়ী" বা "তৈলবাটী" গাঞি হইয়াছে।

২৯ অম্বুল বা আমুল—(এখন "আমুল" নামে খ্যাত।) বর্দ্ধমান জেলায় কালনা মহকুমার অন্তর্গত। (অক্ষা° ২৩°৩৯´৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ১৬´ ২৫´´ পূঃ।) মতান্তরে অম্বুলের অপভ্রংশ আমরুল। এই গ্রাম উক্ত জেলায় কর্জ্জনার ১।০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩° ২২´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ০´ ১৫´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'অম্বুলী" বা "আমরুলী" গাঞি হইয়াছে।

৩০ ভূরি বা ভূরিশ্রেষ্ঠী—(বর্ত্তমান নাম "ভূরসুট"।) এই প্রাচীন গ্রামের এখন অস্তিত্ব পাইলাম না। হুগলী জেলার অধীন ভূরসুটপরগণা এখনও সেই প্রাচীন গ্রামের নাম ঘোষণা করিতেছে। এই গ্রাম হইতে "ভূরি" বা 'ভূরিশ্রেষ্ঠিক' গাঞি হইয়াছে। *

৩১ পলশা—(এখনও এই নামে খ্যাত।) মুর্শিদাবাদ জেলায় মুরারই ষ্টেসনের অর্দ্ধ-

* কুলরমায় 'ভূরিশ্রেষ্ঠিক' নামই স্পষ্ট আছে। কিন্তু হরিমিশ্র কোথায়ও স্পষ্ট 'ভূরিশ্রেষ্ঠী" নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি সর্ব্বত্রই 'ভূরি" শব্দ ধরিয়াছেন, কেবল একস্থানে 'ভূরিষ্ঠান্" গাঞি লিখিয়াছেন। ভূরিশ্রেষ্ঠী ও ভূরিষ্ঠান এক গ্রামের নাম কিনা তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে। তবে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে লিখিত প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটকে এই 'ভূরিশ্রেষ্ঠিক' গ্রামের বর্ণনা থাকায় সসন্দেহে গ্রহণ করিলাম।

মাইল উত্তরে বাস্‌লোই নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৪° ২৮´ ৪৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭° ৫৬´ ৩০´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে “পলসাঞি”১ গাঞি হইয়াছে।

৩২ পর্কট বা পাকুড়—বীরভূম জেলার প্রসিদ্ধ ‘পাকুড়’ নামক স্থানের অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে প্রাচীন ‘পাকুড়’ গ্রাম অবস্থিত। (অক্ষা° ২৪° ২৭´ ১৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ৫৮´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে “পর্ক টী” বা “পাকড়ী” (পাকড়াসী) গাঞি হইয়াছে।

৩৩ মূলগ্রাম—(এখনও এই নামে অভিহিত।) বর্দ্ধমান জেলায় ব্রাহ্মণীনদীর অনতি-দূরে শ্রীখণ্ড হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩°৩২´৫০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ১৩´ ২০´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে “মূলী” গাঞি হইয়াছে।

৩৪ পীতমুণ্ড—(এখন চলিত নাম “পীতমুড়া” বা “পীতমড়া”) পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলায় ছিল। এখন সাঁওতালপরগণার মধ্যে পাকুড় হইতে ৬ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৪° ২৭´ ২৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭° ৪৫´ ২৫´´ উঃ।) এই গ্রাম হইতে “পীতমুণ্ডী” গাঞি হইয়াছে।

৩৫ পিপ্পল—(এখন চলিত নাম “পেপুল” বা “পিপলগ্রাম”।) বীরভূম জেলায় মল্লারপুর ষ্টেশন হইতে কিঞ্চিদধিক ২॥০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে ও ময়ূরেশ্বর হইতে কিঞ্চিদধিক ১ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৪° ১´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭° ৫৯´ ১০´´ পূঃ। এই গ্রাম হইতে “পিপ্পলী” বা “পিপ্‌লাই” গাঞি হইয়াছে।

৩৬ ঘোষ—(এখন “ঘোষগ্রাম” নামেই খ্যাত।) বীরভূম জেলায় স্বরূপসিংহপরগণার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পিপ্পলগ্রাম হইতে কিঞ্চিদধিক ৩ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৪° ৩´ ৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭° ৫৬´ ১২´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে “ঘোষাল” গাঞি হইয়াছে।

৩৭ পূর্ব্ব—(এখন “পূর্ব্বগ্রাম” নামে খ্যাত।) মুর্শিদাবাদ জেলার মুর্শিদাবাদ সহর হইতে ৩॥০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৪° ১১´ ৪০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ১২´ ৫২´´ পূঃ।)

৩৮ পূতিতুণ্ড—(এখন চলিত নাম পূতুণ্ডা বা পাতুণ্ডা) মুর্শিদাবাদজেলায় জেমুয়াকান্দি হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৪° ২´ ১০´´ উঃ ও দ্রাঘি. ৮৮° ১২´ ২০´´ পূঃ।)

৩৯ বাপুলা—(এখন চলিত নাম ‘বাবুলা’ বা “বাবলা”) বর্দ্ধমান জেলায় মঙ্গলকোট হইতে কিঞ্চিদধিক দেড়ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩° ০´ ৫´´ উঃ ও দ্রাঘি. ৮৮° ০´ ১০´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে “বাপুলি” গাঞি হইয়াছে।

৪০ হিজ্জল—(এখন চলিত নাম হিজল বা হিজলিয়া।) বর্দ্ধমান জেলায় দামোদরের দক্ষিণকূলে ও বর্দ্ধমান সহর হইতে আড়াই ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩° ১১´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭° ৫৯´ ৩০´´ পূঃ।)

৪১ কাঞ্জি—(এখন এই নামেই খ্যাত।) বর্দ্ধমান জেলায় কাঁটোয়া মহকুমার অন্তর্গত

(১) পরবর্ত্তীকালে পল্‌সাগ্রামীরা বর্দ্ধমান জেলার পোষলগ্রামের নিকট আসিয়া বাস করেন, এই স্থান এখনও ছোটপলসা নামে খ্যাত।

কাঁটোয়া সহর হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩° ৪১´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° পূঃ।) এই গ্রাম হইতে "কাঞ্জিয়াল" বা "কাঞ্জিলাল" গাঞি হইয়াছে।

৪২ কাঞ্জা—(এখন 'কাঞ্জ্যা' বা 'কাঞ্জিয়াকুড়া' নামে খ্যাত।) বাঁকুড়া জেলায় ছাতনা সহর হইতে ২ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩° ১৬´ ২০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৬° ৫৯´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে "কাঞ্জ্যাড়ী" গাঞি হইয়াছে।

৪৩ চতুর্থখণ্ড বা চৌৎখণ্ড—(এখন চৌৎখণ্ড বা চৌৎখণ্ডী নামেই খ্যাত।) বর্দ্ধমান জেলায় মেমারি ষ্টেসন হইতে দেড়ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে গ্রাণ্ডট্র্যাঙ্ক রোডের ধারে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩° ৮´৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ১২´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'চতুর্থী' বা "চৌৎখণ্ডী' গাঞি হইয়াছে।

৪৪ মহন্ত—(এখন চলিত নাম 'মহন্তা'।) মুর্শিদাবাদজেলায় ফতেসিংহ পরগণার মধ্যে পলাশী হইতে ২৷৷৹ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে ভাগীরথীতীরে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩° ৫৮´ উঃ ও দ্রাঘি. ৮৮° ১৫´ ৫০´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'মহন্তী' বা 'মহিন্ত্যা' গাঞি হইয়াছে।

৪৫ শিমুল—(এখনও এই নামে চলিত।) বর্দ্ধমান জেলায় খাণ্ডাখাঁরগড়ের দেড়মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে অবস্থিত। (অক্ষা° ২২°৫৭´৪৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭° ৫৯´ ৪৫´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'শিমুলী' বা 'শিমলাল' গাঞি হইয়াছে। মতান্তরে বর্দ্ধমান জেলার উত্তরাংশে ও রামজীবনপুরের ২৷৷৹ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে (অক্ষা. ২৩° ৪৫´ ৫২´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ৬´ ৫৬´´ পূঃ।) যে শিমুলিয়া গ্রাম আছে, তাহা হইতে এই গাঞি হইয়াছে।

৪৬ গাঙ্গুল—(চলিত নাম 'গাঙ্গুর' বা 'গাঙ্গুড়'।) বর্দ্ধমান জেলার বাঁকানদের ধারে ও শক্তিগড় ষ্টেসন হইতে কিঞ্চিদধিক ৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩° ১৭´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ১১´ ২৫´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'গাঙ্গুলী' বা 'গাঙ্গোলী' গাঞি হইয়াছে।

৪৭ ঘণ্টা বা ঘণ্টেশ্বর—(ইহার বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক করিতে পারিলাম না।)

৪৮ পালি—(এখন 'পালিগ্রাম' নামেই আখ্যাত।) বর্দ্ধমান জেলায় অজয়নদের অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে ও মঙ্গলকোট হইতে ২ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩° ৩৪´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ১´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'পালি' বা 'পালিয়াল' গাঞি হইয়াছে।

৪৯ বালি—(এখন 'বালিগ্রাম' নামেই খ্যাত।) ভৈরবনদের দক্ষিণকূলে মুর্শিদাবাদ হইতে কিঞ্চিদধিক ৪ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৪° ১৮´ ৪৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ২৩´ ৪০´´ পূঃ।)

৫০ কুন্দ—(এখন এই নামেই আখ্যাত।) বর্দ্ধমান জেলায় মঙ্গলকোট হইতে দেড়ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩°৩১´৪০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ১´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'কুন্দ' বা 'কুন্দলাল' গাঞি হইয়াছে।

৫১ নন্দি—(এখন নন্দিগ্রাম নামেই খ্যাত।) বর্দ্ধমান জেলায় যেখানে ফড়িয়া ও ব্রাহ্মণী নদী মিলিত হইয়াছে, তাহারই পূর্ব্বাংশে কিয়দ্দূরে এবং কাঁটোয়া হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ

দক্ষিণে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩°৩২´৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ১১´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'নন্দী' বা 'নন্দীয়াল' গাঞি হইয়াছে।

৫২ সিদ্ধল—(এখন সিধ্‌লা বা 'সিথ্‌লা' নামে চলিত।) হুগলী জেলায় অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩°•´৩১´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮°১৯´২০´´ পূঃ।)

৫৩—সাও বা সাঁড়েশ্বর—(ইহার বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক হইল না।)

৫৪ দায়া—(এখন চলিত নাম দাওয়া ; বীরভূমের মল্লারপুর পরগণার অন্তর্গত ও মল্লারপুর সহর হইতে প্রায় দেড়ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৪°৬´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭°৪১´৩০´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'দায়ী' গাঞি হইয়াছে।

৫৫ শির বা শিহর—(এখন সিহারা নামে খ্যাত) বর্দ্ধমান জেলায় রায়না হইতে প্রায় আড়াইক্রোশ পশ্চিমোত্তরদিকে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩°৬´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭°৫২´৩০´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'শিয়াড়ী' বা 'সিহারী' গাঞি হইয়াছে।

৫৬ নায়—(এখনও 'নায়গ্রাম' নামে আখ্যাত।) বর্দ্ধমান জেলায় দ্বারকা ও ভাগীরথী নদীর অন্তর্ব্বেদী মধ্যে কাঁটোয়া হইতে কিঞ্চিদধিক সাড়ে তিন ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩°৪৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮°১৫´৫´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে 'নায়ী' বা 'নাএাড়ী' গাঞি হইয়াছে।

উপরে যে সকল গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থান নির্দ্দেশ করিলাম, তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, মহারাজ ক্ষিতিশূর কনোজীয় ব্রাহ্মণসন্তানগণের বাসের জন্য ২২° ৫০´ ২৫´´ হইতে ২৪°২৮´৪৫´´ উত্তর অক্ষাংশ মধ্যে এবং ৮৬° ৪১´ হইতে ৮৮°২৩´৫৫´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমান্তরের মধ্যে (৫০ ক্রোশের ভিতর) উক্ত গ্রামসমূহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

উক্ত গ্রামসমূহের আর সে প্রাচীন সমৃদ্ধি নাই। অনেক স্থানেই তদ্‌গ্রামী ব্রাহ্মণের অভাব ঘটিয়াছে, এমন কি কোন কোন গ্রাম ব্রাহ্মণহীন হইতে বসিয়াছে। বহুকাল হইতে ব্রাহ্মণগণ ঐ সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ায় ঐ স্থানে যে কোন গাঞির আদি নিবাস ছিল, তাহাও অনেক ব্রাহ্মণসন্তান ভুলিয়া গিয়াছেন। কোন কোন গ্রামে আবার বহুসংখ্যক অপরাপর ব্রাহ্মণ আসিয়া বাস করায় তাহার বরং জনতা বৃদ্ধি হইয়াছে।

উপরে যে গ্রাম-নাম ও গাঞিমালা প্রকাশ করিলাম, তাহা হরিমিশ্রের কারিকা অনুসারে গৃহীত হইয়াছে। পরবর্ত্তিকালে যে হরিমিশ্র হইতে 'হরিমিশ্রী' থাকের উৎপত্তি হয়, ইনি সে হরিমিশ্র নহেন, তাঁহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। ইনি খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজ দনৌজামাধবের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। আদিশূরের ব্রাহ্মণানয়ন হইতে দনৌজামাধবের কুলবিধিপ্রবর্ত্তন পর্য্যন্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে যে সকল কুলকাণ্ড সংঘটিত হয়, কুলাচার্য্য হরিমিশ্র তাহাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেন। যদিও কুলাচার্য্য এড়ুমিশ্র হরিমিশ্রের পূর্ব্বে কেশবসেনের সভায় বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কারিকামধ্যে অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য ঘটনার সমাবেশ এবং মধ্যে মধ্যে আধুনিক কুলাচার্য্যের লিখিত বিবরণাদি প্রক্ষিপ্ত থাকায় তাঁহার

কারিকা হইতে তৎসাময়িক মৌলিকাংশ নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা অতীব কঠিন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে হরিমিশ্রের কারিকায় আধুনিক কুলাচার্য্যের হস্তক্ষেপের কোনরূপ নিদর্শন না থাকায়, (যে সকল কারিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তন্মধ্যে) এই কারিকাখানি সর্ব্ব-প্রাচীন ও মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করিলাম।১ এই কারণে হরিমিশ্রের কারিকা হইতেই প্রথমে গাঞিমালা উদ্ধৃত করিয়াছি।

গাঞি-ব্যত্যয়।

বর্ত্তমান কুলাচার্য্যগণ যে বাচস্পতিমিশ্রের কুলরাম ও কুলরমা হইতে সর্ব্বদাই গাঞিমালা উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, আশ্চর্য্যের বিষয়, হরিমিশ্রের সহিত অনেক স্থলে তাঁহাদের মতভেদ লক্ষিত হইতেছে।

বাচস্পতিমিশ্র রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ পঞ্চব্রাহ্মণের ৫৯টী সন্তান স্বীকার করিয়া এইরূপে ৫৯ জনের নাম ও ৫৯টী গাঞি নির্দ্দেশ করিয়াছেন --

গোত্র	ব্যক্তির নাম।	গাঞির নাম।	গোত্র।	ব্যক্তির নাম।	গাঞির নাম।
শাণ্ডিল্য	১ বরাহ	১ বন্দ্যঘটী	শাণ্ডিল্য	১১ নীল	১১ বসুয়ারী।
„	২ রাম	২ গড়গড়ী।	„	১২ মধুসূদন	১২ কয়রাল।
„	৩ নৃপ	৩ কেশরকুনী।	„	১৩ কোয়র	১৩ কুশারি।
„	৪ নান	৪ কুসুমকুলী।	„	১৪ বাসুদেব	১৪ কুলকুলি।
„	৫ বাটু	৫ পারিহাল।	„	১৫ মাধব	১৫ আকাশ।
„	৬ গুয়ি	৬ কুলভি	„	১৬ মহামতি	১৬ দীর্ঘাঙ্গী।৩
„	৭ গণ	৭ ঘোষলী।	ভরদ্বাজ	১৭ ধুরন্ধর	১৭ মুখৈটী।
„	৮ সাণ্ডেশ্বর	৮ সেয়ু।	„	১৮ জন	১৮ ডিণ্ডীসায়ী।
„	৯ ব্যূঢ়	৯ মাসচটক।	„	১৯ নান	১৯ সাহরিক।
„	১০ বিকর্ত্তন	১০ বটব্যাল।	„	২০ রাম	২০ রায়ী।৪

(১) ৫৬ গ্রামের অবস্থান-নির্ণয় করিবার সময় দেখা গেল, যে সকল গ্রাম-নাম হইতে সাতশতীগণের গাঞি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল গ্রামের অধিকাংশই উপরোক্ত সীমার মধ্যেই অবস্থিত রহিয়াছে। এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে, আদিশূর বা তৎপুত্র ভূশূরের সময় সাতশতীগণের গাঞি নিরূপিত হয় নাই। ক্ষিতিশূরের সময়ে তাঁহারই যত্নে প্রথমে ২৮টী এবং তাঁহার মৃত্যুর বহু বর্ষ পরে আরও কতকগুলি গাঞির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। [বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ষষ্ঠ অংশ, পিপালী ব্রাহ্মণ বিবরণের ১ম অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে।]

(২) গৌড়েব্রাহ্মণ-রচয়িতা শ্রীহর্ষতনয়-শ্রীনিবাসকৃত *'পঞ্চব্রাহ্মণাগমন'* বিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এই গ্রন্থ দেখেন নাই বা আমরাও অনুসন্ধান করিয়া পাইলাম না।

(৩) "আদৌ বন্দ্যঃ বরাহঃ স্যাৎ রামো গড়গড়ী মতঃ। নৃপঃ স্যাৎ কেশরশ্চৈব নানঃ কুসুমকুলিকঃ॥
বাটুঃ স্যাৎ পারিহালোঽসি কুলভিগুয়িনামকঃ। গণো ঘোষলীতাং প্রাপ্তঃ সেয়ুঃ সাণ্ডেশ্বরস্তথা॥
ব্যূঢ়ো মাসচটকঃ খ্যাতো বটব্যালো বিকর্ত্তনঃ। বসুয়ারিস্তথা নীলঃ কয়ালো মধুসূদনঃ॥
কুশারিঃ কোয়রঃ খ্যাতঃ কুলকুলিঃ বাসুদেবকঃ। আকাশো মাধবো দীর্ঘগ্রামী চ স্যাৎ মহামতিঃ॥
শাণ্ডিল্যে ষোড়শ গ্রামবাসিনঃ ষোড়শঃ স্মৃতাঃ॥"

(৪) "ধাধুনামা মুখৈটী স্যাজ্জনঃ স্যাড্ডিণ্ডীসায়িকঃ। নানঃ সাহরিকো জ্ঞেয়ো রায়ী চ রামনামকঃ॥"

গোত্র	ব্যক্তির নাম।	গাঞির নাম।	গোত্র।	ব্যক্তির নাম।	গাঞির নাম।
কাশ্যপ	২১ ধীর	২১ গুড়।	সাবর্ণ	৪১ বিশ্বরূপ	৪১ নন্দী।
"	২২ নীল	২২ অম্বুলী।	"	৪২ কুমার	৪২ বালী।
"	২৩ শুভ	২৩ ভুরিগ্রামী।	"	৪৩ যোগী	৪৩ ঘণ্টেশ্বরী।
"	২৪ শুম্ভ	তৈলবাটী।			
"	২৫ জন	২৫ কোয়ারী।	"	৪৪ মধুসূদন	৪৪ পালী।
"	২৬ বনমালী	২৬ পর্কটী।	"	৪৫ মাধব	৪৫ পুংসিক।
"	২৭ শ্রীহরি	২৭ সিমলায়ী।	"	৪৬ গুণাকর	৪৬ সিয়ারী।
"	২৮ জট	২৮ পোষলী	"	৪৭ দক্ষ	৪৭ সাণ্ডেশ্বরী।
"	২৯ পালু	২৯ পলসাঁয়ী।	"	৪৮ রাম	৪৮ নায়ারী।২
"	৩০ কাক	৩০ হড়।	বাৎস্য	৪৯ রবি	৪৯ মহিন্ত্যা।
"	৩১ কৃষ্ণ	৩১ পোড়ারি।	"	৫০ সুরভি	৫০ ঘোষাল।
"	৩২ রাম	৩২ পালধী।	"	৫১ ধীর	৫১ পূতিতুণ্ড।
"	৩৩ কৌতুক	৩৩ পীতমুণ্ড।	"	৫২ বিশ্বম্ভর	৫২ পূর্ব্বগ্রাম।
"	৩৪ সুলোচন	৩৪ চট্ট।	"	৫৩ শঙ্কর	৫৩ পিপ্পলাই।
"	৩৫ শশীধর	৩৫ ভট্টগ্রামী।	"	৫৪ গুণাকর	৫৪ চৌৎখণ্ডী।
"	৩৬ কেশব	৩৬ মূলগ্রামী।১	"	৫৫ শ্রীধব	৫৫ কাঞ্জিলাল।
সাবর্ণ	৩৭ হল	৩৭ গাঙ্গুলী।	"	৫৬ মন	৫৬ দীঘল।
"	৩৮ রাজ্যধর	৩৮ কুন্দ।	"	৫৭ কবি	৫৭ শিমুলাল।
"	৩৯ বশিষ্ঠ	৩৯ সিদ্ধল।	"	৫৮ নারায়ণ	৫৮ কাঞ্জারি।
"	৪০ মদন	৪০ দায়ী।	"	৫৯ মহাযশা	৫৯ বাপুলি।৩

(১) "ধীরোঽভবদ্‌গুড়গ্রামী নীলস্যাদম্বুলীয়কঃ। ভূরিগ্রামী শুভশ্চৈব শুম্ভঃ স্যাৎ তৈলবাটিকঃ।
কোয়ারিঃ স্যাজ্জনো নাম পর্কটির্বনমালিকঃ। শ্রীহরিঃ সিমলায়ী স্যাৎ জটো পোষলিকস্তথা॥
পলসায়িশ্চ পালুনামা হড়ঃ কাকোমতস্তথা। পোড়ারিঃ কৃষ্ণসংজ্ঞশ্চ পালধী রামনামকঃ॥
কৌতুকঃ পীতমুণ্ডী স্যাৎ চট্টগ্রামী সুলোচনঃ। ভট্টগ্রামী শশিধরো মূলগ্রামী চ কেশবঃ॥
কাশ্যপে ষোড়শঃ প্রোক্তাঃ ষোড়শগ্রামবাসিনঃ॥

(২) "হলনামা চ গাঙ্গুলিঃ কুন্দো রাজ্যধরস্তথা। বশিষ্ঠঃ সিদ্ধলো জ্ঞেয়ো দায়ী চ মদনোঽভবৎ॥
বিশ্বরূপস্তথা নন্দী বালীগ্রামী কুমারঃক। যোগী ঘণ্টেশ্বরী খ্যাতঃ পালী চ মধুসূদনঃ॥
মাধবঃ পুংসিকঃ খ্যাত সিয়ারী চ গুণাকরঃ। দক্ষ সাণ্ডেশ্বরীখ্যাতঃ নায়ারী রামনামকঃ॥
দ্বাদশে দ্বাদশগ্রামবাসিনো বেদগর্ভজাঃ॥

(৩) "রবির্মহিন্ত্যা সুরভিশ্চ ঘোষঃ পুতিশ্চ ধীরঃ ক্ষিতিসর্ব্বতোষঃ।
বিশ্বম্ভরোঽভূৎকিল পূর্ব্বগ্রামী শ্রীশঙ্করাখ্যঃ খলু পিপ্পলায়ী॥

এখন দেখিতেছি, বাচস্পতিমিশ্র কাশ্যপগোত্রে কোয়ারী ও ভট্টগ্রামী এই দুইটী এবং সাবর্ণগোত্রে পুংসিক এই তিনটী গাঞি অতিরিক্ত ধরিয়াছেন। এ ছাড়া তাঁহার বর্ণিত অবশিষ্ট ৫৬ গাঞি মধ্যেও গাঞিব্যত্যয় ঘটিয়াছে। যেমন শাণ্ডিল্যগোত্রে বোকট্যাল ও ঝিকুরাড়ী স্থানে আকাশ ও কুলকুলি গাঞি, এবং বাৎস্যগোত্রে ছিজ্জল স্থানে দীঘল গাঞি ধরা হইয়াছে।১ এরূপ গাঞিব্যত্যয় হইবার কারণ কি? গৌড়েব্রাহ্মণকার লিখিয়াছেন, 'যাঁহারা ৫৬ গাঞি কহেন, তাঁহারা চৌৎখণ্ডী, দীঘল ও পূর্ব্ব এই তিন গাঞি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।' কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় স্পষ্ট লিখিত আছে, রাঢ়দেশী ব্রাহ্মণগণের মতে, প্রকৃত প্রস্তাবে ৫৬ গাঞি। 'বঙ্গদেশীয়গণ দীঘল, পুংসিক ও ভট্ট সাতশতীদিগের এই তিনটী গাঞি লইয়া ৫৯টী গাঞি স্বীকার করেন।'২

এখন কথা হইতেছে, শেষোক্ত তিনটী গাঞি যেন সাতশতী হইতে আসিল, কিন্তু বোকট্টাল, ঝিকুরাল ও ছিজ্জল৩ এই তিনটী গাঞি কোথায় গেল? আবার আকাশ, কুলকুলী ও কোয়ারী এই তিনটী গাঞি কোথা হইতে আসিল? রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ এ সম্বন্ধে নিরুত্তর! আধুনিক ঘটকগণ বাচস্পতিমিশ্রের মতই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন। হরিমিশ্রাদির প্রাচীন কুলপঞ্জিকা তাঁহাদের বিশেষ কোন কাজে আসে না। কাজেই হরিমিশ্রাদির মত প্রাচীন হইলেও তাঁহাদের নিকট প্রামাণিক বলিয়া গণ্য নহে।

বাচস্পতিমিশ্রের গ্রন্থ যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিবেন, মেলবন্ধন হইবার পর 'কুলরাম' রচিত হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই রাঢ়ীয়শ্রেণীতে সাতশতীসংস্রব ঘটিয়াছিল, তাহা মেলবন্ধনের ইতিহাস ও সপ্তশতীবিবরণ পাঠ করিলেই জানা যাইবে। কিন্তু হরিমিশ্র ও এড়ুমিশ্রের সময় সেরূপ সাতশতীসংস্রব ঘটে নাই। এই সকল কারণে হরিমিশ্রের কুলপঞ্জিকায় যে ৫৬ গাঞির নামোল্লেখ আছে, সেই গাঞিগুলিই প্রকৃত আদিগাঞি বলিয়া বোধ হয় গ্রহণ

চৌৎখণ্ডিকো নাম গুণাকরাখ্যঃ সধর্ম্মশীলোঽপি চ দানদক্ষঃ।
শ্রীশ্রীধরঃ নামা চ কাঞ্জিলালঃ মনো দীঘলঃ কবিশিম্বলালঃ।
কাঞ্জারি নারায়ণ এষ ধন্যঃ মহাযশা বাপুলিকো বরেণ্যঃ।
একাদশচ্ছান্দড়পুত্রপৌত্রাঃ একাদশ গ্রামনিবাসিনস্তে ॥" (কুলরাম)

(১) এ ছাড়া সাহুড়ী স্থানে সাহরিক, শির বা শিহাড়ী স্থানে সিহারী এবং কড়াল স্থানে করাল ইত্যাদি যে অল্প নাম পার্থক্য দৃষ্ট হইয়াছে, এ গুলিকে গাঞিব্যত্যয় বলা যায় না। রাঢ়বঙ্গের উচ্চারণ অনুসারে 'ড়' স্থানে 'র' হইয়া এরূপ পাঠান্তর ঘটিয়াছে। এইরূপ চতুর্থখণ্ডী স্থানে অপভ্রংশে চৌৎখণ্ডী হইয়াছে।

(২) "বঙ্গদেশীয় মতে উনষষ্টিঃ কথং সংগৃহ্যতে? সপ্তশতীনাং মধ্যে দীর্ঘলঃ পুংসিকো ভট্টঃ এভিঃ সহ উনষষ্টিঃ কথ্যতে। বাৎস্যগোত্রে দীর্ঘলঃ সাবর্ণে পুংসিকঃ কাশ্যপে ভট্টঃ।"

(৺বংশীবদন বিদ্যারত্নসংগৃহীত কুলপঞ্জিকা।)

(৩) নারায়ণের ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ হইতে জানা যায় যে রাজা জয়পাল বাৎস্যগোত্রীয় পরিতোষকে তালবাটী শাসন দান করেন, তাহা চতুর্থ খণ্ড বা চোৎখণ্ডী, পিশাচখণ্ড, বাপুলি ও ছিজ্জল প্রভৃতি কুলস্থান হইয়াছিল। [বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড ষষ্ঠ অংশ, ২১-২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

করিতে পারি। হরিমিশ্রের প্রায় আড়াইশতবর্ষ পরে বাচস্পতিমিশ্র যখন কুলরাম প্রকাশ করেন, তখন বহুসংখ্যক সপ্তশতী রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। বোধ হয়, তৎকালে বোকট্টাল, ঝিকৃরাল, ও হিজ্জল এই তিনটী গাঞি বিলুপ্ত হইয়াছিল, অথবা এই সকল গাঞির ব্রাহ্মণগণ অযাজ্যযাজনাদি দোষে পতিত হওয়ায় স্ব স্ব পরিচয় গোপন করিয়াছিলেন। এই কারণে এ সময়কার কুলপঞ্জিকায় এই সকল গাঞি পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত গাঞি সংখ্যা পূরণ করিবার জন্যই হউক অথবা অপর যে কোন কারণে হউক, কুলকুলি, কয়ড়ী বা কোয়ারি, ভট্ট, পুংসিক ও দীঘল, সাতশতীদিগেব এই পাঁচটী গাঞি, এতদ্ভিন্ন আকাশ নামে অতিরিক্ত একটী গাঞি রাঢ়ীয় গাঞিমালা মধ্যে গৃহীত হইয়াছে।

যখন শেষোক্ত গাঁঞি ছয়টীও বর্ত্তমান রাঢ়ীয়-সমাজে শ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য, যখন এই গাঞিভুক্ত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ আজও দেখা যাইতেছে, তখন যে সকল গ্রাম হইতে এই ৬টী গাঞি বাহির হইয়াছে, তাহার বর্ত্তমান অবস্থান-নিরূপণ করা বোধহয় একান্ত অনাবশ্যক হইবে না। যথাসাধ্য অনুসন্ধান দ্বারা যেরূপে উক্ত গাঞির পরিচায়ক গ্রাম সকল নির্ণয় করিয়াছি, নিম্নে তাহার ফলাফল লিখিলাম।

১। কোয়ড়া বা কয়ড়া—এখনও এই নামে খ্যাত। বৰ্দ্ধমান জেলায় সেলিমাবাদ পরগণার মধ্যে সেলিমাবাদ হইতে ৪৷৷৹ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩°১০´১৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭°৫৬´১৫´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে কয়ড়ী গাঞি হইয়াছে।

২। ভট্ট—(এখন ভাটর্গা বা ভট্টগ্রাম নামেই অভিহিত।) মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দি মহকুমার মধ্যে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৪°৬´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮°২৩´১০´´ উঃ।)

৩। পুংস—(কেহ পুঁসগ্রাম, কেহ বা পুঁসপুর বলে।) হুগলীজেলায় ভুরসুটপরগণার মধ্যে দামোদরের কূলে অবস্থিত। (অক্ষা° ২২°৪২´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮°৩´৪৫´´ পূঃ।) এই গ্রাম হইতে পুংসিক গাঞি হইয়াছে।

৪। দীঘল—(এখনও 'দীঘলগ্রাম' নামেই আখ্যাত।) বাঁকুড়াজেলায় মল্লভূমের অন্তর্গত। বিষ্ণুপুর রাজধানী হইতে ৭ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। (অক্ষা° ২৩°২´৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭°৪৭´৪৫´´ পূঃ।)

কুলকুল ও আকাশ এই দুইটী গ্রাম কোথায়? বহু অনুসন্ধান করিয়াও বাহির করিতে পারিলাম না; বৰ্দ্ধমান জেলায় থাকিলেও থাকিতে পারে। যে কয়েকটী গ্রামের সন্ধান পাইয়াছি, এই কয়টীর সংস্থান, নিকটবর্ত্তী অপর রাঢ়ীয় গ্রামগুলির অবস্থান এবং পরস্পর সংশ্রব একটু ভাবিয়া দেখ। যার সহিত যত মাখামাখি, যত দেখা সাক্ষাৎ হয়, অবশ্যই তাহার উপর একটু টান আসিয়া পড়ে। বিশেষতঃ যেখানে সজাতীয় জ্ঞাতিকুটম্ব বেশী নাই, সেখানে যদি আমরা সবর্ণের লোক পাই, আচার ব্যবহারে, সামাজিক পদমর্য্যাদায় ও গৌরবে, কর্ত্তব্যসাধনে ও স্বধর্ম্মপালনে যদি তাহার সহিত মিল হয়, তাহা হইলে অপর বাধাবিঘ্ন থাকিলেও, দুই একদিনে না হউক, কিছুদিন পরেও তাহার প্রতি স্বভাবতঃ অনুরাগ ও সহানুভূতি জন্মে।

শেষোক্ত গাঞির ব্রাহ্মণদিগের সহিত নিকটবর্ত্তী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। স্বসমাজে সম্বন্ধাভাব, বিবাহে পাত্রাভাব, আর্থিক উন্নতিসহ প্রাধান্যলাভাশা, পরস্পর সৌহৃদ্য অথবা রূপলালসাও সময়ে সময়ে পরস্পরের সম্বন্ধবন্ধনের অনুকূল হইয়াছিল। সপ্তশতী বিবরণে আমরা ইহার কতকটা আভাস দিয়াছি। এইরূপে ভিন্নগ্রামী ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াছেন এবং রাঢ়ীয়গণও তাঁহাদিগকে স্বসমাজভুক্ত করিয়া লইতে পরাঙ্মুখ হন নাই।

এইরূপে কাশ্যপকাঞ্জাড়ী ও দানিয়াড়ী[১] গাঞির ব্রাহ্মণগণও রাঢ়ীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।[২] অপর সাতশতীগণের মধ্যে যাঁহারা 'রাঢ়ীয়' বলিয়া এখন পরিচয় দিতেছেন, সপ্তশতীবিবরণ মধ্যে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াছি।[৩]

মেলবন্ধনকালে বন্দ্যঘটীয় গাঞি হইতে আর একটী অভিনব গাঞির উৎপত্তি হইয়াছে। সেই গাঞির নাম সিন্দুরাবল্লভ। এই গাঞির উৎপত্তি সম্বন্ধে কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, '১৯শ পুত্রপর্য্যায়ে ঈশানবন্দ্যোর পুত্র তারাপতি 'সিন্দুরাগ্রামে' বাসহেতু সিন্দুরাবল্লভ গাঞি হইল।'[৪]

উক্ত সিন্দুরা গ্রাম এখন হুগলী জেলায়। বৈঁচি হইতে দেড়ক্রোশ পূর্ব্বে ও পাণ্ডুয়া হইতে ১।০ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। (এখন সন্দুয়া নামে খ্যাত।)[৫]

(১) কুলরমাতে সাবর্ণগোত্রে 'দায়ী' স্থানে 'দানিয়াড়ী' গাঞি গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু হরিমিশ্র হইতে বাচস্পতিমিশ্র পর্য্যন্ত কোন কুলাচার্য্য এই দানিয়াড়ী গাঞির উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে অনুমান হয়, রাঢ়ীশ্রেণীর মধ্যে গাঞি উৎপত্তির পরবর্ত্তীকালে 'দানিয়াড়ী' হইয়া থাকিবে। কেহ কেহ মনে করেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় সাগরদীঘির ১ ক্রোশ পশ্চিমে যে দানগ্রাম আছে, (অক্ষা° ২৪°১৮′ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮°৮′ পূঃ), তাহা হইতেই 'দানী' বা 'দানীয়াড়ী' গাঞি হইয়াছে।

(২) আবার কেহ কেহ এইরূপ ভাব প্রকাশ করেন যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে সাতশতী বা অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা আসিয়া কনোজীয়বংশোদ্ভূত রাঢ়ীশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করেন নাই। মহাবংশসম্ভূত পূর্ব্বতন রাঢ়ীয় সন্তানগণ পরবর্ত্তিকালে ভিন্ন ভিন্ন হিন্দুরাজার নিকট গ্রাম পাইয়া তথায় আসিয়া বসতি করিলে, তাঁহার সন্তানগণ সেই সেই গ্রামানুসারে পরিচয় দেওয়ায় তাহারা ভিন্নগ্রামী বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহারা সকলেই কনোজাগত আদি ব্রাহ্মণসন্তান। কিন্তু বর্ত্তমান কুলাচার্য্যগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, 'গোত্র যেরূপ, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের গাঞিও তদ্রূপ কুলপরিচায়ক। পরবর্ত্তিকালে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম পাইয়া তথায় বাস করিলেও কেহ গাঞিপরিবর্ত্তন করেন নাই। কেবল 'সিন্দুরাবল্লভ' নামে এক অপ্রাচীন গাঞির উল্লেখ আছে। আর গাঞি-পরিবর্ত্তনের প্রমাণ পাওয়া যায় না।'

(৩) সপ্তশতীবিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৪) "ততোঽভবৎ অতীতকালে ঊনবিংশতিপুত্রপর্য্যায়ে বং ঈশানসুতো তারাপতিঃ সিন্দুরাগ্রামনিবাসত্বাৎ সিন্দুরাবল্লভ গাঞী, শ্রোত্রিয় অভিনিবেশঃ।" (কুলপঞ্জিকা।)

(৫) এখন আধুনিক কুলপঞ্জিকায় 'সুন্দরামল' নাম লিখিত হইয়া থাকে।

গাঞি-উৎপত্তির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে করিতে মিশরদেশের যাজকগণের সামাজিক অবস্থা মনে পড়ে। বহুসহস্র বর্ষ গত হইয়াছে, সেই অতিপূর্ব্ব যাজকমণ্ডলী ধর্ম্মকর্ম্ম নিরাপদে সম্পন্ন করিবার জন্য ও জনসাধারণকে দেবপূজায় অনুরক্ত করিবার জন্য এক একটী গ্রামেগিয়া বাসস্থাপন করিতেন। গ্রামের দেবালয় তাঁহার ধর্ম্মচর্চ্চার প্রধান স্থান। চারিদিক্ হইতে নিম্নশ্রেণীর মানবমণ্ডলী আসিয়া সেখানে ধর্ম্মমত শুনিত ও সেখানকার ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য করিত। সেই গ্রামপতি পুরুষানুক্রমে স্ব স্ব অধিকার পাইতেন। তাঁহার সম্মান কোন রাজা অপেক্ষা কম ছিল না। তাঁহার কথায় বড় বড় রাজারও আসন টলিত। গ্রামপতি (প্রধানযাজক) যেখানে বাস করিতেন, তাহা এক একটী 'নোম' (Nome) বলিয়া গণ্য হইত। সেই নোম পুরুষানুক্রমে যাজকের অধীন থাকিত। গ্রামপতি 'নোম' হইতেই বিখ্যাত হইতেন। ৫৬ গ্রামী-ব্রাহ্মণগণও মিশরীয় যাজকদিগের ন্যায় স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালনার্থ এক এক গ্রামে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধবিপ্লাবিত রাঢ়প্রদেশে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপনের জন্যই যে হিন্দুরাজ কর্ত্তৃক "গ্রামপতি"[১] নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মিশরের ন্যায় এদেশেও গ্রামপতিত্ব পুরুষানুক্রমিক ছিল। জগতের আদিগ্রন্থ ঋক্‌সংহিতায় এই গ্রামপতি 'গ্রামণী' নামে কথিত হইয়াছে। বোধহয়, গ্রামণীগণ গ্রামের নামেই বিখ্যাত হইতেন। তাই কাহারও গাঞিনাম শুনিলে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের নাম ধাম ও কুলশীলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহজেই জানিতে পারা যায়।

(১) বৈদিক সময় হইতেই ব্রাহ্মণদিগের গ্রামপতিত্ব ছিল। পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজগণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কাহাকেও সহজে গ্রামণীত্ব বা গ্রামপতিত্বপদ প্রদান করিতেন না।

"গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যো হি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ॥" (শুক্রনীতি ২।৪২৬)

গ্রামণী সম্বন্ধে ঋগ্বেদ ১০।১০৭।৫, শুক্লযজুর্ব্বেদ ১৫।১৫, ৩০।২০, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ ২।৫।৪৪, অথর্ব্ববেদ ৩।৫।৭, ১৯।৩১।১২ তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ১।১।৪।৮, শতপথব্রাহ্মণ ৩।৩।১।৬, ৫।৪।৪।১৮, কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র ৪।৯।৪ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-বিবরণ

আধুনিক কুলাচার্য্যগণের উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ লিখিয়াছেন, "রাঢ়দেশবাসি-ব্রাহ্মণগণের গ্রামদাতা ক্ষিতিশূরের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ধরাশূর রাজা হন। তিনি আপন রাজত্বকালে ৫৯ গ্রামীণ ব্রাহ্মণ এবং তাঁহাদের সন্তানগণকে কুলীন, গৌনকুলীন এবং শ্রোত্রিয় এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন। ধরাশূরকৃত কৌলীন্যমর্য্যাদাবিধানে আদিবরাহ বন্দ্য, কাশ্যপ-গোত্রে সুলোচন চট্ট, ভরদ্বাজগোত্রে শ্রীহর্ষের পুত্র ধুরন্ধর মুখৈটী, বাৎস্যগোত্রে সুরভি ঘোষাল, কবি কাঞ্জিলাল, রবি পুতিতুণ্ড, সাবর্ণগোত্রে বীরব্রত গাঙ্গুলী, সুধীর কুন্দলাল এই ৮ জন মুখ্য কুলীন। রামগড়গড়ী, নীপ কেশরকুনী, গুঁয়কুলভী, বটু দীর্ঘাটী, বৈকুণ্ঠ পারিহাল, কাশ্যপ-গোত্রীয় জগ হড়, ধীর গুড়, কাক পীতমুণ্ডী, বিনায়ক ডিংসাই, গন্ধর্ব্ব রায়ী, সাবর্ণ গোত্রে মধুসূদন ঘণ্টেশ্বর, বাৎস্যগোত্রে ভানু চৌৎখণ্ডী, কানু মহিন্ত্যা, বনমালী পিপ্পলী, ইহারা গৌণ-কুলীন হইয়াছিলেন।"[১]

উপরে যে আধুনিক মত উদ্ধৃত করিলাম, প্রাচীন কুলাচার্য্যগণ কেহই এরূপ কথা বলেন নাই। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে লিখিয়াছি, ভূ শূরতনয় ক্ষিতিশূরের সময় রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেবল ৫৬টী গাঞি স্থির হইয়াছিল। সেসময়ে আর কোন নিয়মাদি বিধিবদ্ধ হয় নাই। এখন প্রাচীন কুলপঞ্জিকায় দেখা যাইতেছে, ক্ষিতিশূরের বহু পরে তাঁহার প্রপৌত্র ধরাশূরের সময় রাঢ়ীশ্রেণীর মধ্যে সর্ব্ব প্রথম কুলবিধি প্রবর্ত্তিত হয়। তৎকলে আদিবরাহপ্রভৃতি উপরোক্ত ব্যক্তিগণ সকলেই কালকবলিত হইয়াছেন। এই কুলবিধির সময় তাঁহাদের পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্বে সকল ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় নামে খ্যাত হইতেন। এই সময়ে রাঢ়ীয়গণ কেবল কুলাচল ও সচ্ছোত্রিয় এই দুইটী ভাগে বিভক্ত হইলেন। বন্দ্য, মুখৈটী, চট্ট, কাঞ্জিলাল, গাঙ্গুলী, হড়, গড়গড়ী, পূতিতুণ্ড, ঘোষাল, কুন্দলাল, চতুর্থী, রায়ী, কেশরকোণী,

ধরাশূরের কুলবিধি।[২]

(১) গৌড়ে-ব্রাহ্মণ ১৯০ পৃষ্ঠা।

(২) গৌড়ে ব্রাহ্মণকার ধরাশূরকে ক্ষিতিশূরের পুত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। (গৌ° ব্রা° ৪১, ৭৭ ও ১৯১ পৃষ্ঠা।) কিন্তু প্রাচীন কুলপঞ্জিকায় ধরাশূর ক্ষিতিশূরের প্রপৌত্ররূপেই বর্ণিত হইয়াছেন। [রাজন্যকাণ্ডে শূরবংশ প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

দীর্ঘাঙ্গী, পারিহাল, কুলভী, মহিন্ত্যা, গুড়, পিপ্পলী, দিণ্ডী ও পীতমুণ্ডী এই ২২ গাঞি 'কুলাচল' হইলেন। ইহাদের বংশধরগণ সর্ব্বত্র পূজিত হইতেন।১ পূর্ব্ব পালধী, সিদ্ধল, কুশাড়ী, কাঞ্জ্যাড়ী, বাপুলি, মাসচটক, সাহুড়িয়ান্, ভুরিষ্ঠান, কুসুম, বটব্যাল, অম্বুলী, বোকট্টাল, শিরাড়ী, পোরাড়ী, তিলাড়ী, পোষলী, নন্দী, পালসাঞি, শিমুলী, সিমলাঞি, সেউ, কড়াল, নাঞাড়ী, ঘোষলী, বালী, বম্বাড়ী, পালি ঝিকুরাড়ী, হিজ্জল, সাণ্ডে, মূলী ও দায়ী এই ৩৪ গাঞি 'সচ্ছোত্রিয়'২ বলিয়া গণ্য হইলেন। এই দুইভাগ বর্ত্তমান পাশ্চাত্যবৈদিকদিগের পঞ্চগোত্র ও ষষ্ঠগোত্রের মধ্যে সমাজগত সম্মানের ন্যায়। এই বিধি অনুসারে কুলাচলেরা রাঢ়ীয় হিন্দুসমাজে সচ্ছোত্রিয় অপেক্ষা বেশী সম্মান পাইতেন। এ সময়েও রাঢ়ীশ্রেণীর কুলাচল ও সচ্ছোত্রিয় মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান চলিত, তখনও সচ্ছোত্রিয়ের ঘরে কন্যা দান করিলেও কুলাচলের কুলক্ষয় হইত না। কিন্তু এ সময়েও রাঢ়ীয় ও সাতশতীর মধ্যে আদান প্রদান প্রচলিত হয় নাই।

যে শূরবংশের উৎসাহে রাঢ়দেশে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান, ব্রাহ্মণসমাজের অভিনব শক্তিসঞ্চার ও আপামর সাধারণের হৃদয়ে নবভাবের উদ্দীপন হইয়াছিল, কালের কঠোর নিয়মে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে সেই মহাশূরবংশের গৌরবভাস্কর নিবিড় তমোজালে আবৃত হইল।

রাজা ধরাশূরের দুই পুরুষ পরেই শূররাজ্যলক্ষ্মী দাক্ষিণাত্য-নরেন্দ্রগণের অঙ্কশায়ী হইয়াছিল। এই দাক্ষিণাত্য-নরেন্দ্র-বংশে মহারাজ বল্লালসেন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার ন্যায় পরাক্রান্ত, ধর্ম্মপরায়ণ ও রাজনীতিবিশারদ নৃপতি সেনবংশে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি যখন

বল্লালসেনের কুলবিধি।

দেখিলেন, সম্মানিত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে অনাচার প্রবেশ করিতেছে, উচ্চনীচভেদ উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে, যে জন্য তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এ দেশে আনীত হইয়াছেন, সেই মহৎকার্য্য সম্পাদনে ব্রাহ্মণগণ শিথিলপ্রযত্ন হইয়াছেন, মানীর মানের হ্রাস ও নিন্দিত ব্যক্তি সম্মানিত হইবার চেষ্টা করিতেছে, সেই উপযুক্ত

(১) "বন্দ্যো মুখৈটী চট্টশ্চ কাঞ্জিগাঙ্গো হড়ো গড়ঃ। পূতিঘোষস্তথা কুন্দশ্চতুণ্ডী রায়কেশরৌ॥
দীর্ঘাঙ্গী পারিকুলভী মহিন্ত্যা গুড়পিপ্পলা। ঘণ্টা দিণ্ডী পীতমুণ্ডী এতে চৈব কুলাচলাঃ॥
এতৎ সম্পর্কিণো বিপ্রাস্তে পূজ্যা লোকসম্মতাঃ॥" (হরিমিশ্র।)

(২) "পূর্ব্বোঽথ পালধিশ্চৈব সিদ্ধলঃ কুশাড়ী তথা। কাঞ্জ্যাড়ী বাপুলিশ্চৈব মাসসাহুড়িয়ানকৌ॥
ভুরিষ্ঠানোঽথ কুসুমো বটব্যালোঽম্বুলী তথা। বোকট্টালঃ শিরাড়ী চ পোরাড়ী পাকড়ী ততঃ॥
তিলাড়ী পোষলী নন্দী পালসাঞিস্তথৈব। শিমুলা সিমলাঞিশ্চ সেউশ্চ কড়িয়ালকঃ॥
নাঞাড়ী ঘোষলী বালী বম্বাড়ী পালিকস্তথা। ঝিকো হিজ্জলকঃ সাণ্ডে মূলো দায়িস্ততঃপরঃ॥
সচ্ছোত্রিয়া মহাত্মানঃ সর্ব্বে এতে দ্বিজাতয়ঃ॥ (হরিমিশ্র।)

(৩) রাজন্য কাণ্ডে সেনবংশ-প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

সময়ে সনাতন ধর্ম্মরক্ষা, সমাজরক্ষা ও ব্রাহ্মণসমাজের সম্ভ্রমরক্ষা করিবার জন্য সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া, কুলমর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন।[১]

৩৫ পূর্ব্বে রাঢ়ীশ্রেণীর মধ্যে 'কুলাচল' ও 'সচ্ছোত্রিয়' এই দুইটী বিভাগ ছিল। এখন বল্লালসেন দ্বাবিংশতিকুলোদ্ভব কুলাচলগণকে বাছিয়া ৮টী গাঞিকে মুখ্য-কুলীন[২] ও ১৪টী গাঞিকে গৌণ-কুলীন করিলেন। এই ২২টী গাঞির সকল লোকই যে মুখ্য ও গৌণ কুলীন হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা গুণসম্পন্ন[৩] ছিলেন, তাঁহারাই কেবল বল্লালসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তন্মধ্যে শাণ্ডিল্যগোত্রে বন্দ্যঘটীয় শকুনিসুত জাহ্লন ও মহেশ্বর,

(১) কুলাচার্য্য এড়ুমিশ্র এতদুপলক্ষে এক 'আষাঢে গল্প' করিয়াছেন। সপ্তশতী-বিবরণে ৭৯ পৃষ্ঠায় সেই গল্পটীর প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। তৎপরে এইরূপ আছে –

"তচ্ছ্রুত্বা নৃপতিং সমেত্য চুকুপুঃ পূর্ব্বদ্বিজা যাজ্ঞিকাঃ। বংশচ্ছেদকৃতে নৃপস্য সহসা সপ্তুং সমারেভিরে ॥
ভীতোঽভূন্নৃপতিস্ততো দ্বিজগণান্ সন্তোষ্য সেবাদিভিঃ। স্থানান্যুত্তমাধমমধ্যমতথা ভূয়ঃ করিষ্যে দ্বিজান্ ॥
তচ্ছ্রুত্বা চ কথঞ্চিদেব নৃপতিং হন্তে নিবৃত্তা দ্বিজাঃ
রাজা চাপি তথাকরোৎ কুলবিধিং গ্রন্থং দ্বিজানাং ততঃ ॥" (এড়ুমিশ্র।)

অপর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ সেই (রাজকর্ত্তৃক সপ্তশতী ব্রাহ্মণের সৃষ্টি) শুনিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং দারুণ কোপে অভিশাপ দিয়া রাজার বংশনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন রাজা বল্লালসেন অতিশয় ভীত হইয়া অনেক যত্নে ও অনেক অনুনয় বিনয়দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন' 'আপনারা ক্ষমা করুন। আমি ব্রাহ্মণগণের কুলানুক্রমে নিয়ম করিব। সকল ব্রাহ্মণেরই উত্তম, অধম ও মধ্যম তিনটী শ্রেণী থাকিবে।" ব্রাহ্মণগণ ইহা শুনিয়া নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর রাজা বল্লালসেন দ্বিজগণের কুলবিধি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

(২) "বন্দ্যো মুখৈটী চট্টশ্চ গাঙ্গোলী পূতিরেবচ। কাঞ্জিঘোষস্তথা কুন্দ এতে চাষ্টৌ মহাকুলাঃ ॥

(হরিমিশ্র)।

(৩) কুলীন ব্রাহ্মণগণ কিরূপ গুণবান্ ছিলেন তাহা প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্র বা এড়ুমিশ্র কিছুই লেখেন নাই। তাঁহাদের বহু পরবর্ত্তী বাচস্পতিমিশ্র নয়টী কুললক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন,—

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্। নিষ্ঠা বৃত্তিঃ তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥
কুলানুক্রমতো জুষ্টঃ স্বীয়বর্ণাশ্রমোচিতঃ। ধর্ম্মশ্রুতিস্মৃত্যুদিতঃ স এবাচার ঈরিতঃ ॥
গুরৌ জ্যেষ্ঠে কুলাচার্য্যে নম্রতা প্রিয়ভাষণম্। সর্ব্বত্র মধুরং চারু ধ্রুবং স বিনয়ো মতঃ ॥
পুণ্যোঘগুণদোষাদি সদসৎস্থ বিচারণম্। ধর্ম্মশাস্ত্রেষু পাণ্ডিত্যং সা বিদ্যা সমুদাহৃতা ॥
দূরদেশগতা কীর্ত্তিস্তপোযোগাদিসম্ভবা। কুলজ্ঞপ্রমুখৈ র্গীতা সা প্রতিষ্ঠা নিগদ্যতে ॥
শ্রদ্ধয়া পুষ্করে তীর্থে গঙ্গাক্ষেত্রগয়াদিকে। বিষয়শ্চক্ষুরাদেশ্চ বিজ্ঞেয়ং তীর্থদর্শনম্ ॥
ধর্ম্মজ্ঞানে সদোদ্যোগে ধর্ম্মৈকাতমানসঃ। ধর্ম্মে যো দৃঢ়বিশ্বাসো নিষ্ঠা সাপ্যভিধীয়তে ॥
তুল্যায় তুল্যপর্য্যায়কন্যাদানপ্রদানতঃ। উভয়োস্তুল্যধর্ম্মত্বং সাবৃত্তিঃ পরিকল্পিতা ॥
ইন্দ্রিয়াদের্নিগ্রহৈনৈরজস্রতত্ত্বচিন্তনম্। পূজনং কুলদেবস্য তপস্তৎ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
পরোপকৃত্যৈ যত্ত্যাগঃ পূজানুগ্রহকাম্যয়া। সৎপাত্রেভ্যশ্চ দাতব্যস্তদ্দানমিহ কথ্যতে ॥
এতন্নবসমাযুক্তঃ কুলীনো রাজসম্মতঃ।" (কুলরাম।)

ধর্ম্মাংশুসুত দেবল ও বামন, মহাদেবসুত মকরন্দ ও বৈদ্যসুত ঈশান এই ৬ জন, কাশ্যপগোত্রে চট্টবংশীয় বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল এই ৫ জন, বাৎস্যগোত্রে গোবর্দ্ধন পূতিতুণ্ড, শির ঘোষাল এবং কাঞ্জিলালবংশীয় উৎসাহ ও গরুড় এই দুই জন এবং সাবর্ণগোত্রে শিশুগাঙ্গুলী ও রোধাকর কুন্দলাল এই দুই জন, মোট ১৯ জন সর্ব্বগুণসম্পন্ন হওয়ায় (মুখ্য) কুলীন২ এবং মাধবাচার্য্য মহিন্তা৷ শরণি গুড়, অতিরূপ পিপ্পলী, রুদ্র, চতুর্থী, চাঁকু পারিহাল, চক্রপাণি গড়গড়ী, ঠোঠ রায়ী, জনার্দ্দন ডিংসাই, ধর্ম্ম কেশরকোণী, জন বা জগৎ হড়, নিশাপতি ঘণ্টা, মনোহর পীতমুণ্ডী, মুণ্ডীকর দীর্ঘাঙ্গী ও গুয়ী কুলভী এই ১৪ জন গুণে একটু হীন হওয়ায় গৌণ-কুলীন বলিয়া গণ্য হইলেন।১

যে ১৪ জন ব্যক্তি গৌড়াধিপের নিকট গৌণকুলীন বলিয়া পূজিত হন, অনেক আধুনিক কুলাচার্য্য এই গৌণকুলীনগণের প্রতি বড় সদয় নন, সেইজন্য ইঁহাদের বংশাবলী রক্ষা করিতে মনোযোগী হন নাই; বরং তাঁহারা গৌণকুলীনদিগকে সমাজে হেয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল আধুনিক ঘটকদিগের কথার উপর নির্ভর করিয়া সম্বন্ধনির্ণয়কার লিখিয়াছেন,—

বল্লালী গৌণকুলীন।

"এরূপ প্রবাদ আছে যে, রাজা বল্লালসেন কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের দিন স্থির করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে রাজসভায় উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। তাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ এক প্রহরের সময়, কতকগুলি দেড় প্রহরের সময়, আর কতকগুলি আড়াই

(২) "ভাস্করাগ্যস্তথা বন্দ্যো মহেশ্বর উদারধীঃ। দেবলো বামনশ্চৈব ঈশানো মকরন্দকঃ॥
বহুরূপঃ শুচো নাম অরবিন্দো হলায়ুধঃ। বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতা পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥
পূতির্গোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ শিরো ঘোষালসম্ভবঃ। কাঞ্জি-কুতূহলাবেতৌ কাঞ্জিবংশসমুদ্ভবৌ॥
উৎসাহগরুড়খ্যাতৌ মুখবংশপ্রতিষ্ঠিতৌ। গাঙ্গোলীয়াশিশো নাম কুন্দো রোষাকরস্তথা॥
এতে সর্ব্বে মহাত্মানঃ সভায়াং বল্লালস্য চ। রাজ্ঞঃ প্রপূজিতাঃ পূর্ব্বং প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখাঃ॥
(বাচস্পতিমিশ্রের কুলরাম।)

(১) মহিন্তা মাধবচার্য্যো গুড়ো শরণিকস্তথা।
পিপ্পলোহপ্যতিরূপশ্চ চতুর্থো রুদ্রসংজ্ঞকঃ॥
পারিচাকুঃ প্রসিদ্ধশ্চ চক্রপাণিস্তথা গড়ঃ।
রায়িগ্রামা ঠোটনামা ডিণ্ডীদ্বিজ-জনার্দ্দনঃ॥
কেশরো ধর্ম্মনামা চ জগন্নামা হড়ঃ সুধীঃ।
ঘণ্টা নিশাপতিঃ খ্যাতঃ পীতমুণ্ডা মনোহরঃ॥
কুলভিগুয়ী নামাচ দীর্ঘমুণ্ডীকরস্তথা।
গৌণাশ্চতুর্দ্দশা হ্যেতে ক্ষিতিপালপ্রতিষ্ঠিতাঃ॥
এতে পূর্ব্বে মহাত্মানঃ সভায়াং লক্ষ্মণস্য চ।
রাজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে প্রতিগ্রহ পরাঙ্মুখাঃ॥" (হরিমিশ্র)

প্রহরের সময় উপস্থিত হন। যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন, তাঁহারা কৌলিন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন; যাঁহারা দেড় প্রহরের সময়ে তাঁহারা শ্রোত্রিয়, আর যাহারা এক-প্রহরের সময়, তাঁহারা গৌণকুলীন হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া করিতে অধিক সময় লাগে, সুতরাং যাহারা আড়াই প্রহরের সময় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া করিয়াছিলেন; তদ্দ্বারা রাজা তাঁহাদিগকে সদাচারপূত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এজন্য তাঁহাদিগকে প্রধান মর্য্যাদা প্রদান করিলেন। দেড় প্রহরের সময় আগতেরা আচারাংশে ন্যূন ছিলেন, এজন্য তাঁহারা ন্যূন-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন; আর এক প্রহরের সময় আগতেরা আচারভ্রষ্ট বলিয়া অবধারিত হইলেন, এজন্য রাজা তাঁহাদিগকে হেয় জ্ঞান করিয়া অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করিলেন। এইরূপে কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়। তৎসঙ্গে একটী নিয়ম হইল, কুলীনেরা গৌণকুলীনের কন্যা গ্রহণ করিলে তাঁহাদের এককালে কুলক্ষয় হইবেক; এই নিমিত্ত গৌণকুলীনেরা অরি অর্থাৎ কুলের শত্রু বলিয়া প্রসিদ্ধ ও পরিগণিত হইলেন।" ২

গৌণকুলীনের উদ্ভব সম্বন্ধে যে প্রবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার মূলে কিছুমাত্র সত্য নাই। যদি গৌণকুলীনগণ সচ্ছ্রোত্রিয় অপেক্ষা হেয়ই হইলেন, তবে তাঁহাদের নামে 'কুলীন' এই সম্ভ্রমসূচক শব্দপ্রয়োগের সার্থকতা কি? বাস্তবিক গৌণকুলীনগণ বল্লালসেনের সময় 'অরি' বলিয়া কখনই গণ্য হন নাই। তাঁহারা বরং সচ্ছ্রোত্রিয় অপেক্ষা সমাজে সম্মানিত ছিলেন। কুলরমায় লিখিত আছে, 'নবলক্ষণাক্রান্ত কুলীনগণ দুইভাগে বিভক্ত হন, মুখ্য ও গৌণ। নবগুণে যাঁহারা একটু খাট ছিলেন, তাঁহারাই গৌণ হইয়াছিলেন।"

বল্লালসেনের সময়ে ও তাঁহার পরবর্ত্তিকালেও গৌণকুলীনগণ বিশেষ সম্মানিত ছিলেন এবং মুখ্যকুলীনের সহিতই তাঁহাদের আদানপ্রদান এমন কি পরিবর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, ধ্রুবানন্দ-মিশ্রের মহাবংশাবলীতে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা আছে। এখানে দুই একটী প্রমাণ দিলেই যথেষ্ট হইতে পারে,—

মহেশ্বর বন্দ্য, যিনি বল্লালের নিকট মুখ্যকুলীন বলিয়া সম্মানিত হন, তিনিও গৌণকুলীন অতিরূপ পিপ্পলী ও রুদ্র চৌৎখণ্ডীর সহিত পরিবর্ত্ত করিয়াছিলেন। ২ এইরূপে নিশাপতি ঘণ্টা ও জন ডিংসাইর সহিত বল্লালপূজিত ঈশান বন্দ্যোর পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। ৩

(২) সম্বন্ধনির্ণয় ২য় সংস্করণ ৩০০—৩০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। গৌড়ে-ব্রাহ্মণেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে। ১৯৭ পৃষ্ঠা।

(১) "তে দ্বিধা গৌণা মুখ্যাশ্চ নবধা কুললক্ষণম্। নবধা স্বল্পভাবেন গৌণত্বমুপজায়তে॥" (কুলরমা।)

(২) "মহেশ্বরো মহাবিজ্ঞঃ শুচৌ চট্টসুতাপতিঃ। রাজ্ঞো লক্ষ্মণসেনস্য সভায়াং তিলকঃ কৃতী॥
পিপ্পলীযাতিরূপেণ বিজ্ঞেন গুণশালিনা। চৌৎখণ্ডী রুদ্রকেণ পরিবর্ত্তং সহাকরোৎ॥" (ধ্রুবানন্দ।)

(৩) "পূতিগোবর্দ্ধনো দিগুজনো ঘণ্টা নিশাপতিঃ। মুখটোভ্যাগতশ্চৈব ঈশানস্য বিনিময়াঃ॥"

(মহাবংশাবলী।)

গৌড়াধিপ বল্লালসেন কর্ত্তৃক কুলবিধান বঙ্গীয় ইতিহাসের একটী সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। এই সময়ে সামাজিক ইতিহাসের যে ছাপ পড়িয়াছে, সেই ছাপ লক্ষ্য করিয়াই আজও কনোজাগত ব্রাহ্মণবংশধরগণ স্ব স্ব পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। সেই ছাপ ধরিয়াই মহাবংশপ্রসূত ব্রাহ্মণগণের মানসম্ভ্রম ও কুলমর্য্যাদা রক্ষা হইত, সেই আলোকস্তম্ভ দেখিয়াই কুলসমুদ্রের মহাজনগণ মর্য্যাদাভ্রষ্ট হইতেন না, তাহারই ফলে আজও নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ উচ্চশ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তাই এখনও কুলীনব্রাহ্মণগণের কুলপর্য্যায় বিধিবদ্ধ হইতেছে ও সহজেই আমরা সেই পর্য্যায়ের ইতিহাসের অনুবর্ত্তী হইয়া গাঢ় তিমিরাবৃত বঙ্গেতিহাসের কোন কোন অংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইতেছি। মহাবংশপ্রসূত ব্রাহ্মণগণের অংশ, বংশ ও দোষাদোষ অবধারণ করিবার জন্যই মহারাজ বল্লালসেন বহুবিবেচনাপূর্ব্বক উপযুক্ত কুলাচার্য্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উপর অসামান্য অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের সম্মান মহাকুলীন অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিল না। তাঁহারা কেবল যোজকতা করিতেন না। তাঁহারা কুলীন; প্রত্যেক কুলীনের অংশ, বংশ ও দোষাবলী বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক তাঁহাদের অধ্যয়ন করিতে হইত[১]। তাঁহাদেরই ভয়ে কুলীনব্রাহ্মণগণ অসামাজিক বা অন্যায় কাজ করিতে পারিতেন না, ধর্ম্মকর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইতেন না, সকলেই স্ব স্ব সম্মানরক্ষা সমাজরক্ষা ও কুলরক্ষা করিয়া চলিতেন। আবার কেহ কেহ বলেন, গৌড়াধিপ-বল্লালসেনের কুলবিধিঅনুসারে কুলীনগণ স্তুতিপাঠক হইয়াছিলেন[২]। কিন্তু শেষোক্তমত আধুনিক ঘটকগণের উদ্ভাবিত বলিয়া বোধ হয়।

ঘটক-নিয়োগ।

বল্লালসেনের কুলবিধি প্রবর্ত্তন ও ঘটকনিয়োগ হইতেই রীতিমত কুলপর্য্যায়রক্ষাপ্রথা কুলীনসমাজে প্রচলিত হইয়াছে। এই সময় হইতে, বংশ ধরিয়া ধ্রুবানন্দাদি যে সকল বংশাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কোন দোষ পাওয়া যায় না বা বংশাবলীর পর্য্যায়-গণনায় কোন প্রকার পার্থক্য লক্ষিত হয় না। কিন্তু বল্লালসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণগণের বংশাবলী সেইরূপ নির্বিরোধ নহে। এড়ুমিশ্র, ধ্রুবানন্দ, দেবীবর প্রভৃতি এসম্বন্ধে নিরুত্তর। কোন কোন কুলাচার্য্য লিখিয়াছেন, মুসলমানের দৌরাত্ম্যে ও বর্গির উৎপাতে নানা কারণে প্রাচীন কুলগ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে[৩],আধুনিক ঘটকগণ পরে নানাস্থান হইতে বংশাবলী সংগ্রহকরিয়া লিপিবদ্ধকরিয়াছেন। প্রাচীন কুলগ্রন্থ নষ্ট হওয়াতেই এইরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। হরিমিশ্র দুই একজনের বংশাবলী মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন, কেবল মহেশের 'নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকা', কুলরাম ও আধুনিক মূলগ্রন্থে পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণবংশাবলী লিখিত থাকিলেও পরস্পর অনৈক্য। বিশেষতঃ আধুনিক গন্থে লিখিত

(১) "অংশং বংশং তথা দোষং যে জানন্তি মহাজনাঃ। তএব ঘটকা জ্ঞেয়া ন নামগ্রহণাৎ পুনঃ॥" (হরিমিশ্র)

(২) "বল্লালবিষয়ে নূনং কুলীনা দেবতাঃ স্বয়ং। শ্রোত্রিয়া মেরবো জ্ঞেয়া ঘটকাঃ স্তুতিপাঠকাঃ॥"

(৩) "বর্গিকেণ হৃতং সর্ব্বং পুস্তকং বিমলং মহৎ। ততোহপি বহুকালেন কৃতা বিপ্রপ্রসাদতঃ॥
গ্রামে হরিনদী রম্যে গঙ্গায়াঃ পূর্ব্বতঃ শুভে। শাকে নন্দচতুর্ভূপে শুভারম্ভঃ কৃতো মুদা॥" (ধ্রুবানন্দমতব্যাখ্যা)

কুলপঞ্জিকায় যেরূপ বংশতালিকা পাওয়া যায়, তাহা সহজেই বিশ্বাস করা যায় না ; এইজন্য আমরা শ্লোকে লিখিত হরিমিশ্রের কারিকা ও কুলরাম হইতে যেরূপ বংশাবলী পাইয়াছি, তাহা প্রমাণসহ অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

বন্দ্যঘটী কুলীনগণের পিতৃবংশাবলী।

শাণ্ডিল্যগোত্রজ ক্ষিতীশ (কনোজাগত)
১ ভট্টনারায়ণ (রাঢ়ী)
২ বরাহ (বন্দ্যঘটী)
৩ সুবুদ্ধি
৪ বৈনতেয়
৫ বিবুধেশ১

৬ আউ গাউ ধীর হংস সুভিক্ষ২

৭ হাকুর জহ্ন গঙ্গাধর সুরেশ্বর ভগীরথ৩ অনিরুদ্ধ ভয়াপহ

৮ জিতাই পশো পিথো (প্রভৃতি) ধরণি (৩ জন)

শকুনি

৯ স্বামী পরিতোষ অতিহর ধর্ম্মাংশু নীলাম্বর মহাদেব

*১০ জাহ্লন *১০ মহেশ্বর৪

১০ বৈদ্য বল্লভ *১০ দেবল *১০ বামন৫ †চক্র *১০ মকরন্দ

*১১ ঈশান৭ কুলভূষণ

---
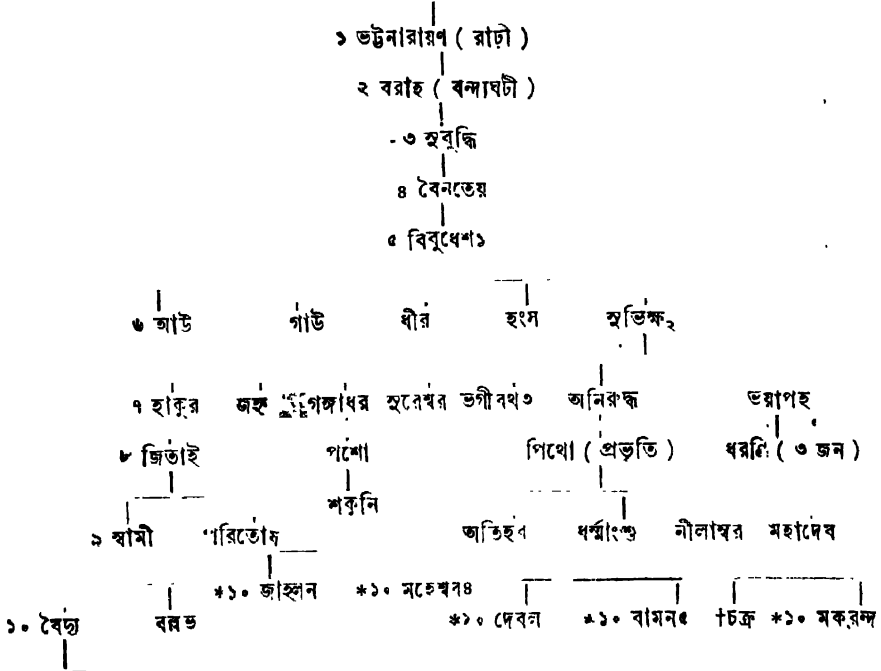
(১) "তৎসুতো বামদেবোঽভূদ্রামদেবোঽপি তৎসুতঃ। তৎসুতশ্চ ক্ষিতীশঃ স আগতো গৌড়মণ্ডলে॥
ভট্টনারায়ণস্তস্মাৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ। তৎপুত্রা ভুবি বিখ্যাতাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পণ্ডিতাঃ॥
আদ্যো বরাহবাটুশ্চ রামো নানো নিপোস্তথা।" ইত্যাদি।

(২) "বরাহস্য সুতোজ্ঞেয়ঃ সুবুদ্ধিঃ সর্ব্বসম্মতঃ। বৈনতেয়ঃ সুতস্তস্য বিবুধেশশ্চ তৎসুতঃ॥" (হরিমিশ্র)
"আউ গাউ স্তথা ধীর সুভিক্ষো হংস এব চ। বিবুধেশসুতাঃ পঞ্চ পৃষ্টেতে পাণ্ডবা ইব॥" (হরিমিশ্র)

(৩) "গাউকস্য সুতা এতে হাকুরাখ্যঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। জহ্ন গঙ্গাধরো জ্ঞেয়ঃ সুরেশ্বরভগীরথৌ।" (হরিমিশ্র)

(৪) "গঙ্গাধরসুতঃ শ্রীমান্ পশো নামা স্বয়ং সুধীঃ। পশোকস্য সুতো জ্ঞেয়ঃ শকুনিঃ সকুলঃ স্বয়ং॥
শকুনেশ্চ সুতৌ জাতৌ জাহ্লনাখ্যমহেশ্বরৌ। আত্মনো নিজশৌর্য্যাত্তং কুলীনত্বমুপস্থিতৌ॥" (হরিমিশ্র)

(৫) "জাতৌ শ্রীল সুভিক্ষজো সুবটুজো শ্রীলানিরুদ্ধঃ পুরঃ পশ্চাৎ শ্রীলভয়াপহো দুরিতহো ধন্যো দয়াসাগরঃ।
জাতাশ্চেদনিরুদ্ধজাঃ কৃতিপিথো নন্দীশকাশীপতিঃ জাতাঃ শ্রীলপিথো সুতাস্ত্বতিহরৌ ধর্ম্মাংশুতারাপতী॥
ধর্ম্মাংশুস্তনয়াস্ত্রয়ঃ সুকৃতিনঃ শ্রীদেবলো বামনঃ পশ্চাৎ শ্রীলকুবের ধর্ম্মনিপুণো রেজে ক্ষিতৌ শোভনঃ।"

(৬) "পুত্রঃ শ্রীলভয়াপহস্য ধরণিঃ শ্রীবিশ্ববাহস্ততঃ খ্যাতোঽসাবমরঃ সুতো ধরণিজো নীলোমহাদেবকঃ।
জাতো শ্রীলমহাদিদেবতনয়ো শ্রীচক্রপাণিগুণী বিখ্যাতো মকরন্দকঃ কুলমণিঃ সদ্বন্দ্যবংশাগ্রণী॥" (কুল°)

(৭) "ধীরো হাকুরতঃ সুতঃ সমুদিতঃ শ্রীলজিতায়িস্ততঃ স্বামী শ্রীপরিতোষকো বুঢ়নকো জাতাঃ জিতামিত্রতঃ।
জাতৌ স্বামিসুতৌ সভাসু বিদিতৌ শ্রীবৈদ্যনাথাদিমঃ সাধুঃ সত্তোত্তমঃ স বৈ রিপুদমঃ শ্রীবল্লভশ্চান্তিমঃ।
জাতো শ্রীবৈদ্যনাথতনয়াবীশান ঈশোপমঃ শ্রীযুক্তঃ কুলভূষণঃ বহুগুণঃ সদ্বন্দ্যবংশোত্তমঃ॥" (কুলরাম)

† যে যে নামের পূর্ব্বে এই চিহ্ন তাঁহারাই প্রথম প্রতিগ্রাহির কন্যা বিবাহ করেন।
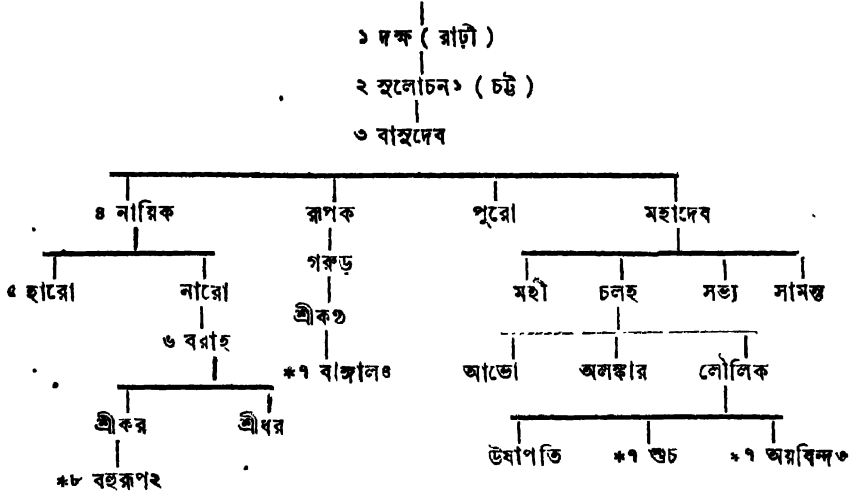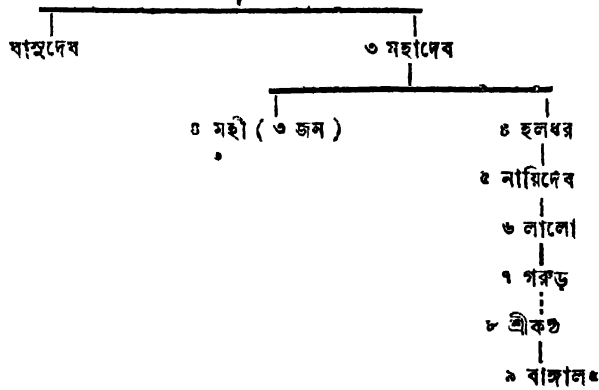
(১) "জাতঃ কাশ্যপতঃ সুতো গুণযুতঃ শ্রীধৃতিরাগোধরঃ, তস্মাৎ শ্রীলকলাধরঃ সুতবরঃ তস্মাচ্চ রত্নাকরঃ।
তৎপুত্রোহি বীতরাগক বটুদক্ষোহি তস্যাত্মজঃ, দক্ষাৎ ষোড়শবীর এব বরজো নীলো জনো কৃষ্ণকঃ॥"

(২) "জাতঃ শ্রীলসুলোচনস্য তনয়ঃ শ্রীবাসুদেবাখ্যকঃ তস্মান্নায়িকদেবরূপকপুরোদেবমহাদেবকঃ।
জাতাঃ শ্রীযুতনায়িদেবতনয়া হারোঽপি নারোঽপিতঃ বরাহাখ্যঃ শ্রীলবরাহজাঃ কৃতিবরঃ শ্রীশ্রীকরঃ শ্রীধরঃ।
শেষঃ শ্রীনহুষঃ সুতাঃ সমভবন্ শ্রীশ্রীকরাদগ্রজঃ খ্যাতঃ শ্রীবহুরূপকঃ পশুপতিঃ সোমোহি তস্যানুজঃ॥"

(৩) "জাতাঃ শ্রীলমহাদিদেবতনয়া জ্যেষ্ঠো মহীনায়কঃ খ্যাতঃ শ্রীচলহঃ সপাপবিরহঃ সভ্যো হি সামন্তকঃ।
জাতাঃ শ্রীচলহস্য তনুভবা আভোঽপ্যলঙ্কারকঃ খ্যাতঃ শ্রীযুতলৌলিকঃ সুকবিকঃ সাধুঃ স্বয়ং ধার্ম্মিকঃ।
জাতাঃ শ্রীযুতলৌলিকস্য তনয়াশ্চোষাপতিঃ সংকৃতী খ্যাতঃ শ্রীলশুচোঽরবিন্দককৃতী বিখ্যাতবিদ্যোন্নতিঃ॥

(৪) "আসীদ্রূপকদেবসূনুগরুড়স্তজ্জো শ্রয়াকণ্ঠকঃ খ্যাতঃ শ্রীলহিরণ্যকঃ সুমতিকঃ কণ্ঠোজবাঙ্গালকঃ॥"

(৫) কোন প্রাচীন কুলপঞ্জিকার সহিত ই তালিকার মিল নাই।
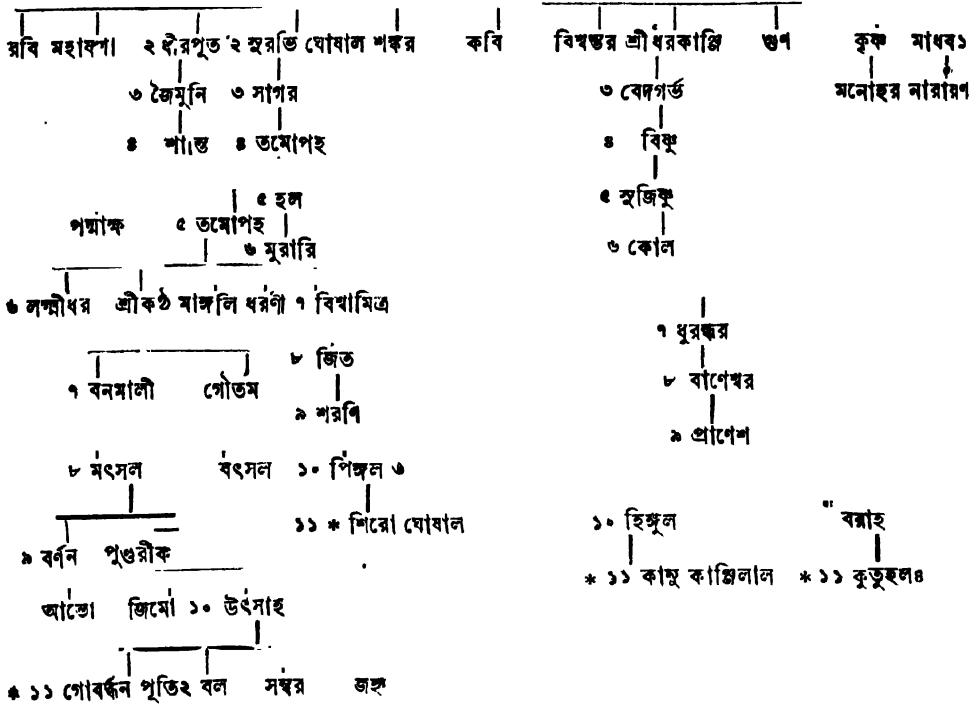
(১) "তস্মাৎ শ্রীমদনঃ স বৈরিদমনস্তজ্জঃ প্রিয়োষাপতিঃ তজ্জঃ শ্রীলসুধানিধিঃ সুতবরোঽস্মাৎ ছান্দড়সৎকৃতী।
তস্মাজ্জ্যেষ্ঠরবির্মহাদিকযশা ধন্যঃ শশাঙ্কচ্ছবিঃ খ্যাতঃ শ্রীসুরভির্বভৌ খলু ভুবি শ্রীশঙ্করঃ শ্রীকবিঃ।
শ্রীবিশ্বম্ভরসজ্জনো বহুগুণঃ শ্রীশ্রীধরঃ শ্রীগুণঃ কৃষ্ণো মাধবসংজ্ঞকাস্তু তনুজাঃ শ্রীছান্দড়াম্মানিনঃ।
কৃষ্ণে মাধবকে মৃতেপি মনোশ্রীকৃষ্ণসূনুঃ ক্ষিতৌ শ্রীনারায়ণ এব মাধবসুতো ভাবে পিতুঃ পূজিতো॥"

(২) "ধীরাজ্জৈমুনিরস্য শান্তিতনয়ঃ পদ্মাক্ষকঃ তৎসুতঃ ধীরোধীরসুতস্তু জৈমুনিরিতঃ শান্তিপদতৎসুতঃ।
তজ্জশ্রীলতমোপহো রিপুদমো লক্ষ্মীধরস্তৎসুতঃ শ্রীকণ্ঠোঽপি মাঙ্গলির্ধরণিকো লক্ষ্মীধরস্যাত্মজৌ।
খ্যাতৌ শ্রীবনমালিগৌতমতনৌ জাতৌ বনোর্কাত্মজৌ ধন্যৌ মৎসলবৎসলৌ সুবিমলৌ শ্রীমৎসলাদ্বর্ণনঃ।
খ্যাতঃ শ্রীযুক্তপুণ্ডরীকনয়নঃ পূর্ণেন্দুবচ্ছোভনঃ জাতা বর্ণনতঃ সুতাগুণযুতা আন্তো জিমোৎসাহকাঃ।
গান্তোশ্রীলজিতাদিমিত্রবিলসৎ শ্রীমেদিনীহাসুকাঃ উৎসাহস্য সুতাঃ স্বধর্ম্মনিযুতা গোবর্দ্ধনঃ পূর্ব্বজঃ।
সন্তৌ শ্রীবলসম্বরৌ কৃতিবরৌ জঙ্গশ্চ সর্ব্বানুজঃ॥"

(৩) "জাতশ্ছান্দড়তঃ সুতশ্চ সুরভিস্তস্যাত্মজঃ সাগরঃ তজ্জশ্রীলতমোপহঃ সুতবরঃ তজ্জো হলো ধীধরঃ।
তজ্জশ্রীমুরারিস্তদীয়তনয়ো বিশ্বাদিমিত্রঃ স্মৃতঃ তজ্জ শ্রীলজিতস্তুতশ্চ শরণিঃ শ্রীপিঙ্গলস্তৎসুতঃ॥"

(৪) "জাতঃ শ্রীধরসূনুরেষ বিজয়ী শ্রীবেদগর্ভাখ্যকঃ তজ্জো বিষ্ণু সুজিষ্ণুরস্য তনয়ঃ শ্রীযুক্তকোলাখ্যকঃ।
তজ্জো বীরধুরন্ধরো চরমজো বাণেশ্বরস্তৎসুতঃ প্রাণেশঃ খলু হিঙ্গুলোপি চ বরাহাখ্যস্তু জাতৌ ততঃ।
জাতো হিঙ্গুলতঃ সুতোগুণযুতঃ কানুশ্চ সৎকাঞ্জিজঃ খ্যাতঃ শ্রীলকুতুহলঃ সুবিমলঃ শ্রীমদ্বরাহাত্মজঃ॥

ভরদ্বাজগোত্রজ মেধাতিথি (কনোজাগত)
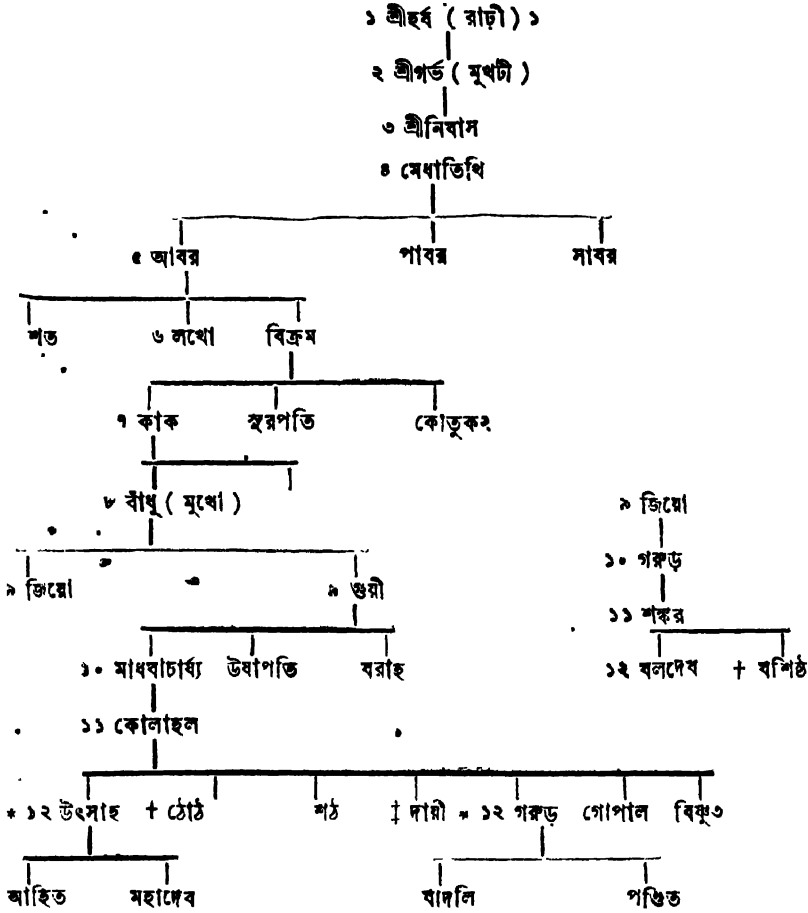
(১) "ব্রহ্মাস্থাগ্নুনিরঙ্গিরাঃ সমভবৎ বিদ্যাদয়াসংযুতঃ, তস্মাচ্ছ্রীলবৃহস্পতিঃ কিল ভরদ্বাজো মুনিস্তৎসুতঃ।
দ্রোণস্তত্তনয়ঃ স বৈ রিপুঞ্জয়ঃ চৌড়ম্বরস্তৎসুতঃ দিণ্ডীস্তস্য সুতঃ মেধাতিথিস্তত শ্রীহর্ষকস্তৎসুতঃ ॥"
"খ্যাতোধাঁরবরো জিয়োজগরুড়ো জাতস্ততঃ শঙ্করঃ তজ্জঃ শ্রীবলদেবকো মুখবরো শ্রীমদ্বশিষ্ঠঃ পরঃ ॥" (কুলরাম)

(২) "চত্বারঃ খলু হর্ষকস্য তনুজাঃ জ্যেষ্ঠো হি রামঃ স্মৃতঃ নানো শ্রীলজনো স্মৃতো বহুগুণো ধাঁধু শ্রীগর্ভোদিতঃ
শ্রীগর্ভস্য সুতো নিবাসসুকৃতী তজ্জো হি মেধাতিথিঃ তস্মাদাবরপাবরৌ তদপরঃ শ্রীসাবরঃ সৎক্রমী।
জাতা আবরসূনবঃ খলু সত্যো শ্রীমন্নখোবিক্রমাঃ জাতাঃ কাকসুরো সুকৌতুকতমাঃ শ্রীবিক্রমমাদুত্তমাঃ ॥"

(৩) "কাকাদ্ধাঁধুবরাহকাবপি সুরেশাখ্যো হি ধাঁধো সুতৌ জ্যেষ্ঠঃশ্রীলজিয়ো গুয়ীসুবিনয়ৌ দ্ধৌ সদ্গুণৈর্মণ্ডিতৌ
পুত্রাঃশ্রীগুয়ীতস্তু মাধবনহুচোষাপতিস্তৎপরঃ খ্যাতঃ শ্রীযুতমাধবস্য তনয়ঃ কোলাহলো ধীধরঃ।
জাতাঃ শ্রীলকোলাহলস্য তনয়া উৎসাহঠোঠশঠাঃ দায়ী শ্রীগরুড়োহপ্যদক্ষিণপরো গোপালবিষ্ণুবিঠৌ ॥"

+ এই চিহ্ন যে যে নামের পূর্ব্বে আছে, তাঁহারাই প্রথম প্রতিগ্রাহির কন্যা বিবাহ করেন।
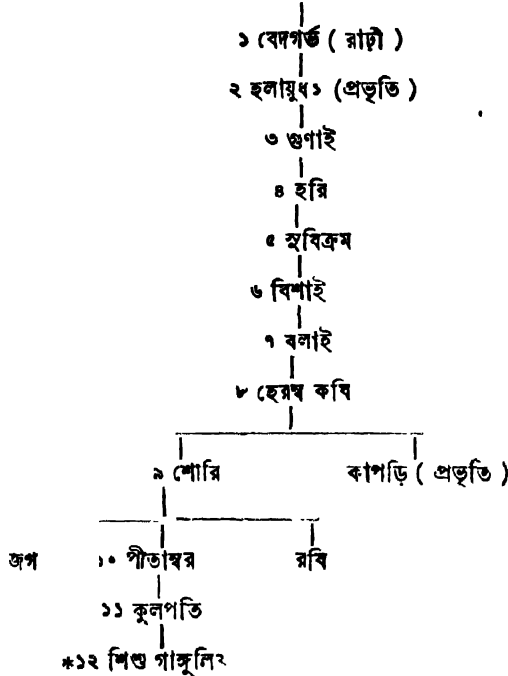
যে ১৯ জন গৌড়াধিপ-বল্লালসেন কর্তৃক সম্মানিত হন, তাঁহাদের মধ্যে ১৭ জনের পিতৃ-পর্য্যায়ের তালিকা উদ্ধৃত করিলাম। রোষাকর কুন্দলালের কএকপুরুষ পরে কুল নষ্ট হওয়ায় এই বংশের বিবরণ রক্ষিত হয় নাই। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীতে রোষাকরের পিতা বিশ্বেশ্বরের নাম ও তাঁহার অধস্তন ৬ পুরুষের মাত্র পরিচয় আছে। হলায়ুধের পিতৃপর্য্যায়ের বড়ই গোল দেখিয়া পরিত্যাগ করিলাম।

যাহা হউক, পঞ্চগোত্র হইতে যে তালিকা দেওয়া গেল, তাহাতে দেখা যাইতেছে, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণগোত্রে ১২ পুরুষ এবং শাণ্ডিল্য ও বাৎস্যগোত্রে ১১ পুরুষ হইয়াছিল, কেবল কাশ্যপ-

(১) "বিখ্যাতো বিধিবামপার্শ্বজনিতঃ শ্রীলোভৃগুর্নামত, তস্মাৎ গৌতমসত্তমঃ সমুদিতঃ সাবর্ণিকস্তৎসুতঃ।
তদ্বংশে লৌলিকতঃ প্রিয়ঙ্করসুতস্তজ্জোমতঃ সৌভরিঃ তজ্জঃ শ্রীযুতবেদগর্ভবিদিতঃ শৌরিস্তপঃকেশরী॥"
তস্মাদ্দ্বাদশসূনবোঽগ্রজহলো শ্রীরাজ্যধৃক্ সত্তমঃ।......

(২) "জজ্ঞে শ্রীলহলায়ুধস্য তনয়ঃ শ্রীমৎগুণাইমতঃ তজ্জঃশ্রীলহরিঃ সুবিক্রমহরির্জাতো বিশাই ততঃ।
তজ্জঃশ্রীলবলাইরস্য তনয়ো হেরম্বনামা কবিঃ তজ্জশ্রীযুতশৌরী কাপড়িপুরো সন্তোনসন্তোভুবি।
জাতাঃ শৌরিসুতাঃ স্মৃতাঃ খলু জগো পীতাম্বরশ্রীরবিঃ শ্রীপীতাম্বরতঃ সুতঃ কুলপতিতজ্জঃ শিশোস্তুচ্ছবিঃ॥"

* যে সকল নামের পূর্ব্বে এই তারাচিহ্ন দেওয়া আছে, তাঁহারা মহারাজ বল্লালের সভায় কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে যে সংখ্যা দেওয়া আছে, তাহা রাঢ়াগত প্রথম ব্যক্তি হইতে পুত্রপর্য্যায় নির্দ্দেশক।

গোত্রের বেলাই ৭।৮ পুরুষমাত্র হইতেছে।[১] কাশ্যপগোত্রের এইরূপ কম পর্য্যায় দেখিয়া কেহ কেহ বলেন, যে কাশ্যপগোত্রের যিনি প্রথম গৌড়ে আগমন করেন, তিনি অপর চারিজন হইতে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন বলিয়াই, তাঁর বংশবৃদ্ধি হয় নাই। সেইজন্যই পর্য্যায়ে এত তফাত হইয়াছে। যাহাহউক আমাদের বোধ হয়, কাশ্যপগোত্রের আদিবংশাবলী ঠিক রক্ষিত হয় নাই, সেইজন্যই এরূপ গোল হইয়াছে। যাহা হউক কাশ্যপগোত্রের বংশাবলী অতি সাবধানে গ্রহণ করা উচিত।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, গৌড়াধিপ কুলীনদিগের আচার-ব্যবহারের উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য কুলাচার্য্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই সময় এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেন যে, 'কুলীন ভিন্নগোত্রীয় কুলীনে কন্যার আদানপ্রদান করিবেন, ইহাই তাঁহাদের সনাতন ধর্ম্ম, না করিলে কুলভঙ্গ হইবে। কুলীন শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিলে তাঁহার কুলক্ষয় হইবে।[২] যিনি দান কিংবা ধ্যানে পরাঙ্মুখ, কামক্রোধাদির বশীভূত, লোভী এবং মূর্খ, তাঁহার কখনও কুল থাকে না, বংশলোপ হইলেও কুল যায়, রণ্ড ও পিণ্ডদোষ হইলেও কুল থাকে না। বলাৎকার দূষিত এবং পাণিগ্রহণবর্জ্জিত হইলেও কুল নষ্ট হয়।'[৩]

বল্লালের কুলব্যবস্থা।

কুল-ব্যবস্থার সময় গৌড়পতি রাঢ়ীয় সকল ব্রাহ্মণকেই আহ্বান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেবল উপরোক্ত দ্বাবিংশতি গ্রামিসম্ভূত ব্রাহ্মণ তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইয়াছিলেন, কিন্তু বিকর্ত্তন প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্মণ তাঁহার কুলবিধিতে সন্তুষ্ট না হইয়া চলিয়া যান।[১]

রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীগ্রন্থে বল্লালসেনের কুলবিধির বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত হইয়াছে,—

[২] কুলবিধিসংস্থাপনের জন্য বল্লালসেন একবর্ষকাল দেবীর আরাধনা করেন। দেবী তুষ্ট

(১) কেহ কেহ এইরূপে ৯ পুরুষ খাড়া করিয়াছেন—যথা ১ দক্ষ, তৎপুত্র ২ সুলোচন, তৎপুত্র ৩ মহাদেব, তৎপুত্র ৪ হলধর, তৎপুত্র ৫ নায়িদেব, তৎপুত্র ৬ লালো, তৎপুত্র ৭ গরুড়, তৎপুত্র ৮ শ্রীকণ্ঠ ও তৎপুত্র বাঙ্গাল। কিন্তু প্রাচীন কুলপঞ্জিকার সহিত এই তালিকার মিল নাই।

(২) "কন্যাদানপ্রদানাভ্যাং স্বধর্ম্মপরিবর্ত্তঃ। অন্যান্য সমধর্ম্মী চ ভবিতা রাজসম্মতঃ॥
অয়মেব বৃহদ্ধর্ম্মঃ কুলীনত্বেন সংযুতঃ। কর্ত্তব্যমিতি নিশ্চিত্য নৃপবল্লালসেনকঃ॥" (কুলরাম।)
"শ্রোত্রিয়াণাং গ্রহাদেব কুলিনানাং কুলস্থিতিঃ। শ্রোত্রিয়েষু প্রদানেন কুলীনানাং কুলক্ষয়ঃ॥" (হরিমিশ্র।)

(৩) "দানধ্যানপরাঙ্মুখাঃ জিতোলুব্ধশ্চ মূর্খকাঃ। সদা তস্য কুলং নাস্তি প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
কুলধ্বংসে কুলং নাস্তি ন কুলং রণ্ডপিণ্ডয়োঃ। বলাৎকারে কুলং নাস্তি ন কুলং করবর্জ্জিতে॥" (হরিমিশ্র।)

(১) "নৃপাভিলাষং খলু তে বিদিত্বা কতি প্রতুষ্টাঃ কতি চাতিরুষ্টাঃ।
দ্বাবিংশতিস্তন্মতমেব জগ্মু বিকর্ত্তনাদ্যা বিমুখা বভুবুঃ॥" (কুলরাম।)

(২) ততো ভক্তিং প্রকৃত্যাদৌ ভক্তদাভীষ্টদায়িনীম্। উপাসে সলিলাহারৈর্বর্ষমেকং সমাহিতঃ॥
যোগিনীঘট্টমাশ্রিত্য ভাগীরথ্যা স্তটালয়ে॥...
তপসা তোষিতা দেবী সুখমোক্ষপ্রদায়িনী। ঈপ্সিতং বরং দত্বা তদেবান্তর্দধে দিবি॥
প্রত্যাদিষ্টৈর্নৃপেন্দ্রষ্টে ভূর্বিভক্ত্যপচারতঃ। কুললক্ষ্মীঃ পূজয়িত্বা কথিতং কুললক্ষণম্॥

হইয়া তাঁহাকে বর দিয়া অন্তর্হিত হন। নৃপতি প্রত্যাদিষ্ট হইয়া ও কুললক্ষ্মীর পূজা করিয়া এইরূপ কুললক্ষণ প্রকাশ করেন,—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপ ও দান এই নয় প্রকার কুললক্ষণ।

'রাজা ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, নবগুণান্বিত মহৎ যে সকল বিপ্র, তাঁহারা আমার পূজ্য। অত্যুত্তম, অতিশয় উপকারী ও যুক্তিযুক্ত বাক্য আপনারা শ্রবণ করুন। কুলীনদিগের আদান প্রদান এবং পরিবর্ত্ত, ইহা দ্বারাই পরস্পরের কুলধর্ম্মের সমতা হইবে। কুললক্ষণের অন্তর্গত আবৃত্তিকে পরিবর্ত্ত কহে, এইরূপ পরিবর্ত্ত করিলে তাহাকে বলবান্ বা কুলীন বলা যায়।' তখন বিকর্ত্তনপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ এই কথা শুনিয়া বিমুখ হইয়া বলিলেন, যে আপনার বিধান চতুস্ত্রিংশদ্গ্রামী আমাদের অভিমত নহে। সাধুগণ কখন লৌকিক অসাত্ত্বিক দান করেন না। যদি আপনি বৃত্তি, আবৃত্তি এবং বিন্যাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ইহা কি প্রকারে হইবে এবং পূর্ব্বে কোন্ সময়ে বা কোন্ স্থলেই বা এরূপ কার্য্য হইয়াছে? এরূপ অপ্রমাণ আবৃত্তিকার্য্য সাধুগণের কর্ত্তব্য নহে। হে মহারাজ! এই সকল জানিয়া শুনিয়া যাহা উচিত বিবেচিত হয়, তাহা করুন।

'নৃপতি বিপ্রদিগের এইরূপ অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া রুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি চলিলাম, আপনারা এখন শ্রোত্রিয় হইয়া অবস্থান করুন।' অন্য যে দ্বাবিংশতি ঘর রাজার মতানুবর্ত্তী ছিলেন, রাজা তাঁহাদিগকে যথাবিধি সৎকার করিয়া কুলীন করিলেন। তাঁহাদের গুণগ্রাম বিচার করিয়া যাঁহারা নবগুণে কিছু কম, সেই চতুর্দ্দশগ্রামী গৌণকুলীন হইলেন।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্। নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥
এতল্লক্ষণলক্ষাণাং ভূসুরাণাং কুলীনতাম্। কলয়াম্রি কলৌ কৌত্তে ভবিষ্যন্ত্যমরা ইব॥
তমাহূয় নৃপো ভূয়ঃ পূজাং কর্ত্তু মনাঃ দ্বিজান্। দদর্শানীয়তান্ সর্ব্বানাদিপ্রাক্তনলালসান্॥
অহং মহানহমর্হন্ গদিতং তৈরহং যুভিঃ। ইত্যাকর্ণ্যৈব ভূপালো বদ্ধানঃ প্রজগাদ তান্॥
পূজ্যা যূয়ং ময়া বিপ্রা নবধা গুণমণ্ডিতাঃ। অহমেব মহানিত্যহঙ্কৃতিং পরিমুক্তা॥
শৃণুতাত্রোত্তমাং যুক্তিং মদুক্তিমুপকারিণীম্। উরীকুরুত মানাদেঃ প্রতিদানং দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
তত্রাদানপ্রদানাভ্যাং কন্যায়াঃ পরিবর্ত্তনম্। ভবেত্তেনৈব সমতাপ্যুভয়োঃ কুলধর্ম্ময়োঃ॥
লক্ষণান্তর্গতা বৃত্তিরাবৃত্তিঃ কথ্যতে ময়া। সা চৈব পরিবর্ত্তঃ স্যাত্তং কৃত্বা কুলবান্ ভব॥
শ্রুত্বা তন্নপতের্ব্বাক্যং বৈকর্ত্তনমুখামুখাঃ। বিমুখাঃ প্রবদন্তীদং নোরীকার্য্যমিদং মতম্॥
চতুস্ত্রিংশদ্গ্রামিণং বা অস্মাকং নৈব সম্মতম্। লৌকিকাসাত্ত্বিকং দানং সদ্ভিঃ কার্য্যং কদাচন॥
অন্যচ্চ। বৃত্তিরাবৃত্তিবিন্যাসং যদি ত্বং কর্ত্তুমিচ্ছসি। কথমেতৎ কদা কুত্র কেন বা সা কৃতা পুরা॥
অপ্রমাণাবৃত্তিকার্য্যং ন কার্য্যমার্য্যজেন বৈ। ইতি জ্ঞাত্বা মহারাজ যথাযোগ্যং তথা কুরু॥
নিশম্য নৃপতি রুষ্টো বিপ্রাণামপ্রিয়ং বচঃ। উবাচাহং যযৌ যূয়ং শ্রোত্রিয়াস্তিষ্ঠতোঽধুনা॥
তন্মতগ্রাহিণোঽন্যে যে বিপ্রা দ্বাবিংশতির্মতা। গ্রামিণস্তান্ সমভ্যর্চ্চ কুলীনানকরোন্নৃপঃ॥
ততোপি তদ্গুণগ্রামান্ গ্রামিণাং সুবিচারয়ন্। চতুর্দ্দশেষু গৌণত্বং গুণাল্পত্বাচ্চকার সঃ॥

'চতুর্দ্দশগ্রামী গৌণকুলীন।—হড়, গড়, কেশর, চৌৎখণ্ডী, পারি, গুড়, পিপ্পলী, পীতমণ্ডী, রায়ি, মহিন্ত্যা, কুলভী, ঘাঁটা, দিঘাড়ি ও দিণ্ডী এই চতুর্দ্দশগ্রামী গৌণকুলীন। বন্দ্য, মুখৈটী, গাঙ্গ, কাঞ্জি, কুন্দ, পূতি, ঘোষাল এবং চট্ট এই অষ্টগ্রামী মুখ্যকুলীন হইলেন।

'কিছুদিন পরে ভূমিপাল বল্লাল চিন্তা করিয়া দেখিলেন, যে অষ্টগ্রামী মুখ্যকুলীন তাঁহাদের মধ্যে কে কি প্রকার ভাবে আছে? এই ভাবিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে আহ্বান-পূর্ব্বক তাঁহাদের গুণদোষ বিচার করিয়া দেখিলেন, যে সকলেই দোষাশ্রিত হইয়াছেন। তখন রাজা যাঁহারা দোষাশ্রিত, তাঁহাদিগকে পাদ্যমাত্র দিয়া রবকুল নাম দিলেন। পরে মুখ্যকুলীন, গৌণকুলীন, রবকুলীন ও শ্রোত্রিয়দিগকে আহ্বান করিয়া রাজা আপনার প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন, হে পুত্র! শ্রবণ কর, আমি যাহা পূর্ব্বে করিয়াছি এবং সম্প্রতি করিতেছি, সেই সকল বিবেচনা করিয়া ইহার মধ্যে যাহা সদসৎ হয়, তাহা বল।

'বন্দ্যগ্রামীর মধ্যে জাহ্লন, মহেশ্বর, দেবল, বামন, ঈশান ও মকরন্দ, এই ৬ জন নির্দ্দোষ, চট্টগ্রামীর মধ্যে বহুরূপ, সুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল এই ৫ জন নির্দ্দোষ, পূতিগ্রামীর মধ্যে গোবর্দ্ধন, ঘোষালের মধ্যে শির, গাঙ্গুলীগ্রামীর মধ্যে শিষ (শিশু), কুন্দে রোষাকর, কাঞ্জির মধ্যে কাহ্নু ও কুতুহল, মুখৈটীগ্রামীর মধ্যে উৎসাহ ও গরুড়। ইহাদের মধ্যে কোনরূপ দোষাশ্রয় করে নাই, এইজন্য ইহারা নির্দ্দোষ বা মুখ্যকুলীন। এই নির্দ্দোষ ১৯ জন কুলীনকে আমি পূজা করিলাম। আমার সভাতে অনুপস্থিত যদি কেহ নির্দ্দোষ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারাও আমার পূজনীয়।

গুণানাং নবসংখ্যানামল্পতস্তে চ গৌণকাঃ। যথা—
হড়োগড়ঃ কেশরচৌৎখণ্ডী পারিগুড়ঃ পিপ্পলী পীতমণ্ডী।
রায়িমহিন্ত্যা কুলভী চ ঘাঁটী দিঘাড়ী দিণ্ডী কথিতাশ্চ গৌণাঃ॥

তদন্যেঽষ্টৌ বন্দ্যমুখামুখ্যাঃ পূর্ণগুণান্বিতাঃ। রাজ্ঞামাপিতাস্তে তু কলৌ কৌলীনদেবতাঃ॥
বন্দ্যো মুখৈটী গাঙ্গঃ কাঞ্জী কুন্দশ্চ পুতিকঃ। ঘোষালশ্চট্ট ইত্যেব অষ্টৌ মুখ্যকুলাঃ স্মৃতাঃ॥
ভূয়োপি ভূমিপালেন বল্লালেন বিচিন্তিতম্। মুখ্যাষ্টগ্রামিণামন্তঃ কেন বা কিং কৃতাকৃতম্॥
কৃত্বৈতৎ মনসা তেন চাহূয় দ্বিজপুঙ্গবান্। বিচার্য্য গুণদোষাদীন্ সদোষাঃ সমুপেক্ষিতাঃ॥

বিপদপদকৃতা যে পাদ্যমাসাদ্য দানং বরনরপতিবাক্যান্নিন্দিতাস্তেহি বিপ্রাঃ।
রবকুলকলিতাশ্চা সংস্তদস্তে দ্বিজেন্দ্রা গ্রহবিধুবিমিতা যে পূজিতাস্তে নৃপেণ।
ইত ইহ নৃপশান্তি নিন্দিতা যে দ্বিজাস্তে রবকুলকুলজাঃ স্যুঃ সংজ্ঞিতাঃ শূদ্রদানৈঃ॥

মুখ্যঃ গৌণরবান্ কৃত্বা কুলীনাং শ্রোত্রিয়ান্ নৃপঃ। আহূয়াত্মসমং পুত্রং লক্ষ্মণং প্রত্যুবাচ সঃ॥
শৃণু পুত্র ময়া যদ্যৎ কৃতং কার্য্যঞ্চ সাম্প্রতম্। তত্তৎ সর্ব্বং সমালোক্য বিচার্য্য সদসদ্বদ॥
ষড়্‌বন্দ্যো জাহ্নবাখ্যো হি মহেশ্বর উদারধী। দেবলো বামনো ধীমানীশানো মকরন্দকঃ॥
বহুরূপঃ সুচো নামাপ্যরবিন্দো হলায়ুধঃ। বাঙ্গালশ্চ ততঃ খ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥
পুতিগোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ শিরোঘোষালঃ এব চ। গাঙ্গোলীয় শিশো নামা ত্রিবেদবদতাং বরঃ॥

'কুলধর্ম্মের আবৃত্তিই সমতা হইবে। তথাপি সর্ব্বত্র তিন প্রকার নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই পুরাতন নিয়ম। সকল স্থলে যখন উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তখন আমিও ত্রৈবিধ্য শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া যুক্তিপূর্ব্বক আংশিকরূপে করিব। পর্য্যায়ই অংশলক্ষণ। বিধিপূর্ব্বক যাহাদের সহিত সমতা হয়, তাঁহারা তাহাদের সমান পর্য্যায় বলিয়া পরিগণিত হন। ইঁহাদের পুত্রপৌত্রাদির পর্য্যায় দ্বারায়ও সমানত্ব হইয়া থাকে। আমার শাসন হেতু এবং সকলে যখন স্বীকার করিয়াছেন, এই আবৃত্তি হইতেই সমানতা হইবে। আবৃত্তিসমত্ব হইলে অংশ তিন ভাগে বিভক্ত হইবে—ইহাতে আর্ত্তি, ক্ষেম্য ও মধ্যাংশ, উত্তম ও অধম হইবে। ইহার মধ্যে আর্ত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এইজন্য ইহাকে শিরোভূষণ, ক্ষেম্য পাদভূষণ এবং মধ্যাংশ মধ্যভূষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

'ইহার মধ্যে পিতৃসদৃশজনে আর্ত্তি অংশ, প্রত্যংশ বিধি অনুসারে পুত্রতুল্যজনে ক্ষেম্য এবং স্বসমান জনে মধ্যাংশ জানিতে হইবে।

'এই তিন প্রকার সহজ। এতদ্ভিন্ন স্থলে হ্রাস ও বৃদ্ধি হইবে। এই হ্রাস এবং বৃদ্ধি একমাত্র স্বীকারেই হইয়া থাকে। স্বীকারের মূল দৈব। দৈবক্রমে স্বীকার করিলে হ্রাস হয় অথবা বৃদ্ধি হয়। এ সম্বন্ধে আর কিছু বিচার নাই।' রাজা বল্লাল এই সকল বিবিধ নিয়ম ও বিবিধ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া এবং ভবিষ্যতে তাহা সুসিদ্ধ করিবার জন্য নিজ পুত্র লক্ষ্মণসেনকে আদেশ করিয়াছিলেন।'

যাঁহারা বল্লালের নিকট সম্মানিত হন, তাঁহারা, সকলেই প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ ছিলেন। এইজন্য

কুন্দরোষাকরশ্চাপি কাঞ্জিকাম্নকুতূহলৌ। উৎসাহগরুড়খ্যাতৌ মুখবংশসমুদ্ভবৌ ॥
ময়া প্রপূজিতা এতে নির্দোষাগুণমণ্ডিতাঃ। যে চান্যে দোষরহিতাঃ সমিতাবনুপস্থিতাঃ ॥
তেঽপি পূজ্যাঃ দ্বিজাঃ সম্যগ্‌ যোগ্যাস্তে কুলকর্ম্মণি। সমতা কুলধর্ম্মাণামাবৃত্ত্যো বা ভবদ্ধ্রুবম্।
তথাপি লোকৈর্লোকানাং ত্রৈবিধ্যং সমুপেক্ষ্যতে। যতঃ পুরাতনৈশ্চৈতৎ শাস্ত্রমুক্তং পুরাতনৈঃ।
সর্ব্বত্র ত্রিবিধা লোকা উত্তমাধমমধ্যমাঃ। এতৎ শাস্ত্রং সমাশ্রিত্য ত্রৈবিধ্যং যুক্তিতোপ্যহং ॥
আংশিকং প্রকরিষ্যামি পর্য্যায়শ্চাংশলক্ষণম্। যৎ পূজা বিধিনা যেষাং সমতাপ্যুপজায়তে।
পর্য্যায়োপি সমস্তেষাং তেন তে চ সমীকৃতাঃ। অমীষাং পুত্রপৌত্রাদেঃ পর্য্যায়েণ সমানতা।
ভবেদাবৃত্তিতঃ সাপি স্বীকারান্মমশাসনাৎ। সত্ত্বে সমত্বে চাবৃত্ত্যা ত্রৈবিধ্যমাংশিকং ভবেৎ।
শৌর্য্যাদিভেদকং তদ্ধি নচৈকশস্য ভেদকৃৎ। তত্রার্ত্তিক্ষেম্যমধ্যাংশা উত্তমাধমমধ্যমাঃ।
আর্ত্তির্মূর্দ্ধস্য ভূষেব ক্ষেম্য পাদস্য ভূষণম্। মধ্যাংশো মধ্যভূষেব ত্রিবিধং চাংশলক্ষণম্।
অতএব ভবেদংশো হ্যার্ত্তিস্তাত সদৃগ্‌জনঃ। ক্ষেম্যস্তৎ পুত্রস্তুল্যঃ স্যাৎ প্রত্যংশবিধিনা মতঃ।
মধ্যাংশঃ স্বসমো লোকঃ পর্য্যায়েণ প্রচক্ষতে। ত্রৈবিধ্যং সহজৈশ্চৈতদন্যত্র হ্রাসবৃদ্ধিতঃ ॥
হ্রাসতো বৃদ্ধিতস্তস্তু স্বীকারেণ ভবেদ্ধ্রুবম্। স্বীকারো দৈবমূলঃ স্যাত্তেন বৃদ্ধিশ্চ জায়তে।
হ্রাসশ্চ জায়তে তেন নাস্তি চান্যদ্বিচারণম ॥"

(কুলমঞ্জরীধৃত বল্লালক্ষিত অংশলক্ষণ।)

গৌড়াধিপ তাঁহাদের মধ্যে গুণের তারতম্য অনুসারে সকলকেই তাম্রশাসন দ্বারা বিস্তর ভূমি-সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।(১)

উক্ত দ্বাবিংশতিগ্রামসম্ভূত ব্রাহ্মণগণ সকলেই কুলমর্য্যাদা লাভ করেন নাই, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ। বলিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে আবার যাহারা লোভে বল্লালসেনপ্রদত্ত সোণার ধেনু গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই রাঢ়ীয় সমাজে হেয় ও মর্য্যাদাহীন হইয়াছিলেন। রাঢ়ীয় কুলার্ণবে তাঁহাদের নাম এইরূপ লিখিত আছে—

১ শঙ্কর পীতমুণ্ডী, ২ দিবাকর গড়গড়ি, ৩ ডাউকগুড়, দোকড়ি পিপ্পলি, বন্দ্যবংশীয় মার্ত্তণ্ড, আনাই, গণাই, হারো ও গোপী এই ৫ জন, ১০ দোকড়ি মাসচটক, ১১ মধুসূদন রায়ী, ১২ যবকুশারী, ১৩ নারায়ণহড়, ১৪ কেশব দায়াড়ী, ১৫ কেশব মহিন্ত্যা, ১৬ শকুনি চট্ট, ১৭ নয়ারি তৈলবাটী, ১৮ বিশ্বেশ্বর কুন্দ, ১৯ বিঠুবন্দ্য, ২০ মদন ঘোষাল, ২১ বিশ্বরূপ ঘোষাল, ২২ হাস্য-গাঙ্গুলী, ২৩ গৌতম পূতিতুণ্ড, ২৪ পরাশর শিম্‌লাই, ও ২৫ শঙ্কর ডিংসাই এই পঁচিশজন বল্লালপ্রদত্ত স্বর্ণময়ী ধেনু গ্রহণ করিয়া পতিত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের সহিত সম্বন্ধ করিলে ব্রাহ্মণের কুলপাত হয়। সম্বন্ধে, ভোজনে দানে, যজ্ঞে ও শ্রাদ্ধকালে উক্ত ২৫ জনের বংশধর-

---

(১) "উত্তমেভ্যো দদৌ পূর্ব্বং মধ্যমেভ্যস্ততোনৃপঃ।
তাম্রপাত্রে কুলং লেখ্য শাসনানি বহূনি চ।
অধমেভ্যো ভয়াৎ পশ্চাৎ শাসনং বিবিধব্দদৌ॥
এতেভ্যো দত্তবান্ পূর্ব্বং কলৌ বল্লালসেনকঃ॥"
(হরিমিশ্র।

(২) "ধেনুং স্বর্ণময়ীং কৃত্বা দদৌ বিপ্রায় পার্থিবঃ
ছিন্না বহিষ্কৃতা রাজ্ঞা স্বর্ণানাং বণিকোঽভবৎ
সা চ স্বর্ণময়ী ধেনুচ্ছেদনে প্রজগৌ মুহুঃ॥
বিপ্রা প্রতিগ্রহাজ্জাতাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ॥
শঙ্করঃ পীতমুণ্ডী চ গড়োপি চ দিবাকরঃ।
গুড়ো ডাউকনামা চ দোকড়িশ্চৈব পিপ্পলী॥
বন্দ্যো মার্ত্তণ্ডনামা চ তপো নিষ্ঠঃ দৃঢ়ব্রতঃ।
আনায়িশ্চ গণায়িশ্চ হাড়ো গোপী চ বন্দ্যজাঃ॥
মাসো দোকড়িনামা চ রায়ী চ মধুসূদনঃ।
কুশারির্যবনামা চ হড়ো নারায়ণোঽপি চ॥
মহিন্ত্যা কেশবোঃ ধীরো দায়ারিশ্চৈব কেশবঃ
চট্টশকুনিনামা চ তৈলবাটী নয়ারিকঃ॥
কুন্দো বিশ্বেশ্বরো জ্ঞেয়ো বন্দ্যজো বিঠুসংজ্ঞকঃ
ঘোষজৌ ভ্রাতরাবেতৌ মদনবিশ্বরূপকৌ॥
গাঙ্গুলী চ হাস্যনামা পুতিগৌতমসজ্ঞকঃ।
শিমলিপরাশরঃ খ্যাতঃ শঙ্করো ডিণ্ডিসায়িকঃ॥
অমী কুলোদ্ভবাশ্চৈব গোদানং জগৃহুর্দ্বিজাঃ।
তেষাং সম্বন্ধমাত্রেণ পঙ্কে গৌরিব সীদতি॥
বিদ্বদ্ভিঃ শ্রাদ্ধকালে চ বর্জ্যাঃ এতে পুনঃ পুনঃ॥
(কুলার্ণব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

—00—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহারাজ[১] বল্লালসেন কৌলীন্যমর্য্যাদা সংস্থাপন করিয়া যথাকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তিনি রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কুলে শীলে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে যাঁহারা প্রধান, তাঁহা-দিগকেই কেবল কুলীন বা কুলপ্রধান করিয়াছিলেন, কিন্তু ভবিষ্যতে এই কুলীনসমাজেও একটু অসুবিধা ঘটিয়াছিল। বল্লালসেন কেবল ১৯ জনকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পদমর্য্যাদায় ও মানসম্ভ্রমে কে বড় কে ছোট, এ সম্বন্ধে তিনি কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। এখন সেই পদমর্য্যাদা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল। সকলেই স্ব স্ব প্রাধান্যলাভে অগ্রসর, একজন অন্যের কাছে ন্যূনতাস্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ। কাজেই অপরের নিকট হীন হইয়া কন্যা প্রদান করিতেও কেহ সম্মত নহেন। ইহাতে রাঢ়ীয়-সমাজে সংঘর্ষ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। এখন বল্লালতনয়

লক্ষ্মণসেনের কুলবিধি।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন সুশৃঙ্খলা-স্থাপনের জন্য পিতার অনুবর্ত্তী হইয়া আবার ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া এইরূপ কুলবিধি প্রচার করিলেন,—

'চারি প্রকারে কুলকার্য্য সম্পন্ন হয়। প্রথমে বংশপরিবর্ত্ত অর্থাৎ কুলীনকন্যা যে ঘরে প্রদত্ত হইবে, আবার সেই ঘর হইতেও কন্যা গ্রহণ করিতে হইবে। বংশের বলাবল অর্থাৎ কে কিরূপ উচ্চনীচ কুলে আদান ও প্রদান করিয়াছে, তাহার নির্ণয় এবং সমীকরণ অর্থাৎ কুলীনগণের পদমর্য্যাদার সমতা স্থিরকরণ, এই চারিপ্রকারে কুলকার্য্য সম্পন্ন হইবে। বংশ ও অংশই কুলের কারণ। বংশ ও অংশ দ্বারাই কুলীন হয়। জাতিরক্ষার কারণই কুল। জাতিহীন হইলে কুলেও হীন হইতে হয়।'[২]

লক্ষ্মণসেনের অংশনির্ণয়সম্বন্ধে রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীতে একটু বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়,—

'পিতৃ[১] কর্ত্তৃক আদিষ্ট রাজা লক্ষ্মণ পিতৃপ্রবর্ত্তিত কুলবিধান সম্যক্‌রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া

(১) "আদৌ বংশপরীবর্ত্তঃ পশ্চাদ্বংশবলাবলম্। সমীকরণমিত্যেষ চতুর্ভিঃ কথ্যতে কুলম্॥" (হরিমিশ্র)

(২) "বংশাংশাভ্যাং কুলীনত্বং বংশাংশৌ চ তথা কুলম্।
কুলমূলং তথা জাতিস্তদ্ধীনো হীনতাং গতঃ॥ (হরিমিশ্র)

(১) "পিত্রাজ্ঞপ্তঃ সমীক্ষ্যাসৌ লক্ষ্মণঃ কুললক্ষণম্। চটুলং তপসং পিত্রা কঠোরেণ প্রকাশিতম্॥
মধ্বাদিশ্রুতিসন্দিষ্টমিষ্টং মিষ্টরসং যথা। প্রত্যুক্তং শ্রুতিপেয়ং তৎ বিবিধগুণমণ্ডিতম্॥

মন্বাদি শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট নবলক্ষণাক্রান্ত কুলীনদিগের ভাব্যর্থ এবং ভাব্যর্থপ্রতিপত্তির নিমিত্ত, পিতা যাহা প্রকাশ করেন নাই, এখন তিনি তাহাই বিধিবদ্ধ করিলেন। নিয়ম হইল, আদান ও প্রদান দ্বারা পরিবর্ত্ত হইবে। যিনি এইরূপ পরিবর্ত্ত করিবেন, তিনিই মুখ্য এবং মান্য হইবেন। কিন্তু কন্যার আদানপ্রদান দ্বারা যদি পরিবর্ত্ত হয়, তাহা হইলে যাহার কন্যা হয় নাই, তাহার পরিবর্ত্ত কিপ্রকারে হইবে? রাজা ইহা চিন্তা করিয়া পরিবর্ত্তের ৫ প্রকার গৌণ লক্ষণ করিলেন। আদান এবং প্রদান দ্বারা যেখানে পরিবর্ত্ত হইবে, তাহাই মুখ্য; তাহার অভাবে ৫ প্রকার গৌণ পরিবর্ত্ত হইতে পারিবে। যথা—প্রদান, আদান, কুশত্যাগ, যোগ এবং বর এই ৫ প্রকারে গৌণপরিবর্ত্ত চলিবে। পরস্পরে আদানপ্রদানই মুখ্য পরিবর্ত্ত। এই মুখ্য ও গৌণভেদে ৬ প্রকার পরিবর্ত্ত। এই ছয়টী পরিবর্ত্তবিষয়ে শৌর্য্যবাচক বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ ইহাকে অশৌর্য্যবাচক, অথবা ন্যূনাধিকবাচক বলিয়া থাকেন। বংশানুসারে যাহারা এইপ্রকার শৌর্য্যবাচক হইয়া থাকেন, তাহাদিগকে অংশ কহে। আরও এই অংশ সকল পরিবর্ত্তের বোধক হইলেও বংশানুসারে অংশ সকল শৌর্য্যাদিভেদক হইয়া থাকে। এই অংশ

বিপ্রাণাং ভাবুকার্থায় ভাব্যর্থপ্রতিপত্তয়ে। করিষ্যাম্যধুনা তত্তৎ পিত্রা যদ্‌যদপেক্ষিতম্ ॥
কৃতশ্চেৎ পরিবর্ত্তস্তু পিত্রাদানপ্রদানতঃ। স এব মুখ্যমান্যঃ স্যাদন্যঃ কার্য্যো ময়ৈব হি ॥
কন্যাদানপ্রদানাভ্যাং পরীবর্ত্তো ভবেদ্‌যদি। অজাতকন্যকস্যৈব কুতঃ স্যাৎ পরিবর্ত্তনম্ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্যরম্ রাজা লক্ষণোধিকলক্ষণম্। পঞ্চধা প্রচকারাথ পরীবর্ত্তস্য গৌণকম্ ॥
প্রদানাদানকর্ম্মভ্যাং মুখ্যো বিনিময়ো মতঃ। তদভাবেঽপি গৌণঃ স্যাৎ ক্রমাৎ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ
প্রদানাদথবা দানাৎ কুশত্যাগাচ্চ বাক্যতঃ। যোগতো বরতশ্চাপি মুখ্যগৌণেন ষড়্‌বিধঃ ॥
এতেষাং পরিবর্ত্তানাং বোধকাঃ শৌর্য্যবাচকাঃ। অশৌর্য্যবাচকাঃ কেচিদন্যূনাধিকবাচকাঃ ॥
এতাদৃশাভবেয়ু র্যে তেঽংশা বংশানুসারতঃ ॥

কিঞ্চ। অমীষাং পরিবর্ত্তানাং বোধকত্বে সতীদৃশাঃ। শৌর্য্যাদিভেদকাঃ স্যু র্যে তেঽংশাংবংশানুসারতঃ
ভাবাম্বয়াশ্চ তেপ্যংশা ভবেয়ুর্দশপঞ্চধা। পিত্রার্ত্তিক্ষেম্যমধ্যাংশোত্রৈবিধ্যং যদুদীরিতম্ ॥
তদেব মান্যমন্যাভিরন্যৎ কার্য্যমপেক্ষিতম্। তত্রার্ত্তিস্ত্রিবিধাঽপ্যস্যেদংশাস্তে দশপঞ্চধা ॥
ব্যাপকত্বাচ্চ মধ্যস্য মধ্যাংশাঃ নবধা কৃতাঃ। বহুনাং কুলজানাঞ্চ যুক্তাহি বহুবিধ্যতা ॥
দশপঞ্চবিধা যেঽংশা স্তেষামাখ্যা নিগদ্যতে। কেবলার্ত্তিস্তথাত্যার্ত্তিঃ পূর্ণার্ত্তিঃ পুষ্টিবর্দ্ধিনী ॥
ক্ষেম্যোত্তিক্ষেমো বিজ্ঞেয়ঃ সৎক্ষেম্যঃ পুষ্টিবর্দ্ধকঃ। কিঞ্চিদার্ত্তিস্তথা লভ্যঃ কিঞ্চিল্লভ্যস্তথা স্মৃতঃ
তুলাঃ কিংন্যূন এব স্যান্ন্যূনকৈব গৃহস্তথা। পর্ব্বং কিংক্ষেম্যকো জ্ঞেয়ো নবধা মধ্যমাংশকাঃ ॥
আর্ত্ত্যাদিপ্রতিপাদ্যর্থং সন্ত্যাজ্য পারিভাষিকঃ। রুচ্যর্থঃ স্বীকৃতং পিত্রা তদর্থং বিবৃণোম্যহম্ ॥
লভ্যাত্রয়াতিরিক্তো যঃ স আর্ত্তিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ক্ষেম্যস্তস্য চ প্রত্যংশস্ত্রিন্যূনহীনতো ভবেৎ ॥
মধ্যাংশঃ সমপর্য্যায়ে তত্রৈব মবধা মতা। অংশাকারপ্রবোধায় পরিভাষা বিভাষ্যতে ॥
শাস্ত্রকারস্য সঙ্কেতঃ পরিভাষাং বিদুর্বুধাঃ। চতুষ্পাদাধিকো যস্তু শৌর্য্যাদের্লভ্য এব সঃ ॥
তল্লভ্যঃ কিঞ্চিদার্ত্তিঃ স্যাত্তল্লভ্য আর্ত্তিরীরিতা। কেবলার্ত্তির্ভবেৎ সৈব লভ্যত্রয়াধিকেন বৈ ॥
তদূর্দ্ধে স্যাচ্চ পূর্ণার্ত্তির্যাবন্নাত্যার্ত্তিসম্ভবঃ।

ভাব নামে খ্যাত। ইহা পঞ্চদশ প্রকার। পিতা (বল্লালসেন) যে আর্ত্তি, ক্ষেমা ও মধ্য এই ত্রিবিধ অংশ করিয়াছেন। ইহাও আমার মান্য। ইহা ভিন্ন আরও কএকটী প্রয়োজন। আর্ত্তি তিন, ক্ষেম্য তিন ও মধ্যাংশ নয়। মধ্য অতিশয় ব্যাপক, এইজন্য মধ্যাংশ ৯ প্রকার। এই মধ্যাংশের ৯ এবং আর্ত্তি ও ক্ষেম্যের ৬, সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চদশ প্রকার অংশ।

'পঞ্চদশ অংশের নাম।—আর্ত্তির ভেদ তিন কেবলার্ত্তি, অত্যার্ত্তি ও পূর্ণার্ত্তি এই তিনটীতে কুলের পুষ্টি হয়। ক্ষেমা তিন প্রকার ক্ষেম্য, অতিক্ষেম্য ও সংক্ষেম্য, ইহাও পুষ্টিবর্দ্ধক। মধ্যাংশ নয় প্রকার কিঞ্চিদার্ত্তি, লভ্য, কিঞ্চিল্লভ্য, তুল্য, কিঞ্চিন্ন্যূন, ন্যূন, গৃহ, পর্ব্ব ও কিঞ্চিৎক্ষেম্য।

'আর্ত্তি প্রভৃতির প্রতিপাদ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া পিতা যে পরিভাষিক রূঢ়-অর্থ স্বীকার করিয়াছেন, আমি তাহাই বিস্তৃত করিলাম। লভ্যত্রয়ের অতিরিক্ত যে তাহাকে আর্ত্তি কহে। তাহার প্রত্যংশই ত্রিন্যূনহীন হইলে ক্ষেম্য। সমপর্য্যায়ে মধ্যাংশ হয়,সেই মধ্যাংশই নয় প্রকার। অংশের আকার জানিবার জন্য এই পরিভাষা বলিতেছি। শৌর্য্যাদির যে চতুষ্পাদাধিক হইবে, তাহার নাম লভ্য। সেই লভ্য আবার কিঞ্চিদার্ত্তি নামে খ্যাত এবং তাহার লভ্য আর্ত্তি নামে অভিহিত। লভ্যত্রয়ের অধিক হইলে কেবলার্ত্তি হইবে। তাহার উর্দ্ধ হইলে যে পর্য্যন্ত অত্যার্ত্তি সম্ভব না হয়, পূর্ণার্ত্তি হইবে। আরও আর্ত্তি অত্যার্ত্তি পর্য্যন্ত পূর্ণার্ত্তি নামে অভিহিত হইবে। আর্ত্তির আর্ত্তি হইতে অত্যার্ত্তি ও সহজার্ত্তি হইতে পূর্ণার্ত্তি হয়। পূর্ণার্ত্তির যে প্রত্যংশ তাহাকে সংক্ষেম্য কহে। অত্যার্ত্তির প্রত্যংশের নাম অতিক্ষেম্য। যেখানে শৌর্য্যাদির অন্যূনাধিকতা তাহাকে তুল্য কহে। তাহাই তুল্য, উচিত এবং সমান ও তদর্থ প্রতিপাদক এবং তাহা হইতে দ্বিপাদহীন হইলে কিঞ্চিন্ন্যূন হয়। তাহার প্রত্যংশ যে অংশ, তাহাকে কিঞ্চিল্লভ্য কহে। তুল্য, উচিত ও সম শব্দ কোন স্থলে পঞ্চাংশবাচক হইয়া থাকে। পঞ্চাংশ যথা—তুল্য, কিঞ্চিন্ন্যূন, কিঞ্চিল্লভ্য, লভ্য ও ন্যূন এই ৫টী। চতুষ্পাদবিহীন হইলে তাহাকে ন্যূন কহে, তাহা হইতে দ্বিপাদ কম অংশকে গৃহ কহে। তাহা হইতে পাদাংশ হীন হইলে পর্ব্ব নামে খ্যাত হয়।

অন্যচ্চ। আর্ত্তিঃ কিঞ্চার্ত্তিপশ্যাত্তং পূর্ণার্ত্তিশ্চ ত্রয়ং বুধৈঃ। আর্ত্তিরার্ত্তিস্তথাত্যার্ত্তিঃ পূর্ণার্ত্তিঃ সহজার্ত্তিতঃ।
পূর্ণার্ত্তেযশ্চ প্রত্যংশঃ সংক্ষেম্যোঽভিধীয়তে। অতিক্ষেম্যোহি প্রত্যংশশ্চাত্যার্ত্তেঃ কথ্যতে ময়া।
অন্যূনাধিকতো যত্র শৌর্য্যাদেস্তুল্য এব সঃ। তত্রোচিতসমানৌ চ তদর্থপ্রতিপাদকৌ।
ততো দ্বিপাদহীনশ্চ কিঞ্চিন্ন্যূনঃ প্রচক্ষ্যতে। প্রত্যংশস্তস্য যশ্চাংশঃ কিঞ্চিল্লভ্যঃ স উচ্যতে।
তুল্যোচিতসমাঃ শব্দাঃ ক্বচিৎ পঞ্চাংশবাচকঃ। তুল্যঃ কিংন্যূনঃ কিংলভ্যো লভ্যো ন্যূনশ্চ পঞ্চকঃ।
চতুষ্পাদবিহীনো যঃ স ন্যূনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। তস্মাদ্দ্বিপাদোনমংশং গৃহমেব বিদুর্বুধাঃ।
তস্মাৎ পাদৈকহীনাংশঃ পর্ব্বঃ খ্যাতো মনীষিভিঃ। লভ্যদ্বয়বিহীনো যঃ কিঞ্চিৎক্ষেম্যঃ স এব হি।
কিঞ্চিদার্ত্তিঃ স এব স্যাৎ তদ্রূপত্রয়মুচ্যতে। কিঞ্চিৎক্ষেম্যস্য প্রত্যংশোঽষ্টপাদাধিকো ভবেৎ।'
সপ্তপাদাধিকো যস্তু প্রত্যংশঃ পার্ব্ব উচ্যতে। ষট্‌পাদাধিকরূপং যৎ গৃহঃ স গদ্যতে ময়া।
বমেব ত্রয়ং রূপং কিঞ্চিদার্ত্তির্ভবেদ্ধ্রুবম্॥" (ইতি রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীধৃত শ্রীমল্লক্ষ্মণলক্ষিতপরিভাষা।)

লভ্যাস্ত্যয় বিহীন হইলে কিঞ্চিৎ ক্ষেম্য হইবে। ইত্যাদি প্রকারে মধ্যাংশ নবধা বিভক্ত হইয়াছে। কিঞ্চিৎক্ষেম, পর্ব্ব ও গৃহের এক প্রত্যংশ হয়। তাহাই কিঞ্চিদার্ত্তি। তিনেরই এই প্রকার জানিবে। কিঞ্চিৎক্ষেম্যের অষ্টপাদাধিক প্রত্যংশ হয়। সপ্তপাদের অধিক প্রত্যংশ হইলে তাহাকে পর্ব্ব এবং ষট্‌পাদের অধিক হইলে তাহাকে গৃহ বলা যায়। কিঞ্চিদার্ত্তিরই এইরূপ তিন প্রকার হইবে।'

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সময়ে যে কুলমর্য্যাদা স্থাপিত হয়, তন্মধ্যে সমীকরণই প্রধান। এই সমীকরণের প্রবর্ত্তক বলিয়াই লক্ষ্মণসেনের নাম রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য গ্রন্থে বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

সমীকরণ। এই পরিচ্ছেদের সূচনায় লিখিয়াছি, বল্লালী কুলীনগণের মধ্যে সামাজিক পদমর্য্যাদা লইয়া একটু গোলযোগ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, বল্লালতনয় মহারাজ লক্ষ্মণ সেই গোল মিটাইবার জন্য সমস্ত কুলীনকে সমমর্য্যাদাপন্ন বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইহা হইতেই সমীকরণের সৃষ্টি।

তাঁহার প্রথম সমীকরণে—

উৎসাহ-মুখোর পুত্র আহিত [১৩], শ্রীকর-চট্টের পুত্র বহুরূপ [৮], পিঙ্গল-ঘোষালের পুত্র শিব [১১], উৎসাহ-পুতিতুণ্ডের পুত্র গোবর্দ্ধন [১১], কুলপতি-গাঙ্গুলীর পুত্র শিশো [১২], মহাদেব-বন্দ্যের পুত্র মকরন্দ [১০] ও শকুনি-বন্দ্যোর পুত্র জাহ্লন [১০] এই ৭ জন সমান বলিয়া গণ্য হইলেন।১

দ্বিতীয় সমীকরণে—

লৌলিক-চট্টজ অরবিন্দ [৭], নান্দো-চট্টের পুত্র হলায়ুধ২ [৭], লৌলিক-চট্টের পুত্র শুচ [৭], শ্রীকণ্ঠ-চট্টের পুত্র বাঙ্গাল [৭], ধর্ম্মাংশু-বন্দ্যজ দেবল [১০], শকুনি-বন্দ্যোর পুত্র মহেশ্বর [১১], বৈদ্যনাথ-বন্দ্যজ ঈশান [১১], বিশ্বেশ্বর কুন্দলালের পুত্র রোষাকর, গরুড়মুখোর পুত্র বাদলি [১৩], ধর্ম্মাংশু-বন্দ্যজ বামন [১০], গরুড়মুখোর পুত্র পণ্ডিত [১৩], উৎসাহমুখোর পুত্র অভ্যাগত [১২], হিঙ্গুল কাঞ্জিলালের পুত্র কৃষ্ণ [১১] ও বরাহ-কাঞ্জির পুত্র কুতূহল [১১] এই ১৪ জন সমান বলিয়া গণ্য হইলেন৩। ধ্রুবানন্দের মতে এই ১৪ জন লক্ষ্মণসেনের সভাশ্রিত কুলীন। ইঁহাদের মধ্যে মহেশ্বর বন্দ্য 'সভাতিলক' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

---

(১) "আহিতো বহুরূপাখ্যঃ শিবোগোবর্দ্ধনঃ সুধীঃ। গাংশিশো মকরন্দশ্চ জাহ্লনাখ্যঃ সমা ইমে॥"

(ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী)

(২) কেহ কেহ এই হলায়ুধকে ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বরচয়িতা ও লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধিকারী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এ অনুমান অমূলক। কারণ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বকার বাৎস্যগোত্রে জন্মগ্রহণ করেন, এ কথা তাঁহার নিজ গ্রন্থেই লিখিত আছে।

(৩) "অরবিন্দো হলো চৈব শুচো বাঙ্গালদেবলে॥ মহেশ্বরস্তথেশানো রোষো বাদলিবামনাঃ॥
পণ্ডিতোঽভ্যাগতশ্চৈব কৃষ্ণঃ কুতূহলস্তথা। সমানাঃ কথিতা এতে লক্ষ্মণেন প্রপূজিতাঃ॥"

(মহাবংশাবলী)

যে ২১ জনকে লইয়া গৌড়পতি সমীকরণ করেন, তন্মধ্যে ১৭ জন তৎপূর্ব্বে বল্লালসেন কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। রাজা লক্ষ্মণের সমীকরণকালে উৎসাহ ও গরুড়মুখোর মৃত্যু হওয়ায়, উৎসাহের পুত্র আহিত অভ্যাগত এবং গরুড়মুখোর পুত্র বাদলি ও পণ্ডিত এই চারি জন পিতার স্থান অধিকার করিয়া অপর ১৭ জনের সমান বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।

স্থির হইল, সপর্য্যায়ে অর্থাৎ সমান কুলীনে দানগ্রহণই উত্তম।১

ষষ্ঠ অধ্যায়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কুক্ষণে মহারাজ লক্ষ্মণসেন শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শৌর্য্য, বীর্য্য ও পাণ্ডিত্য তাঁহাকে দুরপনেয় কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। রাজপুরুষগণের ষড়যন্ত্রে, ভীরু দৈবজ্ঞগণের প্রোরোচনায়, গৌড়াধিপতি বন্ধুবান্ধব পরিত্যক্ত হইয়া, অবশেষে মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের কূটনীতিপ্রভাবে সোণার গৌড়রাজ্য মুসলমানের করে অর্পণ করিলেন।২

কুলাচার্য্য হরিমিশ্র লিখিয়াছেন ;—

বল্লালতনয় রাজা লক্ষ্মণ মহাশয়, জন্মগ্রহভয়ে ও দোষে তাঁহার কলঙ্ক ঘটিয়াছিল। তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম কেশব, তিনি যবনের ভয়ে গৌড়রাজ্য পরিত্যাগ করায়, পুনরায় (রাঢ়ীয়) ব্রাহ্মণগণের মর্য্যাদা স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। অনন্তর সেনবংশে দনৌজামাধব জন্মগ্রহণ করেন, সকল নৃপতিই তাঁহার পদসেবা করিত। এই মহারাজের সভায় (পূর্ব্বোক্ত) দ্বাবিংশতি-

(১) "সপর্য্যায়সমাসাদ্য দানগ্রহণমুত্তমম্।" (কুলরাম)

আধুনিক কুলাচার্য্যগণ সপর্য্যায় শব্দের এই রূপ অর্থ করেন—

"সমানং কুলভাবঞ্চ দানাদানস্তথৈব চ। তয়োর্ব্বংশং সমানং হি সপর্য্যায়ঃ প্রচক্ষ্যতে।
কুলীনস্য সুতাং লব্ধা কুলীনায় সুতাং দদৌ। পর্য্যায়ক্রমতশ্চৈব স এব কুলদীপকঃ॥" (কুলদীপিকা)

কুলের ভাব দানাদান ও সমান বংশ হইলে তাহাকে সপর্য্যায় কহে। যিনি পর্য্যায়ক্রমে কুলীনের কন্যা গ্রহণ করেন ও কুলীনকে কন্যা দান করেন, তিনিই কুলদীপক।

(২) রাজন্যকাণ্ডে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

কুলসম্ভূত বিবিধ১ গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ আগমন করেন। মহারাজ দনৌজামাধব পিতামহকে পরাজয় করিবার ইচ্ছায় রাজসম্মান ও ধনদ্বারা ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন।'২

কুলাচার্য্য এড়ুমিশ্র লিখিয়াছেন,—

রাজা কেশবসেন সৈন্যগণ, পিতামহপ্রতিষ্ঠিত বিপ্রগণ ও অপরাপর স্বজনবর্গ সঙ্গে লইয়া সেই রাজার নিকট গমন করিলেন। সেই বিখ্যাত নরপতি, মহা আদরপূর্ব্বক কেশবের সম্মাননা করিলেন এবং তাঁহার ও অনুচর পারিষদবর্গের জীবিকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে সেই রাজা কেশবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আপনার পিতামহ বল্লালসেন ব্রাহ্মণগণের কি প্রকার কুলাকুলাদি নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন? কেন, কোন্ সময়ে ও কোথায় এই নিয়ম প্রচার করেন?' তাহা শুনিয়া কেশব, বহুশাস্ত্রবিদ্ বিপ্রপ্রথাপারগ আপনার কুলপণ্ডিত এড়ুমিশ্রকে কুলকাহিনী বর্ণনা করিতে আদেশ করিলেন।'৩

এড়ুমিশ্র কিরূপ কুলকাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের সংগৃহীত অসংপূর্ণ এড়ুমিশ্রের কারিকায় নাই। বিশেষতঃ যে রাজার নিকট রাজা কেশবসেন আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহার নামও পাইলাম না।

এড়ুমিশ্রের একখানি সম্পূর্ণ কারিকা পাইলে বোধ হয় বলা যাইতে পারে। কোন কোন কুলাচার্য্য বলেন, এই রাজার নাম 'মাধবসেন', আবার কেহ কেহ বলেন, ইঁহারই নাম 'দনুজমাধব'। কিন্তু কুলাচার্য্য হরিমিশ্র কেশব ও দনৌজামাধবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেও কোন স্থানে কেশবের আশ্রয়দাতা রাজার নাম উল্লেখ করেন নাই। এজন্য কাহার সভায় যে কেশব উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারিলাম না। সম্ভবতঃ তিনি বিশ্বরূপ সেনের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

হরিমিশ্র লিখিয়াছেন, 'মহারাজ দনৌজামাধব সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে আপনার সভায়

(১) পূর্ব্বঅধ্যায় বর্ণিত ৮ জন মুখ্য ও ১৪ জন গৌন কুলীনের বংশধর।

(২) "বল্লালতনয়ো রাজা লক্ষ্মণোঽভূন্মহাশয়ঃ। জন্মগ্রহভয়াদ্দোষাৎ কলঙ্কোঽভূদনন্তরম্॥
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রতিগ্রহান্। তৎপুত্রঃ কেশবো রাজা গৌড়রাজ্যং বিহায় চ॥
মতিং চাপ্যকরোদ্দ্বন্দ্বে যবনস্য ভয়াত্ততঃ। ন শক্ত বস্তি তে বিপ্রাস্তত্র স্থাতুং যদা পুনঃ॥
প্রাদুরভবৎ ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরম্। দনৌজামাধবঃ সর্ব্বভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ॥
এতৎ সভায়াং বহুব আগতা ব্রাহ্মণা নরাঃ। নানাগুণসমাযুক্তা দ্বাবিংশতিকুলোদ্ভবাঃ॥
ধনৈশ্চ রাজসম্মানৈঃ পিতামহজিগীষয়া। সম্বন্ধং কৃতবন্তশ্চ সর্ব্বে ভূধরপুঙ্গবাঃ॥" (হরিমিশ্র)

(৩) 'আহূয় পণ্ডিতান্ সর্ব্বান্ প্রযচ্ছতি মহীপতিঃ। মধ্যে সৎপণ্ডিতানাঞ্চ ধার্ম্মিকাণাং দ্বিজোত্তমাঃ॥"

(হরিমিশ্র)

আহ্বান করিয়া তন্মধ্যে কেবল ধার্ম্মিক সংপণ্ডিতদিগকেই কুলমর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন।১ 'এ সময়ে দ্বাবিংশতিকুলোদ্ভব ৫০৮ জন বিদ্যমান ছিলেন।'২

ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী ও মহেশের নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকা হইতে জানা যায়, দনৌজা-মাধবের সময়ে কুলীনদিগের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ এই চারিবার সমীকরণ হইয়াছিল।

৩য় সমীকরণে—শিরোঘোষালের পুত্র উধো (উদ্ধব) [১২], শিশোগাঙ্গুলীর পুত্র গদো (গদাধর) [১৩] বহুরূপ চট্টের পুত্র গোবিন্দ [৯] ও জাহ্লন-বন্দ্যোর পুত্র জয়পাণি [১১], এই ৪ জন।৩

সমীকরণ।

৪র্থ সমীকরণে বাঙ্গালচট্টজ কিতো [৮], মহেশ্বরবন্দ্যতনয় মহাদেব [১১] এবং আহিত-মুখোর পুত্র উধো (উদ্ধব) [১৪] এই তিন জন।৪

৫ম সমীকরণে—মকরন্দবন্দ্যজ দাশো (দাশরথী) ও বিনায়ক [১১], উৎসাহ মুখজ মহাদেব [১৩], আহিত-মুখজ লৌলিক [১৪], এবং দেবল-বন্দ্যজ যোগী [১১] এই পাঁচ জন।৫

৬ষ্ঠ সমীকরণে—কৃষ্ণ (কানু) কাঞ্জিলালের পুত্র চন্দ্র [১২], উধোঘোষের পুত্র কোচ [১৩], ঈশানবন্দ্যজ শ্রীধর [১২], বহুরূপচট্টজ গাহী [৯], গদোগাঙ্গজ হলো (হলায়ুধ) [১৪], গোবর্দ্ধনপুতিজ শিকো [১২], গোবিন্দচট্টজ চাকু [১০], রোষাকর কুন্দজ ষষ্ঠীবর, মহাদেব-বন্দ্যজ তিকো ও পুরো [১২], কিতো-চট্টজ নৃসিংহ [৯] এবং মহাদেব-মুখজ বিশ্বেশ্বর [১৪] এই ১২ জন সমান বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।

(১) "অষ্টাধিকাঃ পঞ্চশতাঃ পুত্রাস্তেষাং মহাত্মনাম্।" (হরিমিশ্র)

(২) " * নৃপং তং কেশবো ভূপতিঃ নৈস্যৈবিপ্রগণৈঃ পিতামহকৃতৈরন্যৈশ্চ যুক্তোগতঃ।
তাং চক্রে নৃপতির্মহাদরতয়া সম্মানয়ন্ জীবিকাং তদ্বর্গস্য চ তস্য চ প্রথমতশ্চক্রে প্রতিষ্ঠান্বিতঃ।
ক্ষ্মাপালঃ স চ কেশবং নরপতিং কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গান্তরে বাক্যং প্রাহ তদা পিতামহঃ কৃতী বল্লালসেনোনৃপঃ।
কীদৃগ্ বিপ্রকুলাকুলাদিনিয়মঃ কস্মাৎ কথং বা কুতঃ কেনোদ্যোগভরেণ বিপ্রনিকরং চক্রে তদাখ্যাহি মে।
তং শ্রুত্বা কুলপণ্ডিতং কথয়িতুং তত্তজ্জগাদাদরাৎ এড়ু মিশ্রমশেষশাস্ত্রমখিলং ক্ষিপ্রং প্রথাপারগম্॥"

(এড়ু মিশ্র)

(৩) "ইদানীং দনুজমাধবস্য সভাশ্রিতাকুলীনাঃ নিগদ্যন্তে। উধোগদোসমানৌ দ্বৌ গোবিন্দস্তৎসমোমতঃ॥ কেচিৎ। জয়পাণিগদোতুল্যো উধোগোবিন্দকৌ সমৌ॥" (মহাবংশাবলী)

(৪) "কিতোমহাদেবউধো ত্রিদেবাঃ, সমানরূপা ভুবনপ্রসিদ্ধাঃ॥" (৪র্থ সমী)

(৫) "বন্দ্যদাসো মহাদেবো মুখবংশে চ লৌলিকঃ। বন্দ্যোবিনায়কো যোগী সমানা কথিতা ইমে॥"

(৬) "চন্দ্রঃ কোচশ্রীধরচট্টু গাহি হলো শিকো চট্টো চাকুস্তথান্যে।
ষাঠোসমো বন্দ্যতিকো তথৈব পুরো নৃসিংহোঽথ বিশো সমানাঃ॥" (মহাবংশাবলী)

* উক্ত শ্লোকের পূর্ব্বাংশ বহু চেষ্টায় সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কেহ সংগ্রহ করিতে পারিলে ঐতিহাসিক জগতের বিশেষ উপকার হইবে।

মহারাজ দনৌজামাধবের সময় উক্ত চারিটী সমীকরণ হয় বটে, কিন্তু এক সময়ে হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। দনৌজামাধবের দীর্ঘ রাজত্বের প্রথম অংশে সম্ভবতঃ কুলীনগণের ৩য় সমীকরণ হইয়াছিল এবং ষষ্ঠ সমীকরণ তাহার বহু বর্ষ পরে হইয়া থাকিবে। কারণ যাঁহাদিগকে লইয়া ৩য় ও ৪র্থ সমীকরণ হইয়াছিল, তাঁহাদেরই মধ্যে কাহারও কাহারও পুত্রদিগকে লইয়া ৫ম ও ৬ষ্ঠ সমীকরণ সম্পন্ন হয়।

পূর্ব্ববর্ণিত ২৪ জন ব্যতীত আরও কএকজন দনৌজামাধবের নিকট পূজা পাইয়াছিলেন। ধ্রুবানন্দমিশ্র লিখিয়াছেন, জাহ্লন বন্দ্যোর পুত্র জয়পাণি, হলায়ুধ চট্টের পুত্র প্রিয়ঙ্কর এবং গোবর্দ্ধন পূতিতুণ্ডের পৌত্র ও শিকোর পুত্র হরি, নীলাম্বর, পীতাম্বর, ও বাসুদেব এই চারিজন মহারাজ দনৌজমাধবের সভায় প্রপূজিত হইয়াছিলেন।

এখন উক্ত সমীকরণকারিকা হইতে জানিতেছি যে, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভায় যে ২১ জন সম্মানিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ১৪ জনের সন্তান মাত্র দনৌজামাধব কর্ত্তৃক মর্য্যাদাপ্রাপ্ত হন; বাকি ৭ জনের সন্তানগণ বোধহয় গুণে কিছু হান হওয়ায় দনৌজামাধবের সমীকরণকালে গৃহীত হন নাই।

হরিমিশ্রের কারিকায় লিখিত আছে, লক্ষ্মণসেনের সভায় যে ১৪ গৌণকুলীন বলিয়া গণ্য হন, দনৌজামাধবের সভায় তাঁহাদের সন্তানগণও গৌণকুলীন বলিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গৌণকুলীন।

পূর্ব্বে কুলীনগণ যে কোন সচ্ছোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন। রাজা দনৌজামাধব এই শ্রোত্রিয়দিগকে চারিভাগে বিভক্ত করেন—সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি। পূর্ব্বকথিত দ্বাবিংশতিগ্রামিসম্ভূত অথচ কুলীন বা গৌণকুলীন বলিয়া যাঁহারা গণ্য হন নাই, তাঁহারাই সিদ্ধশ্রোত্রিয়। কুলীনগণ তাঁহাদের কন্যা গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের কন্যা বিবাহ কারণে কুল পবিত্র হয়।[৪] পীতমুণ্ডী, পিপ্পলী, দীর্ঘাঙ্গী, কুলভী প্রভৃতি। যাঁহারা সাধন করিতে যত্ন করেন, কিন্তু যত্নের বৈকল্যে সিদ্ধি হয়ও নাও হয়, তাঁহারা সাধ্যশ্রোত্রিয়। ইঁহারাও পূর্ব্বোক্ত দ্বাবিংশতিকুলোৎপন্ন।[৫] হড় গুড় প্রভৃতি। পূর্ব্বকথিত দ্বাবিংশতিগ্রামি ভিন্ন পঞ্চগোত্রসম্ভূত অপর বিপ্রগণ সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয়।

শ্রোত্রিয়নির্ণয়।

(১) "জয়পাণিঃ সুতস্তস্য পূর্ব্বং রাজ্ঞা প্রপূজিতঃ॥" (মিশ্র)

(২) "প্রিয়ঙ্করসুতস্তস্য প্রায়ো ভূপালপূজিতঃ॥" (ধ্রুবানন্দমিশ্র)

(৩) "চত্বারস্তনয়াস্তস্য হরির্নীলাম্বরস্তথা। পীতাম্বরো বাসুদেবঃ সর্ব্বকৃতে প্রপূজিতাঃ॥"

(৪) "দ্বাবিংশতিকুলাজ্জাতাস্তারয়ন্তি সুতাপতিম্। তে সিদ্ধা শ্রোত্রিয়াঃ প্রোক্তাঃ সংগ্রাহ্যাঃ কুলজৈঃ সদা॥
পীতমুণ্ডী, পিপ্পলী, দীর্ঘাঙ্গী প্রভৃতয়ঃ।" (হরিমিশ্র)

(৫) "যত্নস্তে সাধনে বিপ্রা যত্নাৎ সিধ্যন্তি বা ন বা। তে সাধ্যাঃ শ্রোত্রিয়া জ্ঞেয়া দ্বাবিংশকুলজাঃ স্মৃতাঃ॥
হড়গুড়াদয়ঃ।" (হরিমিশ্র)

ইঁহাদের কন্যাগ্রহণ করা কুলীনের কর্ত্তব্য।[১] উক্ত দ্বাবিংশকুলসম্ভূতই হউক বা ভিন্ন হউক, যাহার কন্যাগ্রহণমাত্রেই কুল নষ্ট হয়, তাহাদিগকে কুলনাশক বা অরিশ্রোত্রিয় বলিয়া জানিবে। যেমন চান্দড়িয়া চট্ট, গোমাক্রি গাঙ্গুলী, বামন বন্দ্য প্রভৃতি।[২]

দনৌজামাধবের কুলবিধি।

মহারাজ বল্লাল ও লক্ষ্মণসেন যে সকল কুলের ব্যবস্থা করিয়া যান, রাজা দনৌজামাধব তাহা পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। লক্ষ্মণসেনের সময়ে যে সকল বিশেষ বিশেষ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, হরিমিশ্র প্রভৃতি কোন কোন কুলাচার্য্যের মতে দনৌজামাধবের সময়েই সেই সকল ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। তাঁহার সময়ে কুলীনগণের বহুসংখ্যক সন্তান জন্মিয়াছিল।

লক্ষ্মণসেন কুলের অংশাদি নিরূপণ করিয়া যান। দনৌজামাধবের সভায় তাহার বিচার হয়। এই বিচারকালে দেখা গেল আহিত মুখোর সহিত দেবল-বন্দ্যের পিতৃপর্য্যায়, অথচ উভয়ের কুলক্রিয়া হওয়ায় আহিতের আত্তিকুল হইয়াছে। এইরূপে নিরূঢ়গতি ক্রমে প্রথমে আটজন সমান বা মধ্যাংশ থাকিলেও তাঁহারা ক্ষেম্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইত্যাদিক্রমে অংশ বিচার করিয়া রাজা কুলীনদিগের যথাযোগ্য পূজা করিয়াছিলেন।[৩]

মহারাজ দনৌজামাধব যেমন তিন পুরুষের মধ্যে যে কোন পুরুষে হউক, পরিবর্ত্তদ্বারা কুলরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে এরূপ নিয়মও করেন যে, পরস্পর মুখ্যকুলীনের মধ্যে বিনিময়ের সুবিধা না হইলে গৌণকুলীনের সহিতও পরিবর্ত্ত চলিতে পারে।

বংশজোৎপত্তি।

কোন কোন আধুনিক কুলাচার্য্যের মতে বল্লালসেনের সময় হইতেই বংশজের সৃষ্টি। কুলীনের বংশে যাঁহাদের জন্ম, অথচ কুলবিধি অনুসারে যাঁহারা আদান প্রদান করেন নাই, তাঁহারাই বংশজ বলিয়া গণ্য। বল্লালসেনের সময়ে যে সকল কুলীনসন্তান প্রতিগ্রাহীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলেই কুলীনসমাজে হেয় হন। আধুনিক অনেক ঘটকের বিশ্বাস, সেই সকল কুলীনসন্তানই কুল হারাইয়া 'আদি বংশজ' আখ্যালাভ করেন।[৪] কিন্তু প্রাচীন কুলাচার্য্যগণ এরূপ বলেন না। বাচস্পতিমিশ্র লিখিয়াছেন,—

---

(১) "ষট্পঞ্চাম্নায়সম্ভূতা বিপ্রাদ্বাবিংশতেব হিঃ। সুসিদ্ধা শ্রোত্রিয়া জ্ঞেয়াঃ সংগ্রাহ্যাঃ কুলজৈঃ সদা ॥"
(হরিমিশ্র।)

(২) "যৎ কন্যালাভমাত্রেণ সমূলস্তু বিনশ্যতি। দ্বাবিংশমধ্যা ভিন্ন বা ত্যাজ্যাস্তে কুলনাশকাঃ ॥
চান্দড়িয়াচট্ট গোমাক্রিগাঙ্গুলী বামনবন্দ্যাদয়।" (হরিমিশ্র।)

(৩) "নিরূঢ়গতিদোষেণ সমানং ক্ষেম্যতাং ব্রজেৎ ॥ অন্যচ্চ, ন্যূনোর্ত্তাষং পূয়স্ত্যেতে চাষ্টৌ প্রথমতো গতঃ ॥
শেষোঽপি চ কনিষ্ঠস্তু নিষ্ঠৈয়ং কুলকর্ম্মণি। বিশ্রামগ্রানিমাত্রং স্যাৎ রাজ্ঞা তত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥" (বাচস্পতি)

(৪) সম্বন্ধনির্ণয় ও গৌড়েব্রাহ্মণরচয়িতারও এই মত।

সম্বন্ধনির্ণয়কার আরও লিখিয়াছেন, "৮ গাঁইর লোকের মধ্যে কেবল ১৯ জন কুলীন হন, এই ১৯ জন ব্যতিরিক্ত (এই গাঁক্রির অপর) লোকদিগের বিষয়ে, কোন বিশেষ ব্যবস্থা দেখা যায় না। বোধ হইতেছে,

'স্বধর্ম্মশীল সৎকুলীনসন্তান যাহার বংশানুক্রমে আবৃত্তি নাই, তাঁহাকেই বংশজ বলা যায়,'[১] 'অর্থাৎ যে ধর্ম্মশীল কুলীনসন্তানের তিন পুরুষের মধ্যে যথারীতি আদান প্রদান নাই, মহারাজ দনৌজামাধব কর্ত্তৃক সেই সেই ব্যক্তি বংশজ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।'[২]

বাচস্পতিমিশ্র বলেন, বংশজ হইবার পূর্ব্বে কুলক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইলে, তাহাকে 'রণ্ডদোষ' বলা হইত[৩]; কিন্তু হরিমিশ্র এ সম্বন্ধে নিরুত্তর।

রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী হইতে জানা যায় যে, ১৯ জন মুখ্য ও ১৪ জন গৌণ ব্যতীত দ্বাবিংশতি-গ্রামি-সম্ভূত শূদ্রদানগ্রহণকারী ব্রাহ্মণগণ 'রবকুলীন' বলিয়া গণ্য হন। এই রবকুলীনের সন্তানগণ আবৃত্তিগুণবর্জ্জিত হওয়াতেই প্রথমে বংশজত্ব প্রাপ্ত হন।[৪] দনৌজামাধব যেমন তিন পুরুষের মধ্যে আদানপ্রদান দ্বারা কুলরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তেমনি যথাক্রমে তিন পুরুষের মধ্যে কুলক্রিয়া না হইলে বংশজত্বপ্রাপ্তির ব্যবস্থাও করেন।

বাস্তবিক বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের সময়ে "বংশজ" আখ্যার সৃষ্টি হয় নাই। কোলাহল মুখোর পুত্র ঠোঠ ও দাযি, শঙ্করের পুত্র বলদেবের সহোদর বশিষ্ঠমুখো, ধর্ম্মাংশুসুত ও দেবলবন্দ্যোর ভ্রাতা কুবের, মহাদেবসুত চক্রপাণি ও বৈদ্যসুত কুলভূষণবন্দ্য,[৫] এই ছয় ব্যক্তি প্রতিগ্রাহিগণের কন্যা গ্রহণ করায় সমাজে নিন্দিত হন এবং তাঁহাদের পুত্রপৌত্রাদির মধ্যে আর কুলক্রিয়া না ঘটায় রাজা দনৌজামাধব তাঁহাদিগকে বংশজ মধ্যেই গণ্য করেন[৬]। উক্ত

বল্লাল এই সকল লোকদিগকে বংশজ শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন। বোধহয় ইঁহারাই আদিবংশজ; তৎপরে আদান প্রদানদোষে, যে সকল কুলীনের কুলভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাঁহারাও বংশজসংজ্ঞাভাজন হইয়াছেন, ইহাও সম্পূর্ণ সম্ভব। বোধহয়, এই আদিবংশজেরাই বল্লালের নিকট 'ঘটক' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।" (৩০৫ পৃষ্ঠা।)

কিন্তু প্রাচীন কুলাচার্য্যগণ এরূপ মত প্রকাশ করেন নাই। হরিমিশ্রাদির কারিকা হইতে জানা যায় যে, লক্ষ্মণসেনের কুলবিধান অনুসারে ২২ গাঁঞির মধ্যে যাঁহারা কুলীন হন নাই, তাঁহারাই যথাপূর্ব্ব শ্রোত্রিয় নামেই গণ্য ছিলেন। বংশজেরাই যে প্রথমে ঘটক হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না। প্রথমে কুলজ্ঞ কুলীনগণই ঘটক ছিলেন. তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কুলত্যাগ করেন, তাঁহারাই বংশজ। অনেক প্রধান কুলীনই যে ঘটক বলিয়া গণ্য হন, ধ্রুবানন্দমিশ্রের মহাবংশাবলী হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

(১) "সৎকুলীনপ্রজাতস্য নিজ ধর্ম্মযুতস্য চ। যস্য ন ক্রমিকাবৃত্তির্বংশজঃ স চ কীর্ত্তিতঃ॥" (কুলরাম।)

(২) "মোক্ষাত্মনাং মোক্ষকুলীনকানাং কুলং ন যেষাং পুরুষত্রয়াণাম্।
তে বংশজাখ্যা গদিতা নৃপেণ শ্রীমাধবেন ক্ষিতিপাচ্চিতেন॥" (কুলরাম।)

(৩) "স এব বংশজঃ প্রোক্তস্তৎপূর্ব্বে রণ্ডদূষণম্।"

(৪) "যে যে রবকুলোৎপন্না আবৃত্তিপরিবর্জ্জিতাঃ। ন কুলীনাস্তু কুলজা বংশজাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (কুলরাম।)

(৫) "সম্বন্ধনির্ণয় ও গৌড়েব্রাহ্মণে ভ্রমক্রমে কুলভূষণ চট্ট লিখিত হইয়াছে।

(৬) "ধেনুং স্বর্ণময়ীং কৃত্বা দদৌ বল্লালসেনকঃ। যে গৃহ্ণন্ত্যর্থলোভায় তদ্বংশাশ্চ সুধাদয়ঃ॥
সম্বন্ধে ভোজনে চৈষাং দানে যজ্ঞে তথৈব চ। বিদ্বদ্ভিঃ শ্রাদ্ধকালে চ বর্জ্জনীয়ঃ প্রযত্নতঃ॥
কোলাহলসুতাবেতৌ ঠোঠদায়িসুনামকৌ। বশিষ্ঠঃ শঙ্করাচার্য্যাৎ ধর্ম্মাংশোশ্চ কুবেরকঃ॥
মহাদেবাচ্চক্রপাণির্বৈদ্যজঃ কুলভূষণঃ। ষড়েতে মুখবন্দ্যাশ্চ রাঢ়বংশজসংজ্ঞকাঃ॥" (কুলরাম)

ছয় জনের মধ্যে গণবন্দ্যোর কন্যা বশিষ্ঠমুখো, শকুনিচট্টের কন্যা ঠোঠমুখো, হাড়বন্দ্যোর কন্যা দায়িমুখো, হাস্তগাঙ্গুলির কন্যা কুবের, অপার কন্যা চক্রপাণি এবং উষাপতির কন্যা কুলভূষণ-বন্দ্য বিবাহ করেন।১ কিন্তু পরবর্ত্তিকালে এই আদিবংশজ সন্তানগণের কি অবস্থা ঘটে, প্রাচীন কুলাচার্য্য গ্রন্থ হইতে তাহার স্পষ্ট কোন আভাস পাওয়া যায় না। আধুনিক কুলাচার্য্যগণের মধ্যে কাহারও মতে তাঁহারা কষ্টশ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য হন, আবার কাহারও মতে তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রতিগ্রাহী বা অগ্রদানী ব্রাহ্মণগণের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায়, এখন সকলেই পতিত হইয়াছেন।

বংশজ সন্তানগণ সামাজিক পদমর্য্যাদায় কুলীন অপেক্ষা হীন হইলেও তাঁহারা রাঢ়ীয় সমাজে যে সম্মানলাভ করিতেন, উক্ত ছয় ব্যক্তির সন্তানগণ কোনকালে সে সম্মানলাভ করেন নাই, তাঁহারা বরং অতি নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য হইয়াছিলেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে দেবীবর-মাধবের কুলবিধানের পর হইতেই বংশজ সমাজের সূত্রপাত। এই সময়ে ও তৎপরে যাঁহারা কুলনিয়ম ব্যতিক্রম করিয়া চলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ বংশজ হইয়া পড়িলেন। কুলরামে লিখিত আছে,—রুদ্র, লখাই ও রত্নাকর-বন্দ্যবংশীয় এই তিনজন এবং মুখবংশীয় গাভো ও পশো সর্ব্বশুদ্ধ এই পঞ্চজন প্রথম বংশজ বলিয়া গণ্য হন।২ নিম্নে এই পঞ্চজনের বংশলতা দেখাইতেছি,—
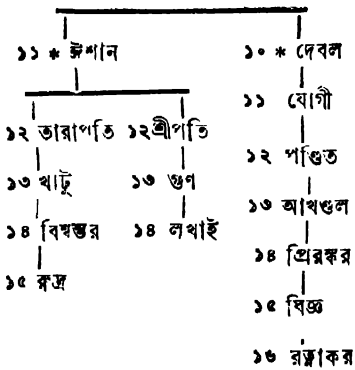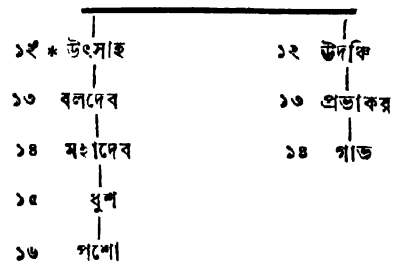
উপরের বংশলতা দৃষ্টে বোধ হইবে, ১৪শ পর্য্যায় হইতেই প্রকৃত বংশজের সূত্রপাত। যে সময়ে মুসলমানের আক্রমণে এক একটী করিয়া বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রদেশ যবনকরশায়ী হইতেছিল, ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মহানির সম্ভাবনায়, যবনস্পর্শ ঘটিবার আশঙ্কায় স্ব স্ব বাসভূমি

(১) "গণো কন্যা বশিষ্ঠেন ঠোঠেন শকুনেঃ সুতা। হাড়োজা দায়িনোদ্বাহা কুবেরো হাস্তজাপতিঃ॥
অপাজা ধমলোভেন সমূঢ়া চক্রপাণিনা। উষোজাপতিরক্তো যঃ কুলভূষণবন্দ্যজঃ॥
দুষ্টপ্রতিগ্রহোদ্বাহাৎ মাধবোদিতবংশজঃ॥" (কুলরাম।)

(২) "বন্দ্যা রুদ্রো লখাইশ্চ বন্দ্যরত্নাকরস্তথা। মুখগাভোপশাইশ্চ পঞ্চৈতে বংশজা স্মৃতাঃ॥" (কুলরাম।)

পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া বাস আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে উপযুক্ত ঘর না পাওয়ায় ও শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে যথাকালে কন্যাদির বিবাহ দিতে বাধা হওয়ায়, অগত্যা কেহ কেহ কুলপ্রথা পরিত্যাগ করিয়া অকুলীনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে লাগিলেন, তাহা হইতেই বংশজের উৎপত্তি।

দনৌজামাধবের সময় হইতে প্রকৃত বংশজের উৎপত্তি আরম্ভ হইলে, এই সময় হইতে ঘটকদিগকেও বিশেষ সাবধান হইতে হইল। প্রথমে প্রধান প্রধান শ্রোত্রিয় ও কুলীনগণই ঘটক হইয়াছিলেন। এড়ুমিশ্রের আত্মকাহিনীপাঠে তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। যতদিন ঘটকদিগের মধ্যে কেহ বংশজত্ব প্রাপ্ত হন নাই, ততদিন প্রকৃত কুলীনের সম্মান ছিল, ততদিন কুলীনগণ প্রকৃত গুণশালী ও সৎপণ্ডিতবাচ্য ছিলেন। কুলীনগণও যথাসাধ্য আপনার কুলমান রক্ষা করিয়া চলিতেন, মর্য্যাদার অবহেলা করিতেন না।

ঘটকশাসন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, অংশ, বংশ ও দোষ নির্ণয় করাই কুলাচার্য্যের কার্য্য। কন্যাপক্ষে সম্বন্ধ-নির্ণয়ের নাম অংশ, বরপক্ষের সম্বন্ধ-নির্ণয়কে বংশ এবং উভয় পক্ষের দোষাবলী অবধারণের নামই দোষনির্ণয়। কুলাচার্য্যকে এই তিনটী পর্য্যালোচনা করিতে হইত। সুতরাং কুলাচার্য্যদিগের তীব্র দৃষ্টি হইতে সহজেই কোন কুলীন অব্যাহতি পাইতেন না। কুলীনগণ উভয় পক্ষেই নিষ্ঠাবান্, আচারবান্ ও ষট্‌কর্ম্মশালী ছিলেন। এক পক্ষের দোষ হইলে, অপর পক্ষে দোষ স্পর্শিতে পারে, এই আশঙ্কায় পরস্পরে যাহাতে সম্মানের সহিত কুলরক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তৎপক্ষে পরস্পরে পরস্পরের সাহায্য করিতেন। পরস্পরের একতায়, অনুকূলতায় ও গুণবত্তায় কুলীনসমাজ এক দিন অতি সুখে অতিবাহিত করিয়াছিল। মহারাজ বল্লালসেন যে মহদুদ্দেশ্যে কুলবিধি প্রচলন করেন, মহারাজ দনৌজামাধবের সময় পর্য্যন্ত তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

অংশাদি নির্ণয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(সমীকরণ।)

রাজা দনৌজামাধবের তিরোধানের সহিত সেনরাজবংশের অতুলপ্রতাপ খর্ব্ব হইল। মুসলমানেরা বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিলেন। কৃত্তিবাসীরামায়ণের অপ্রকাশিত পুথি হইতে জানা যায়, শ্রীদনুজ রাজার মহাপাত্র (রাজা দনৌজার নিকট সম্মানপ্রাপ্ত উধো-মুখোর পৌত্র ও শিয়োর পুত্র) নৃসিংহ [১৬] সেই মুসলমান-বিপ্লবের সময় পূর্ব্ববঙ্গ পরি-

ত্যাগ করিয়া ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন।১ প্রাচীন কুলাচার্য্যগ্রন্থেও লিখিত আছে, প্রায় ঐ সময়ে অনেক প্রধান কুলীন পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়িয়া আবার রাঢ়ে নানাস্থানে আসিয়া বাস আরম্ভ করেন, তাহা হইতেই কোন কোন কুলীন-সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে।

যেমন—মহাদেব বন্দ্যোর পৌত্র লেঙ্গুড়ী ও ভেঙ্গুড়ী [১৩] বাবলা গ্রামে২, মকরন্দ বন্দ্যোর পুত্র দাশো কাঁটাদিয়া ও বিনায়ক [১১] নপাড়ায় আসিয়া বাস করেন।

কুলীনসন্তানগণের নানা স্থানে বসবাসহেতু এবং এই সঙ্গে বংশজের আবির্ভাব হইতে থাকায় কুলীন-সমাজের বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। বংশজগণ স্ব স্ব কুলমর্য্যাদা হারাইয়া অপর কুলীনকেও স্ব স্ব দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ এ সময়ে স্বাধীন ও পরাক্রান্ত হিন্দু রাজা না থাকায়, রাঢ়ীয় কুলীনসমাজ রক্ষা করিবার জন্য কে আর যত্ন করিবে? কাহারই বা আদেশ সাধারণে গ্রহণ করিবে? এখন কুলাচার্য্যগণই কুলরক্ষার উপায় দেখিতে লাগিলেন। দেবীবরের মেলবন্ধনের পূর্ব্বে কুলাচার্য্য-গণের যত্নে শতাধিক বার সমীকরণ হইয়াছিল। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী হইতে সমীকরণ-তালিকা পরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

১ম। অরবিন্দচট্টজ আহিত [৮]*, মহাদেববন্দ্যজ দুর্ব্বলি [১২], উধোমুখোজ বিকর্ত্তন

(১) 'পূর্ব্বেতে আছিল শ্রীদনুজ মহারাজা। তার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা॥
দেশে যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার। বঙ্গভোগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির। বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥—
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি। দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি।" (কৃত্তিবাস আদিকাণ্ড।)

(২) "বভুবতুস্তিকোকস্য পুত্রৌ লেঙ্গুড়ী ভেঙ্গুড়ী। বাবলাগ্রামনামানৌ বন্দ্যোবংশে প্রপূজিতৌ॥"

* সাধারণের সুবিধার জন্য প্রত্যেক সমী ব্যক্তির নামের পার্শ্বে প্রথম রাঢ়াগত ব্যক্তি হইতে পর্য্যায়-নির্দ্দেশক সংখ্যা দেওয়া হইল। যে কোন ব্যক্তির এই সংখ্যা ও পিতৃনাম ধরিয়া পূর্ব্বোত্তর পুরুষপরম্পরা সহজেই নির্ণীত হইতে পারিবে। নামের সহিত যে সকল সংক্ষিপ্ত বর্ণ গৃহীত হইয়াছে, তাহার একটা বর্ণানুক্রমে পরিভাষা দেওয়া গেল।

অং চং=অবসথী চট্ট	বংশীয়	নং বং=নপাড়ার বন্দ্য	বংশীয়
আং মুং—আড়িয়ার মুখ	"	নাং চং—নান্দা-চট্ট	"
উং বং—উন্দুরা বন্দ্য	"	পং চং—পভো-চট্ট	"
কাং মুং—কাচনার মুখ	"	পাং চং—পাটুলীর চট্ট	"
কাং বং—কাঁটাদিয়া বন্দ্য	"	ফুং মুং—ফুলিয়ার মুখ	"
খং চং—খনিয়ার চট্ট	"	বং বং—বঙ্গপাশের বন্দ্য	"
গং বং—গয়ঘড় বন্দ্য		মং চং—মনোচট্ট	"
চৈং চং—চৈতলী চট্ট		বং চং—বঙ্গভূষণচট্ট	"
ছোং ফুং মুং—ছোটফুলিয়া মুখ		বাং বং—বাবলার বন্দ্য	"
জং মুং=জনো-মুখ		বিং চং বিভোচট্ট	"
দেং চং=দেহাটার চট্ট		সাং বং সাগরদিয়ার বন্দ্য	"
ধং চং—ধনো চট্ট		স্বং বাং বং স্বল্প (ছোট) বাবলা বন্দ্য	"

ও শিয়ো (১৫) যোগীবন্দ্যজ পণ্ডিত (১২), কাং দাশরথিবন্দ্যজ বনমালী (১২), লৌলিক মুখজ সর্ব্বজ্ঞ (১৫) ও কোচঘোষজ আভো (১৪)।

৮ম। চন্দ্রকাঞ্জিজ তেয়ী (১৪), কিত্তোচট্টজ বামদেব (৯), কোচঘোষজ শুভো (১৪) চাকুচট্টজ গুণাকর ও শ্রীকর (১১), গাহীচট্টজ সর্ব্বেশ্বর১ (১০)।

৯ম। সিকোপুতিজ বাসুদেব (১৩) ও পীতাম্বর (১৩), শ্রীধর বন্দ্যজ আভো (১৩), বিং মুং বিশোজ গঙ্গাধর (১৫)।

১০ম। নং বং বিনায়কজ আপী, বাপী ও বয়ী (১২) ও ষষ্ঠীবরকুন্দজ গোবিন্দ।

১১শ। হলোগাঙ্গজ আয়ু (১৫), চাকুচট্টজ পুরো (১১), তিকোবন্দ্যজ লেঙ্গুড়ী (১৩) ও ভেঙ্গুড়ী (১৩) (ভাবলাবাসী), পুরো-বন্দ্যজ কেশব ও ওচলি (১৩), আহিতচট্টজ স্থাকর (৯)।

১২শ। নৃসিংহচট্টজ অভ্যাগত ও তাউ (১০), বিং মুং বিশোজ ভব, বয়ী ও গোপী (১৫)।

১৩শ। বিকর্ত্তনমুখজ নারায়ণ (১৬) ও জনার্দ্দন (১৬), দুর্ব্বলিবন্দ্যজ অনন্ত, সঙ্কেত, হরি ও নারায়ণ (১৩)।

১৪শ। সর্ব্বজ্ঞমুখজ রাঘব (১৬), শিয়োমুখজ নরসিংহ (১৬), তেয়ী-কাঞ্জিজ জন (১৫) বামদেবচট্টজ রুদ্র (১০), আভো-ঘোষজ গদাধর (১৫) ও পণ্ডিতবন্দ্যজ আখণ্ডল (১৩)।

১৫শ। দুর্ব্বলি-বন্দ্যজ ভাস্কর (১৩), শিয়োমুখজ রাম ও স্থাকর (১৬), আভো-ঘোষজ পশো, মার্কণ্ডেয় ও সেথো (১৫), কাং বং বনমালিজ ভব ও ভীম (১৩)।

১৬শ। অং চং সর্ব্বেশ্বরজ তেকড়ি ও দোকড়ি (১১), গুণাকরচট্টজ অর্ক (১২), খং চং শ্রীকরজ নিশাপতি ও সুদর্শন (১২), পীতাম্বর-পূতিজ রাম (১৪), পুরো-চট্টজ নন্দন (১২), বিং মুং গঙ্গাধরজ উমাপতি (১৬)।

১৭শ। পীতাম্বর-পূতিজ মাধব (১৪), অং চং সর্ব্বেশ্বরজ অচ্যুত (১১), বাসুদেব-পূতিজ ডোগল (১৪), বাং বং লেঙ্গুড়ীজ গঙ্গাধর ও লখো (১৪), স্থাকর-চট্টজ মনো (১০), উং বং আভোজ সাবো, পশো ও বিহ্নো (১৪), খং চং শ্রীকরজ উষাপতি (১২)।

১৮শ। আয়ুগাঙ্গজ বিনায়ক (১৬), বাং বং লেঙ্গুড়ীজ সোম (১৪), নং বং বয়িজ-ঈশান (১৩), স্থাকর-চট্টজ বিভাকর (১০), গোবিন্দকুন্দজ উষাপতি।

১৯শ। স্থাকর চট্টজ প্রভাকর ও ধন (১০), কেশব বন্দ্যজ সুয়ো (১৪), ওচলিবন্দ্যজ মধু ও কুল (১৪), নং বং বয়িজ নীলাম্বর (১৩), অভ্যাগত-চট্টজ সপন ও ভীম (১১), ভবমুখজ পশো (১৬), গং বং অনন্তজ নন্দন (১৪), নারায়ণ-মুখজ নীলকণ্ঠ, বিভো ও ধনো (১৭)।

(১) "নাম্না সর্ব্বেশ্বরঃ খ্যাতো দানৈঃ কল্পমহীরুহঃ। অবসথীতি বিখ্যাতো যজ্ঞাবসথপালনাৎ ॥"(ধ্রুবানন্দ)

২০শ। বাং বং সঙ্কেতজ উৎসাহ ও বৎস (১৪), সাং বং হরিজ উদয়ন (১৪), আং মুং জনার্দ্দনজ বলো (১৭), বাং বং নারায়ণজ পীতাম্বর (১৪), জনো-কাঞ্জিজ গঙ্গাধর (১৬), বিং মুং রাঘবজ শুঙ্গ।

২১শ। বিং মুং রাঘবজ কাহ্ন (কৃষ্ণ) (১৭), গদাধর-ঘোষজ সুদর্শন ও হরি (১৬), ফুং মুং নৃসিংহজ গর্ব্বেশ্বর (১৭), জনার্দ্দন-মুখজ ক্ষেম (১৭), রুদ্র-চট্টজ উমাপতি ও শিবহরি, তাউ-চট্টজ ধনো, জনো কাঞ্জিজ তপন ও ভীম (১৬), ।

২২শ। রাঘব মুখজ দুখো ও হাড়ো (১৭), ভাস্কর-বন্দ্যজ ঈশ্বর (১৪), ছো ফুং মুং রামজ সুজো (১৭), পশো-ঘোষজ রুদ্র, হিঙ্গল ও তেয়ী (১৬)।

২৩শ। মার্কণ্ডেয়-ঘোষজ হলো (১৬), কাং বং ভীমজ হরি ও মাধব (১৪), মধু-কাঞ্জিজ ধিতো ও রবি, বিং মুং বয়িজ ধনো, বিং মুং ভবজ সুজো শূলপাণি, কাং মুং হ্যাকরজ সারঙ্গ ও হলো (১৭)।

২৪শ। বিং মুং বয়িজ বায়ু (১৬), কাং বং ভবজ দুখো ও জিঁয়ো, পাং চং অর্কজ কৃষ্ণ ও বলভদ্র (দেহাটাবাসী) (১৩), অং চং তেকড়িজ বিদ্যাপতি (১২), ও সিধো, খং চং নিশাপতিজ পঞ্চানন (১৩), অং চং দোকড়িজ গোবর্দ্ধন (১২)।

২৫শ। রাম-পূতিজ চক্রপাণি (১৫), খং চং সুদর্শনজ বিবর্ত্তন ও লখো (১৩), অং চং তেকড়িজ প্রভাকর, নন্দন, গোপাল ও ঈশান (১২), অং চং দোকড়িজ পালু (১২), অং চং অচ্যুতজ উদয়ন (১১)।

২৬শ। খং চং সুদর্শনজ বামন (১৩), বিং মুং উমাপতিজ মকরন্দ (১৭), উং বং পশোজ মধু ও ছয়ি (১৫), রামপূতিজ রাজো, তেজো, বিজো ও পজো (১৫)।

২৭শ। মাধবপূতিজ আদিত্য (১৫), বাং বং গঙ্গাধরজ মুরারি (১৫), বিং মুং উমাপতিজ নীলাম্বর (১৭)।

২৮শ। অং চং অচ্যুতজ মদন (১২), বাং বং লখোজ বিহ্লো (১৫), নাং চং নন্দনজ মধু, দৌ, গোপাল ও জগন্নাথ (১৩), বং চং মনোজ গোবিন্দ, গদাধর, দুর্য্যোধন ও বুচন (১১), বিনায়কগাঙ্গজ শিব, শূলপাণি ও কেশব (১৭), খং চং উষাপতিজ কামদেব (১৩)।

২৯শ। উষাপতিকুন্দজ উদ্ধরণ, নং বং ঈশানজ রাম ও লক্ষ্মণ (১৪), বাং বং সোমজ নন্দন (১৫), বিং চং বিভোজ নৃসিংহ (১১)।

৩০শ। ধনো চট্টজ রঘুপতি, গণপতি ও শ্রীপতি (১১), গং বং নন্দনজ চক্রপাণি (১৫), বিং মুং পশোজ কৃষ্ণ (১৭)।

৩১শ। গং বং নন্দনজ বনমালী ও শ্রীপতি (১৫), সপন চট্টজ চৈতলি (১২), জং মুং বলোজ মধু (১৮), বাং বং উৎসাহজ অনিরুদ্ধ (১৫), বিং মুং পশোপৌত্র ধিতোজ বশিষ্ঠ (১৮)।

৩২শ। আং মুং ধনোজ রুদ্র (১৮), বাং বং উৎসাহজ কন্দর্প ও রঘুপতি (১৫), সাং বং উদয়নজ মুরারি ও সন্তোষ।

৩৩শ। সাং বং উদয়নজ পণ্ডিত, মাধব ও গুণো (১৫), জং মুং বলোজ বৎস্ত (১৮), বাং বং বৎসজ মধু, বশিষ্ঠ ও দনো (১৫), স্বল্প বাং বং পীতাম্বরজ শ্রীমান্, খাটু ও শ্রীরঙ্গ (১৫), বাং বং উৎসাহজ মার্কণ্ড ও শ্রীরঙ্গ (১৫)।

৩৪শ। জং মুং ক্ষেমজ গোবিন্দ (১৮), ফুং মুং গঙ্গেশ্বরজ মুরারি (১৮), গঙ্গাধরকাঞ্জিজ আনো, গণপতি ও বনমালী (১৭)।

৩৫শ। ভীমকাঞ্জিজ ব্যাস (১৭), ছোং ফুং মুং সুজোজ জয়পতি, লক্ষ্মীপতি, দৌ ও উষাপতি (১৮), তেয়ীঘোষজ কৃষ্ণ (১৭), তপনকাঞ্জিজ কৌতুক (১৭)।

৩৬শ। ছোং ফুং মুং সুজোজ কাহ্নাই (১৮), তেয়ী-ঘোষজ সূর্য্য, উদয়ন ও বনমালী (১৭), কাং মুং সারঙ্গজ বিজো ও ধর্ম্ম (১৮)।

৩৭শ। কাং মুং হলোজ মহেশ্বর ও শক্তিধর (১৮), কাং বং জিয়োজ রুদো, সূর্য্য, মধু, বসুন্ধর ও দিগম্বর (১৫), কাং বং ঢুখোজ গঙ্গাধর (১৫), কাং বং মাধবজ আদিত্য (১৩)।

৩৮শ। পাং চং কৃষ্ণজ হরি, লোকনাথ, শঙ্কর ও কৃষ্ণ (১৪), অং চং বিস্তাপতিজ অনন্ত, গোবিন্দ, কুবের ও জনো (১৩), অং চং গোবৰ্দ্ধনজ ঈশ্বর, শূলপাণি, গণো, তপন ও লক্ষ্মীপতি (১৩), অং চং সিধোজ লখো ও মার্কণ্ড (১৩), দেং চং বলভদ্রজ বাপী (১৪), অং চং পালুজ সুরানন্দ (১৩), অং চং দোকড়িপৌত্র জয়পতিজ গোপাল (১৩)।

৩৯শ। চক্রপাণিপূতিজ ব্যাস, বশিষ্ঠ, ভূধর ও শম্ভু (১৬)।

৪০শ। অং চং গোপালজ কৌতুক ও দিবাকর (১৩), অং চং প্রভাকরজ নারায়ণ ও নৃসিংহ (১৩), অং চং সিধোজ বশিষ্ঠ ও দামোদর (১৩), অং চং অচ্যুতপৌত্র হলজ সন্তোষ (১৩)।

৪১শ। থং চং পঞ্চাননজ বিভাকর ও গণপতি (১৪), ধনপৌত্র থং চং রামজ কেশব (১২), থং চং বিকর্ত্তনজ বশিষ্ঠ (১৪)।

৪ শ। উং বং ছয়িজ বাসুদেব (১৬), উং বং মধুজ পিথো (১৬), প্রজাপতিপূতিজ নিধো ও শ্রীমান্ (১৬), আদিত্যপূতিজ হর ও শ্রীকণ্ঠ (১৬), বাং বং মুরারিজ রঘু (১৬), বং চং গোবিন্দজ মধুসূদন (১২)।

৪৩শ। শিবগাঙ্গজ পরমেশ্বর, পুরুষোত্তম, তেকায়ি ও মুরারি (১৮), বাং বং বিহ্নোজ প্রজাপতি ও মাধব (১৬), কেশবগাঙ্গজ কামদেব ও পশুপতি (১৮), বং চং দুর্য্যোধনজ শ্রীকণ্ঠ ও চন্দ্র (১২), বং চং বুঢ়ণজ শঙ্কর (১২), নাং চং জগন্নাথজ ত্রিলোচন (১৪), শূলপাণিগাঙ্গজ নরহরি (১৮), উদ্ধরণ কুন্দজ পিথো।

৪৪শ। নং বং লক্ষ্মণজ হরি (১৫), নং বং রামজ অনন্ত ও পীতাম্বর (১৫), বিং চং নৃসিংহজ বাসুদেব, কাহ্নাই ও শ্রীকর (১২)।

৪৫শ। ধং চং রঘুপতিজ মধু, নিধু ও সিধাই (১২)।

৪৬শ। ধং চং রঘুপতিজ নিশাপতি ও ব্রহ্মাগ্নি (১২), ধং চং গণপতিজ বশিষ্ঠ, ব্যাস ও নারায়ণ (১২)।

৪৭শ। গং বং বনমালিজ জনার্দ্দন, দিবাকর ও গৌরী (১৬), বিং মুং কৃষ্ণজ মহেশ্বর (১৮)।

৪৮শ। গং বং বনমালিজ পদ্মনাভ (১৬), গং বং শ্রীপতিজ উমাপতি (১৬), আং মুং বশিষ্ঠজ লথাগ্নি (১৯), বাং বং অনিরুদ্ধজ পৃথ্বীধর বা পিথাগ্নি (১৬), সাং বং সন্তোষজ জটাধর (১৬), আং মুং মধুজ শ্রীকর (১৯)।

৪৯শ। চৈং চং চৈতুলীজ রঘু, মহী, কুশো ও বিশ্বম্ভর (১৩)।

৫০ম। আং মুং বশিষ্ঠজ নিধো ও বিষ্ণু (১৯), বাং বং অনিরুদ্ধজ লখো (১৬), বাং বং কন্দর্পজ কাক (১৬), বাং বং রঘুজ লম্বোদর ও নিত্যানন্দ (১৬), সাং বং মাধবজ বিষ্ণু (১৬), আং মুং বৎসজ বিজো (১৯), বাং বং অনিরুদ্ধজ নিধো (১৬), আং মুং রুদ্রজ বিষ্ণু ওঝা (১৯)।

৫১ম। সাং বং সন্তোষজ দিগম্বর, নিবাস ও ব্যাস (১৬), বাং বং কন্দর্পজ দিগম্বর ও পশো (১৬), স্বং বাং বং শ্রীমানজ দনো (১৬), বাং বং দনোজ শুক্রাম্বর, লথাই ও দুর্গাবর (১৬)।

৫২ম। বাং বং থাঠুজ গোপাল (১৬), বাং বং শ্রীরঙ্গজ নারায়ণ ও যোগী (১৬), স্বং বাং বং শ্রীরঙ্গজ তপস্বী (১৬)।

৫৩ম। সাং বং পণ্ডিতজ কিতো (১৬), স্বং বাং বং শ্রীরঙ্গজ কৃত্তিবাস ও নিত্যানন্দ (১৬), স্বং বাং বং শ্রীমানজ গৌতম (১৬), ফুং মুং মুরারিজ অনিরুদ্ধ ও বনমালী (১৯)।

৫৪ম। বনমালিকাঞ্জিজ দুর্গাবর (১৮), ঘোষ কৃষ্ণমিশ্রজ শূলপাণি (১৮), আনো কাঞ্জিজ বাসু (১৮), ছোং ফুং মুং জয়পতিজ গদাধর (১৯)।

৫৫ম। ছোং ফুং মুং উষাপতিজ কন্দ (১৯), ছোং ফুং মুং লক্ষ্মীপতিজ দিগম্বর (১৯), ব্যাস কাঞ্জিজ দশরথ (১৮), কৌতুককাঞ্জিজ নরোত্তম (১৮), বনমালি ঘোষজ উমাপতি (১৮), উদয়নঘোষজ বাণেশ্বর (১৮), ছোং ফুং মুং কাহ্নাগ্নিজ রত্নাকর (১৯)।

৫৬ম। কাং মুং ধর্ম্মজ পুরাগ্নি (১৯), কাং মুং বিজোজ অর্জ্জুন ও ভরত (১৯), কাং মুং হলোপৌত্র বিশোজ পৃথ্বীধর (১৯), কাং মুং মহেশ্বরজ ভাস্কর (১৯)।

৫৭ম। পাং চং হরিজ কাহ্নাগ্নি ও ধনপতি (১৫), পাং চং লোকনাথজ শ্রীমান্ ও তিলাগ্নি (১৫), পাং চং কেশবজ নৃসিংহ ও বশিষ্ঠ (১৫), কাং বং আদিত্যজ পীতাম্বর (১৬), কাং বং দিগম্বরজ সর্ব্বানন্দ (১৬)।

৫৮ম। অং চং অনন্তজ সদাশিব ও শ্রীকণ্ঠ (১৪), অং চং লথোজ দিগম্বর (১৪), অং চং গোবিন্দজ কাহ্নাগ্নি ও ছকড়ি (১৪), দেং চং বাপীজ শ্রীপতি, দানপতি ও জটাধর (১৫), অং চং তপনজ সত্যবান্ ও চন্দ্র (১৪), অং চং কুবেরজ অর্জ্জুন (১৪)।

৫৯ম: অং চং লথোজ বিভাকর ভট্টাচার্য্য, মিধাগ্নি ও পশো (১৪), অং চং কৌতুকজ মাথাই (১৪), অং চং অনন্তজ ভৈরব ও বলভদ্র (১৪), অং চং তপনজ কাহ্নাগ্নি (১৪),

ব্যাসপূতিজ শুক্রাম্বর (১৭), অং চং মার্কণ্ডজ শ্রীনিবাস ও কৃত্তিবাস (১৪), অং চং সুরানন্দজ হাড়ো (১৪)।

৬০ম। বশিষ্ঠপূতিজ কাক ও মনোহর (মকার) (১৭), ভূধর পূতিজ শোভাকর, প্রভাকর ও বিভাকর (১৭), অং চং গণোর্জ মকরন্দ (১৪), খং চং বিভাকরজ হেরম্ব (১৫), খং চং বশিষ্ঠজ ছরি (১৫)।

৬১ম। খং চং বশিষ্ঠজ নীলাম্বর ও শতো (শতানন্দ) (১৫), নিধারিপূতিজ ত্রিবিক্রম (১৭), পুরারি গাঙ্গজ ভৈরব (১৯), বাং বং প্রজাপতিজ নিদিপতি (১৭), বং চং মধুজ তেকারি (১৪)।

৬২ম। কামদেবগাঙ্গজ বসুন্ধর (১৯), পশুপতি গাঙ্গজ প্রজাপতি ও শ্রীধর (১৯), তেকারি গাঙ্গজ বাণ (১৯), বং চং শ্রীকণ্ঠজ শ্রীধর ও গঙ্গাধর (১৩)।

৬৩ম। নরহরি গাঙ্গজ রত্নাকর ও চতুর্ভুজ (১৯), বং চং চন্দ্রজ তপন (১৩), নাং চং ত্রিলোচনজ চন্দ্র ও যুধিষ্ঠির (১৫), নাং চং সর্ব্বেশ্বরজ শ্রীকর (১৫)।

৬৪ম। খং চং গণপতিজ আনাই (১৫), খং চং বৃহস্পতিজ নরেন্দ্র (১৫), খং চং বশিষ্ঠজ গোবিন্দ (১৫), প্রজাপতিপূতিপৌত্র শ্রীপতিজ লখাই (১৭), বাং বং প্রজাপতিজ ভৈরব (১৭), নাং চং ত্রিলোচনজ দেবেন্দ্র (১৫), কামদেবগাঙ্গজ দুর্য্যোধন (১৯)।

৬৫ম। নং বং অনন্তজ বনমালী (১৬), নং বং হরিজ বশিষ্ঠ (১৬), নং বং পীতাম্বরজ রাঘব (১৬), বিং চং শ্রীকরজ পরাশর (১৩)।

৬৬ম। বিং চং শ্রীকরজ বিষ্ণু (১৩), ধং চং সিধোজ সর্ব্বানন্দ ও ষষ্ঠীদাস (১৩), গং বং জনার্দ্দনজ পশারি (১৭)।

৬৭ম। গং বং জনার্দ্দনজ মদন ও হৃষি (১৭), বিং মুং মহেশ্বরজ হরি ও বাসুদেব (১৯), গং বং পদ্মনাভজ সুধাকর (১৭)।

৬৮ম। ধং চং ব্যাসজ আনারি ও জনারি (১৩), গং বং উমাপতিজ বাণ (১৬), আং মুং বিষ্ণুজ লম্বোদর (২০), চৈং চং রঘুজ ঈশ্বর ও বৎস (১৪)।

৬৯ম। বাং বং নিধারিজ শ্রীবর (১৭), সাং বং জটাধরজ গোপাল (১৭), বাং বং দিগম্বরজ মকার (১৭), মুং বিষ্ণুওঝাসুত উদ্ধরণ (২০), বাং বং লম্বোদরজ বৃহস্পতি (১৭), সাং বং বিষ্ণুজ পৃথ্বীধর ও শঙ্কর (১৭)। (শঙ্করের কনিষ্ঠ সুপ্রসিদ্ধ ধ্রুবানন্দমিশ্র।)

৭০ম। বাং বং লম্বোদরজ মাধাই (১৭), মুং বিষ্ণুওঝাসুত সদাশিব (২০), সাং বং জটাধরজ বিজয় (১৭), বাং বং নিত্যানন্দজ আসাই ও শ্রীবর, মতান্তরে সবাই (১৭)।

৭১ম। বাং বং নারায়ণজ হিরণ্য ও রত্নাকর (১৭), বাং বং লখোজ রাম (১৭), বাং বং শুক্রাম্বরজ গৌরীবর (১৭)।

৭২ম। বাং বং পশোজ ত্রিপুরারি (১৭), বাং বং লম্বোদরজ চান্দারি (১৭), বাং বং নারায়ণজ সহস্রাক্ষ (১৭), বাং বং নিত্যানন্দজ পজো (১৭), বাং বং শুক্রাম্বরজ শ্রীকণ্ঠ (১৭), বাং বং যোগীজ ভরত (১৭), স্বং বাং বং গৌতমজ দিগম্বর (১৭)।

৭৩ম। ফুং মুং অনিরুদ্ধজ লক্ষ্মীধর ও ধৃতিকর (২০) ফুং মুং বনমালিজ শান্তি ও মৃত্যুঞ্জয় (২০), ছোং ফুং মুং গদাধরজ গোপালঘটক (২০), ছোং ফুং মুং দিগম্বরজ ধনপতি (২০), নরোত্তমকাঞ্জিজ মধু (১৯) বাসুকাঞ্জিজ শতানন্দ (১৯)।

৭৪ম। ছোং ফুং মুং গদাধরজ বিকর্ত্তন (২০), ছোং ফুং মুং কন্দজ শ্রীপতি (২০), নরোত্তম কাঞ্জিজ কৃষ্ণ (১৯), বাণেশ্বর ঘোষজ বিশ্বনাথ (১৯)।

৭৫ম। কাং মুং পুরাইজ জগন্নাথ (২০), কাং মুং বিশোপৌত্র কেশবজ বাণ (২০), কাং মুং অর্জ্জুনজ বাণ (২০), কাং বং পীতাম্বরজ গঙ্গাগতি ও চতুর্ভুজ (১৭), কাং বং সর্ব্বানন্দজ হিরণ্য ও ভরত (১৭), পাং চং ধনপতিজ যুধিষ্ঠির (১৬), পাং চং শ্রীমান্‌সুত বাণ ও বাচস্পতি (১৬)।

৭৬ম। পাং চং বশিষ্ঠজ চতুর্ভুজ (১৬), অং চং সদাশিবজ ত্রিপুরারি (১৫), অং চং শ্রীকণ্ঠজ বসুন্ধর (১৫), অং চং ছকড়িজ সহস্রাক্ষ (১৫), অং চং দিগম্বরজ পরাশর, বাণ, জগন্নাথ ও সুরারি (১৫)।

৭৭ম। অং চং সত্যবানজ সর্ব্বানন্দ (১৫), অং চং নিধায়িজ বিদ্যাধর ও পীতাম্বর (১৫), অং চং পশোজ যোগায়ি (১৫), অং চং দিগম্বরজ দুর্গাবর (১৫), অং চং হাড়োজ দৈত্যারি ও গরুড় (১৫), শুক্রাম্বরপুতিজ তেকায়ি (১৮), শোভাকরপুতিজ পরমেশ্বর (১৮); প্রভাকর-পুতিজ সুরাইঘটক (১৮)।

৭৮ম। থং চং শতানন্দজ গুণার্ণবাচার্য্য (১৬), তেকায়ি পুতিজ কংসারি ও চতুর্ভুজ (১৮), থং চং নীলাম্বরজ ত্রিলোচন ও সুলোচন (১৬), ভৈরব গাঙ্গজ বলভদ্র, রাঘব ও শ্রীধর (২০), বাণ-গাঙ্গজ চতুর্ভুজ (২০), বসুন্ধরগাঙ্গজ কৃত্তিবাস, জগন্নাথ ও চতুর্ভুজ (২০), বাং বং নিধায়িজ নরহরি ও বাসুদেব (১৮)।

৭৯ম। বং চং তেকায়িজ রাঘব (১৪), বং চং শ্রীধরজ মুকন্দ (১৪), বং চং তপমজ শ্রীগর্ভ আচার্য্যশিরোমণি (১৪), চতুর্ভুজগাঙ্গজ কামদেব (২০), নাং চং চন্দ্রজ মধু (১৬)।

৮০ম। নং বং বনমালিজ বল্লভাচার্য্য (১৭), নং বং বশিষ্ঠজ সর্ব্বানন্দ (১৭), নং বং রাঘবজ চতুর্ভুজ (১৭)।

৮১ম। বিং মুং হরিজ যোগেশ্বর (২০), ধং চং সর্ব্বানন্দজ দেবায়ি (১৪), বিং মুং বাসুদেবজ পৃথ্বীধর (২০) ধং চং আনায়িজ চতুর্ভুজ, বিজয় ও শ্রীনাথ (১৪), গং বং মদনজ শ্রীকান্ত ও শ্রীনাথ।

৮২ম। বিং মুং হরিজ কামদেব (২০), আং মুং লম্বোদরজ নৃসিংহ (২১), আং মুং লম্বোদরজ নৃসিংহ (২১), আং মুং উদ্ধরণজ দৈবকীনন্দন (২১), গং বং হবিজ বংশধর (১৮), গং বং সুধাকরজ বাসুদেব (১৮), ধং চং জনায়িজ অর্জ্জুনমিশ্র ও সন্তোষ (১৪)।

৮৩ম। গং বং সুধাকরজ, বলাই (১৮), চৈং চং ঈশ্বরজ দিনকর, পুরন্দর ও ত্রিপুরারি

(১৫), চৈৎ চং বৎসজ বলভদ্র (১৫), সাং বং গোপালজ দামোদর (১৮), সাং বং পৃথ্বীধরজ গঙ্গাধর (১৮)।

৮৪ম। বাং বং শ্রীবরজ কাশীনাথঘটক ও পরমানন্দ (১৮), বাং বং মকারজ (আঠা) চণ্ডীদাস (১৮) বাং বং কাকজ সুপ্রভাত (১৭), বাং বং আসায়িজ পুরাই (১৮), বাং বং বৃহস্পতিজ গোপাল ও কাশীনাথ (১৮), বাং বং রত্নাকরজ বাসুদেব (১৮)।

৮৫ম। আং মুং সদাশিবজ বামন ও অনন্ত (২১), বাং বং শ্রীবরজ পুরাই ও গোবিন্দ (১৮), সাং বং পৃথ্বীধরজ জহ্নু ও দামোদর (১৮), বাং বং শ্রীকণ্ঠজ গোপীনাথ (১৮), সাং বং বিজয়জ সনাতন (১৮), বাং বং চান্দায়িজ মুকুন্দ ও জীবধর (১৮)।

৮৬ম। ফুং মুং লক্ষ্মীধরজ মনোহর ও দুর্গাবর (২১), ফুং মুং ধৃতিকরজ যুধিষ্ঠির (২১), ফুং মুং শান্তিজ ভরত (২১), ছোং ফুং মুং ধনপতিজ গোবিন্দ (২১)।

৮৭ম। ছোং ফুং মুং ধনপতিজ হরি (২১), ছোং ফুং মুং গোপালঘটকজ মাধব লস্কর, রাম ও শ্রীকর (২১)।

৮৮ম। মধু কাঞ্জিজ কালিদাস, বাসুদেব ও দামোদর (২০), কৃষ্ণকাঞ্জিজ প্রজাপতি (২০) ছোং ফুং মুং কীর্ত্তনঘটকজ শ্রীহর্ষ [২১], ছোং ফুং মুং শ্রীপতিজ দামোদর (২১)।

৮৯ম। বিশ্বনাথঘোষজ কংসারি ও অরবিন্দ (২০), কাং বং গঙ্গাগতিজ দেবাই (১৮), কাং বং চতুর্ভুজজ সবাই, সুন্দর ও লোহাই (১৮), পাং চং বাচস্পতিজ তপন (১৭)।

৯০ম। কাং মুং জগন্নাথজ কংসারি ও গোবিন্দ (২১), কাং বং ভরতজ রাম ও ব্যাস (১৮), পাং চং বাচস্পতিজ গৌরীবর (১৭), কাং মুং অর্জ্জুন পৌত্র বাণজ জন্মেজয় (২১)।

৯১ম। অং চং জগন্নাথজ চিত্রাঙ্গদ ও শ্রীগর্ভ (১৬), অং চং বাণজ জন্মেজয় (১৬), অং চং পীতাম্বরজ জন্মেজয় (১৬), অং চং সুবাইজ মধু (১৬)।

৯২ম। অং চং সুরাইজ ষষ্ঠীদাস (১৬), অং চং দৈত্যারিজ শুক্রাম্বর ও পীতাম্বর (১৬), অং চং পরাশরজ লোহাই (১৬), অং চং গরুড়জ নৃসিংহ (১৬), অং চং দুর্গাবরজ পুষ্করাক্ষ (১৬)।

৯৩ম। তেকায়িপূতিজ হয়গ্রীব (১৯), অং চং সহস্রাক্ষজ শ্রীবৎস (১৬), অং চং মধুজ (ছকড়িপৌত্র) নারায়ণ, বাসু, জগাই, পুরাই, শ্রীনিধি, শ্রীধর ও শ্রীনিবাস (১৬), অং চং শুভাইজ জয় (১৬), অং চং জনার্দ্দনজ রাজ্যধর, ত্রৈলোক্যনাথ বলভদ্র (১৬), অং চং ত্রিপুরারিজ মকরন্দ (১৬), অং চং বিদ্যাধরজ ত্রিলোচন, পরমানন্দ, জগাই ও হৃদয় (১৬)।

৯৪ম। কংসারিপূতিজ নারায়ণ ও রামচন্দ্র (১৯), ঘং চং গুণার্ণবজ রামাচার্য্য (১৭), শ্রীধরগাঙ্গজ নীলকণ্ঠ, রঘু (মতান্তরে হর্ষ) ও রাম (২১), ঘং চং সুলোচনজ বাসু ও কাশীনাথ (১৭), ঘং চং ত্রিলোচনজ নৃসিংহ (১৭)।

৯৫ম। রাঘবগাঙ্গজ গৌরীনাথ, যদুনন্দন ও রঘুনন্দন (২১), নং বং সর্ব্বাং বলভদ্র (১৮)।

৯৬ম। জগন্নাথগাঙ্গজ ষষ্ঠীদাস (২১), বাং বং বাসুদেবজ শ্রীনাথ (১৯),বাং বং নরহরিজ বিপ্রদাস (১৯)।

৯৭ম। বং চং মুকুন্দজ গৌরীদাস (১৫), বং চং হরিজ (তপনপৌত্র) গৌরীদাস ও জগাই (১১), বং চং শ্রীগর্ভজ বিদ্যাভূষণ (১৫), নাং চং মধুজ মহাকাল ও রঘুনাথ (১৭), কাম-দেব গাঙ্গজ মহেশ ও রাঘব (২১)।

৯৮ম। নাং চং মধুজ কংসারি, চতুর্ভুজ-গাঙ্গজ যোগাই (২১), বাং বং নরহরিজ বিপ্রদাস (১৯)।

৯৯ম। নং বং বল্লভাচার্য্যজ অরবিন্দ (১৮), নং বং চতুর্ভুজজ যদু (১৮), নং বং সর্ব্বানন্দজ বলভদ্র (১৮), খং মুং যোগেশ্বরজ শঙ্কর, ও জানকীনাথ (২১), গং বং বাসুজ হিরণ্য (১৯), বিং মুং কামদেবজ শ্রীকণ্ঠ, শ্রীধর, মৃত্যুঞ্জয় ও ভাস্কর (২১), বিং মুং পৃথ্বীধরজ মুরারি (২১)।

১০০ম। গং বং শ্রীকান্তজ কমলেশ্বর (১৯), চৈং চং দিনকরজ গোপাল, যদু ও জগদীশ (১৬), গং বং বংশধরজ বৈদ্যনাথ (১৯), বিং মুং কামদেবজ বৈকুণ্ঠ (২১), বিং মুং যোগেশ্বরজ মুকুন্দ ও শত্রুঘ্ন (২১)।

১০১ম। ধং চং শ্রীনাথজ গঙ্গাদাস ও গোবিন্দ (১৫), ধং চং চতুর্ভুজজ শ্রীধর ও যজ্ঞেশ্বর (১৫), ধং চং বিজয়জ মুকুন্দ (১৫)।

১০২ম। ধং চং বিজয়জ মুকুন্দ (১৫), চৈং চং পুরন্দরজ জগন্নাথ ও বাণীনাথ (১৬)।

১০৩ম। বিং মুং পৃথ্বীধরজ শ্রীকান্ত ও নীলকণ্ঠ (২১), গং বং বলাইজ সূর্য্য ও সনা-তন (১৯)।

১০৪ম। ধং চং দেবাইজ ভবানী ও রামচন্দ্র (১৫), আং মুং দৈবকীজ রঘুনাথ, ত্রৈলোক্য-নাথ ও রমানাথ (২২)।

১০৫ম। চৈং চং ত্রিপুরারিজ কৃষ্ণানন্দ [গোঢ়াই] (১৬), বাং বং আঠা চণ্ডীদাসজ নৃসিংহ ও রামচন্দ্র (১৯), বাং বং গোপালজ বিক্রম (১৯), বিং মুং কামদেবজ ভরত (২১), বাং বং বাসুজ জিতামিত্র (১৯)।

১০৬ম। চৈং চং ত্রিপুরারিজ অমর (১৬), চৈং চং বলভদ্রজ উদয় (১৬), সাং বং গঙ্গা-ধরজ ভগীরথ (১৯), সাং বং-দামোদরজ রামচন্দ্র ও ত্রৈলোক্য (১৯)।

১০৭ম। ফুং মুং মনোহরজ সুষেণ পণ্ডিত, জগদানন্দ ও গঙ্গানন্দ (২২), ফুং মুং দুর্গাবরজ শ্রীনিবাস (২২), ছোং ফুং মুং গোবিন্দজ যজ্ঞেশ্বর (২২), ছোং ফুং মুং হরিমিশ্রজ দৈবকী-নন্দন (২২)।

১০৮ম। বাং বং পরমানন্দজ রামানন্দ (১১), সাং বং দামোদরজ গোবিন্দ (১৯), বাং বং পুষাইজ কামদেব (১৯), বাং বং গোবিন্দজ কমল ও হরিমিশ্র (১৯), সাং বং জহ্নুজ গোবর্দ্ধন ও গদাধর (১৯), প্রজাপতিকাঞ্জিজ রঘু ও রামভদ্র (২১)।

১০৯ম। বাং বং গোপালজ নারায়ণ (১৯), বাং বং মুকুন্দজ গোপীনাথ ও লক্ষ্মীনাথ (১৯), সাং বং সনাতনজ পীতাম্বর (১৯), ছোং ফুং মুং দামোদরজ অমোঘ (২২)।

১১০ম। ফুং মুং হর্ষজ বল্লভ ও ধ্রুবানন্দ (২২), ফুং মুং শ্রীকরজ চক্রপাণি (২২), কালিদাস-কাঞ্জিজ মুকুন্দ (২১)।

১১১ম। ফুং মুং শ্রীকরজ দৈবকীনন্দন ও চক্রপাণি (২২), ফুং মুং রামচন্দ্রজ কৃষ্ণানন্দ (২২)।

১১২ম। কংসারি ঘোষজ রাম, শ্রীকর ভুবন, রাঘব ও রঘুনাথ (২১), কাং বং লোহাইজ কমল (১৯)।

১১৩ম। কাং মুং কংসারিজ মাধব (২২), কাং মুং গোবিন্দজ পরমানন্দ ও বিদ্যানন্দ (২২)।

১১৪ম। কাং বং দেবাইজ ভুবনানন্দ ও সুরানন্দ (১৯), পাং চং তপনজ গদাধর (১৮)।

১১৫ম। কাং বং লোহাইজ মাধব, শ্রীনাথ ও বাসুদেব (১৯)।

১১৬ম। কাং বং সবাইজ কেশব (১৯), কাং বং লোহাইজ কৃষ্ণ (১৯) অং চং মধুজ অনন্ত ও নরহরি (১৭)।

১১৭ম। অং চং লোহাইজ রবিকর (১৭), অং চং শ্রীগর্ভজ ভগবান্ (ভুতনাথ) (১৭), অং চং মধুজ বিশ্বনাথ, অনন্ত ও নরহরি (১৭), অং চং পীতাম্বরজ বৈকুণ্ঠ (১৭), অং চং শুক্লাম্বরজ মধু (১৭)।

কুলাচার্য্যগণের যত্নে যে ১১১টী সমীকরণ হইয়াছিল, উহার মধ্যে ৬৪ম, ৯৪ম ও ১১৭ম সমীকরণ (ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মতে) সর্ব্বত্র গ্রাহ্য নহে। সমীকরণে যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহাদের সময়ে সর্ব্বত্র শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া সমাদৃত ও পূজিত হইতেন।

কোন কোন কুলাচার্য্য বলেন, কুলীনসন্তান পিতার আদেশে কন্যাগ্রহণ ও প্রদান করিলে পিতার তুল্য সম্মান প্রাপ্ত হন, মর্য্যাদায় ন্যূন হয়েন না। এইরূপে সহোদরগণমধ্যেও মর্য্যাদার ইতর বিশেষ হয় না। সকলেই সমান বলিয়া গণ্য হইতেন। পিতার আজ্ঞায় অনুষ্ঠিত কোন ভালমন্দ কার্য্যের জন্য সকলেই সমান দোষগুণের ভাগী হইতেন; কিন্তু এক সহোদরের দোষে অন্যের দোষ হইত না।

পরিবর্ত্ত-নির্ণয়।

কুলাচার্য্যগণ কুলীনগণের সুবিধার জন্য চারিপ্রকার পরিবর্ত্তবিধি প্রচার করেন। বাগ্‌দান্, কন্যার অভাবে কুশময়ী কন্যাসম্প্রদান, পরস্পরের কন্যা আদান-প্রদান এবং ঘটকের সমক্ষে 'কন্যাদান করিলাম' এইরূপ প্রতিজ্ঞা, চারি প্রকারে পরিবর্ত্ত সম্পন্ন হইত১। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী ও মহেশের নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকা হইতে

(১) "বাক্যারোপাৎ কুশত্যাগাৎ কন্যাদানাৎ প্রদানতঃ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেষু পরিবর্ত্তশ্চতুর্বিধঃ॥" (কুলরাম।)

ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দনুজারি মিশ্র আপন কারিকায় ইহার পূর্ব্বাপর সমালোচনা করিয়াছেন।

কুলীনগণের বিভিন্ন স্থানে বাস ও সন্তানসন্ততি বৃদ্ধি হওয়ায় সকলের পরিচয়-রক্ষার পক্ষে কুলাচার্য্যগণের একটু অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছিল। এই অসুবিধা নিবারণের জন্য কুলাচার্য্যগণ মিলিত হইয়া কুলীনদিগকে নানা সমাজে বিভক্ত করিলেন। এই সমাজ দুই প্রকার—কতকগুলি বসতিস্থানের নামানুসারে ও কতকগুলি প্রসিদ্ধ কুলীনের চলিত নামানুসারে।

সমাজ-নির্ণয়।

বসতি-স্থানানুসারে-সমাজ।

মকরন্দের পুত্র বন্দ্য দাশরথী (দাশো) ও বিনায়ক [১১] যথাক্রমে কাঁটাদিয়া ও নপাড়ায় গিয়া বাস করেন, তাহা হইতে দাশরথীর বংশীয়গণ কাঁটাদিয়ার বন্দ্য ও বিনায়কের বংশ নপাড়ার বন্দ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। এইরূপে শিকোবন্দ্যের পুত্র লেঙ্গুড়ী ও ভেঙ্গড়ী [১৩] বাবলাগ্রামে, চাকুচট্টের পুত্র শ্রীকর [১১] খনিয়া গ্রামে, শ্রীধর বন্দ্যের পুত্র আভো [১৩] উন্দুরাগ্রামে, দুর্ব্বলি বন্দ্যের পুত্র অনন্ত [১৩] গয়ঘড় গ্রামে, বিকর্ত্তন মুখোর পুত্র নারায়ণ ও জনার্দ্দন [১৬] আমাটে (মতান্তরে আঁড়িয়াদহে), কবি কৃত্তিবাসের পূর্ব্বপুরুষ মুখজ নৃসিংহ ও তাঁহার কনিষ্ঠ রাম [১৬] ফুলিয়া গ্রামে, রামের অনুজ দ্যাকরমুখ কাচনাগ্রামে, গুণাকরচট্টের পুত্র অর্ক [১২] পাটুলীগ্রামে, হরিবন্দ্যের পুত্র উদয়ন [১৪] সাগরদিয়া গ্রামে, এবং অর্কচট্টের পুত্র বলভদ্র [১৩] দেহাটাগ্রামে গিয়া বাস করেন। এই সকল বাসস্থানের নামানুসারেই প্রত্যেকের অধস্তন বংশধরগণ স্ব স্ব পরিচয় দিয়া আসিতেছেন।

ব্যক্তিবিশেষের নাম হইতে সমাজ।

১। দনৌজাকর্ত্তৃক সম্মানিত মহাদেবের পুত্র বিশ্বেশ্বরমুখ [১৪], ইঁহা হইতে বিশোর মুখটি (বিং মুং)।

২। চট্টগাহির পুত্র সর্ব্বেশ্বর [১০] যজ্ঞের আবসথ বা অগ্নিশালা রক্ষা করিতেন বলিয়া আবসথী বা অবসথী নামে বিখ্যাত হন। তাঁহার বংশ সচরাচর অবসথীচট্ট (অং চং) নামে পরিচিত।

৩। ত্যাকরচট্টের পুত্র মনো [১০] বঙ্গভূষণ উপাধিতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার বংশ বঙ্গভূষণচট্ট (বং চং) বলিয়া পরিচিত।

৪। পুরোচট্টের পুত্র নন্দন [১২], কুলাচার্য্যগণের নিকট ইনি নান্দা নামে খ্যাত ছিলেন তাঁহার বংশীয়েরা নান্দার চাটুতি (নাং চং)।

৫। ত্যাকরচট্টের পুত্র বিভাকর [১০] হইতে বিভোর চাটুতি (বিং চং)।

৬। তাউচট্টজ ধনোর [১০] বংশধরগণ ধনোর চাটুতি (ধং চং) নামে খ্যাত।

৭। বিকর্ত্তনের পুত্র জনার্দ্দন ও নারায়ণ আমাটে বাস করেন। নারায়ণের বংশ

আমাটের মুখো বলিয়া গণ্য; কিন্তু জনার্দ্দনের বংশ জনোর মুখ (জং মুং) এই নামে কুল-পঞ্জিকায় বর্ণিত হইয়াছেন।

৮। সপনচট্টের পুত্র চৈতলি হইতে তাঁহার বংশ চৈতল চট্ট (চৈং চং) নামে খ্যাত।

এ ছাড়া ফুলিয়াবাসী নৃসিংহের ছোট ভাই রাম (১৬) হইতে তাঁহার বংশ ছোটফুলিয়া (ছোং ফুং মুং) এবং নারায়ণবন্দ্যের পুত্র পীতাম্বর (১৪) হইতে ছোট বাবলীর বন্দ্যবংশের (স্বং বাং বং) সমুদ্ভব হইয়াছে।

দেবীবরের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে কুলাচার্য্যগণ আর এক মহাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, কুলীনদিগের কুলমর্য্যাদা রক্ষায় আর তেমন যত্ন নাই, অনেক কুলীনই সুবিধা মত ঘর না পাইয়া গৌণকুলীনের সহিত আদান-প্রদান করিতেছেন। এদিকে গৌণ-কুলীনগণও ইষ্টদ্বেষক্রমে উচ্চ কুলীনদিগকেও স্ব স্ব দলে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন। যে গুণে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ গৌণকুলীন বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন, শ্রোত্রিয় অপেক্ষা উচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন, এখন অনেকেরই সেই গুণের অভাব দেখা যাইতে লাগিল। কুলাচার্য্যগ্রন্থ পাঠে কতকটা বোধ হয় যে, এই সময়ে কুলাচার্য্যগণ গৌণদিগকে শ্রোত্রিয় করিবার চেষ্টায় ছিলেন। তখনও গৌণকুলীনগণ সামাজিক পদমর্য্যাদায় কতকটা মুখ্যকুলীনের সমকক্ষ ছিলেন। তাঁহারাও স্ব স্ব পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অগ্রসর হইলেন; কিন্তু কুলাচার্য্যগণের অব্যর্থ কুটনীতিজালে তাঁহাদের সকল উদ্যম ব্যর্থ হইল। এ সময়ে রাঢ়ীয় সমাজে তেমন কোন পরাক্রান্ত হিন্দু রাজা নাই। কে আর পুনরায় সমাজবন্ধন দৃঢ় করিবার আয়াস করিবে? কে আর গুণের পুরস্কার ও মানীর মান রক্ষা করিবে? এমত ক্ষমতাপন্ন লোকই বা কে আছেন, যিনি কুলীনসমাজের উপর আপন প্রভুত্ব চালাইতে অগ্রসর হইবেন? এ সময়ে সমস্ত রাঢ় ও বঙ্গে যবন-অধিকার। যবন-প্রভাবে যবন-আদর্শে এখন ব্রাহ্মণসমাজের অবস্থা আর পূর্ব্ববৎ নাই। আচার ব্যবহারের অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। এখন কেহ কেহ যবনভাব—মুসলমানের আদবকায়দার পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছেন। কাজেই কুলীনগণ যে নবগুণের জন্য হিন্দুরাজের সম্মানিত হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের সন্তানগণ আর সেই পূর্ব্বাচরিত পিতৃগুণাবলী রক্ষায় সমর্থ হইতেছেন না। তাঁহাদের হৃদয়গ্রন্থি মুসলমানী ভাবভাবে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। কুলাচার্য্যগণও স্ব স্ব খ্যাতি-প্রতিপত্তি রক্ষায় পূর্ব্ববৎ সমর্থ হইতেছেন না। বরং গৌণকুলীনের প্রভাবে তাঁহাদের প্রভাব অনেকটা লাঘব হইবার উপক্রম।

দত্তখাসের শ্রোত্রিয়ব্যবস্থা।

তৎকালে রাঢ়ীয়সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী দত্তখাস উপাধিধারী এক ব্যক্তি মুসলমানআমলে অতি প্রভাবশালী ছিলেন। মুসলমানদিগের সময় হিন্দুদিগের সামাজিক আচার-ব্যবহার মীমাংসার জন্য এক একটী জাতিমালা-কাছারী থাকিত। শুনা যায়, দত্তখাস মহাশয় এইরূপ জাতিমালা-কাছারীর প্রধান বিচারপতি ছিলেন; সুতরাং তৎকালে হিন্দুসমাজের উপর তাঁহার অনেকটা প্রভুত্ব চলিত। প্রধান প্রধান রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ এই দত্তখাসের সভায় উপস্থিত

হইলেন এবং পুনরায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলবিচারের জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। কুলাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, এই দত্তখাসের সভায় ৫৭স সমীকরণ হইয়াছিল। ধ্রুবানন্দ মিশ্রও উক্ত সমীকরণকারিকায় দত্তখাসের সভায় ঘটকগণ কর্ত্তৃক কুলবিচারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন১। দেবীবরকৃত মেলপর্য্যায়গণনার টিপ্পনীতে লিখিত আছে,—

"গৌণকুলীনের সহিত গৌণদিগের পরিবর্ত্ত চলিতেছিল, কখন কখন মুখ্যের সহিতও আদান-প্রদান হইতেছিল; কিন্তু রাজা দত্তখাস শ্রোত্রিয়ের সধর্ম্মত্বহেতু গৌণদিগকেও শ্রোত্রিয় করিলেন।"২

এখন দত্তখাস মহাশয় আবার এইরূপ নিয়ম করিলেন, কন্যা ও পুত্রের অভাব ১, রণ্ডিকা অর্থাৎ যাহার পিতা ও ভ্রাতা নাই এরূপ কন্যার পাণিগ্রহণ ২, * জীবৎপিণ্ড ৩, স্বজনাক্ষেপ ৪, কুলজ্ঞকথিত অভ্যাবৃত্তির দোষ ৫, অগ্নিদগ্ধা † (অর্থাৎ যে কন্যার কেহ নাই) এরূপ কন্যাকে বিবাহ ৬, বলাৎকারে বিবাহ ৭, পোষ্যপুত্র ৮, ব্রহ্মহত্যা (ভ্রূণহত্যা) ৯, জন্মান্ধ ১০, কুষ্ঠরোগী ১১, খঞ্জ ১২, নীচকুলে বিবাহ ১৩, নীচোদ্বাহে নান্দীমুখকারী ১৪, ত্যাজ্যপুত্র ১৫, বিপর্য্যায় অর্থাৎ পর্য্যায়ভঙ্গ৩ ১৬, অন্যপূর্ব্বাবিবাহ ১৭, বয়োজ্যেষ্ঠার পাণিগ্রহণ ১৮, মাতৃনামা ১৯, সগোত্রজা ২০, দূষিতা ২১, অঙ্গহীনা ২২, কাণা ২৩, কুব্জা ২৪ ও বোবা কন্যাবিবাহ ২৫, এই ২৫টী দোষ ঘটিলে কুল নষ্ট হইবে১।

(১) "স্ববংশভূপালকুমারকাভ্যাং যোগ্যো বিবাদঃ প্রতিপত্তিকারি।
শ্রীদত্তখাসস্য সভায় পূর্ব্বং কিনালকুণ্ডং ঘটকাঃ সমূচুঃ॥" (মহাবংশাবলী।)

(২) "গৌণৈঃ সহ গৌণানাং পরীবর্ত্তবিধানং কদাচিন্মুখ্যো তনয়াপ্রদানং অতঃ শ্রীদত্তখাসেন রাজ্ঞা শ্রোত্রিয়াণাং সধর্ম্মত্বেন গৌণা অপি শ্রোত্রিয়াঃ কৃতাঃ॥" (দেবীবর)
"গৌণাঃ শ্রোত্রিয়ধর্ম্মেণ কালে শ্রোত্রিয়তাং গতাঃ (কুলরাম।)

*। রণ্ডিকা ত্রিবিধ—কন্যাভাব, কুলাভাব ও রণ্ডিকা বা রাঢ়গমন।
"কন্যাভাবাৎ কুলং রণ্ডঃ কুলাভাবাত্তথৈব চ।
রণ্ডিকাগমনাৎ রণ্ডস্ত্রিভিরন্তোঽপি জায়তে॥"

† বিপর্য্যায় ত্রিবিধ—কৃতিপুত্রবর, পুত্রপশ্চাৎ, ও ভ্রাতৃপশ্চাৎ।
'বিপর্য্যায়ে কুলং নাস্তি কৃতিপুত্রবরেণ চ।
ভ্রাতৃপশ্চাৎ পুত্রপশ্চাৎ বিপর্য্যায়াস্ত্রয়ো মতাঃ॥"

(৩) "কন্যাপুংসোরভাবশ্চ রণ্ডিকাগমনন্তথা। জীবিতে পিণ্ডদানঞ্চ স্বজনাক্ষেপণেন চ॥
অভ্যাবৃত্তের্ভবেদ্দোষঃ কথিতঃ কুলপণ্ডিতৈঃ। অগ্নিদগ্ধা কৃতোদ্বাহে বলাৎকারে তথৈব চ॥
পোষ্যপুত্রে ব্রহ্মহত্যা জন্মান্ধঃ কুষ্ঠরোগিণঃ। খঞ্জেনাপি কুলং ভগ্নং নীচোদ্বাহেন নান্দিকে॥
ত্যাজ্যপুত্রবিপর্য্যায়ৌ কুলজ্ঞগণসম্মতম্। অন্যপূর্ব্বা বয়োজ্যেষ্ঠা মাতৃনামা সগোত্রজা॥
দুষ্টা কন্যাঙ্গহীনা চ কাণকুব্জাপি বাগ্‌জড়া। পঞ্চবিংশতিদোষাশ্চ নিন্দিতাঃ কুলঘাতকাঃ॥"
(বাচস্পতিমিশ্র।)

দত্তখাসের বিচারে গৌণদিগের মধ্যে সাতঘরের ইষ্টদ্বেষ থাকায় তাঁহারা অরি বা কুলীনশত্রু বলিয়া গণ্য হইলেন[১]। এই সাতঘর কেশরকোনী, রায়ী, পীতমুণ্ডী, গড়গড়ী, ঘণ্টা, কুলভী ও চতুর্থ বা চৌৎখণ্ডী[২]। তাঁহারই সভায় রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয়গণের এইরূপ ব্যবস্থা হয়,—

সিদ্ধ—পিপ্পলী, দীর্ঘাঙ্গী, দিণ্ডী।

সাধ্য—মহিন্ত্যা, হড়, গুড়, পারিহাল।

সুসিদ্ধ—মাসচটক, কুশারি, পাকড়াশী, বটব্যাল, শিমলায়ী, সিমলা, পোষলী, পালধি, কাঞ্জাড়ী, পলসায়ী, পূর্ব্ব, নন্দী, কুসুমকুলি, কড়িয়াল, অম্বুলি, ভূরি, বাপুলি, সিয়ারি, সাহুরি, বসুয়ারি, দগ্ধবাটী, তৈলবাটী,

দীঘল, কোয়ারি, পারি, বালি, শাটেশ্বরী, ভট্ট, কুন্দকুলি, দায়ারি, পুংসি, সিদ্ধল ও নায়ারি।

অরি—উপরোক্ত সপ্তঘর ব্যতীত আকাশ, ঘোষলী, সেউক ও মূলী এই চারি গাঞি, রবকুল-জাত লক্ষ্মীপতি প্রভৃতি ও সুন্দরামল্লবাসী শ্রোত্রিয়গণ,[৩] এতদ্ভিন্ন জগদানন্দ মহিন্ত্যা, গজেন্দ্র দগ্ধবাটী ও পরমানন্দ দিণ্ডী এই তিন ব্যক্তি অরি বা কুলনাশক[৪]।

কুলাচার্য্যকারিকাপাঠে বোধ হয় শ্রোত্রিয়দিগের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে ইহাই শেষ ব্যবস্থা[৫]।

দত্তখাসের ব্যবস্থার সময়েই রাঢ়ীয় সমাজে ৫৯ গাঞি প্রচলিত হইয়াছিল। কোন্ সময়ে এই শেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। মোটামুটী জানা যায়, সপ্তপঞ্চাশৎ সমীকরণের সময় দত্তখাস বিদ্যমান ছিলেন। ধ্রুবানন্দমিশ্র ৬০ম সমীকরণকারিকায় লিখিয়াছেন যে, কুলীনপ্রবর শোভাকর ১৩৭৭ শব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এরূপ স্থলে ইহারই কিছু পূর্ব্বে দত্তখাস মহাশয় বিদ্যমান ছিলেন, অনায়াসে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

(১) "ইষ্টদ্বেষতয়া সপ্ত চারয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥" (মেলপর্য্যায়ধৃত কুলরাম।)

(২) "কেশরো রায়ীগাঞী চ পীতমুণ্ডী চ গড়গড়ী। ঘণ্টা কুলভী চৌৎখণ্ডী সপ্তৈতে চারয়ঃ স্মৃতাঃ ॥
কুলীনজাপহারিত্বাৎ সপ্তানাঞ্চ কুলাধিতা। যস্মৈ দেয়া ততোঽগ্রাহ্যা দোষজ্ঞৈরিতি কল্পিতম্ ॥"
(দেবীবর।)

(৩) "যৎকন্যালাভমাত্রেণ স্বকুলস্থো বিনশ্যতি,। কেচিদ্রবকুলে জাতাঃ লক্ষ্মীপত্যাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
কেচিত্তু শ্রোত্রিয়াঃ প্রোক্তাঃ সুন্দরামল্লবাসিনঃ ॥" (বাচস্পতিমিশ্র।)

(৪) "মহিন্ত্যা জগদানন্দো দগ্ধবাটী গজেন্দ্রকঃ। দিণ্ডিঃ শ্রীপরমানন্দ স্ত্রয়ো রায়া কুলান্তকাঃ ॥"

(৫) ইহার পর বন্দ্যবংশীয় পাঁচজন অরি বলিয়া গণ্য হন—
"রঘুরাঘবরামশ্চ দোকড়ি মধুসূদনঃ। বন্দ্যবংশভবা এতে চত্বারঃ কুলনাশকাঃ ॥" (কুলরাম।)

(৬) "সপ্তসপ্তত্যুত্তে শাকে পুতিশোভাকরে মৃতে। জিতামিত্রস্ত তৎপুত্রো নীলাম্বরসুতাপতিঃ ॥"
(মহাবংশ।)

ষষ্ঠ অধ্যায়

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(সমী-কুলীনসমাজের সমালোচনা।

কুলীনগণের ইতিহাস যতই আলোচনা করি, ততই দেখি, শ্রীদত্তখাস মহাশয়ের পূর্ব্ব হইতেই কুলীন-সমাজের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। অধঃপতন কেন বলি? বাস্তবিক কি রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণ-সমাজ কৌলীন্যপ্রথায় উন্নত হইয়াছিলেন? প্রকৃত কি কুলবিধি হইতে কুলীনগণের কোন প্রকার উপকার সাধিত হইয়াছিল? ইহার যথাযথ উত্তর কে দিবে? ইহার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। তবে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ বুঝিয়াছি, সংক্ষেপে তাহাই বলিব।

সেনরাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বৌদ্ধদিগের প্রবল প্রতাপে হিন্দুসমাজ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। একেত গৌড়দেশে বহু পূর্ব্ব হইতে নীচজাতীর প্রভাব ছিল[১]। তাহার পর

সেনরাজগণের পূর্ব্বতন সমাজ।

গৌড়ের পরাক্রান্ত পালরাজগণের প্রভাবে গৌড়বাসী ব্রাহ্মণেতর প্রায় সকল জাতিই বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী হইয়াছিল। অধিকাংশ নীচ জাতিই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। রাঢ়াধিপ শূরনরপতিগণের উৎসাহে ও এখানকার ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের যত্নে অনেকের মতিগতি ফিরিতেছিল বটে, কিন্তু ভাগীরথীর উত্তর ও পূর্ব্বদেশবাসীর উপর, তখনও সম্পূর্ণ বৌদ্ধ-অধিকার।[২] সেনরাজগণ যখন সমস্ত গৌড়ের অধীশ্বর হইলেন, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের প্রতি যতই তাঁহাদের বিদ্বেষত প্রকাশ পাইতে লাগিল, ততই বৌদ্ধগণ হীনবল হইতেছিলেন। সাধারণ লোকেরও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উপর ততই আস্থা কমিতে ছিল। বৌদ্ধদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণই আচার্য্য ছিলেন। হিন্দুগণ যেরূপ স্ব স্ব গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তি করিয়া থাকেন, বৌদ্ধ

বৌদ্ধাচার্য্য-সমাজ।

জনসাধারণ সেইরূপ উক্ত আচার্য্যদিগকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। ঐ সকল আচার্য্যগণ বহুকাল হইতে বৌদ্ধ-সমাজে ব্রাহ্মণোচিত সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছিলেন। এখন সেনরাজগণের শাসন-ভয়ে অথবা অনুগ্রহ-লাভাশায় তাঁহারা ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। এরূপে কত লোক এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গিয়া হিন্দুসমাজে মিশিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। বিচক্ষণ সেনরাজগণ যে তাঁহাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখেন নাই, তাহাই

(১) বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ২৪ অঃ।

(২) বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বিবরণ ও কায়স্থকাণ্ডে পালবংশের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

.বা কে বলিবে? এখানকার বৌদ্ধগণ সকলেই যে বিদেশী বা বিজাতি ছিলেন, তাহা নহে। অধিকাংশ লোকই পূর্ব্বতন হিন্দু অথবা এখানকার আদিম অধিবাসীর সন্তান। তাঁহারা অথবা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা স্ব স্ব মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু জাতি পরিত্যাগ করেন নাই। সুতরাং বৌদ্ধমত পরিত্যাগ করিয়া আবার হিন্দুমত গ্রহণ করিতে তাঁহাদের বাধা বিশেষ ছিল না।১

বৌদ্ধের হিন্দু-সমাজে প্রবেশ

যখন বিভিন্ন জাতীয় বৌদ্ধগণ আবার হিন্দুসমাজে ধীরে ধীরে প্রবেশলাভ করিতেছিল, তখন সেই সেই জাতীয় হিন্দুগণ অবিরোধে তাঁহাদিগকে যে স্ব স্ব সমাজে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। আবার এ দেশীয় নীচশ্রেণীর বৌদ্ধগণও সুযোগ বুঝিয়া উচ্চ সমাজে মিশিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল যাহার বেশী সম্পত্তি ছিল, তাহাকে বড় বেশী ভুগিতেও হয় নাই। কিন্তু যাহার সহায় সম্পত্তির অভাব ছিল, সে বড় জাতি হইলেও হিন্দুসমাজে তাহাকে ছোট হইতে হইয়াছিল। এই উভয়বিধ লোকদ্বারা হিন্দুসমাজে নানাবিধ বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইতেছিল। তাহাতে ভবিষ্যতে হিন্দুসমাজের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। সমাজ রক্ষা ও হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষা করিবার জন্য শাস্ত্রানুরাগী হিন্দুরাজগণ ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ নিবন্ধকারদিগের সাহায্যে এককালে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহপ্রথা উঠাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই সময়ে এখান-

অসবর্ণ-বিবাহ-নিষেধ

কার উচ্চ হিন্দুসমাজ হইতে অসবর্ণ-বিবাহপ্রথা এককালে উঠিয়া যায়। শূররাজগণের সময় হইতে তাহার সূত্রপাত এবং সেনরাজগণের সময়ে তাহা সাধারণে পরিগৃহীত ও বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে সঙ্করোৎপত্তির সম্ভাবনা কমিল বটে, কিন্তু তাহাতেও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হইল না। বৌদ্ধযাজী শূদ্রপ্রতিগ্রাহী আচার্য্যগণ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সমাজে হেয় হইয়াছিলেন।২ এখন তাঁহারা নানা উপায়ে ও নানা কৌশলে কিরূপে সমাজে পূর্ব্ববৎ সম্মানিত হইবেন, কিরূপে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সহিত আদান-প্রদান করিবেন, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। তৎকালে কনোজাগত পঞ্চব্রাহ্মণ-সন্তানই সর্ব্বত্র প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আচারনিষ্ঠতা, ধর্ম্মানুরাগ, পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তায় রাজাধিরাজ হইতে কুটীরবাসী দীনদুঃখী পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাদিগকে

(১) বৌদ্ধগণ কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে আবার হিন্দু-সমাজে গৃহীত হইতেন, তাহা ঠিক জানিতে পারি নাই। তবে বর্ত্তমান জৈনসমাজের অবস্থা দেখিলে কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে। বর্ত্তমান জৈনগণের মধ্যে অনেকেই আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যিনি জৈনমত পরিত্যাগ করেন নাই, হিন্দুসমাজ তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি জৈন-মত ও জৈনাচার ছাড়িয়া এককালে হিন্দু হইয়াছেন, তিনি আর হিন্দু-সমাজের অবজ্ঞার পাত্র নহেন, হিন্দুর সহিত তাঁহার আর কোন পার্থক্য নাই। মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠ-বংশের সামাজিক ইতিহাস পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

(২) হেমাদ্রি পরিশেষখণ্ড (শ্রাদ্ধকল্প) ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বৌদ্ধব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ আছে।

ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। বৌদ্ধাচার্য্যগণের সন্তানগণ এখন তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য সাধ্যসাধনা করিতে লাগিলেন, পাছে তাঁহারা সংস্রবদোষে দূষিত হন, আচার-ব্যবহারে পাছে তাঁহাদের মধ্যে নীচভাবের উদয় হয়, পাছে তাঁহাদের বিশুদ্ধ শোণিতে বিজাতীয় বীজ আরোপিত হইয়া বংশধরগণকে কলুষিত, ধর্ম্মপরিভ্রষ্ট ও অধ্যাত্মমার্গ হইতে অবনত করিয়া ফেলে, সেইজন্যই রাজা বল্লালসেন আপন অধিকারমধ্যে বিশেষরূপে কুলবিধি প্রবর্ত্তন করেন। প্রাচীন কুলগ্রন্থে অনেক স্থানেই লিখিত আছে, নবলক্ষণাক্রান্ত, ধার্ম্মিক ও সৎপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণই কুলীন বলিয়া গণ্য হন। বল্লালসেন ২২ গ্রামীর মধ্যে এইরূপ ৩৩ জনকে মুখ্য ও গৌণ কুলীন বলিয়া স্বীকার করেন। পাছে এই মুখ্য ও গৌণগণ অপর ব্রাহ্মণের সহিত বৈবাহিক-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া অপরের অনুকরণে সদাচারভ্রষ্ট হন ও কুনীতি অবলম্বন করেন, সেইজন্যই পরিণামদর্শী গৌড়াধিপ বল্লাল কুলীনগণের মধ্যে পরিবর্ত্তবিধি প্রচার করিয়াছিলেন. সর্ব্বপ্রকারে কুলীনদিগের মধ্যে বিশুদ্ধিতারক্ষা, সহানুভূতিস্থাপন, আত্মোৎকর্ষলাভে প্রযত্ন, কদাচারপরিবর্জ্জন, বিশুদ্ধ শোণিত হইতে নিষ্ঠাবান্ সন্তানোৎপাদন ইত্যাদি মহদভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইবে বলিয়াই পরিবর্ত্তবিধির সৃষ্টি। বড়ই দুঃখের বিষয়, বল্লালের এই সাধু উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া পরিবর্ত্তবিধির জন্য অনেকেই তাঁহার নিন্দাবাদ ও কুৎসারটনা করিয়া থাকেন। এমনও অনেকে লিখিয়াছেন, 'বর্ত্তমান রাঢ়ীয় কুলীন-ব্রাহ্মণসমাজে যে অনর্থকরী কুপ্রথা চলিতেছে, যাহার ভীষণ তাড়নায় কত শত কুলবালা জাতিকুলমান বিসর্জ্জন দিয়াছে, কত শত অবলা পতির মুখ একদিনের তরেও দেখিতে পাইল না ;—বল্লালের পরিবর্ত্তবিধিই এই দারুণ অনর্থের মূল'।

কুলমর্য্যাদার প্রকৃত কারণ

পরিবর্ত্ত বিধির উদ্দেশ্য

যাঁহারা কুলপ্রথার ইতিহাস পাঠ করেন নাই, তাঁহারাই এরূপ বলিতে পারেন। কিন্তু আমরা কোন প্রকারে বল্লালকে দোষী করিতে পারি না। তিনি যে সকল সুনিয়ম প্রচার করেন, তাহা তৎকালের সম্পূর্ণ উপযোগী, একথা আমারা মুক্তকণ্ঠে বলিতেপারি। তিনি যে উদ্দেশ্যে কুলবিধি প্রচার করেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। এখন তাঁহার উদাহরণ দিয়া দেখাইব যে, তাহাতে কুলীনসমাজের ইষ্ট ছাড়া কোনপ্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বল্লাল পঞ্চগোত্র হইতে কেবল ৩৩ জনকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। ৩৩ জনের যথাযথ পরিচয় দিয়াছি। এখন পরিবর্ত্তের আলোচনা করিবার জন্য গোত্রানুসারে তাঁহাদের নাম উদ্ধৃত করিলাম—

(১) বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"রাঢ়ীয়াস্তু দ্বিজাশ্চাসন্ সার্দ্ধাস্তোধিশতানি চ।" অর্থাৎ বল্লালসেনের সময় রাঢ়দেশে ৭৫০ জন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

শাণ্ডিল্যগোত্র।	কাশ্যপগোত্র।	বাৎস্যগোত্র।	ভরদ্বাজগোত্র	সাবর্ণগোত্র।
১। জাহ্লন বন্দ্য *	১। বহুরূপ চট্ট *	১। গোবর্দ্ধনপূতি*	১। উৎসাহ মুখ *	১। শিশোগাঙ্গুলী*
২। মহেশ্বর ,, *	২। শুচ ,, *	২। শিবোঘোষাল*	২। গরুড় ,, *	২। রোষাকরকুন্দ*
৩। দেবল ,, *	৩। অরবিন্দ ,, *	৩। কানুকাঞ্জিলাল*	৩। ঠৌঠ রায়ী +	৩। নিশাপতি ঘণ্টা +
৪। বামন ,, *	৪। হলায়ুধ ,, *	৪। কুতূহল ,, *	৪। জনার্দ্দনদিণ্ডী +	
৫। ঈশান ,, *	৫। বাঙ্গাল ,, *	৫। মাধবাচার্য্য মহিন্ত্যা +		
৬। মকরন্দ ,, *	৬। জম হড় +	৬। অতিরূপ পিপ্পলী +		
৭। চাকু পারিহাল +	৭। শবণি গুড় +	৭। রুদ্রচৌৎখণ্ডী +		
৮। চক্রপাণি গড়গড়ী +	৮। মনোহরপীতমুণ্ডী +			
৯। ধর্ম্ম কেশরকোণী +				
১০। মুণ্ডীকরদীর্ঘাঙ্গী +				
১১। গুয়ী কুলভী +				

বল্লালসেনের কুলবিধি অনুসারে সগোত্র ও সমান প্রবর না হইলে, মুখ্য ও গৌণ কুলীন-দিগের মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান চলিবে। মুখ্য ও গৌণের মধ্যেও আদান-প্রদান চলিত, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। এখন একবার উপরের তালিকা দেখুন। মনে করুন, জাহ্লনবন্দ্যের অনেকগুলি পুত্রকন্যা হইয়াছে; কুলরক্ষার জন্য তাঁহার অপর কুলীনের সহিত পরিবর্ত্ত আবশ্যক। ইচ্ছা করিলে তিনি শাণ্ডিল্য গোত্র ভিন্ন কাশ্যপ গোত্রের ৮ জন, ভরদ্বাজ গোত্রের ৪ জন, এবং সাবর্ণগোত্রের ৩ জন, মোট ২২ জনের সন্তানের সহিত পরিবর্ত্ত দ্বারা কুলরক্ষা করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার যতই কেন পুত্রকন্যা হউক না, এই ২২ ঘরের পুত্রকন্যা থাকিতে তাঁহাকে কুলক্রিয়ার জন্য ভাবিতে হইবে না। এইরূপ অপরের পক্ষেও জানিবেন। কেবল বাৎস্য ও সাবর্ণগোত্রে বিবাহ হইতে পারে না, কারণ বাৎস্য ও সাবর্ণগোত্রের এক প্রবর। কিন্তু এই দুই গোত্রের কুলীনেরা ইচ্ছা করিলে শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ ও ভরদ্বাজ এই তিন গোত্রের ২৩ ঘরের মধ্যে আদান-প্রদান করিতে পারিতেন, সুতরাং পাত্রাভাবের কোন সম্ভাবনা ছিল না। এই সকল কুলীনের কন্যাগত কুল। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে নীচ কুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করা যাইতে পারে১। কিন্তু নীচ কুলে কন্যাদান শাস্ত্রসঙ্গত নহে। নীচ কুলের

কন্যাগত কুল হইবার কারণ

কন্যা উচ্চঘরে প্রদত্ত হইলে শ্রেষ্ঠসংস্রবে সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্না হইয়া থাকে২, কিন্তু নীচের সংস্রবে উচ্চকুলের কন্যা নীচভাবাপন্ন

* এই চিহ্নযুক্ত ব্যক্তিগণ মুখ্যকুলীন। + এই চিহ্নযুক্ত ব্যক্তিগণ গৌণকুলীন।

(১) "অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥" (মনু ২।২৩৮)

(২) "যাদৃগ্ গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্ গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥" (মনু ৯।২২)

হইবারই অধিক সম্ভাবনা। এই দুই কারণেই বল্লালসেন শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান নিষেধ ও শ্রোত্রিয়-কন্যা-গ্রহণের বিধি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। পাছে কুলীনগণ কুলীনকন্যা গ্রহণ না করিয়া কেবল শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে থাকেন এবং তাহাতে পাছে ভবিষ্যতে কুলীনকন্যার পাত্রাভাব ঘটে, এই কারণেই পরিবর্ত্ত-বিধির প্রবর্ত্তন। এই বিধির অনুশাসনে কুলীনপুত্র কুলীনকন্যা থাকিতে শ্রোত্রিয়ের কন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন না। কারণ তিনি জানিতেন, 'আজ যদি আমি কুলীনকন্যা বিবাহ না করি, কাল আমার কন্যা অপরে গ্রহণ করিবে না। তাহাতে আমার কুল অপবিত্র হইবে। এ উচ্চ সম্মান আর থাকিবে না।' এই কারণে কোন সময়ে কুলীনের অভাব হইত না। কুলাচার্য্যগ্রন্থে কুলীন-সমাজের পূর্ব্বতন অবস্থা পাঠ করুন, বিশুদ্ধ কুলীনগণের মধ্যে কোথাও পাত্রাভাবে কুলহানির কথা পাইবেন না। কুলীনগণের বংশ-বিস্তারের সহিত নানা স্থানে বাসহেতু তাঁহাদের মধ্যে অবস্থা, প্রকৃতি ও বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যাদি অনুসারে গুণ-দোষ-পর্য্যালোচনা, নির্দোষ-বংশাবলী-রক্ষা, পাত্রপাত্রী-নির্ণয় ও কুলক্রিয়া সুসম্পন্ন করাইবার জন্যই বল্লাল সুপণ্ডিত ও নির্লোভী কুলাচার্য্য নিযুক্ত করেন। যত দিন সেনরাজগণের আধিপত্য ছিল, যত দিন কুলীনদিগের মধ্যে কোন অভাব উপস্থিত হয় নাই, যত দিন তাঁহারা নির্ব্বিরোধে স্ব স্ব ধর্ম্মকর্ম্ম ও বিশুদ্ধ কুলরক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, যত দিন কুলাচার্য্যগণের হৃদয়ে স্বার্থপরতা ও বিদ্বেষবুদ্ধি স্থান পায় নাই, ততদিন কুলীন-সমাজের অধঃপতনের সূত্রপাত ঘটে নাই, ততদিন কুলীনগণ স্ব স্ব কুল-ধর্ম্মরক্ষা করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিলেন।

কুলাচার্য্য-নিয়োগের উদ্দেশ্য

১১২০ শকে গৌড়ে মুসলমান-আধিপাত্য বিস্তৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু শতাধিক বর্ষ পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে তাঁহারা প্রভুত্ব-বিস্তারে সমর্থ হন নাই। এক হাতে কোরাণ ও অপর হাতে তর-বারি লইয়া ইস্‌লাম-ধর্ম্ম-প্রচারে অগ্রসর হইলেও তাঁহারা অধিকারভুক্ত হিন্দুসমাজের হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। তখনও পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুরাজগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন, স্বধর্ম্মানুরাগী কুলীন ব্রাহ্মণগণ তখনও তাঁহাদের উৎসাহে বিপথগামী হন নাই। বিশেষতঃ দিল্লীশ্বরের অনুগ্রহভাজন গৌড়ের শাসনকর্ত্তারা অন্তর্বিবাদে সকলেই প্রায় ব্যস্ত ছিলেন। কোন শাসনকর্ত্তাই নিরাপদে ও নিশ্চিন্তভাবে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন নাই। ঘরে বাহিরে শত্রুকর্ত্তৃত্ব এই আছে, এই নাই, আজ যে পরম বিশ্বাসী, কাল সেই আবার বক্ষে ছুরি বসাইতেছে! এই গোলে পড়িয়াই তাঁহারা প্রথমতঃ বিজিত অধীনতাপাশবদ্ধ প্রজাসাধারণের হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। দুই এক জন স্বার্থপর চাটুকার ব্যতীত কেহই স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানসমাজে মিশিতে চায় নাই। কিন্তু বহু দিন পরে যখন পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমানের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইল, স্বাধীন সেনরাজ্য যখন প্রকৃত প্রস্তাবে বিলুপ্ত হইল, বিধর্ম্মীর অত্যাচারে ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আবার যখন রাঢ়দেশে আসিয়া আশ্রয় লইতে লাগিলেন, তখন হইতেই ব্রাহ্মণসমাজের অধঃপতন আরম্ভ হইল।

সেনরাজগণ যে মহদুদ্দেশ্যে কুলবিধি ও সমীকরণ প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহাদের গৌরব-রবি অস্তমিত হইলেই প্রধান প্রধান কুলাচার্য্যগণ তাহা প্রতিপালনে যথেষ্ট উদ্যম ও কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিধর্ম্মিগণের রাজকীয় প্রভাব ও কুলীন-সন্তানগণের নানা স্থানে নিবাস হেতু কুলসংঘটনের অনেক বাধা উপস্থিত হইয়াছিল; সেই জন্যই সেনরাজগণের পরবর্ত্তী পূর্ব্বতন কুলাচার্য্যগণ কুলীনগণের উপর অতি কঠোর নিয়ম চালাইয়াছিলেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাহার আভাস দিয়াছি। কিন্তু কুলাচার্য্যগণের সে সকল নিয়ম রক্ষা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমতঃ কুলাচার্য্যগণ যে ২৫টী দোষ কুলহানিজনক হইবে বলিয়া স্থির করেন, তাহা দেশ কাল ও অবস্থার উপযোগী হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ তখন ক্রমেই মুসলমানদিগের সহিত হিন্দুদিগের সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর হইয়া উঠিয়াছিল। এখানে সংক্ষেপে তাহার একটু আভাস দিব।

কুলীনগণের অধঃপতনের কারণ

সেই সময়ের মুসলমান-ইতিহাস হইতে জানিতে পারি, যতদিন দিল্লীশ্বরের অধীনে মুসলমান নবাবগণ বঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন, ততদিন হিন্দু ও মুসলমানে বেশী সম্প্রীতি জন্মে নাই। খাঁটী মুসলমানগণ বাঙ্গালীদিগকে ঘোর শত্রু বলিয়াই মনে করিতেন[১]। কিন্তু যখন মুসলমানেরা দিল্লীশ্বরের প্রভাব অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন বঙ্গের মুসলমান শাসনকর্ত্তারা বুঝিলেন বাঙ্গালীর সাহায্য ভিন্ন তাঁহাদের অভীষ্ট পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। কাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে হিন্দুর সহিত মিশিতে হইয়াছিল।

৭৩৯ হিজিরা (১৩৩৮খৃষ্টাব্দে) হিন্দু মুসলমানের মিলন, এই বর্ষে ফখ্‌রুউদ্দীন্ মুজফ্‌ফর মুবারক্ শাহ্ দিল্লীশ্বরকে অমান্য ও সুবর্ণগ্রাম অধিকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[২] পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান প্রধান জমিদারগণ তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি হিন্দুদিগের সহিত যে ভাব দেখাইয়াছিলেন, কিছুদিন পরে তাঁহার স্বজাতীয় আমীর ওমরাহগণের পরামর্শে তিনি আর সে ভাব রাখিতে পারেন নাই। এ সময়ে লক্ষ্মণাবতীতে শামসুদ্দীন্ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি বহুসংখ্যক বাঙ্গালীকে হস্তগত করিয়া জলপথে ফক্‌রুদ্দীন্‌কে আক্রমণ ও সুবর্ণগ্রাম অধিকার করেন। ইহার পূর্ব্বেই দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহ শামসুদ্দীন ইলিয়াস্‌কে শাসন করিবার জন্য সসৈন্যে বঙ্গে আগমন করেন। পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরাজা ও জমিদারবর্গ সকলেই ফিরোজশাহের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই ইলিয়াসের পক্ষাবলম্বন করেন।[৩] সহদেব নামে একজন বাঙ্গালী বীর বঙ্গাধিপের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ের একজন মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, মহাবীর

(১) তারিখ্-ই-ফিরোজশাহীনামক মুসলমান ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

(২) তারিখ্-ই-মুবারক্‌শাহী দ্রষ্টব্য।

(৩) জিয়া-ই- বরণীর বিবরণ দ্রষ্টব্য।

সহদেব দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া একলক্ষ আশী হাজার বাঙ্গালীর সহিত রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করেন।১ বঙ্গাধিপ বাঙ্গালীর বীরত্বে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বাঙ্গালীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাই দিল্লীশ্বরের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, সেই সময়ের ও তাহার পরবর্ত্তী কালের ইতিহাস যতই আলোচনা করি, ততই বুঝিতে পারি, হিন্দু ও মুসলমানগণ ক্রমেই ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আবদ্ধ হইতেছিলেন। হিন্দুসমাজ যাঁহাকে ভয়ভক্তির চক্ষে দেখিতেন, মুসলমান অধিপতিগণও তাঁহাদিগকে অবহেলা করিতেন না। তখনও বঙ্গে ব্রাহ্মণের প্রভাব ও অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই।২ হিন্দুসমাজের নেতা ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বাগ্রে হস্তগত করা চাই, মুসলমান অধিপতিগণ তাহাতে অমনোযোগী ছিলেন না। তাঁহার স্ব স্ব প্রস্তাব-বিস্তার ও বঙ্গবাসীর উপর স্থায়িকর্তৃত্ব করিবার অভিপ্রায়েই মান্য গণ্য ও বিচক্ষণ বাঙ্গালীদিগকে রাজকীয় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকেন। রাজসংস্রব বড় বিষম জিনিষ। যাঁহারা দূরবর্ত্তী পল্লিগ্রামে থাকিতেন, তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। কিন্তু যাঁহারা রাজকীয় কার্য্যানুরোধে সহরে বাস করিতেন, মুসলমান-দরবারে যাঁহাদের সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে হইত, তাঁহারা মুসলমানী আদব-কায়দা ও মুসলমানী চাল্‌চলন অভ্যাস করিতে বাধ্য হইয়া পড়েন। ক্রমে এই মুসলমানী রীতিনীতি সংক্রামক হইয়া পড়িল। এমন কি কোন কোন ব্রাহ্মণরাজও মুসলমানের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন।৩ সেই সংক্রামক ব্যাধিতে অনেক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণও আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

হিন্দু ও মুসলমানে যে বেশী মিশামিশি হইয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকগণই তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এমন কি কোন কোন মুসলমানরাজ আপন অধীনস্থ হিন্দু জমিদারদিগকে এতই বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহাদের পরামর্শ ভিন্ন কোন কার্য্যই করিতেন না। এইরূপ সম্পূর্ণ নির্ভরতার কারণেই রাজা গণেশ আপনার ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে গৌড়েশ্বরকে বিনাশ করিয়া, (মুসলমান-প্রভাবের সময়েও) কিছুদিনের জন্য হিন্দুরাজত্ব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।৪ যে হিন্দুরাজ হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুরাজ্য বিস্তার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন,৫ তাঁহাকেই আবার কোন কোন ঐতিহাসিক ইস্‌লাম-ধর্ম্মানুরাগী ও মুসলমানপ্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।৬ এমন কি রাজা গণেশ

(১) তারিখ্-ই-ফিরোজশাহী ও তারিখ্-ই-মুবারকশাহী দ্রষ্টব্য।

(২) কৃত্তিবাসী রামায়ণ, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, মহেশের নির্দোষকুলপঞ্জিকা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কতক কতক আভাস পাওয়া যায়।

(৩) Hunter's Annals of Rural Bengal, pp. 480.

(৪) বারেন্দ্রব্রাহ্মণবিবরণমধ্যে গণেশের মন্ত্রিবিবরণ ও রাজন্যকাণ্ডে রাজা গণেশের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৫) 'রিয়াজ উস্ সলাতিন' নামক মুসলমান ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

(৬) ফেরিস্তার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

একজন গোঁড়া হিন্দু হইলেও, তাঁহার রাজত্বকালে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত হয়, তাহাতে বয়াজিদ্ শাহ[১] এই নাম দ্বারা হিন্দুর উপর মুসলমানী প্রভাব প্রকাশ করিতেছে। দুই দলের বিশেষ ঘনিষ্ঠতাপ্রযুক্তই রাজা গণেশের পুত্র মুসলমানের উচ্ছিষ্ট তাম্বূল গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিতান্ত সংস্রবদোষে পরে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।[২] তাঁহার ও তাঁহার বংশধরগণের রাজত্বকালে মুসলমানী ধর্ম্ম ও নীতির অনেকেই পক্ষপাতী হইয়া উঠে, কিন্তু সমাজের খাতিরে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সহজে কেহ জাত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তখনও পদগৌরবের আদর ছিল। প্রজাসাধারণ নৃপতিকে প্রকৃত সম্মান করুক বা না করুক, কিন্তু রাজসিংহাসনের সম্মুখে সকলেই অবনত, ভক্তিপাশে বদ্ধ ও প্রাণ দিয়াও রাজশাসনের সম্মানরক্ষা করিতে তৎপর ছিল। কেবল রাজাসন বলি কেন, রাজকীয় কর্ম্ম-নির্ব্বাহের জন্য যতগুলি উচ্চাসন নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই সকল আসনের উপর সকলেরই প্রগাঢ় ভক্তি ও অটল বিশ্বাস ছিল। যিনি যতদিন এইরূপ কোন উচ্চাসনে থাকিতেন, ততদিনই তাঁহার সম্মান।[৩] রাজা গণেশের সময় যাঁহারা উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন, ইস্লাম-ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহার বংশধরগণের রাজত্বকালে সেই সকল রাজপুরুষ অনেকেই স্ব স্ব পদ হারান নাই। অনেকে আপনাপন অধিপতির সন্তোষবিধানার্থ ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যাঁহারা হিন্দু-সমাজে স্ব স্ব প্রাধান্যলাভে চেষ্টিত ছিলেন ও হিন্দুধর্ম্মে যাঁহাদের যথার্থ অনুরাগ ছিল, এরূপ লোক কেহ সহজে স্বধর্ম্মত্যাগ করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে শেষ কুলব্যবস্থাকারী দত্তখাস মহাশয় একজন। তাঁহার সময়ে কুলীন-সমাজের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল কার্য্যে কুলহানির সম্ভাবনা, অধিকাংশ কুলীনের মধ্যেই এরূপ কার্য্য হইয়াছিল। কুলাচার্য্যগণের সম্মান ও তাঁহাদের ব্যবসা এককালে উঠিয়া যাইবে বুঝিয়াই কুলাচার্য্যগণ কৌলীন্যপ্রথা উঠিয়া দিতে পারেন নাই। দত্তখাস-মহাশয় কুলীনপুত্রদিগকে কতকটা শাসনে রাখিবার জন্য কতকগুলি কঠোর নিয়ম প্রচার ও গৌণকুলীনের কৌলীন্যলোপ করেন; এই কারণই তিনি শ্রোত্রিয়দিগকেও উচ্চ নীচ ক্রমে আবার বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করিয়াছিলেন।

গণেশবংশীয়গণ মহম্মদীয়ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও তাঁহাদের সময়ে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ জাতীয়-শক্তি হারায় নাই। সেই সময়ের ইতিহাস হইতে জানা যায়, তখনও এদেশীয়ের হস্তে সম্পূর্ণ শাসনকর্তৃত্ব বিদ্যমান। উচ্চশ্রেণীর কোন মুসলমান রাজকীয় শ্রেষ্ঠপদে নিযুক্ত হইতেন না। গণেশবংশের গৌরব-রবি অস্তমিত হইলে, উচ্চশ্রেণীর মুসলমানগণের প্রকৃত আধিপত্য আরম্ভ হয়। এই সময়ে (১৪৪০-১৪৬০ খৃঃ অব্দে) উচ্চবংশীয় মুসলমানগণ আসিয়া প্রধান প্রধান রাজকীয়পদ অধিকার করিয়া বসিলেন[৪]।

(১) H. Blochmann's Contributions to the History and Geography of Bengal দ্রষ্টব্য।
(২) রিয়াজ-উস্-সলাতিন্ ও ফেরিস্তা দ্রষ্টব্য।
(৩) তুজুক-ই-বাবরি দ্রষ্টব্য।
(৪) Stewart's History of Bengal, new ed. p. 64.

এই সময়ে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজের উপর যথেষ্ট অত্যাচার হইতে লাগিল। মুসলমান রাজ-পুরুষগণ ব্রাহ্মণদিগকে মুসলমান করিবার জন্য জঘন্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন[১]। এই সময়ে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশ ছাড়িয়া ভিন্নদেশে পলাইয়াছিলেন,[২] বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ মানসম্ভ্রম রক্ষা করিতে না পারিয়া মুসলমানবিপ্লবে স্রোতে জাতিকুল বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। নামমাত্র কুলীন-সমাজেরও যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম পরিচ্ছেদ

(দেবীবরের মেলবন্ধন।)

৮৭৯ হিজিরা অব্দে (১৪৭২ খৃঃ অঃ) য়ুসুফ্-শাহ্ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার ন্যায়পরতা, প্রজাপ্রিয়তা ও দয়াদাক্ষিণ্যগুণে উত্ত্যক্ত হিন্দু প্রজা আবার কিছুদিনের জন্য শান্তির মুখ দেখিতে পাইল। রাজপুরুষগণ গৌড়াধিপের উদারতা ও সুবিচার-দর্শনে সকলেই ভীত হইলেন। যাহাতে আর প্রজাদিগের উপর কোনরূপ অত্যাচার না হয়, তজ্জন্য গৌড়াধিপ

(১) বৈষ্ণব কবি জয়ানন্দ সেই সময়ের অত্যাচার-কাহিনী এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"আচম্বিতে নবদ্বীপে হইল রাজভয়। ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতিপ্রাণ লয়॥
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে। ধন প্রাণ লয় তার জাতিনাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে। ঘরদ্বার লোটে তার লৌহপাশে বান্ধে॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী। প্রাণ-ভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত। অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত।
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে। বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে॥
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ। নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিব প্রমাদ॥
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে। নিশ্চিন্তে না থাকিহ প্রমাদ হব পাছে॥
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা। গন্ধর্ব্বে লিখন আছে ধনুর্দ্ধর প্রজা॥
এই মিথ্যাকথা রাজার মনেতে লাগিল। নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল॥"

জয়ানন্দ নদীয়ার মুসলমান-অত্যাচারের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, কেবল নদীয়া নয়, বঙ্গের মুসলমানাধিকৃত বহু জনাকীর্ণ প্রায় সকল স্থানেই ঐরূপ অত্যাচার চলিতেছিল।

(২) কবি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে বর্ণিত হইয়াছে।

রাজপুরুষদিগকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিলেন১। হিন্দুগণ আবার রাজানুগ্রহে স্বধর্ম্ম-পালনে তৎপর হইল২; সমাজ-বন্ধনের জন্য আবার তাঁহাদের মতিগতি ফিরিল।

এই সময়ে প্রসিদ্ধ কুলাচার্য্য বন্দ্যঘটীয় দেবীবরমিশ্রের অভ্যুদয়। এই মহাত্মা সুভাবেই হউক, আর কুভাবেই হউক, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের অবস্থা, একবার বিশেষ করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, কুলীনসমাজের আর সে প্রভাব, সে কুলানুরাগ কিছুই নাই; কুলীনগণের সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটিয়াছে। পরবর্ত্তিকালে কুলমর্য্যাদা যদি পুরুষানুক্রমিক না হইত, যে কোন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পরবর্ত্তী কালে যদি কুলীন হইবার অধিকারী হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় কুলীনসমাজের অবনতি ঘটিত না, বরং পরবর্ত্তী কালে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কুলাচার্য্যগণের হাতে, কৌলীন্যমর্য্যাদা পুরুষানুক্রমিক হওয়াতে তাহারই ফলে অপাত্রে পড়িয়া কুলবিধির অবমাননা ঘটিল। অধিকাংশ কুলীনসন্তানই প্রকৃত প্রস্তাবে কুলভ্রষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের আত্মাভিমান ও কুলগরিমার কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। আধুনিক কুলাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, এই তুচ্ছ অহমিকা হইতেই দেবীবর কর্ত্তৃক মেলের উৎপত্তি ঘটে। এ সম্বন্ধে ঘটকগণ এইরূপ একটী উপকথা বলিয়া থাকেন—

'দেবীবর ও যোগেশ্বর পণ্ডিত এক মাতামহের দৌহিত্র। যোগেশ্বর কুলমর্য্যাদায় ও পাণ্ডিত্যে দেবীবর অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন, সুতরাং দেবীবর অপেক্ষা সমাজে যোগেশ্বরের

(১) ফেরিস্তা ও Stewart's History of Bengal দ্রষ্টব্য।

(২) বৈষ্ণব কবি জয়ানন্দ এ সময়ের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"নদীয়া উচ্ছন্ন হেন শুনি গৌড়েশ্বর। রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখে মহাঘোরতর॥
কালী খড়্গখর্পরধারিণী দিগম্বরী। মুণ্ডমালা গলে কাট কাট শব্দ করি॥
ধরিয়া রাজার কেশে বুকে মারে শেল। কর্ণরন্ধ্রে নাসারন্ধ্রে ঢালে তপ্ত তেল॥
আজি তোর গঙ্গাএ পেলিমু গৌড়পাট। সবংশে কাটিমু তোর হস্তী ঘোড়া ঠাট্॥
গৌড়েন্দ্র বলিল মাতা মোর দেহে থাক। নবদ্বীপ বসাইব যদি প্রাণ রাখ।
নাকে শত দিএ রাজা তবে কালী ছাড়ে। মূর্চ্ছা গেল গৌড়েন্দ্র ধরণীতলে পড়ে॥
প্রভাতে কহিল স্বপ্ন রাজার বিশ্বাসে। শুনিয়া আশ্চর্য্য স্বপ্ন সর্ব্বলোকে ত্রাসে॥
গৌড়েশ্বর আজ্ঞা নবদ্বীপ সুখে বসু। রাজকর নাহি সর্ব্বলোক চাস চসু॥
আজি হৈতে হাট ঘাট বিরোধ যে করে। রাজকর দণ্ডী হয়ে ত্রিশূল সে পারে॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে অশ্বথ যে কাটে। ত্রিশূলে চড়াহ তাকে নবদ্বীপের হাটে॥
বৈদ্য ব্রাহ্মণ যত নবদ্বীপে বসে। নানা মহোৎসব করু মনের হরিষে॥
নাট্য গীত বাদ্য বাজু প্রতি ঘরে ঘরে। কলসে পতাকা উড়ু মন্দির-উপরে॥
দেবপূজা কর সুখে যজ্ঞ হোম দান। হাট ঘাট মানা নাহি কারু গঙ্গাস্নান॥
রাজার আজ্ঞা এ নবদ্বীপ পুন সৃষ্টি। শরৎকালে রাত্রিশেষে হৈল পুষ্পবৃষ্টি॥"

(নদীয়া-খণ্ড।)

সম্মান অধিক। যোগেশ্বর নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে ঘটনাক্রমে একদিন মধ্যাহ্নকালে দেবীবরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন দেবীবর গৃহে ছিলেন না। তাঁহার মাতা যোগেশ্বরকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিলেন ও তথায় আহার করিতেও বিশেষ অনুরোধ করিলেন। যোগেশ্বর মাসীর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি উত্তর করিলেন, 'মাসি! আমার মাতামহ আপনাকে যে কুলে সম্প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের আহার ব্যবহার চলে না। অতএব আহারের জন্য আপনি অনুরোধ করিবেন না। দেবীবরের গৃহে আহার করিলে আমার মর্য্যাদার হানি হইবে। বিশেষতঃ এখানে যদি আমি স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করি, তাহা হইলেও গুরুজনের অবজ্ঞা করা হইবে, ইহাতেও পাপ স্পর্শিবে।' এই বলিয়া যোগেশ্বর অনাহারে চলিয়া আসিলেন; তাহাতে দেবীবরের মাতার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিল। দেবীবর গৃহে আসিয়া মাতার মন-ক্ষোভের কারণ জানিতে পারিলেন। তিনি মাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'আমি শীঘ্রই আপনার ক্ষোভ দূর করিব। যোগেশ্বর আপনার সাধ্যসাধনা করিয়া আপনার নিকট অন্নভিক্ষা করিবে। যদি ইহা করিতে না পারি, তাহা হইলে এ মুখ আর দেখাইব না, এ জীবন আর রাখিব না।' পরে তিনি দেবী আদ্যাশক্তিকে আরাধনা করিয়া বাক্‌সিদ্ধ হইলেন। পূর্ব্বে তাঁহার অপর কোন নাম ছিল, এখন হইতে তাঁহার নাম হইল দেবীবর। তিনি প্রকৃত সময় বুঝিয়া নানাস্থান হইতে প্রধান প্রধান ঘটকদিগকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া কুলবিধির পুনঃ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। নির্দ্দিষ্টদিনে এক মহাসভা হইল। সভায় সকল কুলীন ও ঘটক আহূত হইলেন। দেবীবর বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে অধিকাংশ কুলীনই নবগুণ-বিহীন হইয়াছেন। তিনি দোষ দেখিয়া একপ্রকার দোষাশ্রিত কুলীনকে এক এক দলে রাখিলেন, তদনুসারে এক একটী মেল হইল। এইরূপে সমস্ত কুলীনকে ছত্রিশ মেলে বিভক্ত করিলেন। যোগেশ্বর পণ্ডিতের কুলবিচারকালে দেবীবর এক দ্বিভাবযুক্ত শ্লোক আওড়াইলেন, তাহাতে প্রথমে সকলে মনে করিলেন, যোগেশ্বরপণ্ডিত নিষ্কুল হইলেন। পরে তিনি দেবীবরের বাটীতে অন্নগ্রহণ করিলে পুনরায় কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। কুলবিচার-

(১) ৺বংশীবদন বিদ্যারত্ন সংগৃহীত প্রাচীন কুলপঞ্জিকায় দেবীবরের এইরূপ বংশাবলী আছে—'বাং বং সঙ্কেতজ্ঞ উৎসাহ, উৎসাহসুত অনিরুদ্ধ তৎসুত লখো, অয়ং বালীগ্রামনিবাসী ঘোষলী কেশবকোণী প্রাপ্তে মেলবালী, তৎসুতঃ সর্ব্বানন্দঃ তৎসুতো দেবীবর বিশারদঃ।' কিন্তু সম্বন্ধনির্ণয়ের মতে ইনি সর্ব্বানন্দী মেলভুক্ত।

(১) শ্লোকটী এই—

"স্পর্শে যদি বিষাণং স্যাদাকাশে কুসুমং যদি। সুতো যদি চ বন্ধ্যায়াং তদা যোগেশ্বরে কুলম্॥"

ঘটকেরা বলিয়া থাকেন যে, যোগেশ্বর অনেক আরাধনা করিয়া দেবীবরকে সন্তুষ্ট করিলে ঘটকবিশারদ 'যোগেশ্বরে কুলম্' স্থানে 'যোগেশ্বরেঽকুলম্" অর্থাৎ মধ্যে একটী লুপ্ত অকার স্বীকার করিয়া যোগেশ্বরের কুল রক্ষা করেন।

সভায় দেবীবরের গুরু শোভাকর কুন্দ, শ্রেষ্ঠ সম্মান পাইবেন ভাবিয়া কাহারও বিনানুমতিতে সর্ব্বোচ্চ আসন গ্রহণ করেন। গুরুকে নিতান্ত অহঙ্কৃত বুঝিয়া দেবীবর তাঁহাকে নিষ্কুল করিলেন। তাহাতে শোভাকরও দেবীবর 'নির্ব্বংশ হউক' এই বলিয়া অভিসম্পাত করেন।"

উপরে যে প্রবাদ বলিলাম, ইহা কতদূর প্রকৃত, তাহাতে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যোগেশ্বর পণ্ডিতের আচরণে অপমানিত ও মহারুষ্ট হইয়া যে দেবীবর মেল প্রচলন করেন, তাহা সম্ভবপর নয়। তবে এক সময়ে কুলীন সমাজের মধ্যে পদমর্য্যাদা লইয়া একটু দেষাদ্বেষী ছিল, উক্ত প্রবাদ হইতে তাহারই কতকটা আভাস পাওয়া যায়। বাস্তবিক, মেলের ইতিহাস আলোচনা করিলে সহজেই জানা যায়, যোগেশ্বর পণ্ডিত মেলপ্রবর্ত্তনের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। দেবীবরের 'মেলবন্ধ' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

"গঙ্গানন্দ যোগেশ্বর কৃতিত্ব অপার। যাহা হইতে মেল কুল হইল প্রচার॥
কুলে কৃতী দুই জন কি কহিব আর। চন্দ্র সূর্য্য দুই কুল উদিত সংসার॥"

গঙ্গানন্দ ও যোগেশ্বর উভয়েই বিচক্ষণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। কুলীনসমাজের অধোগতি দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়াছিল। কিরূপে তাঁহারা কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিবেন, কিরূপে অধোগামী কুলীনগণের মতিগতি ফিরাইবেন, তজ্জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে দেবীবর কুলাচার্য্যদিগের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার কথা কুলীনগণ বেদবাক্যস্বরূপ মনে করিতেন। রাঢ়ীয় অপরাপর কুলাচার্য্যগণও তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও সম্মান করিতেন। কুলীন ও কুলাচার্য্যসমাজের উপর, তাঁহার অসাধারণ প্রভাব দেখিয়াই সাধারণে তাঁহাকে দেবীর বরপুত্র বলিয়া মনে করিত। গঙ্গানন্দ ও যোগেশ্বর এখন দেবীবরের আশ্রয় লইলেন এবং কুলীনসমাজের রক্ষার জন্য কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন। দেবীবর সকলের কুলবিচার করিয়া দেখিলেন, সকলেই নবগুণ-বিহীন হইয়াছেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে আর কাহারও কুল নাই। অথচ একটা ব্যবস্থা করা চাই। তিনি জানিতেন, যদি কুলীনগণের একেকালে কুলমর্য্যাদা উঠাইয়া দিই, তাহা হইলে কে আর কুলাচার্য্যগণের সম্মান করিবে?

(১) সম্বন্ধনির্ণয় প্রভৃতি কোন কোন আধুনিক গ্রন্থে শোভাকরকে চট্টোপাধ্যায় বলা হইয়াছে। (সম্বন্ধ-নির্ণয় ২য় সং—২৫৩ পৃঃ।) সম্বন্ধ-নির্ণয়ের মতে ইনি অবসথী সর্ব্বেশ্বর চট্টের প্রপৌত্র। ইঁহার পিতার নাম মদন ও পিতামহের নাম অচ্যুত। কিন্তু বাচস্পতিমিশ্র উপরোক্ত শোভাকরকে কুন্দবংশীয় স্থির করিয়া তাঁহার এইরূপ বংশাবলী দিয়াছেন—বল্লালপূজিত কুন্দরোষাকরের পুত্র ষাঠ (ষষ্ঠীধর,) তৎসুত গোবিন্দ, তৎসুত উমাপতি, তৎসুত উধ, তৎসুত শোভাকর। "কুন্দশোভাকর এবাদিবংশজঃ। তথাচ—

'দেবীবরস্যৈব মৃষা ন ভাষা সর্ব্বেষু লোকেষু বিকাশিতা সা।
শোভাকরো নিষ্কুল উক্তিরেষা দূরীকৃতা তস্য কুলে কুলাশা॥
স বংশজস্তেন ভুবি প্রদিষ্টঃ নিকৃষ্টকোৎকৃষ্টতরোঽপ্যদুষ্টঃ।
শোভাকরস্তঞ্চ রুষা শশাপ দেবীবরোঽনম্বয়তামবাপ॥" (কুলরাম।)

যাঁহারা পুরুষানুক্রমে এতদিন কুলীনসমাজের উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছেন, এখন কুলপ্রথা উঠাইয়া দিলে তাঁহাদেরই বা জীবিকানির্ব্বাহের কি উপায় হইবে? ইত্যাদি চিন্তা করিয়া তিনি গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য ও যোগেশ্বর পণ্ডিতের সাধুসংকল্প সুসিদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

মেলোৎপত্তি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে সময়ে সমস্ত কুলীন দোষাশ্রিত হইয়াছিলেন। যাঁহাদের কুলে বেশী বেশী দোষ স্পর্শিয়াছিল, অথবা যাঁহারা দেবীবরের কুলবিধানের পক্ষপাতী হন নাই, দেবীবর তাঁহাদিগকে ছাঁটিয়া ফেলিলেন, তাঁহারা 'দেবীবর ছাঁটা বংশজ' বলিয়া গণ্য হইলেন। যাঁহাদের কৌলীন্য অল্প দোষাক্রান্ত হইয়াছিল, অথচ কুলীনসমাজে যাঁহারা গণ্যমান্য ও সৎপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন,—এরূপ কুলানুরাগী কুলীনসন্তানদিগকে লইয়া দেবীবর মেলের সৃষ্টি করিলেন। প্রসিদ্ধ কুলাচার্য্য দনুজারিমিশ্র লিখিয়াছেন—

"শৌর্য্যে বীর্য্যে দানে ধর্ম্মে বিদ্যায় পূর্ণিত।
পুনঃ কৃতিত্ব মেল করিলা পণ্ডিত॥"*

দেবীবরের অনুবর্ত্তী প্রাচীন কুলাচার্য্যগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ১৪০২ শকে দেবীবর মেল-প্রচার করেন।[১] হরিকবীন্দ্রবিরচিত মেলবন্ধকারিকায় লিখিত আছে—

'নানা দোষের একত্র মিলন হেতু মেলের উৎপত্তি। প্রকৃতি, উপাধি, দোষ ও গ্রাম এই চারিপ্রকার হইতে বিভিন্ন মেলের নামকরণ হইয়াছে।'[২]

দেবীবরকৃত 'দোষনির্ণয়' নামক গ্রন্থের মতে, ২২টী প্রকৃতির নামে, ৬টী গ্রামের নামে, ৩টী উপাধির নামে এবং ৫টী দোষের নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। সর্ব্বশুদ্ধ এই ৩৬টী মেল। বল্লভী, সর্ব্বানন্দী, সুরাই, চট্টরাঘব, ভৈরবঘটকী, মাধাই, চান্দাই, বিজয়পণ্ডিতী, শতানন্দখানী, মালাধরখানী, দশরথঘটকী, কাকুস্থী, চন্দ্রাপতি, গোপালঘটকী, বিদ্যাধরী, পরমানন্দমিশ্রী ও ছয়ী এই ২২টী প্রকৃতির নাম হইতে, ফুলিয়া, খড়দহ, দেহাটা, বাঙ্গাল, বালী ও নড়িয়া এই ৬টী গ্রাম-নাম হইতে, পণ্ডিতরত্নী, আচম্বিতা ও আচার্য্যশেখরী এই ৩টী উপাধি হইতে এবং

(*) দনুজারি মিশ্রের মেলরহস্য দ্রষ্টব্য।

(১) "কামরূপে মহাপীঠে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কে। তত্র গত্বা প্রযত্নেন দেবীবরবিশারদঃ॥
দ্বিখবেদেন্দুশাকে চ মেষে মার্ত্তণ্ডমাগতে। ক্রিয়তে বাক্যসিদ্ধির্যা রাঢ়ীদ্বিজকুলোপরি॥"
(৺বংশীবদনবিদ্যারত্নসংগৃহীত কুলকারিকা।)

(২) "দোষাণামিহ মেলনাৎ সমুদিতা মেলাঃ কুলজ্ঞেন বৈ।
নাম্নি গ্রাম উপাধিতোঽপি চ জনে দোষস্য বা নামতঃ॥" (হরিকবীন্দ্র।)

ছায়া, পারিহাল, শুঙ্গসর্ব্বানন্দী, প্রমোদনী ও হরিমজুমদারী এই ৫টী দোষের নামানুসারে হইয়াছে[১]।

দেবীবর এই ৩৬টী মেলে কুলীনদিগকে আবদ্ধ করিলেও এক সময়ে যে এই ৩৬টী মেল প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। ধ্রুবানন্দমিশ্রের মহাবংশ আলোচনা করিলে বোধ হয়, ফুলিয়া, খড়দহ, বল্লভী, সর্ব্বানন্দী, ছয়ী ইত্যাদি কএকটী মেল প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। তৎপরে অপরাপর মেল প্রবর্ত্তিত হয়। এমন কি, কোন কোন পালটীর বংশাবলী হইতে জানা যায় যে, ধ্রুবানন্দের মহাবংশ রচিত হইবার পর তাঁহাদের কুলক্রিয়া হইয়াছিল। আবার ধ্রুবানন্দ হড়মেলের উল্লেখ করিয়াছেন,[২] কিন্তু ৩৬ মেলের মধ্যে তাহার উল্লেখ নাই। ধ্রুবানন্দমিশ্র ১৪০৭ শকে মহাবংশ রচনা করেন[৩]। সুতরাং তখনও ৩৬ মেল পর্য্যায়বদ্ধ হয় নাই। এই কারণেই বোধ হয় ১৪০২ শকে দেবীবরের মেলের নিয়ম প্রচারিত হইলেও ১৪০৭ শকের পর সমস্ত মেলগুলি রীতিমত পর্য্যায়বদ্ধ হইয়াছিল[৪]। "মেলপর্য্যায়গণনা" নামক প্রাচীন কুলাচার্য্য-গ্রন্থে লিখিত আছে,

মেলোৎপত্তিকাল

---

(১) "কেচিন্মেলাঃ প্রকৃত্যাখ্যাঃ কেচিৎ তদ্গ্রামনামতঃ। কেচিৎ প্রকৃত্যুপাধ্যাখ্যাঃ কেচিৎ তদ্দোষনামকাঃ।
মেলাঃ প্রকৃতিনামানো দ্বাবিংশতিরুদাহৃতাঃ। প্রকৃতিগ্রামনামানস্তথা ষট্ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
ত্রয়োঽপ্যুপাধিনামানঃ পঞ্চ তদ্দোষনামকাঃ।
দ্বাবিংশোঽপি বিশারদেন প্রকৃতের্নাম্না কৃতা বল্লভী সর্ব্বানন্দসুরাইকৌ তদপরশ্চট্টাদিকো রাঘবী।
প্রাজ্ঞো ভৈরবসংজ্ঞকো হি ঘটকো মাধাইচান্দাইকৌ বিখ্যাতৌ বিজয়াদিপণ্ডিতশতানন্দাদিখানাখ্যকৌ॥
সম্মালাধরখানকো দশরথঃ কাকুস্থী চন্দ্রাপতিঃ গোপালো ঘটকাখ্য এব সুমতিবিদ্যাধরঃ সৎকৃতী।
ধন্দো রাঘবঘোষলী চ শুভরাজাখ্য শ্রিয়া বর্দ্ধনী শ্রীরঙ্গাখ্যধরাধরী চ পরমানন্দাখ্যমিশ্রশ্ছয়ী॥
ফুলিয়া খড়্দো দেহাটা বঙ্গালো বালিসংজ্ঞকঃ। নড়িয়া ষড়িমে মেলাঃ প্রকৃতিগ্রামনামতঃ॥
প্রকৃত্যুপাধিনামানস্ত্রয়ঃ পণ্ডিতরত্নকাঃ। আচন্দ্রিতাভিধেয়শ্চ তথৈবাচার্য্যশেখরী॥
ছায়া চ পারিহালশ্চ সর্ব্বানন্দিঃ শুঙ্গো পুরঃ। প্রমোদনী হরিমজুমদারী পঞ্চৈব দোষজাঃ॥" (দোষনির্ণয়।)

(২) "কৃষ্ণকেশবকৌ খ্যাতৌ অনন্তোঽপি নরাইকঃ। সমানাঃ কথিতা এতে চত্বারো হড়মেলাগাঃ॥" (মিশ্র)
এই হড়মেল পরে 'হড়সিদ্ধান্তী' নামে খড়দহ মেলের একটী ভাব বা থাক স্বরূপে গণ্য হইয়াছে।

(৩) "সপ্তাকাশশিতামহাননবিধোঃ শাকে গতে শ্রীশিবং নত্বা তাং কুলদেবতাং হৃদি জপন্ মিশ্রধ্রুবানন্দকঃ।
যোগৈঃ কুত্র কুলং জগাদ বরতো দর্ভপ্রদানৈর্বুধৈঃ জ্ঞাত্বা সাংশসতথাকঞ্চ কুলবিৎ তস্মিন্ ব্যবস্থাপকঃ॥"
(৺ বংশীবদনবিদ্যারত্ন-সংগৃহীত কুলকারিকা।)

(৪) কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ৫০।৬০ বর্ষ পূর্ব্বে দেবীবরের মেল প্রচলিত হয়। কিন্তু প্রাচীন কুলাচার্য্যকারিকা ও সে সময়কার বৈষ্ণব-গ্রন্থ পাঠ করিলে এরূপ বোধ হয় না। কুলাচার্য্যকারিকা হইতে যেরূপ সময় নির্ণীত হইয়াছে, তাহা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। কুলাচার্য্য মুলাপঞ্চাননের কারিকায় এইরূপ আছে,—

"চৈয়ে ছোঁড়া খড় ছুষ্ট দিমে তার নাম। র'ঘো বেটা মোটা বুদ্ধি ঘটে করে থাম॥
কাণা ছোঁড়া যুদ্ধে দড় নাম রঘুনাথ। মিথিলার পক্ষধরে যে করিল মাত॥

১ দেহাটা, ২ ছয়ী, ৩ ভৈরবঘটকী, ৪ নড়িয়া, ৫ মাধাই, ৬ বিজয়পণ্ডিতী, ৭ বাঙ্গাল, ৮ চান্দাই; ৯ দশরথঘটকী, ১০ আচম্বিতা, ১১ গোপালঘটকী, ১২ শুভরাজখানী ও ১৩ রাঘবঘোষালী এই ১৩টী মেল একপর্য্যায়ভুক্ত। ১ বিদ্যাধরী, ২ পারিহাল, ৩ বালি, ৪ ধরাধরী, ৫ সুরাই, ৬ শ্রীরঙ্গভট্টি, ৭ চট্টরাঘবী, ৮ বল্লভী, ৯ সর্ব্বানন্দী, ১০ পরমানন্দমিশ্রী, ১১ খড়দহ, ১২ পণ্ডিতরত্নী, ১৩ কাকুস্থী, ১৪ আচার্য্যশেখরী, ১৫ মালাধরী, ১৬ চন্দ্রাপতি, ১৭ শুঙ্গ-সর্ব্বানন্দী ও ১৮ প্রমোদনী এই ১৮টী মেল একপর্য্যায়ী। ফুলিয়া, শতানন্দখানী ও শ্রীবর্দ্ধনী এই তিনটীর একপর্য্যায় এবং এই তিনের পুত্রপর্য্যায়ে হরিমজুমদারী মেল হইয়াছে।[১]

মেলপর্য্যায়-নির্ণয়

তিন জনে তিন পথে কাঁটা দিল শেষ। স্মায় স্মৃতি ব্রহ্মচর্য্য হইল নিঃশেষ॥
কাণার সিদ্ধান্তে স্মায় গৌতমাদি হত। প্রাচীন স্মৃতির মত নন্দা হাতে গত॥
শচী ছেলে নিমে বেটা নষ্টমতি বড়। মাতা পত্নী দুই ত্যাগী সন্ন্যাসেতে দড়॥
এই কালে রাঢ়ে বঙ্গে পড়ে গেল ধুম। বড় বড় ঘর যত হইল নির্ধুম॥
কিছু পরে সঙ্কেতের বংশে এক ছেলে। নামে খ্যাত দেবীবর লোকে যারে বলে॥
সেই ছোঁড়া মনে করে কুলে করে ভাগ। তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ॥
দোষ দেখে কুল করে একি চমৎকার। অজ্ঞান কুলীন পুত্র কুলে হয় সার॥" (গৌড়ে ব্রাহ্মণ-ধৃত কারিকা।)

নুলাপঞ্চাননের উক্ত কারিকা এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, রঘুনাথ শিরোমণি ও শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধীয় প্রবাদ হইতে জানা যায় যে, চৈতন্য, রঘুনন্দন * ও রঘুনাথ এক সময়েই জীবিত ছিলেন। চৈতন্যদেব ও রঘুনাথ শিরোমণি ঠিক এক সময়ের লোক হইলেও রঘুনন্দন ঠিক ঐ সময়ে ছিলেন কি না তৎপক্ষে সন্দেহ আছে। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল হইতে জানিতে পারি, শ্রীচৈতন্যদেব যে সময়ে নীলাচলে অবস্থান করিতে ছিলেন, সে সময়ে ফুলিয়ামেলের প্রকৃতি গঙ্গানন্দের জ্যেষ্ঠ সহোদর সুষেণ পণ্ডিত জীবিত ছিলেন:—

"ফুলিয়ার স্ত্রী পুরুষ সব কান্দিয়া বিকল॥
হরিদাস প্রিয় বড় সুষেণ পণ্ডিত। মুরারি-হৃদয়ানন্দ সংসারে বিদিত॥
দুর্গাবরানুজ মনোহর মহা সে কুলীন। তাহার নন্দন সুষেণ পণ্ডিত প্রবীণ॥" (জয়ানন্দ)

এই সুষেণ পণ্ডিতকে ধ্রুবানন্দমিশ্র ফুলিয়ার 'যুথাগ্রবর্ত্তী' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

(১) "দেহাটা ছয়িমেলশ্চ ভৈরবী নড়িয়াপি চ। মাধাই বিজয়ো রঙ্গশ্চন্দ্রো দশরথাখ্যকঃ॥
আচিম্বতা চ গোপালো ঘটকস্তদনন্তরম্। শুভরাজাখ্যখানশ্চ শ্রীমদ্রাঘবঘোষলী।
ইমে ত্রয়োদশ খ্যাতাশ্চৈকপর্য্যায়িণো বুধৈঃ। বিদ্যাধরপারিহালো বালিশ্চৈব ধরাধরী॥
খ্যাতঃ সুরাই শ্রীরঙ্গশ্চট্টরাঘববল্লভৌ। সর্ব্বানন্দী চ পরমানন্দী খড়দহস্তথা॥
পণ্ডিতরত্নী চ কাকুস্থিস্তথৈবাচার্য্যশেখরী। মালাধরী চন্দ্রাপতি শুঙ্গোসর্ব্বপ্রমোদিনী॥
ইমেঽষ্টাদশ বিখ্যাতাশ্চৈকপর্য্যায়িণো বুধৈঃ॥ ফুলিয়া চ শতানন্দী ততঃ শ্রীবর্দ্ধনী মতঃ।
মেলাস্ত্রয় ইমে খ্যাতাশ্চৈকপর্য্যায়িণো বুধৈঃ। মেলস্তৎপুত্রপর্য্যায়ে হরিমজুমদারসংজ্ঞকঃ॥"

* রঘুনন্দনের জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত 'সবাষ্টশক্রহীনেন শকাব্দাঙ্কেন পুরিতা' ইত্যাদি বচন দ্বারা ১৪৮৯ শকের কোন সময়ে তাঁহার বিদ্যমান কল্পনা করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কুলীনদিগের মধ্যে দোষ হইতে মেলের উৎপত্তি হয়। এখন কোন্ মেলে কি কি দোষ স্পর্শিয়াছিল, তাহাই বলিব। দেবীবরের "মেলবিধি" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—

'তিন প্রকার দোষে মেল হয়—জাতিগত, কুলগত ও শ্রোত্রিয়গত।

কন্যা নপুংসক বা অভাব, রণ্ডিকাগমন,[১] জীবিতব্যক্তির পিণ্ডদান,[২] স্বজনাক্ষেপ,[৩] ত্যাজ্য-পুত্র, কন্যাবহির্গম, যাহার মাতাপিতা বা ভ্রাতা নাই এরূপ কন্যার পাণিগ্রহণ, বলাৎকার, পোষ্য-পুত্র, ব্রহ্মহত্যা, জন্মান্ধ, কুষ্ঠরোগ, বিপর্য্যায়,[৪] খোড়ীদোষ,[৫] (মতান্তরে খঞ্জদোষ), নীচগৃহে বিবাহসময়ে নান্দীমুখ, এবং অন্যপূর্ব্বা, বয়োজ্যেষ্ঠা, মাতৃনামা, সগোত্রীয়া, দুষ্টকন্যা, অঙ্গহীনা, কাণা, কুব্জা ও বাগ্‌জড়া এইরূপ কন্যার পাণিগ্রহণ কুলগত দোষ বলিয়া গণ্য। এ ছাড়া দূষিত সপ্তশতীসংস্রব, দূষিত চতুর্দ্দশ, গৌণ-কুলীনসম্পর্ক এবং সুসিদ্ধ বা সন্দিগ্ধদোষে দুষ্ট হইলে তাহাকে শ্রোত্রিয়গতদোষ বলা হয়।'[৬]

---

(১) কুলজ্ঞেরা তিন প্রকার রণ্ড স্থির করিয়াছেন, কন্যার অভাবে রণ্ড, কুলাভাবে রণ্ড এবং রণ্ডিকা অর্থাৎ বেশ্যাগমন হইতে রণ্ড।—

"রণ্ডস্তু ত্রিবিধো জ্ঞেয়ঃ কথ্যতে কুলকোবিদৈঃ। কন্যাভাবাদ্ভবেদ্রণ্ডঃ কুলাভাবাচ্চ নৈকষে।
রণ্ডিকাগমনাদেব রণ্ডস্ত্রিবিধ উচ্যতে॥"

(২) পিণ্ডদান, পিণ্ডান্নভক্ষণ ও সপিণ্ডোদ্বহন এই তিন প্রকার পিণ্ড।

"পিণ্ডদানাৎ ভবেৎ পিণ্ডঃ পিণ্ডান্নভক্ষণাদপি। সপিণ্ডোদ্বহনাৎ পিণ্ডস্ত্রিবিধঃ পরিকল্পনে॥" (দেবীবর)

(৩) শাস্ত্রানুসারে পিতৃপক্ষে সাত ও মাতৃপক্ষে পাঁচপুরুষ মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু ইহার মধ্যে বিবাহ করিলে স্বজনাদোষ হয়।

(৪) পর্য্যায় ভাঙ্গিয়া কার্য্য করিলে, পিতার বরে পুত্রপর্য্যায় ভাঙ্গিলে এবং পুত্রানুগমন করিলে এই তিন প্রকারে বিপর্য্যায় হয়;—

"বিপর্য্যায়দ্বিপর্য্যায়ঃ কৃতিপুত্রবরেণ চ। তথা পুত্রানুগমনাৎ বিপর্য্যায় ইতি ত্রিধা॥" (দেবীবরবচন।)

(৫) "একপাত্রে চৈককন্যা বারদ্বয়ং প্রদীয়তে। খোড়ী দোষো ভবেৎ তত্র কথ্যতে কুলপণ্ডিতৈঃ॥"
(৺বংশীবদনঘটকসংগৃহীত দেবীবর।)

একই পাত্রে একই কন্যা দুইবার দান করিলে, তাহাকে কুলজ্ঞেরা খোড়ী (খাড়ী) দোষ বলিয়া থাকেন।

(৬) "দোষা হি বিবিধা জ্ঞেয়া মেলস্তেষাঞ্চ মেলনাৎ। জাতিগঃ কুলগশ্চৈব শ্রোত্রিয়গ ইতি ত্রিধা।
অথ জাতিগতদোষাঃ। কোচপোদ আর হেড়া হালান্তরজক। কলুহাড়িবেডুয়া শুঁড়ি যবন অন্ত্যজ।"

অথ কুলগতদোষাঃ।

"কন্যাপুংসোরভাবেন রণ্ডিকাগমনাদপি। জীবিতঃ পিণ্ডদানেন স্বজনাক্ষিপ্ত এব চ॥
ত্যাজ্যপুত্রে ভবেদ্দোষস্তথা কন্যাবহির্গমাৎ। অগ্নিদগ্ধকৃতোদ্বাহে বলাৎকারস্তথৈব চ॥
পোষ্যপুত্রো ব্রহ্মহত্যা জন্মান্ধঃ কুষ্ঠরোগকঃ। খঞ্জেনাপি বিপর্য্যায়ান্নীচোদ্বাহে চ নান্দিকে॥
অন্যপূর্ব্বা বয়োজ্যেষ্ঠা মাতৃনামা সগোত্রিকা। দুষ্টকন্যাঙ্গহীনা চ কাণা কুব্জা চ বাগ্‌জড়া॥
পঞ্চবিংশতিদোষাশ্চ কুলহীনকরাঃ স্মৃতাঃ॥"

অথ শ্রোত্রিয়গতদোষাঃ।

দুষ্টাশ্চ সপ্তশতয়ো দুষ্টা গৌণাশ্চতুর্দ্দশ। সুসিদ্ধা অপি সন্দিগ্ধাঃ দুষ্টাঃ দোষজ্ঞসম্মতাঃ॥"

কুলগত দোষজ মেল।[১]

কুলগত দোষ হইতে যে সকল মেলের উৎপত্তি হয়, তন্মধ্যে ৯টী রণ্ডদোষে, ১২টী বলাৎকারদোষে, ৬টী বিপর্য্যায়দোষে, ৭টী খঞ্জদোষে, ২টী স্বজনাক্ষেপে, ২টী অন্যপূর্ব্বাদোষে, ১টী বিবর্জ্জনদোষে, ২টী ব্রহ্মহত্যাদোষে ও ৫টী মেল কন্যাবহির্গমদোষে হইয়াছিল। যে যে কুলগত দোষে যে যে মেল হয়, নিম্নে তাঁহার তালিকা দেওয়া গেল ;—

কুলগত দোষজ মেলসমূহ।

মেলের নাম।	দোষের নাম।	মেলের নাম।	দোষের নাম।
বল্লভী	পিণ্ড।	আচার্য্যশেখরী	... রণ্ড, বলাৎকার।
সর্ব্বানন্দী	রণ্ড, পিণ্ড, বিপর্য্যায়, বলাৎকার।	গোপালঘটকী	... খঞ্জ।
		চট্টরাঘবী	... খঞ্জ।
পণ্ডিতরত্নী	বিপর্য্যায়, স্বজনা।	ছায়ানরেন্দ্রী	... বলাৎকার, অন্যপূর্ব্বা।
সুরাই	অন্যপূর্ব্বা।	দেহাটা	... রণ্ড, স্বজনা।
চান্দাই	বিপর্য্যায়, ব্রহ্মহত্যা।	নড়িয়া	... রণ্ড, বলাৎকার।
মাধাই	পিণ্ড, ব্রহ্মহত্যা।	শ্রীবর্দ্ধনী	...রণ্ড, বিপর্য্যায়, বলাৎকার।
বিদ্যাধরী	খঞ্জ।	পরমানন্দমিশ্রী	... খঞ্জ।
শ্রীরঙ্গভট্টী	খঞ্জ।	দশরথঘটকী	... পিণ্ড, খঞ্জ, কন্যাবহির্গম।
প্রমোদনী	রণ্ড, বিপর্য্যায়, বলাৎকার।	রাঘবঘোষলী	... বলাৎকার।

(১) "মেলা রণ্ডসমুদ্ভবা নবমিতাঃ সপ্তৈব পিণ্ডোদ্ভবাঃ। মেলা দ্বাদশ বৈ বলাৎ খলু বিপর্য্যায়েণ ষট্ সংখ্যকাঃ।
খঞ্জাৎ সপ্ত চ যুগ্মকৌ স্বজনয়া দ্বাবন্যপূর্ব্বাভবাবেকস্তাবৎ বিবর্জ্জনাৎ দ্বিজবধাৎ দ্বৌ পঞ্চকন্যাগমাৎ।
আচার্য্যশেখরী সর্ব্বানন্দী দেহাটিকা তথা। প্রমোদনী চ কাকুস্থী নড়িয়া তদনন্তরম্॥
শ্রীবর্দ্ধনী তথা মালাধরী রাঘবঘোষলী। নবৈতে রণ্ডদোষেণ মেলা দেবীবরোদিতাঃ॥
বল্লভী চ তথা সর্ব্বানন্দী মাধাইভৈরবৌ। দশরথী চ শতানন্দী কাকুস্থী সপ্তপিণ্ডজাঃ॥
সর্ব্বানন্দী পণ্ডিতাখ্য শ্রীবর্দ্ধনী প্রমোদনী। আচম্বিতা চ চান্দাই ষড় বিপর্য্যায়তঃ স্মৃতাঃ॥
ছায়াচার্য্যকশেখরী হরিমজুমদারী শতানন্দকঃ সর্ব্বানন্দীকভৈরবাখ্যঘটকৌ শ্রীবর্দ্ধনীসংজ্ঞকে॥
শ্রীমদ্রাঘবঘোষলী চ নড়িয়াখ্যাতস্তথাচম্বিতা। শ্রীযুক্তো হি প্রমোদিনী ছয়িরিমে খ্যাতা বলাদ্দ্বাদশ॥
পণ্ডিতরত্নী চ দেহাটা স্বজনাদ্দোষজাবুভৌ দ্বাবন্যপূর্ব্বদোষেণ ছায়াচৈব সুরাইকঃ॥
গোপালঘটকী বিদ্যাধরী সচ্চট্টরাঘবী। বালী দশরথী চৈব পরমানন্দমিশ্রকঃ॥
শ্রীরঙ্গভট্টি সপ্তৈতে মেলাশ্চ খঞ্জদোষতঃ। চান্দাইশ্চৈব মাধাই দ্বৌ ব্রহ্মবধদোষতঃ।
তথৈবাচম্বিতা মেলাঃ পিতৃসন্ত্যাজ্যদোষতঃ। দশরথঘটকশ্চৈব পরমানন্দমিশ্রকঃ॥
শুভরাজকখানিশ্চ শুঙ্গো সর্ব্বাদিমল্লিকঃ। তথা হরিমজুমদারী পঞ্চকন্যাবহির্গমাৎ॥
(কুন্তভো বাণভাগশ্চ কুলবিচ্ছিন্নদাহৃতঃ। বাণমেল ইতি কেচিৎ।)

মেলের নাম।	দোষের নাম।	মেলের নাম।	দোষের নাম।
বালি		শুভরাজখানী	কন্যাবহির্গম।
শতানন্দ	পিণ্ড, বলাৎকার।	শুঙ্গসর্ব্বানন্দী	কন্যাবহির্গম।
ভৈরবঘটকী	পিণ্ড, বলাৎকার।	হরিমজুমদারী	বলাৎকার, কন্যাবহির্গম
ক	রণ্ড, পিণ্ড।	ছয়ী	বলাৎকার।

আচম্বিতা—বিপর্য্যায়, বলাৎকার, ত্যাজ্যপুত্র।

শ্রোত্রিয়গত দোষজ মেল।১

পারিহালদোষে ৪টী, কুলভিদোষে ২টী, চৌৎখণ্ডীদোষে ৪টী, কেশরকোনীদোষে ১টী, পিপ্পলীদোষে ১টী, হড়দোষে ৬টী এবং গড়গড়ীদোষে ৯টী মেল হয়। ইহার মধ্যে কিরূপ শ্রোত্রিয়গত দোষে কোন্ কোন্ মেলের উৎপত্তি হইয়াছিল, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল—

(১) "পারিদোষেণ চত্বারো দ্বৌ চেৎ কুলভিদোষতঃ। চৌৎখণ্ডিতোঽপি চত্বার একঃ কেশরদোষতঃ॥
নবৈব দিগুিদোষেণ চত্বারঃ পীতমণ্ডিতঃ। মহিন্ত্যাভিন্তয়ো মেলা নবৈব গুড়দোষতঃ॥
একঃ পিপ্পলীদোষেণ ষড়েতে হড়দোষতঃ। নব গড়্গড়িদোষেণ দেবীবরকৃতাঃ ক্রমাৎ॥
শ্রীমৎশতানন্দকপারিহালৌ শ্রীরঙ্গকঃ পণ্ডিতরত্নকশ্চ।
চত্বার এবাত্র চ পারিদোষাৎ বালিশ্রীরঙ্গৌ কুলভেশ্চ দ্বৌ তৌ॥
মাধাই চৈব চান্দাই শ্রীবর্দ্ধনপ্রমোদনৌ। চৌৎখণ্ডিতোঽপি চত্বারো বালিঃ কেশরদোষতঃ॥
খড়্দঃ পণ্ডিতরত্নকশ্চ পরমানন্দাখ্যমিশ্রসুতঃ শ্রীমচ্চট্টকরাঘবী হরিমজুমদারী তথাচম্বিতা॥
খ্যাতশ্চেৎ শুভরাজখানকপরো মাধাইচান্দাইকৌ দিগুিদোষভবা নবৈব কৃতিনা দেবীবরেণোদিতা॥
দেহাটা চ তথা চন্দ্রাপতিবিদ্যাধরাখ্যকস্তথা হরিমজুমদারী চত্বারঃ পীতমণ্ডিতঃ॥
সর্ব্বানন্দী শ্রীরঙ্গাখ্যো ঘটকো ভৈরবাখ্যকঃ। মহিন্ত্যাভিন্তয়োঽপ্যুক্তা দেবীবরবিশারদৈঃ॥
বিদ্যাধরাচার্য্যকশেখরাখ্যৌ প্রমোদনী চট্টজরাঘবাখ্যৌ।
মাধাই চান্দাই চ শুঙ্গনীলো আচম্বিতা শ্রীবিজয়াখ্যমেলৌ॥
শতাদিনন্দো গুড়তো নবামী খড়্দোঽপি চেৎ পিপ্পলদোষজাতঃ॥
শুঙ্গো সর্ব্বানন্দী তদনু শুভগোপালঘটকী প্রিয়া রঙ্গোভট্টি খলু বিমল মাধাই সুকৃতী॥
সুধীঃ শ্রীবর্দ্ধনাখ্য ইহ বিদিতশ্চন্দ্রসুমতিঃ সমুক্তাদোষজ্ঞেশ্চ বমিতি হড়েনৈব ষড়মী॥
গোপালকাচম্বিতবল্লভাখ্যা বিদ্যাধরাঃ শ্রীযুতরঙ্গভট্টিঃ।
চন্দ্রাপতিঃ খড়দধরাখ্যৌ প্রমোদনী গড়গড়িতো নবামী॥"
(দিঘাড়ী ঘণ্টেশ্বরী রায়িদোষেষু মেলো নাস্তি।)
মেল দ্বাদশসংখ্যকা মুখকুলে বন্দ্যেষু চৈকাদশ প্রোক্তাশ্চট্টকুলে নবৈব কৃতিনা দ্বৌ পূতিকে চ স্মৃতৌ।
একো ঘোষকুলেষু গাঙ্গুলিকুলে খ্যাতস্তথৈকঃ পুনঃ শ্রীদেবীবরকেন ভাববশতঃ প্রোক্তা পৃথক্ত্বেন বৈ॥"

মেলের নাম	যেরূপ শ্রোত্রিয়গত দোষে মেল হয় তাহার নাম।	মেলের নাম	যেরূপ শ্রোত্রিয়গত দোষে মেল হয় তাহার নাম।
শতানন্দখানী	... পারিহাল, গুড়।	খড়দহ	... দিগুী, পিপ্পলী, গড়গড়ি।
পারিহাল	... পারিহাল।		
শ্রীরঙ্গভট্টী	... পারিহাল, কুলভি, মহিন্ত্যা, হড়, গড়গড়ি।	পরমানন্দমিশ্রী	... দিগুী।
		চট্টরাঘবী	... দিগুী, পীতমগুী।
		হরিমজুমদারী	... দিগুী, গুড়, গড়গড়ি
পণ্ডিতরত্নী	... পারিহাল, দিগুী।	আচম্বিতা	... দিগুী, হড়।
বালি	... কুলভি, কেশরকোণী,	শুভরাজখানী	... দিগুী, হড়।
মাধাই	... চৌৎখণ্ডী, দিগুী, গুড়, হড়।	দেহাটা	... পীতমগুী।
		চন্দ্রপতি	... পীতমগুী, গড়গড়ি।
চান্দাই	... চৌৎখণ্ডী, দিগুী,	বিদ্যাধরী	... পীতমগুী, গুড়, গড়গড়ি।
শ্রীবর্দ্ধনী	... চৌৎখণ্ডী, হড়।		
প্রমোদনী	... চৌৎখণ্ডী, গুড়, গড়গড়ি।	সর্ব্বানন্দী	... মহিন্ত্যা।
		ভৈরবঘটকী	... মহিন্ত্যা।
আচার্য্যশেখরী	... গুড়।	গোপালঘটকী	... হড়, গড়গড়ি।
বিজয়পণ্ডিত	... গুড়।	বল্লভী	... গড়গড়ি।
শুঙ্গসর্ব্বানন্দী	... হড়।	ধরাধবী	... গড়গড়ি।

মেলকাণ্ডের ইতিবৃত্ত।

এই মেলকাণ্ড লইয়া রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গের নব্য ন্যায়ের মধ্যে প্রবেশ করা যেমন সাধারণের পক্ষে সহজ নহে, সেইরূপ অসংখ্যমেলগ্রন্থের গোলকধাঁদায় পড়িয়া তাৎপর্য্যপরিগ্রহ করা সাধারণের দূরধিগম। মেলকাণ্ডের ইতিহাস লইয়া কুলবিচারবিষয়ক যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে রীতিমত যেন ন্যায়ের বিচার লক্ষিত হয়১। তাহা দেখিলেই বোধ হয়, প্রাচীন কুলাচার্য্যগণ আপনাদিগের আজীবন-অধীত কুল-গ্রন্থাদি রীতিমত দুর্ব্বোধ্য জটিলশাস্ত্ররূপে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহারা আপনাদের আলোচিত বিদ্যা 'কুলশাস্ত্র' নামে প্রচার করেন। গৌড়াধিপ বল্লালসেনের সময় হইতে এই কুলশাস্ত্রের সূত্রপাত হইলেও দেবীবর বিশারদের সময় হইতেই এই শাস্ত্রের পরিপুষ্টি আরম্ভ হয়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, যে সময়ে প্রকৃত প্রস্তাবে রাঢ়ীয়

(১) প্রমাণ স্বরূপ এখানে এক পৃষ্ঠা উদ্ধৃত হইল—

"প্রদানদানাদিঘট কাল্যতমত্বে সতি মানামান্তরসমফলকব্যাপারকত্বং পরিবর্ত্তত্বং। ১

ব্রাহ্মণ-সমাজে কৌলীন্য লোপ পাইতেছিল, সেই সময়েই কুলশাস্ত্রের বহুল প্রচার দৃষ্ট হয়। দেবীবর ও ধ্রুবানন্দমিশ্র ব্যতীত বাচস্পতিমিশ্র, মহেশমিশ্র, শ্যামচতুরানন, দনুজারিমিশ্র, হরিকবীন্দ্র, হরিহর ভট্টাচার্য্য ও নুলাপঞ্চানন প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা শাস্ত্রজ্ঞ কুলাচার্য্য বহুবিধ কুলগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কুলজ্ঞরচিত মেলরহস্য, মেলমালা, মেলবন্ধ, মেল-চন্দ্রিকা, মেলদোষকারিকা, দোষাবলী, দোষনির্ণয়, দোষতন্ত্রপ্রকাশ, ভাগাদিনির্ণয় প্রভৃতি বহুগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, উক্ত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ কেবল সংস্কৃত, এবং কতকগুলি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত। সংস্কৃত ও সংস্কৃতমিশ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থে গ্রন্থকার নিজ কাব্যালঙ্কারপ্রিয়তা ও কুলবিচারাভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। আর বাঙ্গালাভাষায় লিখিত কুলগ্রন্থসমূহে সেই সময়ের সমাজচিত্র সুললিতভাষায় সমালোচিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থপাঠে প্রাচীন বঙ্গভাষা ও সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহারও কতক কতক পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম সংস্করণে ঐ সকল গ্রন্থ হইতে প্রমাণাদি উদ্ধৃত হইলেও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজ সে গুলি প্রীতির চক্ষে না দেখায় বর্ত্তমান সংস্করণে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইল। এখানে কেবল ৩৬ মেলের সংক্ষিপ্ত কারিকামাত্র উদ্ধৃত হইল—

৩৬ মেলের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

ফুলিয়া হইল মেল যে যে দোষ তায়। নান্দা ধান্দা বারুইহাটী গঙ্গানন্দে পায়॥
খড়দহ মহাকুল সভের ভাজন। দিগুিগত সুখনালী মেলের কারণ॥

"পরিবর্ত্তবোধকত্বে সতি বৈশিষ্ট্যাবৈশিষ্ট্যতান্যতরপ্রবোধকত্বং অংশত্বং॥ ২॥
প্রথমপুরুষাপেক্ষ্য দ্বিতীয়াদিপুরুষসমগণ্যত্বং॥ ৩॥
বাধ্যবাধকতয়োভয়োঃ পরস্পরসমযোগ্যত্বং প্রতিযোগ্যত্বং॥ ৪॥
যস্যাঃ প্রক্রিয়তে বস্তু প্রকৃতিঃ সৈব কথ্যতে।
তদ্রূপেণাত্র প্রকৃতি মেলস্য কথিতা বুধৈঃ॥ ৫॥
বিবাহদূষিতত্বে সতি পরিবর্ত্তরহিতত্বং বংশজত্বং। অন্যচ্চ—পরিবর্ত্তশক্তিত্বে অকৃতপরির্ত্তত্বং কুলজত্বং॥ ৬॥ নৈকদোষেণ মেলঃ স্যাৎ যথা ঘটকুলালবৎ॥ ৭॥
ন্যূনেবাপ্যধিকে বাপি গ্রহণেন পরম্পরং।
বিবাহদূষিতানাস্তু যতঃ কন্যা ততঃ কুলং॥ ৮॥
গ্রহণাৎ স্বস্য পুত্রস্য বরস্বাভিমতস্য চ। পৌত্রস্য ভ্রাতৃপুত্রস্য কুলকর্ত্তুর্ভবেৎ কুলং॥ ৯॥
স্বগোত্রঃ পরগোত্রো বা পোষ্যপুত্রঃ কুলং দহেৎ॥ ১০॥
যৎকুলস্থা ভবেৎ কন্যা তৎকুলে বরদায়িনী॥ ১১॥ কুলমূলমপহ্নবং॥ ১২॥
ত্বং হি মৎকন্যকোদ্বাহী ভব ক্ষেমোন সাম্প্রতম্। ত্বৎকন্যোদ্বাহী পুত্রো মে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ১৩॥
যদা যদা হীনভাবো ক্ষেম্যযোগ্যস্য দৃশ্যতে। তদা তৎক্ষেম্যযোগ্যত্বাৎ পুত্রভাবোঽপি হীয়তে॥ ১৪॥
অকৃতী কৃতিনং গচ্ছেৎ ক্ষেম্যভাবং প্রযাতি চ॥ ১৫॥ অভ্যাবৃত্ত্যা ভবেত্তঙ্গঃ প্রধানস্যৈব ধীমতঃ॥ ১৬॥
(একজনে ভিন্নাংশে বারদ্বয়ং কর্ম্ম অভ্যাবৃত্তিঃ। ন তু গৌণস্য বৃদ্ধিঃ।)
অকৃতী কৃতিনং কৃত্বা চার্তিং তাতসদৃক্ জনং। সহজং ক্ষেম্যতাং যাতি বর্দ্ধিত্বানুগতো নচেৎ॥ ১৭॥" ইত্যাদি

বল্লভী হৈল মেল পিণ্ডদোষ পাইয়া। মৈথিলানী একভাগ গোবিন্দখোড়ী লইয়া ॥
মহিন্তা দোষেতে হইল মেল সর্ব্বানন্দী। সিন্দুরাকৈবর্ত্তদোষ হৃদয়ে সুবুদ্ধি ॥
পণ্ডিতরত্নী মেল উদ্ধরণী ভারে। আঠা কাশী রঘুসুত পড়ে তার পরে ॥
হইল বাঙ্গালা মেল মদদোষ হেতু। হড় পায় বিপ্রসাদ মেল মধ্যসেতু ॥
ছায়ামেল হৈল পরে নরেন্দ্রঘটিত। লথাই আসিয়া তাহে করে আচম্বিত ॥
অন্যপূর্ব্বা দোষে মেল হৈল সুরাই। সুরাই ভাঙ্গিয়া ছায়া করিল বরাই ॥
দিগুিপোড়া কাটা দোষে বাণ জড়াজড়ি। শ্রীমন্তখানীতে কেহো করিলেক রাড়ী ॥
অকৃতী গুড়দোষে মেল আচার্য্যশেখর। গোপালঘটকী হড় কহি তার পর ॥
দিগুি গুড়দোষে মেল রাঘব করিলা। কুল পরিবাদদোষে বিজয় মজিলা ॥
ব্রহ্মবধ চৌৎখণ্ডীদোষ চাঁদ পাইয়া। চাঁদাই হইল মেল জীবধর লইয়া ॥
পিণ্ড সংশয়ে মেল করিল মাধাই। সুখনালী দিগুিদোষ বিদ্যাধরী কই ॥
রায়ের দিগুী বিয়া ছিল দৈবকীনন্দনে। পারিদোষে পারিহাল সর্ব্বলোকে জানে ॥
গড় গুড় দুই দোষে মেল প্রমোদনী। মৈথিলানীগত দোষে শ্রীরঙ্গভট্ট জানি ॥
শতানন্দখানী গুড় পারিদোষ মতে। ভৈরবঘটকী মেল যবনদোষ হইতে ॥
কাকুস্থী হৈল মেল জাতিদোষ তায়। আচম্বিতা মেল দিগুী গৌতমেতে যায় ॥
দেহাটা হৈল মেল যবন-দোষ তায়। দশরথ ঘণ্টেশ্বরী বিপর্য্যায় পায় ॥
মালাধরখানী কুন্দ কন্যাবধদোষে। নড়িয়াতে কুলাভাব কুলাচার্য্যে ঘোষে ॥
ধরাধরী শ্রীবর্দ্ধনী চৌৎখণ্ডী লয়। 'ওয়াদ্দরি' (?) সবে বলে এই পরিচয় ॥
পরমানন্দমিশ্র মেল হইল তাহার পর। বটেশ্বর নায়কের দোষ তার পর ॥
দো-পড়া দোষেতে মেল ঘোষাল রাঘব। শুভরাজখানী মেল পীতমুণ্ডীভব ॥
যবন ও রাম্নীতে ভগ্ন হরিমজুমদারী। শুদ্ধ সর্ব্বানন্দী মেল হড়দোষ ভারি ॥
পরে কহি ছয়িমেল অংশ ছদ্ম যথা। পূর্ব্বে হইয়া পরে আইসে কেবলমাত্র কথা ॥*

* . ৩৬ মেলের মধ্যে ফুলিয়াই প্রধান। এ কারণ এই মেলের উৎপত্তি বুঝাইয়া দিবার জন্য অতি সংক্ষেপে কএক ছত্র লিখিত হইল,—

নাঁদা, ধাঁদা, বারুইহাটী ও মুলুকজুড়ী প্রধানতঃ এই চারি দোষে ফুলিয়া মেলের উৎপত্তি।

নাঁদা নামক স্থানের বাঁড়ুরীগণ বংশজ ছিলেন। ফুং মুং গঙ্গানন্দের জ্যেষ্ঠ সহোদর বল্লভ উক্ত নাঁদার বাঁড়ুরীর কন্যা বিবাহ করেন, তাহাতে তাহার কুলচ্যুতি ঘটে। এদিকে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত দুর্গাবর-পণ্ডিতের বরে বল্লভের কুলকার্য্য হয়। এখন ঘটকেরা নাঁদার বাঁড়ুরীদিগকে মাধচটক নামক শ্রোত্রিয় মধ্যে গণ্য করিয়া দুর্গাবরের কুলরক্ষা করেন। ইহাতে গঙ্গানন্দের কুলে নাঁদাদোষ সংক্রামিত হয়।

ধাঁদা নামক খালের নিকট হাঁসাই নামে এক থানাদার থাকিত। শ্রীনাথ চট্টের দুই অবিবাহিত কন্যা সেই খালে জল আনিতে যায়। হাঁসাইথানাদার তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়। ইহার এক কন্যা কংসারি পুতিতুণ্ড ও অপর কন্যা গঙ্গাধর বন্দ্যো বিবাহ করেন। গঙ্গাধরের সহিত নীলকণ্ঠ গাঙ্গের কুল হয়। আবার নীলকণ্ঠ গঙ্গানন্দের সহিত আদান প্রদান করেন। এইরূপে গঙ্গানন্দ ধাঁদাদোষে দূষিত হন।

পূর্ব্ববর্ণিত ৩৬ মেল ব্যতীত রায়মেলের উল্লেখ দেখিয়া কেহ কেহ ৩৭টী মেল কল্পনা করিতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রাচীন কুলাচার্য্যকারিকায় রায়মেলের উল্লেখ নাই। আধুনিক কারিকায় ছায়ানরেন্দ্রীর পরিবর্ত্তে রায়মেলের উল্লেখ দেখা যায়। আধুনিক মতে সুরাই ও ছায়া একই, বঙ্গে সুরাই, রাঢ়ে ছায়া। বাস্তবিক ৩৬ মেলব্যতীত আর মেল নাই। যথা মেল-প্রবন্ধ-সংগ্রহে——

"ছত্তিশ মেলের জায়, সকল ঘটকে গায়, ইহা বই মেল নাহি আর।
যে যার খাতক কুল, সে তাহার সমতুল, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার॥"

পূর্ব্বোদ্ধৃত ৩৬ মেলের কারিকাগুলি পাঠ করিলে স্পষ্ট জানা যায় যে, কারিকায় যে সমস্ত দোষ বর্ণিত হইয়াছে, ঐ সমস্ত দোষ দেবীবরের সময় ঘটে নাই, তাহার পরেও অনেক দোষ ঘটিয়াছিল। তবে কারিকায় বর্ণিত থাকায় যথাযথ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ৩৬ মেলের বিবরণ পাঠ করিলে বোধ হয় যে, দেবীবর প্রতি মেলে দুই দুই জনকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করেন। যাহা হইতে মেলের উৎপত্তি তিনি প্রকৃতি এবং তাঁহার সহিত কুল করিয়া যিনি সমমর্য্যাদাপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি পালটী। (সাধারণের সুবিধার জন্য এখানে প্রকৃতি ও পালটীর একটী স্বতন্ত্র তালিকা উদ্ধৃত করিলাম।)

মেলের নাম।	প্রকৃতি।	পালটী।
১। কুলিয়া	গঙ্গানন্দ মুখ	শ্রীনাথ বন্দ্য।
২। খড়দহ	যোগেশ্বর পণ্ডিত মুখ	মধু চট্ট।
৩। বল্লভী	বল্লভাচার্য্য বন্দ্য	সর্ব্বানন্দ ঘোষাল
৪। সর্ব্বানন্দী	সর্ব্বানন্দ বন্দ্য	রাঘব গাঙ্গ।
৫। পণ্ডিতরত্নী	পণ্ডিত দৈবকীনন্দন মুখ	গরুড় চট্ট।
৬। বাঙ্গাল	রত্নাকর বন্দ্য	মুকুন্দ চট্ট।
৭। আচার্য্যশেখরী	ত্রিলোচনাচার্য্যশেখর বন্দ্য	কমলেশ্বর চট্ট।
৮। গোপালঘটকী	গোপালঘটক মুখ	গুণার্ণব চট্ট।
৯। চট্টরাঘবী	রাঘব চট্ট	শ্রীপতি বন্দ্য।
১০। বিজয়পণ্ডিতী	বিজয়পণ্ডিত বন্দ্য	সদাশিব মুখ।
১১। ছায়া-নরেন্দ্রী	নিত্যানন্দ বন্দ্য	শ্রীনাথ চট্ট।

বারুইহাটী গ্রামের ব্রাহ্মণেরা বারুই যাজন দ্বারা সমাজে হীন হইয়াছিল। এখানে কোন সদ্‌ব্রাহ্মণ কার্য্য করিতেন না। কাঁচনার মুখটী অর্জ্জুনমিশ্র সেই গ্রামে ভোজন করায় সমাজচ্যুত হইয়া ছিলেন। শ্রীপতি বন্দ্যোর সহিত তাঁহার কুলকার্য্য হয়। পরে ঐ শ্রীপতির সহিত কুল করিয়া গঙ্গানন্দ বারুইহাটী দোষাক্রান্ত হন।

মুলুকজুড়ি (সাতশতীর) কন্যাগ্রহণ কুলীনের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। গঙ্গানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র শিবাচার্য্য মুলুকজুড়ীর কন্যা বিবাহ করায় কুলভ্রষ্ট হন, পরে শ্রীপতিবন্দ্যোর কন্যা বিবাহ করায় তাঁহার কুলরক্ষা হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে গঙ্গানন্দও মুলুকজুড়িদোষে পতিত হন। ইত্যাদি।

১২।	সুরাই	সুরানন্দ ঘটকসিংহ পূতিতুণ্ড	চট্ট ত্রিপুরারি।
১৩।	মাধাই	মাধবাচার্য্য বন্দ্য	মনোহর চট্ট।
১৪।	বিদ্যাধরী	বিদ্যাধর চট্ট	বিকর্ত্তন মুখ।
১৫।	পারিহাল	রাঘব চট্ট	পঞ্চানন বন্দ্য।
১৬।	শ্রীরঙ্গভট্টী	শ্রীরঙ্গভট্ট পূতিতুণ্ড	বাণ মুখ।
১৭।	প্রমোদনী	জিতামিত্র মুখ	রাম চট্ট।
১৮।	বালী	কেশব চট্টরাজ	শ্রীকান্ত বন্দ্য।
১৯।	চন্দ্রাপতী	চন্দ্রপতি মুখ	শুভঙ্কর চট্ট।
২০।	শতানন্দখানী	মাধবশতানন্দখান মুখ	জগদানন্দ বন্দ্য।
২১।	ভৈরবঘটকী	ভৈরবঘটক বন্দ্য	মনোহর পূতিতুণ্ড
২২।	কাকুস্থী	কাকুৎস্থ চট্ট চৈতলী	দামোদর বন্দ্য।
২৩।	আচম্বিতা	চক্রপাণি মুখ	গৌতমঘটক চট্ট।
২৪।	দেহাটা	দানপতি চট্ট	শ্রীনিবাস গাঙ্গ।
২৫।	ধরাধরী	ধরাধর চট্ট	হিরণ্য বন্দ্য।
২৬।	দশরথঘটকী	দশরথ মুখ	কমলাক্ষ চট্ট।
২৭।	মালাধরখানী	মালাধর মুখ	চতুর্ভুজ চট্ট।
২৮।	নড়িয়া	চণ্ডীবর গাঙ্গ	বলভদ্র চট্ট।
২৯।	শ্রীবর্দ্ধনী	শ্রীবর্দ্ধন মুখ	চক্রপাণি চট্ট।
৩০।	পরমানন্দ মিশ্রী	পরমানন্দ বন্দ্য	লক্ষ্মণ ঘোষাল।
৩১।	রাঘবঘোষালী	রাঘব ঘোষাল	বাসুদেব মুখ।
৩২।	শুভরাজখানী	শুভরাজখান বন্দ্য	কৃত্তিবাস চট্ট।
৩৩।	শুঙ্গোসর্ব্বানন্দী	বাণীনাথ মুখ	নিত্যানন্দ গাঙ্গ।
৩৪।	হরি মজুমদারী	হরি চট্ট	শ্রীনিবাস ঘোষাল।
৩৫।	ছয়ী	ছয়ী চট্ট	কেশব বন্দ্য
৩৬।	চান্দাই	চাঁদাই বন্দ্য	ছকড়ি চট্ট।
	রায়মেল	যাদব বন্দ্য	হরি মল্লিক।

শুভরাজখানী মেলের প্রকৃতি শুভরাজখান আখণ্ডলের পুত্র তপনের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহেশাদি কোন কোন কুলাচার্য্য এই তপনকে বংশজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, অথচ তাঁহারই বংশধর মেলের একজন প্রধান কুলীন হইলেন[১]।

(পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় প্রকৃতি ও পালটীগণের পিতৃবংশাবলী দ্রষ্টব্য।)

---

(১) "কুলেন হীনা অতএব সর্ব্বে তদাদিবংশাঃ কুলগর্ব্বনষ্টাঃ।
তস্মাদাখণ্ডলশর্ম্মণো গতকুলাঃ ব্রাহ্মণ্যবিদ্যান্বিতাঃ। সন্তোষস্তপনপ্রিয়ঙ্করইমে পুত্রাস্ত্রয়ো জজ্ঞিরে।"
(রাণাঘাটনিবাসী ৺সাতকড়িঘটকসংগৃহীত কুলপঞ্জিকা।)

* ১৪৪ পৃষ্ঠায় পিতৃনাম দ্রষ্টব্য। ১ নড়িয়ার প্রকৃতি। ২ সর্ব্বানন্দীর পালটী। ৩ দেহাটার পালটী।

* ১৪২ পৃষ্ঠায় পিতৃনাম দ্রষ্টব্য। ১ ভৈরবঘটকীর পালটী। ২ সুরাইমেলের প্রকৃতি। ৩ শ্রীরঙ্গভট্টির প্রকৃতি। ৪ হরিমজুমদারীর পালটী। ৫ রাঘবঘোষালীর প্রকৃতি। ৬ পরমানন্দমিশ্রীর পালটী। ৭ বল্লভীর পালটী। ৮ রায়মেলের পালটী।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অষ্টম পরিচ্ছেদ

---*---

ভাগাদি-নির্ণয়

যাহাদের লইয়া মেল হয়, তাহারাই মেলী। তদ্ভিন্ন যে সকল কুলীন মেলের মধ্যে আসে নাই, তাহারাই অমেলী। এই মেলীর মধ্যে অনেকেই পরে কোন না কোন মেলভুক্ত হন। যাঁহারা মেলে আসেন নাই, তাঁহারা ঘটকদিগের নিগ্রহে ও ঔদাসীন্যে বংশজ দলভুক্ত হইলেন।

দেবীবর মেলের মধ্যে আবার ভাগ, ভাব ও যূথ এই তিন প্রকার শ্রেণী নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভাগ—দোষী সর্ব্বদ্বারী সহ নির্দ্দোষ মেলীর দর্শনে অর্থাৎ মেলে ও অমেলে দেখা হইলে ভাগ হয়১।

ভাব—সর্ব্বদ্বারীসহ অথবা মেলীর সহিত দোষী মেলীর দর্শনে ভাব হয়২।

যূথ—দোষী মেলীদিগের মধ্যে এক সময় পরস্পর সম্মিলন হইলে তাহাতে যূথোৎপত্তি হয়৩ অর্থাৎ মেলের সহিত মেলের দেখা হইলে, তাহার নাম যূথ।

খড়দহ মেলে ৫টী ভাগ—যজ্ঞেশ্বরী, পঞ্চানর্থী, বৈদ্যনাথী, হড়সিদ্ধান্তী ও হরিমিশ্রী।

যজ্ঞেশ্বরী।—ছোট ফুলিয়া গোবিন্দমিশ্রের পুত্র যজ্ঞেশ্বর চং শ্রীগর্ভের সহিত (তৎপুত্র ভগবান্‌কে শ্রীগর্ভের বরে প্রদান করিয়া) কুল করেন। ভগবান্ চট্টের বিবাহ যবনদোষ ঘটে, সেই দোষ যজ্ঞেশ্বরে স্পর্শে। যজ্ঞেশ্বর মুখো দিগম্বর চট্টের কন্যা বিবাহ করেন। দিগম্বরের গাঞি লইয়া গোল ছিল, কাহারও মতে চট্ট, কাহারও মতে পালধী। পরে রঘুদেবের সহিত তাঁহার ক্ষেমা কুল হয়। যজ্ঞেশ্বরমুখ মেলী আর সুন্দর বাঁড়ুয্যের পুত্র রঘু অমেলী, এই উভয় যোগে যজ্ঞেশ্বরী ভাগোৎপত্তি হইল।৪

(১) "সর্ব্বদ্বারিভিরন্যদূষণযুতৈর্মেলী যদা দূষিতঃ শ্রীদেবীবরকেণ সৎকুলবিদা ভাগস্তু তত্রোদিতঃ।"

(২) "সর্ব্বদ্বারিজনোঽন্যদোষসহিতো মেলান্তযুক্তোঽপি চেৎ
ভাবাস্তত্র মতোঽন্যদোষসহিতো মেলী যদৈকো ভবেৎ॥
সর্ব্বদ্বারিসহঞ্চ মেলিসহ বা তত্রৈব ভাবো ধ্রুবং॥

(৩) "যূথানামপি মেলিনাং মলবতাং সম্মিলনাদ্‌যূথকম্‌॥" (দেবীবর।)

(৪) 'মধুর বিভাগে ভাগ হইল পঞ্চবর। প্রথমে নিশ্চিত হইল ভাগ যজ্ঞেশ্বর।
অতঃপর কহি শোন দিগম্বরের গতি। পালধীবংশেতে জন্ম কুলে শুদ্ধ মতি॥

পঞ্চানর্থী।—রজনীকরঘটক (কাঞ্জী বা কাঞ্জাড়ী), বিষ্ণু সিদ্ধান্ত (গাঙ্গুলী বা গেয়াড়ী) বিষ্ণু (চট্ট বা পাকড়ী), বঞ্চক সনাতন (চট্ট বা পালধী), আচার্য্যশেখর (বন্দ্য বা বটব্যাল) এই পঞ্চসন্দিগ্ধ গ্রামীর সংস্রবে পঞ্চদোষে পঞ্চানর্থী[১] ভাগের উৎপত্তি হয়[২]।

বং বংশধরের পুত্র বৈদ্যনাথ পিতার দোষে দোষগ্রস্ত হওয়ায়, তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা কুল করেন, তাঁহাদের লইয়া বৈদ্যনাথী ভাগ। বংশধরের দোষ এই গুলি—বংশধরের পুত্র কৃষ্ণানন্দ বেশ্যাগমনহেতু রণ্ডদোষপ্রাপ্ত মুং পাঁচুর সঙ্গে কুল করেন, বংশধর নিজের সংস্রব বাঁচাইবার জন্য জীবিত কৃষ্ণানন্দ মরিয়াছে বলিয়া তাহার নামে পিণ্ড দিয়া শ্রাদ্ধ করেন। কৃষ্ণানন্দ ইহাতে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া বলপূর্ব্বক হরিমিশ্রসুত কৃষ্ণানন্দকে আপন ভগিনী দান করেন। হরিমিশ্র ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্র কৃষ্ণানন্দ মরিয়াছে বলিয়া তাঁহার পিণ্ড দেন। আবার ওদিকে বংশধর জীবিত পুত্রের পিণ্ড দেওয়ার জন্য নিজেও দোষযুক্ত হওয়ায় তাঁহার কন্যা যখন কেহ লইতে স্বীকার নহে, তখন চং দিনকরের পুত্র কৃষ্ণানন্দকে আপন অপরা কন্যা দান করেন, তাহাতে কৃষ্ণানন্দেরও কিছু উপকার হয়, যেহেতু তিনি পূর্ব্বে কাঞ্জিকন্যা বিবাহহেতু ঠেলা ছিলেন। একে কাঞ্জিকন্যাবিবাহ, তাহার উপর আবার বংশধরের কন্যাগ্রহণ, পুত্রের এই সকল দোষে রুষ্ট হইয়া সে মরিয়াছে বলিয়া দিনকরও তাহার পিণ্ড দেন। তখন তিন কৃষ্ণানন্দই সমান দশা প্রাপ্ত হওয়ায়, আপন আপন পিতার উপর প্রতিশোধ লইতে, তিন জনে একজোট হইয়া আপন আপন পিতা মরিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের শ্রাদ্ধ করিয়া পিণ্ড প্রদান করেন।

সত্যবীর্য্য আদি করি দানেতে প্রধান। যজ্ঞেশ্বর মুখ বরে করেন কন্যাদান॥
দৈবযোগে তাহার ঘরে দেবীবরের স্থিতি। অহঙ্কারে মত্ত হইয়া না করান অতিথি॥
প্রভাতে উঠিয়া বলে শোন সর্ব্বজনে। চট্টবংশেতে জন্ম পালধী কে গণে॥
পরে কুল করেন তিনি রঘু বন্দ্য সনে। সেই হেতু যজ্ঞেশ্বরী ঘটকে বাখানে॥
অপিচ।—যজ্ঞেশ্বর মুখবর গোবিন্দতনয়। দিগাই বিবাহ করি বড় লাজ হয়॥
সেই হেতু যজ্ঞেশ্বরে পরে বজ্রাঘাত। শ্রীগর্ভতনয় সঙ্গে কুলের পশ্চাৎ॥
গোপীনাথ বন্দ্যবর সবাই তনয়। দিগম্বরের কন্যা তেঁহ করেন পরিণয়॥"

(১) 'রজনী চ তথা বিষ্ণু কাশ্যপে বঞ্চকসনা। আচার্য্যশেখরশ্চৈব পঞ্চানর্থাঃ কুলান্তকাঃ॥"

(২) "কামদেবতনয় বাণী মুখবংশে শুনি। রজনীকরের কন্যা-বিহা হইলেক গ্লানি॥
কাঞ্জারি কাঞ্জিবিপ্রী এই সে বিবাদ। দেবীবরের পায়ে পড়ে লইলা প্রসাদ॥
দৈবকী কণ্টকদীয়া সুন্দরেব বেটা। বিষ্ণুকন্যা-বিহা তার লোকে দেয় খোটা॥
গাঙ্গুলি সেয়াড়ি বলি কথা লোকে ঘোষে। পুত্র হতে কুল গেল নষ্ট হব শেষে॥
সুনন্দ বিষ্ণুর কন্যা করেন পরিণয়। চট্ট কিম্বা পর্কটীয়া তাহাতে সংশয়॥
পুরাই মুখের কথা বিবাহ কৌতুক। সনাতনের কন্যা-বিহা করিয়া বিমুখ॥
পালধী কি চট্ট বলি লোকে মানামানি। আমা হইতে মুখবংশ নহে অপমানী॥
শ্রীগর্ভতনয় পাঁচু অবসথী চট্ট। আচার্য্যশেখরের কন্যা বিবাহেতে দুষ্ট॥
ন্দ্য কিম্বা বটব্যাল লোকেতে বাখানি। পঞ্চানর্থী এই পঞ্চ দোষে মাত্র জানি॥"

এখন দোষ হইতেছে, পাঁচুর রণ্ডদোষ এবং তিন কৃষ্ণানন্দ ও তাঁহাদের বাপের পিণ্ডদোষ। মাঝে পড়িয়া ধরা পড়িল, বংশধরের পুত্রত্ব হেতু বৈদ্যনাথ, তাহা হইতে বৈদ্যনাথী ভাগ হইল।[১]

হড়সিদ্ধান্তী।—ভুবনজ জগন্নাথ ঘোষাল-স্পৃষ্ট বন্দ্য কেশবের কন্যা অং চং দেবীদাস বিবাহ করেন। কাং বং কৃষ্ণানন্দ বলপূর্ব্বক নরহরি চট্টকে কন্যা দেন। আবার নরহরির কন্যা বলপূর্ব্বক সন্তোষমুখকে দেওয়া হয়। অং চং দেবীদাস বলপূর্ব্বক রতিকান্ত মুখের সহিত কন্যা বিবাহ দেন, তাহাতে বিপর্য্যায় দোষ ঘটে। পরে সন্তোষ মুখের পুত্র রমাকান্ত চণ্ডীদাস বন্দ্যের কন্যাকে বলাৎকারে বিবাহ করেন। অতঃপর বিং মুং অনন্তসুত দুর্গাদাস অং চং নরহরির কন্যা বলপূর্ব্বক বিবাহ করেন। নরহরি আবার বলপূর্ব্বক সন্তোষমুখের কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। সন্তোষমুখের পুত্র রমাকান্ত কাং বং কৃষ্ণানন্দের কন্যা বলাৎকারে বিবাহ করেন, ইহাতে বিপর্য্যায় হইল। অং চং মধুজ নরহরির লভ্য কাং বং কৃষ্ণানন্দ। উপরোক্ত সমস্ত দোষ গুলিতে লিপ্ত কাং বং লোহাই বন্দ্যের পুত্র কৃষ্ণানন্দ হড় গ্রামী শঙ্কর সিদ্ধান্তের কন্যা বিবাহ করায়, কৃষ্ণানন্দ ও তাহার সংস্রবে আগত কুলীনদের লইয়া থাক হইল।[২]

---

(১) "বংশধরসুত বৈদ্যনাথ শুভমতি। পিতৃদোষে পিণ্ডভাষে কুলে অপগতি॥
হরিমিশ্রসুত কৃষ্ণ কাঞ্জিসুতাপতি। দিনকরসুত কৃষ্ণ ঘোষলীতে গতি॥
বংশধরসুত কৃষ্ণের রণ্ডদোষ ছিল। তিন পিণ্ডে জড়াজড়ি এককালে হৈল॥
তারপর বৈদ্যনাথ কুলেতে কুণ্ঠিত। মধুসুত হইয়া আইসেন ত্বরিত॥
এই দোষে দুষ্ট হইল বন্দ্য মহারথী। তদবধি স্থির হইল ভাগ বৈদ্যনাথী॥"
দনুজারি মিশ্রের কারিকায় লিখিত আছে—
পোচুঁ রণ্ডে ন্যূন করে বন্দ্য কৃষ্ণানন্দ। সেই ঘরে বংশ হরি হইলেন বন্ধ॥
দোষ পাইয়া বংশধর চিন্তে মনে মন। পুত্রে পিণ্ড দিয়া করেন ঘর বিসর্জ্জন॥
পিতৃপিণ্ডে কৃষ্ণানন্দ নিরানন্দ হইয়া। হরিমিশ্রসুত কৃষ্ণে কন্যা দেয়েন বিয়া॥
আত্মদোষে বংশধর আপনে মজিয়া। দিনকরসুত কৃষ্ণে ভগিনী দেয়েন বিয়া॥
রুষ্ট হইয়া দিনকর কৃষ্ণে পিণ্ড দিল। কৃষ্ণের ভগিনী দুই অদত্তা আছিল॥
প্রমাদ করেন কৃষ্ণ রুষ্ট হইয়া মনে। বংশসুতে আর হরিমিশ্রের নন্দনে॥
হরির তনয়া চট্ট কৃষ্ণ করেন বিয়া। পিতৃবধেন তিন কৃষ্ণ একত্র হইয়া॥
হরিমিশ্রসুত কৃষ্ণ কাঞ্জিসুতাপতি। বংশধরের কন্যা পাইয়া হৃষ্ট হইল অতি॥
সেই হেতু করেন হরি কৃষ্ণে পিণ্ডদান। চট্টকৃষ্ণে মুখ কৃষ্ণ ভগিনী করেন দান॥
চট্টের ভগিনী করেন পিতৃবরে বিয়া। দগ্ধ করেন পিতৃকুল পিণ্ডেতে পুরিয়া॥
অন্যচ্চ—রণ্ডদোষে পঞ্চানন ভাবে অনিবার। বংশধরসুত কৃষ্ণানন্দে বলাৎকার॥"

(২) "বন্দ্যো কেশবকে জগোন্নতিকুলং কৃষ্ণাত্মজা চং নরে
সন্তোষেঽপি নরাত্মজা রতিমুখে দেবীসুতানুক্রমাৎ।
চণ্ডীদাসসুতা রমাইমুখজেঽনন্তাত্মজা লব্ধগে
সর্ব্বৈরেব কুলৈর্হতো নিজকুলে সিদ্ধান্তমগ্নে হড়ে॥

হরিমিশ্রী।—ছোট কুলিয়া ধনপতিমিশ্রের পুত্র গোবিন্দ মিশ্র তৎপুত্র হরিমিশ্র গং বং বংশধরের সহিত কুল করিয়া রণ্ড, পিণ্ড, বলাৎকার ও বিপর্য্যায় দোষ পান, তিনি অমেলী বাবলার শ্রীনাথ বন্দ্যোর সহিত কুল করায় হরিমিশ্রী ভাগ হইল। মুখ যোগেশ্বরের পুত্র ত্রিবিক্রমে কুলকার্য্যে শ্রীনাথ খড়দহমেলে প্রবেশ করেন।[১]

অয়ং গদঃ শ্রীহড়বংশজন্মা সিদ্ধান্তনামা কুলনাশহেতুঃ।
বৃথাশ্রমঞ্চার্থবিনাশনায় হড়ং কুলান্তং ঘটকাঃ সমূচুঃ॥"
"জগো দোষে বাণী মরে মধু হৃদয় যোগে। সেই হেতু হৃদয়পুত্র বরেন গুণাই আগে॥
দোষে মৃত্যুঞ্জয় পান বিশ্বনাথ। সেই দোষে জানকীনাথ মাথায় দিলেন হাত॥
কান্দে কান্দে জানকীনাথ মোর হল কি। ত্রিদোষ ঘুচায় হেন বৈদ্য হল ঝি॥
অপিচ—কেশবের কি কহিব কথা, জগো ঘোষলীর নিয়া সুতা, দোলমঞ্চে করিল নিছনি॥
শেষে দেবী চট্টের গৃহিণী॥
কৃষ্ণানন্দে বলাৎকার, নরাইতে চমৎকার, সন্তোষে নরাই করেন বলে।
বিপর্য্যায় দেবীদাসে, বলে রতি সর্ব্বনেশে, রমাই চণ্ডীদাসের মজায় কুলে॥
লক্ষ্মণ গুণানন্দখানী, অনন্তের কন্যা আনি, বিহা করি করে বলাৎকার।
দুর্গাই নরাই সুতা, কৃষ্ণাই সুতাবিবাহিতা, বিপর্য্যায় কিবা কুল তার॥
অন্যচ্চ— কৃষ্ণানন্দ নিরানন্দ হড় বিয়া করি। বলাৎকার তায় আইলা চট্ট নরহরি॥
গুণানন্দ থানে পণ লইয়া কেশব বন্দ্যবর। জগো ঘোষের দোষ পাইয়া অনন্ত করি ঘর॥
মুখ সন্তোষ অন্যা (তার) হড় দোষের সন্ধি। নরহরি কন্যা দিল তারে করি বন্দী॥
এই দোষে ঠেকিলা বন্দ্য চণ্ডীদাস। (চট্ট) মহেশ ঘরে হরি আর্ত্তি করে ধন দিয়া নির্য্যাস॥
বিং মুং অনন্তমুখ বলাৎকারদোষে। পিণ্ডদান করিয়া মাইয়া অবশেষে॥"

(১) "রণ্ড পিণ্ড বলাৎকার বিপর্য্যায় পাইয়া। বাবলা শ্রীনাথ ক্ষেমা মধুতে মজিয়া॥
এই দোষে হরিমিশ্রী ভাগের উদয়। বন্দ্য দামোদর করি কুলের প্রলয়॥"
তথাচ হরিহরে—
"রণ্ডপিণ্ডবলাৎকারাদ্ধরিমিশ্রিঃ পুরা হতঃ। মন্ত্রসংগ্রহদোষেণ দৈবকীনন্দনো মৃতঃ॥
অন্যচ্চ— সনাতনাচার্য্যকৃতাস্তদণ্ডাহতো হরিঃ কৃষ্ণসুতেন পিণ্ডে
বলাৎ পুনর্ব্বংশধরপ্রসূতাং নীত্বা ক্ষয়ং যাতি দিনেশপিণ্ডাৎ।
পূর্ব্বং রণ্ডসমুস্তবৈশ্চ নিয়তং পিণ্ডৈঃ সনাচার্য্যকৈঃ
সর্ব্বানন্দিকুলেন্দুবন্দ্যকুলজে দামোদরে তদ্বলাৎ।

---

(১) বর্ত্তমান ঘটকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, মহিন্ত্যা জগদানন্দ, পোড়ারি গজেন্দ্র ও দিঘী পরমানন্দ এই তিন গৌণকুলীনে এক দল ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে দিঘী পরমানন্দ গয়ঘড় বন্দ্য বাণের কন্যা, বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করায়, কুলীনেরা এক জোট হইয়া তাঁহাদিগকে কুলান্তক দোষী শ্রোত্রিয় মধ্যে গণ্য করিয়া তাঁহাদের কন্যা গ্রহণ বন্ধ করেন। এই দলের হড়বংশীয় শঙ্করসিদ্ধান্তের কন্যা লোহাই বন্দ্যোর পুত্র কৃষ্ণ বিবাহ করায় হড়সিদ্ধান্তীদোষ প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণানন্দের সংস্রবে যাঁহারা আসিলেন, তাঁহারা খড়দহের মধ্যে হড়সিদ্ধান্তী নামে এক ভাগ হইয়া গেল, মেল খড়দহই রহিল।

বল্লভীমেলেএকটী ভাগ হয়, তাহার নাম গোবিন্দখোড়ী ভাগ।

ধং চং শ্রীনাথের পুত্র গোবিন্দ খঞ্জ ছিলেন, তাঁহার সহিত (সাং বং) রত্নগর্ভের (ন্যূন) কুল হয়। রত্নগর্ভের মৈথিলানী অপবাদ ছিল। পরে নপাড়ী চতুর্ভুজসুত যদুনন্দন বন্দ্যোর সহিত কুল (আর্ত্তি) হইল। এইরূপে গোবিন্দখোড়ী ভাগ হয়—

"গোবিন্দখোড়ী মৈথিলানী রত্নগর্ভ লইয়া।"

সর্ব্বানন্দীমেলে ভাগ নাই। পণ্ডিতরত্নী মেলে আঠা ভাগ। পণ্ডিতরত্নীমেলে 'আঠা চণ্ডীদাস' হইতে আঠাভাগের উৎপত্তি হইয়াছে। সুখনালী, জাফরখানী, শ্রীমন্তখানী ও ত্রৈলোক্যাত্মজগতদোষে, এতদ্ভিন্ন কুশময়ী কন্যাদান, দিণ্ডিকন্যাসংগ্রহ, স্ত্রীবহির্গম, কার্পণ্য, অতিশয় মাৎসর্য্য, ও নিজ নিজ বৃত্তিত্যাগ ইত্যাদি দোষে কুলাচার্য্যগণ এই কুলকে হেয় বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

দৈবক্যাম্বিতসংগ্রহৈশ্চ নিয়তং বীতক্রমৈর্ডিডপৈ-
স্তদ্দোষান্বিতমিশ্রমেলিরঘৃণা কৃচ্ছ্রে ণ জীবত্যপি॥

তথা চ— গোবিন্দঃ সুখনালিগো হরিহরঃ কন্যাং দদৌ রণ্ডিনে
মাধো যাতি শিরোমণিং কিল মধুর্যাতঃ কুলবাদতঃ।
বিষ্ণুঃ শ্রীকরমিশ্রদোষমগমন্নোভাচ্চ পত্ন্যাশয়া
নানাস্থানগতা হতা ধনপতে পঞ্চৈব পুত্রা মৃতাঃ॥"

তথা দনুজারিমিশ্রে—

"হরিমিশ্র ভাগ্যবান্ বংশে নাহি তৎসমান, গোপালতনয় নানা স্থান।
বন্দ্য-বংশে বংশধর পাছে পরে যোগেশ্বর, রণ্ড করিলা সমাধান॥
এক কন্যা থুইয়া হরি, গেলেন বৈকুণ্ঠপুরী, কুলেতে করিলা সমাবেশ।
বলে ক্ষেম্য দামোদর, তাথে সনাতন বর, দৈবকীর সংগ্রহবিশেষ॥
দৈবকীনন্দন ভাই, কৈবরে কুল মজাই, সাম্য করেন বংশতনয় কৃষ্ণাই॥
দিনেশতনয় ধ'রে, অঙ্গের ভূষণ করে, কুলের উপমা দিতে নাই॥
এতেক বুঝি আকুল, কান্দিয়া না বান্ধে চুল, আহা করি ভুমিতে পড়িয়া॥
দনুজারি কহে সার, বৃথা শ্রম কর আর, বিষ উঠিল নবদ্বার দিয়া॥" ইতি।

(১) "দোষস্তৎসুখনালিগৈর্জফরজৈঃ শ্রীমন্তখানোদ্ভবৈঃ ত্রৈলোক্যাত্মজগৈর্গদাধরকুশৈর্দিণ্ড্যঙ্গনাসংগ্রহৈঃ।
চট্টশ্রীনরসিংহনার্য্যবগতৈঃ কার্পণ্যজন্মোৎকটৈঃ মাৎসর্য্যাৎ নিজবৃত্তিদোষনিবহৈরাঠাকুলং ব্যাকুলং॥
শ্রীপুষ্করাক্ষো নরসিংহদুষ্টঃ দুর্ব্বারদোষান্বিতপীতবাসাঃ।
সম্পর্কমাত্রাদনয়োর্বিমগ্না আঠা-সহস্রাক্ষসুতা ধরণ্যাং॥"

'সুখনালী জাফরখানী, দিণ্ডিদোষ তাতে গণি, যায় গদাধরের দর্ভযোগ।
নৃসিংহ চট্টের নারী, কোথা গেল কারে ধরি, শ্রীমন্তখানী বাড়ে রোগ।
* * * * *
আঠা কাশী দুই ভাই, সংসারে না পাইল ঠাই, কৃপণদোষে কুল টানাটান।'

"বন্দ্যশ্রীকাশীনাথস্য পুত্রঃ ক্ষেম্যাতিক্ষেম্যতঃ। প্রবৃদ্ধং তৎকুলং ভ্রষ্টং মুখ্যগঙ্গাগতের্যথা॥
কাশীবন্দ্যো বিধানার্ত্তিং কুলজ্ঞৈঃ পিতৃকার্য্যতঃ। ষষ্ঠীদাসসুতো রামানন্দঃ কুলচ্যুতিং গতঃ॥"

ক্রমে কহিতে পারি আছে যত ভাগ। বিশেষ কহিলে তারা পাবে মনস্তাপ॥
এক মধু কত ভাগ হৈলা অবশেষে। সংক্ষেপ করিয়া ভাগ কহিব বিশেষে॥
নয়ান পূর্ণানন্দ দুই কুলতে প্রধান। হরি কৃষ্ণদাস যাতে করে আগুয়ান্॥
ইহাতে জানিয়া দুই নৈকষ্যবিচারে। কুলিয়া খড়দহেই সর্ব্ব ঘটকেতে বলে॥
তবে চন্দ্রশেখর করি রামনাথ। রতিনাথ রামভদ্র করিয়া এক সাথ॥
শ্রীচাঁদবল্লভ কুলেতে প্রমুখ। রামনাথ বাণী লইয়া হৈলা এক মুখ॥
জানকীনাথ পণ্ডিতকুল ত্রিদোষঘটিত। কি কহিব তার ভাগ কর্ম্মেতে বিদিত॥
রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর ভাগ কহি অতঃপর। মহেশ চাটুয্যা একভাগ কহি তারপর॥
পুরাই মুখের কন্যা দিলে সনাতনে। সনাতনী মনোহর পুরাই করণে॥
বৈদ্যনাথী হইলা ভাগ বড় পুণ্যফলে। প্রকাশ করিলা রাম মদনগোপালে॥
বৈদ্যনাথী হরিমিশ্র জন্ম একত্তর। নিজ হরিমিশ্র খর্ব্ব হৈলা করি দামোদর॥
হৈলা সিদ্ধান্তিভাগ গোষ্ঠীপতি লইয়া। অতঃপর কৈলাস ভাগ সংক্ষেপ করিয়া॥
খড়দহে এবে ভাগ যত উপস্থিত। বিস্তারিয়া কৈলে তারা হবে বিমরিষ॥
কর্ম্মহীনে দিনে দিনে হইবে নিঃশেষ। অপরে বল্লভীমেল কহিব বিশেষ॥
বশিষ্ঠনন্দিনী সর্ব্বানন্দের বনিতা। সতী মা হইয়া ভোজন করান যে দুহিতা॥
অজ্ঞাত ধরণী প্রাণ ধরাইতে নারে। উদর অসুস্থা কন্যা পরে বিভা করে॥
করিলা বল্লভীমেল এই দোষ পাইয়া। গোবিন্দখোড়ি মৈথিলানী রত্নগর্ভ করিয়া॥
অপরে বাঘাইরে লইয়া মিথ্যা অপবাদ। শ্রীকর রাঘব ভদ্র হৈলা এক ভাগ॥
ভুবন রঘু লইয়া রঙ্গো হইল কথোপকথন। এক সর্ব্বানন্দী দুই ভাগ রবিকরী বৃন্দ॥
হৃদয়গন্ধর্ব্বখানী অপূর্ব্বকাহিনী। এবে কিছু গড়গড়ী ভাগ জনার্দ্দনী॥
কুলেতে বিষ্ণুর ছিল পূর্ব্ব চালবাল। তার পুত্র উদ্ধরণ হৈলা কিছু ভাল॥
উদ্ধরণের ভাগ্যের কথা কহন না যায়। যার পুত্র হৈলা পণ্ডিতরত্ন মহাশয়॥
বাপ পিতামহের দোষ মার্জ্জিত করিয়া। কুলরাজ হইলা পণ্ডিত কুলজ্ঞ লইয়া॥
মাথায় মুকুট হার গলেতে শোভন। উদ্ধরণের ভাবে রত্ন করিলা আসন॥
শৌর্য্যে বীর্য্যে দানে ধর্ম্মে বিদ্যায় পূর্ণিত। পুনঃ কৃত্তিস্থ মেল করিলা পণ্ডিত॥
পণ্ডিতরত্ন মহাকুল বড়ই অনুরাগ। অপরে হইল তার আঠা এক ভাগ॥
হইল বাঙ্গালামেল বাচ্যদোষ পাইয়া। মুকুন্দ পরমেশ্বর হিরণ্য লইয়া॥
নিত্যানন্দের ছায়াদোষ নরেন্দ্রঘটিত। নাথাই করেন পুন সে দোষ মার্জ্জিত॥
অন্যপূর্ব্বা কন্যা ছিল সদাশিবের ঘরে। সেই কন্যা বিহা সুরাই করে পিতৃবরে॥
বিভা করি ঘটকরাজ হইলা ফাঁফর। নৃসিংহ শ্রীকান্ত বন্দ্য করে অতঃপর॥
এই দুইজনে লইয়া হইয়া এক ঠাঁই। অন্যপূর্ব্বা দোষে মেল ডাকিলা সুরাই॥
এই মতে গড ভলিকা ছিল কত কাল। কর্ম্মহীনে গেলা সুরাইর বহির্দ্বার॥

ছায়ামেলে বাণভাগ। তিন বাণেশ্বর লইয়া বাণভাগ,—গয়ঘড় বং বাণ, চং বাণ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এবং পাটুলী চং বাণ। গং বং বাণের কন্যা দিগুীরায় হরণ করেন। এই বাণের পুত্র নারায়ণ কুষ্ঠরোগী বাণের কন্যাকে হরণ করেন। দ্বিতীয়তঃ গং বং বাণের অপর পুত্র, দিগুীরায় কর্ত্তৃক ভগিনী-হরণের দোষে লিপ্ত করার জন্য পূর্ব্বের রাগ ও বিদ্বেষবশতঃ পাং চং বাণের বাড়ী গিয়া তাহার অবিবাহিতা কন্যাকে নষ্ট করেন। যৎকালে গং বং বাণপুত্র সে কন্যাকে লইয়া পাং চং বাণের বাড়ী একটা ঘরে রঙ্গরসে রত, সেই সময় কন্যার মা জানিতে পারিয়া কন্যাকে বটী দিয়া কাটিয়া ফেলে। এই কাটা যাওয়ায় ইহাদের সংস্রবে আগত কুলীনেরা "কাটাবাণ" ভাগ যুক্ত হইল।[১] কুল আর কিছুতেই যায় না, এমনই না ছোড় কুললক্ষ্মী !!!

ইহা ভিন্ন অন্যান্য মেলে স্বতন্ত্র ভাগ নাই।

কোন্ কোন্ মেলে কাহাকে লইয়া ভাগ হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে 'মেলভাগনির্ণয়' নামক গ্রন্থে দনুজারি এইরূপ লিখিয়াছেন—

"ধন্দদোষে ধন্দ হৈলা ভট্ট মহাশয়। হিরণ্যাক্ষ মধ্যে করি পশ্চাৎ মৃত্যুঞ্জয়।
আগলভাগিয়া মধ্য উদয় গঙ্গাদাস। এসব করিয়া হৈল অংশের প্রকাশ॥
শ্রীনাথ-আসন যাতে কি কহিব আর। দোষ মার্জ্জিত-অংশবুদ্ধি কুলের পরিষ্কার॥
ধন্দদোষে ফুলিয়া মেল এই সে কারণ। কার বাধ্য নহে কুলিয়া সূর্য্যের কিরণ।
একবাক্যতা মেল হৈল এখনে। এই দোষে কত ভাগ হৈল জনে জনে॥
চট্টভাগ বাণ কহি কুলেতে প্রখর। মৃত্যুঞ্জয় আর্ত্তি করেন গুণার্ণবের পর॥
মুখ যজ্ঞেশ্বর চট্ট বড় কর্ম্ম করি। দীগ্‌ঘড়ী দোষ পাইয়া হৈলা যজ্ঞেশ্বরী॥
রজনীকরের কন্যা বিয়া বাণীনাথে করে। সন্দিগ্ধ বলিয়া গালি দিলেন দেবীবরে॥
দোষ পাইয়া বাণীনাথ হইলা স্থগিত। হেনকালে গঙ্গানন্দ করে আচম্বিত॥
রজনীকরী ভাগ ডাকে কুলজ্ঞ কুলীনে। যজ্ঞেশ্বরীর অবান্তর এই সে কারণে॥
কুলের অধিক ফুল্ল পঙ্কজ কমল। আকাঙ্ক্ষা করেন যত দেবতা সকল॥
অষ্টদল অষ্টভাগ পঙ্কজপূর্ণিত। মধ্যরেণু বলরাম[২] দলেতে বেষ্টিত॥

(১) "রায়ের হাতে বজ্রাঘাতে বাণ মারিল পুড়িয়া। সেই আগুণে ঝাঁপ দিলেন চট্ট বাণ কুড়িয়া।
বাণসুত নারায়ণ কুড়িয়ার কন্যা হরে। সেই কন্যা সাঙ্গা দিয়া কুড়িয়া পুড়িয়া মরে॥
না নিভিল বজ্রাগ্নিক মাপিয়া উঠে কাজি (?)। লোকমুখে অপবাদ ঘটকে লেখে পাঁজি॥
উমাপতিসুত বাণ গয়ঘড়কুলে। দিগুিরায় নিল কন্যা সর্ব্বলোকে বলে॥
মনে মনে বাণপুত্র ভাবিয়া উপায়। পাটলিয়া বাণের বাড়ী উভালড়ে যায়॥
ধরিয়া বাণের কন্যা পুষ্প বিয়া করে। দেখিয়া জননী তারে ক্রোধে বটী মারে॥
গলা কাটা গেল কন্যার রক্তে উতরোল। পাটলিয়া বাণের বাড়ী কিসের গণ্ডগোল॥
গোবিন্দ পুরাই বন্দ্য তাহাতে মজিল। কাটা-বাণ-ভাগ বলি কুলজ্ঞে রচিল॥"

(২) "জগন্নাথ" এইরূপ পাঠান্তর আছে।

বরাই বন্দ্য হেতু দোষ করিয়া মার্জ্জন। আর্ত্তি নীলাম্বর ক্ষেমা আদি সুলোচন॥
নিত্যানন্দ বলে সুরাই তবে তোমা করি। আমার নামে মেল ডাক লইয়া ত্রিপুরারি
ত্রিপুর লইয়া তবে বসিলা সুরাই) দুইজনের বড় কর্ম্ম করিলা বড়াই॥
একবাক্যতা সুলোচন প্রভৃতি লইয়া। ছায়ানরেন্দ্রী করিল মেল সুরাই ভাঙ্গিয়া॥
তাহার পর তিন ভাগ হৈলা এক মেলে। কথো গেলা বাণ ভাগে কথোক শেখরে॥
কন্যা হেতু বাণচন্দ্র কি কহিব আর। সুরাই গোবিন্দ লৈয়া হৈলা এক ভাগ॥
অকুতী দোষে মেল আচার্য্যশেখর। কানাই পুরাই লৈয়া হৈলা সতন্তর॥
এক মেলে তিন ভাগ দোষের কারণে। প্রধান ভাগে শ্রীমন্তখানী শ্রীধরকরণে॥
চিরঞ্জীব করণে আঠা হইল অবশেষ। তাহার মধ্যে কেহ কৈল হঠাৎ প্রবেশ॥
হড়দোষ পাইয়া মেল গোপালঘটকী। দিগুিগুড়ীদোষ মেল করিলা রাঘবী॥
পরিবাদ দোষে মেল বিজয়পণ্ডিতী। সেই মেলে কুলাভাব হইল যেমতি॥
চাঁদাই চৌৎখণ্ডী দোষ ব্রহ্মবধ তাতে। জীবধরের এক ভাগ করিলা জিউতে॥
মাধাই করিল মেল পিণ্ডসংগ্রহে। তবে তার কি কহিব কুল নাই তাহে॥
সুখনালী বিদ্যাধরী রায়দোষ জানি। দিণ্ডিদোষ এক ভাগ দৈবকীনন্দনী॥
পারিবাদ দোষে পরিয়াল রাঘাইরে বাখানি। কি কহিব ভাব তার মালাধরখানী॥

ফুলিয়ামেলে ভাব দুইটী, নারায়ণদাসী ও মাধবরায়ী।

ফুং মুং শিবাচার্য্যের তিন পুত্র—গোপীশ্বর, রমেশ্বর ও রত্নেশ্বর; তন্মধ্যে রত্নেশ্বর গোটপাড়ানিবাসী মস্তপায়ী নারায়ণ দাসের কন্যা বিবাহ করেন। মস্তপায়ী নারায়ণদাস ছাটা ও ঠেলা বংশজ ছিলেন, তিনি কুলীনে কার্য্য করিয়া উচ্চে উঠিবার অভিপ্রায়ে আপনার বংশত্ব ভাড়াইয়া নিজে বটব্যালগ্রামী অর্থাৎ শ্রোত্রিয় পরিচয় দিয়া রত্নেশ্বরকে কন্যা দেন। শেষে কাণাকাণিতে প্রকাশ হইয়া পড়ায়, বংশজের কন্যা বিবাহ হেতু পাছে রত্নেশ্বরের কুল যায়, তাই নারায়ণদাসকে বটব্যাল বলিয়া ঘটকে স্বীকার করিয়া লইল। তাহাতে রত্নেশ্বরের কুল গেল না বটে, কিন্তু সন্দিগ্ধ বটব্যালের কন্যাবিবাহ হেতু কুলে দোষ পড়িল; সুতরাং তাহার সহিত যে যে ব্যক্তি কুলক্রিয়া করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই দোষী হন। এইরূপে দোষী মেলীর সংস্রবে নারায়ণদাসী ভাবের উৎপত্তি হয়।[১]

মাধবরায়ী

ফুং মুং জগদানন্দের তিন পুত্র অনন্ত, জ্ঞান ও রামভদ্র। তন্মধ্যে জ্ঞানের পুত্র চন্দ্রশেখরের চট্ট মাধবরায়ের কন্যার সহিত বিবাহপত্রিকা হইয়াছিল, তৎপরে আনাইসুত

(১) "শিবাচার্য্যসুতাঃ সর্ব্বে রামাচার্য্যসুতোঽপি চ। শ্রীশঙ্করস্য দ্বৌ পুত্রৌ শ্রীপতেশ্চ সুতাবুভৌ।"

লক্ষ্মীর সহিত ঐ চন্দ্রশেখরের কুলাবধারণ হয়; কিন্তু তাঁহারা পত্রিকাদোষ শুনিতে পাইয়া ইঁহাকে ত্যাগ করিয়া মুং রাঘবেন্দ্র, কাশী, বিশো, গোপাল ও রঘুনাথ এবং চৈং চং গোপী ও গৌরীর সহিত কুল করিলেন।[১] তৎপরে তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রশেখরের আনুষঙ্গিক গমন হওয়ায় এই নয় জনে একত্র হইয়া ইহার দোষ মার্জ্জনা করিলেন।[২] (চন্দ্রশেখর মাধবরায়ের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, একথাও কেহ কেহ লিখিয়াছেন।)

খড়দহমেলে ভাব তিনটী—চাঁদবল্লভী, কাশ্যপকাঞ্জাড়ী ও ত্রিদোষিয়া।

বিং মুং শ্রীধরসুত হৃদয়ের বিশ্রামে কাং বং রামগুণানন্দখানীর সহিত হৃদয়ের কুল হয়। হৃদয়ের পুত্র চাঁদ, বল্লভ ও কৃষ্ণদাস। ধং চং ভুবনপুত্র রামনাথের সহিত হৃদয়ের কুল হয়। রামনাথের শ্রীমন্তখানী দোষ ছিল। পরে ভ্রাতা বল্লভের যোগে কুশারি হরিশ্চন্দ্ররায়ের কন্যা বিবাহ করেন। তাহাতে চাঁদবল্লভী ভাগের উৎপত্তি হয়।[৩]

চাঁদবল্লভীর মধ্যে কৃষ্ণদাসী ও হরিবল্লভী এই দুইটী থাক আছে।

সাং বং শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের পুত্র রঘুনাথ, তাঁহার রামনাথসুত মহেশ গাঙ্গুলীর সহিত কুশময়ী কন্যাদানহেতু কুল হয়, এখানে রণ্ডদোষ ঘটে। রঘুনাথের দুই পুত্র, হরিবল্লভ ও রামবল্লভ। হরিবল্লভ ব্রহ্মহত্যাকারী। তাহার রামচন্দ্রসুত চৈং চং যাদুর সহিত কুল হয়। ঐ রামচন্দ্রের পূর্ব্বে রণ্ডদোষ ছিল। এখন দুইটী রণ্ড হইল। পরে তাঁহার সহিত চৈং চং মহেশপৌত্র রামেশ্বরের পুত্র রামগোবিন্দের কুল হয়। তাঁহার হড়সিদ্ধান্তী সম্পর্ক ছিল। তৎপরে হরিবল্লভ আপন পৌত্র (নারায়ণজ) বাণেশ্বরকে

(১) "সর্ব্ব ভ্রাতৃসমাযোগাৎ রাঘবো মুখবংশজঃ। কানুঘোষস্য সম্পর্কাৎ নিষ্কুলং জায়তে ধ্রুবং॥
কানুঘোষস্য সম্পর্কাৎ রাঘবো লাঘবোঽভবৎ॥" অর্থাৎ মুং রাঘবেন্দ্রের ঘোষকানুরায়ের কন্যার সহিত বিবাহ য়, ইহা কেহ কেহ বলিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে চং নৃসিংহের পুত্র বামন, তৎপুত্র লম্বোদর, শুক্লাম্বর ও দিগম্বর। মধ্যে শুক্লাম্বরের কুল যায়। তাঁহার পুত্র গরুড়, ইঁহারও কুল ছিল না। তৎপুত্র মাধবরায়, ইনি ছিন্নকুল। মানের পুত্র চন্দ্রশেখর ইহাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। অনন্তর পিতামহ জগদানন্দের বরে তাঁহার কুল হয়। তঃপর জগদানন্দসুত রামভদ্রের পুত্র যদুর সহযোগে রাঘবেন্দ্রাদির কুল হইয়াছিল।

(২) "ধন্যো মাধবরায়স্য জামাতা চন্দ্রশেখরঃ। তৎপশ্চাৎ নার্য্যালোভেন রাঘবঃ যাতি দুর্মুজঃ॥"
"আদৌ ধন্দ মাধবরায়ঃ পশ্চাৎ কানুঘোষজদায়ঃ। এভির্দোষৈর্নীলকণ্ঠঃ সাগরমগ্নঃ সমজনি কুণ্ঠঃ॥
সাগরং বিকলীভূতংর্বিগস্তপ্তহেতুনা। পুনঃ শিবসুতৈর্মথ্যো গরলং তত্র জায়তে॥
তথাচ কারিকা—লবণযবনযোগাৎ সাগরো দগ্ধসারঃ। কুসুমকুলকুলারিঃ কালকূটঃ কুঠারঃ।
ইতি সময়বিশেষে নীলকণ্ঠোঽপি কুণ্ঠঃ। গয়ঘড়কুলকেতুঃ কেবলত্রাণহেতুঃ॥"

(৩) "হৃদয়সুত চাঁদের কুল বল্লভের যোগে। রমানাথ চট্ট করি শ্রীমন্তখানী॥
হৃদয়ে বিশ্রাম আছে গুণানন্দখানী। সেই হেতু নিজকুলে হইলাক গ্লানি॥

বর দিয়া মুং ভুবনের সহিত বলপূর্ব্বক কুল করেন। তাহাতে বলাৎকার ও বিপর্য্যায় এই দুই দোষ ঘটে। এইরূপে পঞ্চ দোষে হরিবল্লভী থাকের উৎপত্তি হয়।১

কাশ্যপকাঞ্জাড়ী।

বিং মুং কৃষ্ণবল্লভের সহিত চৈং চং রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের কুল হয়। রামনাথ ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী কুশযোগে কুল করেন। পরে ধং চং রামনারায়ণের বরে আদান ও তৎপুত্র কৃষ্ণবল্লভরায়ে প্রদান হওয়ায় কাশ্যপকাঞ্জাড়ী-সম্পর্ক হয়। বিং মুং রামনারায়ণ কোতলকোশাগ্রামে সপ্তশতী কাশ্যপকাঞ্জড়ী রাধাবল্লভ রায়ের কন্যা বিবাহ করেন। বিবাহ-সভায় কন্যাসম্প্রদানকালে যখন রাধাবল্লভের গাঞি ও গোত্র জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি কাশ্যপ গোত্র বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাঢ়ীয় গাঞি জানা ছিল না, ইচ্ছামত কাঞ্জাড়ী গাঞি বলিয়া ফেলেন। এখন রাঢ়ীয়ের মধ্যে কাশ্যপগোত্রে কাঞ্জাড়ী গাঞি না থাকায় জাল বাহির হইয়া পড়িল। তাহাতে রামনারায়ণ কুলীনসমাজে ঠেলা রহিলেন। পরে বিং মুং কৃষ্ণবল্লভ পুনরায় চৈং চং পুত্র রঘুনন্দন পিতৃবরে গ্রহণ করেন। ধং চং রতিনাথসুত রামচন্দ্রের রাঘবগাঙ্গুলীর সহিত কুলকার্য্য হয়। কৃষ্ণবল্লভপুত্র রামনারায়ণ পিতৃবরে রাঘবগাঙ্গুলীর সহিত আদানপ্রদান করেন। এখানে কাঞ্জাড়ীদোষ ঘটে। পরে সাং বং রাঘবের সহিত পরিবর্ত্ত হয়, এজন্য কাশ্যপকাঞ্জাড়ীসম্পর্ক। রাঘবগাঙ্গুলীর সহিত বন্দ্য বাণী-শিকদারে আদান, রামচন্দ্রে আদান-প্রদান, নারায়ণ চট্টে প্রদান এবং সাং বং রাঘবপুত্র রামচন্দ্র (বরে) আদানকার্য্য সম্পন্ন হয়। পরে রাঘবগাঙ্গুলী ও চৈং চং রামচন্দ্র-তর্কালঙ্কারের সহিত পরিবর্ত্ত হয়। এখানেও কাশ্যপকাঞ্জাড়ী সম্পর্ক হইল। রাঘব গাঙ্গুলীর বরে তৎপুত্র রামচন্দ্র সাং বং রাঘবের সহিত কুল করেন। এখানে দিগুী শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মার্জ্জনা ঘটে। পরে রামচন্দ্র গাঙ্গুলী ও কৃষ্ণবল্লভ মুখোর সহিত কুলকার্য্য হয়। শেষে ধং চং রামচন্দ্র এবং চৈং চং রামচন্দ্রের সহিত কুলকার্য্য ঘটে। এইরূপে ইঁহাদের পুত্রপর্য্যায়ে ১৮ জনের একযোগে রামনারায়ণের দোষ মার্জ্জিত হয়, কিন্তু তাহাতে কাশ্যপকাঞ্জাড়ী নামে এক থাক হইয়া গেল।২

(১) "প্রকৃতিতে কৃষ্ণদাস খড়দ-চূড়ামণি। রমানাথ চট্ট করি চাঁদবল্লভী গণি॥
ন্যূন ভাব করিলেন সাগরদীয়ার বাণী। বিশ্রামে তাহানে করি হইলেক হানি॥
ভবনাথ করেন কুল মুখ যাদুর সাথে। কৃষ্ণদাসের ছিল কন্যা লয় ভবনাথে॥
কৃষ্ণদাসী ভাব ডাকে বিপর্য্যয় দোষে। ত্রিদোষিয়ার বাধ্য বলি কেহ কেহ ঘোষে॥
তাহার তনয় পাঁচু লখো জীবন দেখি। লক্ষ্মণসুত নীলকণ্ঠ রজনীতে লিখি॥
এই পঞ্চ গণনাতে বাপের ভাবে যাদু। কেশরেতে রমা রাম বীরে গেলেন মধু॥
রাণ্ডাপিণ্ডবলাৎকারো বিপর্য্যায়স্তথৈব চ। ব্রহ্মহত্যা হড়োদ্বাতঃ পঞ্চভির্হরিবল্লভী॥"

(২) "দ্বৌ চট্টো সহ গাঙ্গেন বন্দ্যেন চতুরাতুরাঃ। বাগ্ভীকাঞ্চনসংযোগাৎ পঞ্চ পঞ্চ সমাগতাঃ॥
কাশ্যপকাঞ্জাড়ী বিহা রামনারায়ণ। অষ্টাদশ যোগে কাঞ্জী হইল কাঞ্চন॥

ত্রিদোষিয়া।

খড়দহ মেলে জানকীনাথ মুখ বংশের একজন প্রধান কুলীন, বাণী শিকদারের সংস্রবে তাঁহার গুড়দোষ, তৎপরে বিশ্বনাথ চট্টের সহিত কুলদ্বারা গুণানন্দখানী দোষ এবং পরে জগন্নাথ ঘোষলীর সংস্রবে গুড়দোষ ঘটে, এই তিন দোষে ত্রিদোষিয়া ভাবের উৎপত্তি।[১]

এ ছাড়া খড়দমেলে রজনীকরী ও সনাতনী ভাবের উৎপত্তি হইয়াছিল।

বিং মুং বাণীনাথের আর্ত্তি শ্রীগর্ভ, বাণী রজনীকর ঘটকের কন্যা বিবাহ করেন। ভগবান্ চট্টের সহিত তাঁহার পরিবর্ত্ত হয়। ভগবান্ দোষী মেলা কাঁটাদীয়ার রঘু বন্দ্যের সহিত কুল করেন। রজনীকরের কাঞ্জাড়ী বা কাঞ্জী এইরূপ সন্দেহ ছিল। উক্ত উভয় দোষে রজনীকরী ভাবের উৎপত্তি হয়।[২]

সনাতনী—শ্রীধরজ পুরুষোত্তম পিতার বরে বঞ্চক সনাতনের কন্যা গ্রহণ করেন, তাঁহার পালধি বা চট্ট সন্দেহ ছিল। এদিকে পুরুষোত্তমের পিণ্ডদোষ ছিল, এইরূপে সনাতনী ভাবের উৎপত্তি হয়।

এতৎ গাঙ্গচতুষ্টয়ং ধনযুগং ধন্যঞ্চ বন্দ্যদ্বয়ং। খ্যাতং চৈতলিসপ্তমং মুখবিশোবংশে ত্রয়ং রাজতে॥
তথা হি—গাঙ্গেভ্যো দ্বিশতং শতং ধনযুগ বন্দ্যদ্বয়াভ্যাং শতং।
সাঙ্গং বেদশতং সুচট্টকুলজে শ্রীচৈতলিভ্যো দদৌ।
বন্দ্যাভ্যাং তদুপেক্ষিতং ধনসখো ধন্যঞ্চ বন্দ্যদ্বয়ং।
জগ্রন্থীতি মহাশয়াশ্চ ঘটকাঃ শ্রীসার্ব্বভৌমাদয়ঃ॥"

(১) 'খড়দমেলে জানকীনাথ মুখবংশে বড়। বন্দ্য বাণীনাথ পাইয়া গুড়ে হইলা জড়॥
ঘোষ জগন্নাথ করেন গুড়ের কন্যা বিহা। বাণীর কন্যার সহিত পুষ্প তোলেন গিয়া॥
তাহার পর বাণীনাথ জানকীরে করে। গুড় বিহা মৃত্যুঞ্জয়ে চট্টবিশো মরে॥
মৃত্যুঞ্জয়ের পরে বিশো জানকীনাথের সাথে। লক্ষ্মণবরে গুণানন্দী পরিয়াছে মাথে॥
জগ ঘোষালী গুড়দোষ গুণানন্দী ঠেকে। এই তিন দোষে যেন ত্রিদোষিয়া ডাকে॥"

(বাচস্পতিমিশ্র)

দনুজারিমিশ্রে—"জানকীনাথের গাঙ্গ যদু বলাৎকার। জগো ঘোষালের দোষ বাণীবন্দ্য আর॥
লক্ষ্মণবল্লভবরে হৃদয় ক্ষেম্য যায়। গুণানন্দী দোষখানি বিশ্বনাথে পায়॥
গুণানন্দী গুড়দোষ বিশ্বনাথখানী। একাধারে তিন দোষ জানকীনাথে জানি॥"

(২) "রজনীকরের কন্যা বিয়া বাণীনাথে। সান্দগ্ধ বলিয়া গালি দিলেন দেবীবরে॥
দোষ পাইয়া বাণীনাথ হইল স্থগিত। হেন কালে গঙ্গানন্দ করে আচম্বিত॥"

অন্যচ্চ—"শ্রীরায়ো রজনীকরে পরিষযৌ নারায়ণেনান্বয়ঃ
একো জার্যাতি শঙ্করো যদি সুতা সৎপাত্রমালম্বতে।
অস্মাদেষ মহাশয়োহনুজস্থতৈঃ কন্যাঞ্চ লব্ধা হড়ে
খ্যাতশ্চেদ্ধারিরেব চট্টকুমতিভয়াকৃতিশ্চৈতলী॥"

ফুলিয়া মেলে বীরভদ্রী থাক।

ফুং মুং পার্ব্বতীনাথ ঠাকুর নিত্যানন্দাত্মজ বীরভদ্র গোস্বামীর কন্যা বিবাহ করেন। বীরভদ্রের গাঞি ঠিক ছিল না, সেই জন্য ঘটকেরা তাঁহাকে সন্দিগ্ধ বটব্যাল বলিয়া স্বীকার করেন। বীরভদ্রের সংস্রবে পার্ব্বতীনাথের কুলে দোষ পড়ে। সেই জন্য কোন কুলীনসন্তান তাঁহার কন্যা বিবাহ করিতে চাহিতেন না। কাজেই পার্ব্বতী জোর করিয়া গয়ঘড় বন্দ্য লক্ষ্মীনাথসুত হরিকে ধরিয়া কন্যাদান করেন। কিন্তু হরিবন্দ্য বাসি-বিহা না করিয়া পলাইয়া যান। পরদিন পার্ব্বতীনাথ হরিবন্দ্যকে না পাইয়া তাহার পুত্র রামদাসকে ধরিয়া 'তুমিই পুর্ব্বরাত্রে বিবাহ করিয়াছ' এইরূপ বলিয়া বলপূর্ব্বক তাহার সহিত কন্যার বাসি-বিবাহ দিলেন। এদিকে বরের মা ও কন্যার মা উভয়ে সহোদরা ছিলেন, অর্থাৎ পার্ব্বতী ও হরি উভয়েই ঘোষ কানুরায়ের কন্যা বিবাহ করেন, কাজেই হরিবন্দ্য বিবাহ করায় প্রথমে পার্ব্বতীর কন্যা রামদাসের বিমাতা, পরে পত্নী ও শেষে আবার ভগিনী বলিয়া প্রকাশ পাইলেন। এই দোষে বীরভদ্রী থাকের উৎপত্তি হইল।[১]

বল্লভী-মেলে খড়ুধ্বজী ভাব।

বুঢ়নগ্রামনিবাসী সপ্তশতী পিতাড়ী গাঞি নরসিংহ মজুমদারের স্ত্রীতে খড়ুধ্বজী অপবাদ হয়, তাহাতে যে কন্যা জন্মে, সেই কন্যা চৈতলচট্টবংশীয় ষষ্ঠীদাস (ষাঠিয়া) বিবাহ করেন, ইহাতে খড়ুধ্বজী ভাবের উৎপত্তি। তাঁহার সংস্রবে যাঁহারা যাঁহারা পড়িয়াছিলেন, তাহাদের লইয়া বল্লভীমেলে খড়ুধ্বজী থাক হইল।[২]

এ ছাড়া পরবর্ত্তী কালে অনেকগুলি থাক হইয়াছিল, তন্মধ্যে কানুঘোষালের সংস্রবে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের লইয়া কানুঘোষালী, রঘুনন্দনের সংস্রবে যাঁহারা পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া রঘুনন্দনী প্রভৃতি কএকটী থাকের কথা ঘটকেরা উল্লেখ করিয়া থাকেন।

(১) "আদৌ পিত্রে ততঃ পুত্রে ভ্রাত্রে তৎকন্যকাং দদৌ।
বন্দ্যাৎকারে পার্ব্বতীশক্তিসম্বন্ধাদ্বিতো বদেৎ॥
হরিসুত রামদাস বিমাতার পতি। মুখের কন্যা বিহা করি গেল তার জাতি॥
কন্যার বরের মাতা দুই সহোদরা। বিমাতা ভগিনীপতি কোথা আছে কারা॥"

(২) "যদি ভবতি নিতান্তং বারিধির্বারিশূন্যো যদি চ হয়গজে বা দৃশ্যতে শৃঙ্গদৃষ্টিঃ।
রবিকরনিকরাচ্যং শীতভাবং যদি স্যাৎ তদপি নহি পিতাড়ী মিশ্রিতা সৎকুলশ্রীঃ॥
খ্যাতো পিতাড়ী ষষ্ঠীদাসো যৎ সম্পর্কাৎ বল্লভীনাশঃ॥
তথাচ—গাঞি পিতাড়ী বুঢ়ন-বাড়ী। বল করিয়া ধরে হাড়ী॥
ঠেকিল ষাঠিয়া বিষম ফান্দে। হাড়ীর কোদাল ঠেকিল কান্ধে॥
সম্পর্ক বল্লভী মেলে। টুটিল ষাঠিয়া বিষম শেলে।
যায় গড়াগড়ি ভূমিতলে। জাত নাই কুলীনে বলে, কুল নাই ঘটকে বলে॥
অন্যচ্চ—"বুঢ়ন বসতি নরসিংহ মজুমদার। পিতাড়ী বংশেতে জন্মি অতি কুলাঙ্গার॥
তাহার রমণী ছিল পরমা সুন্দরী। তাহাতে * * হাড়ী॥
তাহাতে জন্মিল এক সুন্দরী তনয়া। অনন্তসুত ষষ্ঠীদাস তারে করে বিয়া॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

নবম পরিচ্ছেদ

দেবীবরের কুলবিধি।

দেবীবরের সময়ে কৌলীন্য সম্বন্ধে এই তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল,—'কুলীন কাহাকে বলে? বল্লালকৃত নবলক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকেই কুলীন বলা যায়। কিন্তু সম্প্রতি ঐ নিয়ম সর্ব্বত্র না থাকায়, অনবচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তনশীল ব্যক্তিকেই কুলীন বলা হইয়াছে। তাহা হইলে বংশজগণও কুলীন হইতে পারেন। নব লক্ষণান্তর্গত ধর্ম্মের সদ্ভাবে, আদান-প্রদান ও বিনিময় এই তিনটীর যোগ আবশ্যক। কুলীনান্তর্গত ধর্ম্মের সদ্ভাবে, নিরন্তর পরিবর্ত্তত্বই কুলীনত্ব, তাহা হইলেও পূর্ব্বদোষ পড়ে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বল্লালকৃত নবলক্ষণান্বিত এবং আদান-প্রদান ও বিনিময় এই তিনটীর অন্যতর অর্থাৎ অনবচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তই কৌলীন্য।[১] এইরূপে দেবীবর কেবল পরিবর্ত্ত-বিধি দ্বারা কৌলীন্য রক্ষা করিলেন। পূর্ব্বে যে সকল দোষে কুল যাইত, দেবীবরের নিয়মে তাহাতে আর কুল যাইত না, তাহা কেবল দোষমধ্যে গণ্য হইত।

দেবীবর কুলীনদিগের এইরূপ কুলব্যবস্থা করিলেন[২]—

---

(১) অথ কুলীনলক্ষণামি কুলীনত্বং কিং তাবৎ? বল্লালকৃতনবগুণাক্রান্তত্বং কুলীনত্বং অধুনা সর্ব্বথাভাবাৎ এতন্ন। অনবচ্ছিন্নং পরিবর্ত্তত্বং কুলীনত্বং বাচ্যং ততঃ কুলজাদীনামপি সম্ভবাৎ। অবসথিবিশেষকুলমিতি বাচ্যং। তৎ বল্লালকৃতলক্ষণান্তর্গতআদানপ্রদান-বিনিময়-যোগঃ কুলীনান্তর্গতধর্ম্মসত্ত্বে সতি অনবচ্ছিন্নপরি-বর্ত্তত্বং কুলীনত্বং বাচ্যং তথাপি পূর্ব্বদোষঃ বস্তুতস্তু বল্লালকৃতলক্ষণার্থতঃ বিশিষ্টানামাদানপ্রদানবিনিময়-কুলেষ্বন্যতমকৃত্যানবচ্ছিন্নপরিবর্ত্তত্বং কুলীনত্বমিতি নিশ্চয়ার্থঃ।

(রাণাঘাটবাসী ৺ সাতকড়ি ঘটক সংগৃহীত টিপ্পনী।)

(২) "আদৌ চ দোষান্মিলনং হি মেলঃ মেলান্তরে চেমলতরো ন কশ্চিৎ।
অমেলী দোষোক্ত মেলে চ ভাগঃ সদোষ মেলী চ করোতি যূথং॥
পর্য্যায়ে কুলীনেষু ন্যূনেষপ্যধিকেষু চ। প্রদানে গ্রহণে চৈব কন্যা পুত্রস্য তুল্যতা॥
স্বেচ্ছয়া পণমাদায় পুত্রং দদ্যাদ্‌যদুত্তমং। সদোষায় কুলীনায় তৎক্ষণাৎ সমতাং ব্রজেৎ॥
ন্যূনঃ কশ্চিৎ কুলীনস্তু হরতে বৈ সুতং বলাৎ। পিতরং ন স্পৃশেদ্দোষঃ যদি ন স্যাজ্জাতাগতং॥
রোগযুক্তা চ কন্যা চ দোষযুক্তশ্চ পুত্রকঃ। প্রদানাদানকর্ম্মাভ্যাং তদ্দোষস্তেষু গচ্ছতি॥
পিতুশ্চানুমতের্বাক্যং স পর্য্যায়সুতাগৃহে। বরসংজ্ঞো ভবদেষা ত্রিষু তৎসংজ্ঞিতা ভবেৎ॥
পুত্রপৌত্রভ্রাতৃপুত্রাশ্চৈতে চ লোকবিশ্রুতাঃ। অভাবে পুত্রপৌত্রাণাং ভ্রাতৃপুত্রেণ পুত্রতা॥
সম্বন্ধিসম্প্রদাতারং কুলীনে কুলকর্ম্মণি। যোগিনং ভ্রাতরং তাতং মাতরং পৌত্রমেব চ।

'দোষে দোষে মিলন হইলে মেল বলে। মেলের মধ্যে আর কোন মেল নাই। অমেলী ও দোষীর মিলনে ভাগ। দোষান্বিত মেলিদ্বয়ের মিলনে যুগ হইয়া থাকে।

'সপর্য্যায় কুলীনে, ন্যূন ও অধিকে গ্রহণ করিলে কন্যা পুত্রের সমান হইয়া থাকে।

'যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক পণ গ্রহণ করিয়া স্বীয় উত্তম তনয়কে কোন দোষান্বিত কুলীনের নিকট দান করে, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ সমতাপ্রাপ্ত হয়। যদি কোন কুলীন পুত্রকে বলপূর্ব্বক হরণ করে, তাহা হইলে তাহারই দোষ হইবে, উক্ত দোষ তাহার পিতাকে স্পর্শ করিবে না।

'যদি কন্যা রোগযুক্ত ও পুত্র দোষান্বিত হয়, তবে দান এবং আদান কর্ম্মদ্বারা ঐ দোষ পিতাতে গমন করে।

'সপর্য্যায় গ্রহণকালে পিতার অনুমতিবাক্যে পুত্র, পৌত্র ও ভ্রাতৃপুত্র এই তিন জনের বর হয়। পুত্র এবং পৌত্রের অভাবে ভ্রাতৃপুত্রকে পুত্র বলা যায়।

'কুলক্রিয়া বিষয়ে সম্বন্ধী, সম্প্রদাতা, ভ্রাতা, পিতা, মাতা, পৌত্র ও জ্ঞাতিবর্গ যোগী হয় অর্থাৎ ইহাদের যোগে কুল হয়। যোগী সর্ব্বত্র নাই। ভিন্ন ভিন্ন গোত্রে পৃথক্‌রূপে আছে। দোষশূন্যতাপ্রতিপাদন ও যোগনিবন্ধন পিতা না থাকিলেও অনুপনীত পুত্রকেও স্বামীর কুলরক্ষার নিমিত্ত পত্নী কন্যা দান করিবে, ইহাই কুলবিধি। যদি একই পাত্রে এক কন্যা বারংবার দান করা যায়, তবে খোড়ীদোষ হয়।[১]

অন্যশ্চ জ্ঞাতিবর্গশ্চ তদন্যং লোকগর্হিতং ॥

যোগী চ নহি সর্ব্বত্র ভিন্ন গোত্রে পৃথক্ পৃথক্। অচ্ছিদ্রাবধারণে চৈব যোগে চৈব নিবন্ধনাৎ ॥
পিতর্য্যসন্নিধৌ পুত্রে অনুপনীতসংজ্ঞকে। ভর্ত্তুঃ কুলার্থং কন্যাঞ্চ পত্নিদাত্রা কুলে বিধিঃ ॥
একপাত্রে চৈককন্যা বারদ্বয়ং প্রদীয়তে। খোড়িদোষো ভবেৎ তত্র কথ্যতে কুলপণ্ডিতৈঃ ॥
নবং দাতুং ক্ষমানূঢ়া পিতুর্গতি কন্যকা। স্থিতাস্থিতাপি সাপূঢ়া ননন্দৃস্পর্শনাবধি ॥
বরং দাতুং ক্ষমা কন্যা সৎপিতুঃ কুলসম্ভবে। ভ্রাতরং ভ্রাতৃপুত্রং বা পিতৃব্যজমভাবতঃ ॥
অসন্নিধৌ যতঃ পুংসাং পরিবর্ত্তেহয়ং বিধিঃ। যৎকুলস্থা ভবেৎ কন্যা তৎকুলে বরদায়িকা ॥
এককন্যা বরো দেয়ঃ একা কন্যা বিপর্য্যয়ঃ। এককন্যা ভবেদ্যত্র একেন সহিতং কুলং ॥ (পরিবর্ত্তকঃ)
প্রদানাদানকন্যাভ্যাং মুখ্য বিনিময় স্মৃতঃ। তদভাবেহপি গৌণা স্যুঃ পরিবর্ত্তাঃ চতুর্বিধাঃ ॥
আদানাদ্বা প্রদানাদ্বা কুশত্যাগাত্তথৈব চ। প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেষু পরিবর্ত্ত ইতি স্মৃতঃ ॥
সৎকুলীনস্য দোষোহভূৎ গুণেন সহমার্জ্জনা। অকৃতীকরণে নাস্তি দোষে দোষে ন মার্জ্জনা ॥
ভ্রাতৃপুত্রে বরো দেয়ো বিদ্যমানে দয়োঃ স্মৃতঃ। উচ্যতে ন কুলজ্ঞেন যদি ন স্যাদভাতকঃ ॥
ন্যূনে বাপ্যধিকে বাপি গ্রহণেন পরস্পরং। উদ্বাহদোষিতানাঞ্চ যতঃ কন্যা তত কুলম্ ॥

(৺বংশীবদন বিদ্যারত্ন-সংগৃহীত দেবীবরপ্রোক্ত কুলবিধি।)

(১) অং চং বায়কন্ত কন্যা মুং শ্রীরামে বারদ্বয়প্রদানং। নাসাগ্রে অঙ্গুলীং দত্বা হসন্তি নগরদ্বিজাঃ ॥

(৺ বংশীবিদ্যারত্নঘটকের টিপ্পনী।)

'অনূঢ়া পিত্রালয়ে থাকিয়া বর দিতে পারে। বিবাহিত-কন্যা পিত্রালয়ে থাকুক আর নাই থাকুক, যে পর্য্যন্ত তাহার ননদের বিবাহ না হয়, ততকাল বর দিতে পারিবে, অর্থাৎ তাহার সম্মতিতে কুল হইবে।

'কন্যা পিতার কুলরক্ষার নিমিত্ত ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র এবং তাঁহার অভাবে পিতৃব্যপুত্রকেও বরদান করিতে পারে। যেহেতু পুরুষ না থাকিলে কুলরক্ষার্থ পরিবর্ত্তবিষয়ে এই বিধি হইল। কন্যা যে কুল হইতে উৎপন্ন, সেই কুলেই বর দিতে পারিবে।

'এইরূপ এক কন্যা বরদান দিতে পারে এবং এক কন্যার বিপর্য্যায় হয়। যেখানে একই কন্যা হইবে, তথায় একের সহিতই কুল হইবে।

দেবীবরের পরবর্ত্তি-কালে ঘটকেরা কুলীনদিগের নানা প্রকার দোষ দেখিয়া আবার ৪২টী ভাব কল্পনা করেন। যথা ৩৬টী মেলের ৩৬টী ভাব। এ ছাড়া গেঁথো, খনিয়া, চণ্ডীবরী, ঠেকা, খানকুলিয়া ও দেহাটা এই ৬টী, মোট ৪২ প্রকার ভাব।

অংশভাগাদি-নির্ণয়।

গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেন যেরূপ অংশভাগাদি স্থির করিয়া যান, তাহা যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। এখন দেবীবর ও তাঁহার অনুবর্ত্তী কুলাচার্য্যগণ যেরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল—

১ লভ্য	... ...	লভ্য ন্যূন।
১½ লভ্য	... ...	গ্রহ কিঞ্চিৎ ক্ষেম্য।
২ লভ্য	... ...	কিঞ্চিৎ আর্ত্তি, কিঞ্চিৎ ক্ষেম্য।
৩ হইতে ৭ লভ্য	... ...	আর্ত্তি ও ক্ষেম্য।
৭½ হইতে তদূপর লভ্য	...	অত্যার্ত্তি, অতি ক্ষেম্য।
৩ লভ্যে	... ...	অংশ কমল।
৩ লভ্যের উপর	...	অংশ গরিষ্ঠ।

একবিধ ভাবস্থ হইলে তুল্য বা সমান।

কাঁটাদীয়া বন্দ্যোর ১ লভ্য কম অং চং ক্ষেম্য ন্যূন।

অবসথী চট্টের উহাই ১ লভ্য অধিক হেতু—লভ্য ন্যূন।

কাং বং ১½ লভ্য কম খং চং—গ্রহ কিঞ্চিৎ ক্ষেম্য।

খং চং ১½ লভ্য বেশী কাং বং গ্রহ কিঞ্চিৎ আর্ত্তি।

কাং বং ২ লভ্য কম পূতি—কিঞ্চিৎ ক্ষেম্য।

পূতি ২ লভ্য বেশী কাং বং—কিঞ্চিৎ আর্ত্তি।

কাং বং ৩ লভ্য কম গাঙ্গ—ক্ষেম্য।

গাঙ্গ ৪ লভ্য বেশী কাং বং—আর্ত্তি।

কাং বং ৫ লভ্য কম ধনোবিশো গয়ঘড়—পূর্ণ ক্ষেম্য।

ধনো বিশো গয়ঘড় ৬ লভ্য বেশী কাং বং—পূর্ণ আর্ত্তি।

কাং বং ৭ লভ্য কম ছোট ফুং মুং—অতি ক্ষেম্য।

ছোট ফুং মুং ৮ লভ্য বেশী কাং বং—অতি আর্ত্তি।

উভয়ের সমানভাবে অর্থাৎ অবসথী ভাবে থাকিয়া আদান-প্রদান করিলে, তাহার নাম সমান, তুল্য বা উচিত।

লভ্যানির্ণয়।

অং চং	লভ্য	কম	খনিয়া চট্ট।
খং চং	লভ্য	কম	পূতিতুণ্ড।
পূতি	লভ্য	কম	বঙ্গভূষণ চট্ট।
বং চং	লভ্য	কম	গাঙ্গুলী।
গাঙ্গ	লভ্য	কম	নপাড়ী বন্দ্য।
নং বং	লভ্য	কম	বিভো চট্ট।
বিং চং	লভ্য	কম	ধং চং বিং মুং গং বং।
ধং চং বিং মুং, গং বং ½	লভ্য	কম	বাঙ্গালপাশ বন্দ্য ও চৈং চং।
বাং বং	লভ্য	কম	সাগরদীয়ার বন্দ্য।
সাং বং	লভ্য	কম	ফুলিয়া মুখ।
ফুং মুং	লভ্য	কম	ছোট ফুলিয়া মুখ, (কাচনা)
ছোং ফুং মুং	লভ্য	কম	ঘোষাল।
ঘোষাল	লভ্য	কম	কাঁটাদীয়া বন্দ্য।
কাং বং	লভ্য	কম	পাটুলিয়া চট্ট।
পাং চং	লভ্য	কম	অবসথী চট্ট।

মোট ১০ লভ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দশম পরিচ্ছেদ

মেলী কুলীনসমাজের অবস্থা

কুলীনসমাজের সুখশান্তি অপহরণ করিয়া ঘটকবিশারদ দেবীবর লীলাখেলা শেষ করিলেন। পরোক্ষেই হউক বা প্রত্যক্ষেই হউক, জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, দেবীবর যে বিষবীজ বপন করিলেন, বেশী দিন আর যাইতে হইল না, রাঢ়ীয় সমাজের চেষ্টায় জলবায়ুর সহায়তায় বহু শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হইতে চলিল। কিছু দিন পরে তাহার বিষময় ফল আস্বাদ করিয়া দূষিত কুলীনসমাজ মর্ম্মে মর্ম্মে জর্জ্জরিত হইলেন। তাঁহাদের সাহচর্য্যে রাঢ়ীয় সমাজের অপরাপর ব্রাহ্মণগণও প্রমাদ গণিয়াছিলেন।

বহু পূর্ব্বে গৌড়াধিপ বল্লালসেন গুণ দেখিয়া কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন, আর এখন দেবীবরের বিধানে যে দোষী অথবা যাহার কুলে দোষ স্পর্শিয়াছে, সেই কুলীন-সন্তান এখন প্রধান কুলীন বলিয়া গণ্য হইলেন! এ অপূর্ব্ব নিয়মে সমাজের ইষ্ট না হইয়া বরং অনিষ্টের সূচনা হইল। এখন কুলানুরাগী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসন্তান পরস্পর দোষান্বেষণ-তৎপর হইলেন। বংশজগণ অপরূপ মেলীয় কুলীনসমাজের ধ্বংসসাধনে যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক কুলাচার্য্য এখন কেবল ছিদ্রান্বেষী হইয়া পড়িলেন। দেবী-বর যেখানে সামান্য দোষ পাইয়া যে কুল মেলভুক্ত করেন, পরবর্ত্তী কুলাচার্য্যগণ সেই সেই কুলে অকথ্য ও অভাবনীয় দোষারোপ করিয়া আপনাদের বাহাদুরী দেখাইতে লাগিলেন। এই কারণেই বর্ত্তমান কুলীনগণ কুলাচার্য্যগণের আরোপিত সকল দোষাখ্যান গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন।

বাস্তবিক মেলী কুলীনসমাজ নানাদিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়াছিল। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের সহিত রাঢ়ে বঙ্গে ভয়ানক মুসলমান-অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছিল, এই সময়ে উৎপীড়িত হিন্দুজাতির কুলমান রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। সহায়, সম্পত্তি ও শক্তিশালী হিন্দু জমিদারবর্গের সংখ্যা তখন এই বাঙ্গালায় নিতান্ত কম ছিল না, তাঁহারা সকলে মনে করিলে অত্যাচার-নিবারণে অনেকটা সফলকাম হইতে পারিতেন। কিন্তু সেদিকে বড় কাহারও মন ছিল না। সকলেই স্ব স্ব প্রভুত্ব লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। আপনি বড় হইয়া অপরকে লঘু করিব, এই দিকেই তখনকার দলাদলি-প্রিয় সমাজের লক্ষ্য ছিল। অধিকাংশ লোকই মুসলমানরাজের কৃপাভিখারী, মুসলমানী রীতিনীতির অনুরাগী, স্বধর্ম্মে বিশ্বাসশূন্য, এমন কি কেহ কেহ মুসলমানধর্ম্মের নিতান্ত পক্ষপাতী

হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই দারুণ সময়ে আবার গৌরাঙ্গদেবের ভক্তগণ এক প্রকার জাতিভেদ তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণসমাজের সম্পূর্ণ অধঃপতন না ঘটিলে, কে আর জাতিভেদপ্রথা উঠাইতে অগ্রসর হইবে? সুতরাং মুসলমানেরা অত্যাচার হইতে ব্রাহ্মণসমাজের রক্ষা করিবার জন্য বড় কেহ মনোযোগী হন নাই। মুসলমানেরা জানিতেন, ব্রাহ্মণসমাজের জাতীয়তারূপ জীবনীশক্তি নষ্ট করিতে না পারিলে, হিন্দুসমাজ হইতে বর্ণ-বিধান তুলিয়া দিতে না পারিলে এবং প্রধান প্রধান হিন্দুগণ মুসলমান-দলভুক্ত না হইলে বঙ্গে মুসলমানআধিপত্য চিরস্থায়ী হইবে না। তাই যেখানেই ব্রাহ্মণ-সমাজের বিশেষ প্রভুতা ছিল, সেখানেই মুসলমানের বিধিমত অত্যাচার চলিতেছিল। হিন্দুর জাতকর্ম্মে, বিবাহে ও ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ায় মুসলমানেরা সুযোগমত উপস্থিত থাকিয়া ক্রিয়াপণ্ড করিবার চেষ্টা করিত। অনেক কুলগ্রন্থেই দেখিতে পাই, কুলীনের বিবাহের সময়ে মুসলমানেরা বিপ্লব ঘটাইয়াছে।১ মুসলমানের সংস্রবে তৎকালে সেরখানী, পীরালী ও শ্রীমন্তখানী এই তিনটী দলের উৎপত্তি হইয়াছিল। হরিকবীন্দ্র, হরিহর ভট্টাচার্য্য, দনুজারি মিশ্র প্রভৃতির মেল-কারিকায় লিখিত আছে,—'রাঢ়দেশে সেরখানী * ও পীরালী † এবং বঙ্গদেশে শ্রীমন্তখানী এই তিন হইতে কুলীনসমাজ দগ্ধীভূত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল।'২

মুসলমানবিপ্লব ও মুসলমানসংস্রব ব্যতীত তৎকালে কুলীন-সমাজে আরও নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রত্যেকের কুল লইয়া গুরুতর বিচার চলিতেছিল। নীচসংস্রবে উৎপন্ন অনেক ব্রাহ্মণসন্তান উচ্চ হইবার চেষ্টা করিতেছিল। অনেক কুলীন নিতান্ত হেয় কার্য্য করিয়া বিভিন্ন থাকের উৎপত্তি করিতেছিলেন। এই সময়ে চাঁদবল্লভী, বীরভদ্রী প্রভৃতি থাকের উৎপত্তি হয়।

দেবীবর নিয়ম করেন, প্রত্যেক মেলের মধ্যে যে যাহার প্রকৃতি, যে যাহার পালটী, তাঁহাদেরই মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান বা কুলকার্য্য চলিতে পারিবে। তাহার বাহিরে কেহ

(১) "শুক্লাম্বরে কীর্ত্তিপতিসুতরামস্ত যবনবিপ্লবদশায়াং ক্ষেমা গাং দেবানন্দঃ"—ইত্যাদি (হরিকবীন্দ্র)

* সেরখানী সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, গৌড়াধিপ সেরখানের সন্তোষবিধানের জন্য যাহারা মুসলমানান্নভক্ষণদোষে দূষিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধসূত্রে যে সকল কুলীন লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই সেরখানীদোষদুষ্ট। এদিকে অব্বাসখান-রচিত তারিখই-সেরশাহী পাঠে জানিতে পারি যে, ভিন্ন দেশীয় ব্রাহ্মণের সহিত তিনি মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। আবার 'বাকিঅৎ-ই মুস্তফী' নামক তাৎকালিক মুসলমান ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, সেরখান শেখ ও পধান প্রধান পণ্ডিতবর্গের সহিত একত্র আহার করিতে ভালবাসিতেন। সেরখান ৯৪৩ হিজরীতে (১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে) গৌড় আক্রমণ করেন। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গরাজ্য তাঁহার অধীনতাপাশে বদ্ধ ছিল। † ব্রাহ্মণকাণ্ড ৬ষ্ঠ অংশে পীরালিব্রাহ্মণ-বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(২) "যথা রাঢে সেরখানী পীরালি ভগ্নতা কচিৎ।
বঙ্গে শ্রীমন্তখানী চ ত্রিভিদগ্ধা বসুন্ধরা॥"

কুলকার্য্য করিতে পারিবেন না, করিলে কুল নষ্ট হইবে। কিন্তু দেবীবরের মৃত্যুর কিছুকাল পরে, যখন সকল মেলীকুলীন কুলের দোষাদোষ লইয়া আন্দোলন আরম্ভ করিলেন, তখন পরস্পর আদানপ্রদানকার্য্যেও অনেক বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধকতা ঘটিতে লাগিল। যিনি অল্প দোষী, তিনি অধিক দোষীর সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন করিতে নারাজ। যিনি বেশী দোষী, তিনি নানা উপায়ে কুলীন ও কুলাচার্য্যসাহায্যে স্ব স্ব দোষমার্জ্জনায় যত্নবান্। সুতরাং দোষীরা বলে, ছলে, কৌশলে অথবা অর্থপ্রয়োগে যেরূপেই হউক, উচ্চ ঘরের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ বা আপনার মেলের মধ্যে ঘর না পাওয়ায় ভিন্ন মেলে গিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। ইহাতে দেবীবরের নিয়মাদি ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। তখন এক দেবীবর গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্থানে বহু দেবীবর দেখা দিলেন। তাঁহারা আটঘাট বাঁধিবার জন্য প্রত্যেক মেলের আবার এক একটী প্রতিযোগী মেল স্থির করিলেন। এখন নিয়ম হইল, কোন মেলী তাঁহার প্রতিযোগী মেলের সহিত কুলকার্য্য করিলে সেই মেলভুক্ত হইবেন, আবার পরে ইচ্ছা করিলে তাঁহার পূর্ব্ব মেলে কার্য্য করিয়া সেই মেলে আসিতে পারিবেন, কিন্তু প্রতিযোগী ভিন্ন অপর মেলে কার্য্য করিলে আর তাঁহার পূর্ব্বেকার মেলে উঠিবার পথ থাকিবে না, তিনি সেই সেই মেলের ভাব-ভাগাদি গ্রহণ করিয়া সেই সেই মেল-ভুক্ত হইয়া যাইলেন। যে মেলের যে প্রতিযোগী পাশাপাশি সেই সেই মেলের নাম তুলিয়া দিলাম—

১ ফুলিয়া...খড়দহ।	২ বল্লভী...সর্ব্বানন্দী।
৩ পণ্ডিতরত্নী...বাঙ্গাল।	৪ ছায়া...সুরাই।
৫ আচার্য্যশেখরী...গোপালঘটকী।	৬ চট্টরাঘবী...বিজয়পণ্ডিতী।
৭ মাধাই...চান্দাই।	৮ বিদ্যাধরী...পারিহাল।
৯ শ্রীরঙ্গভট্টি...প্রমোদনী।	১০ বালি...চন্দ্রাপতি।
১১ শতানন্দখানী...ভৈরবঘটকী।	১২ কাকুস্থী...আচম্বিতা।
১৩ দেহাটা...ধরাধরী।	১৪ দশরথঘটকী...ছয়ী।
১৫ মালাধরখানী...নড়িয়া।	১৬ শ্রীবর্দ্ধনী...পরমানন্দমিশ্রী
১৭ রাঘবঘোষলী...শুভরাজখানী।	১৮ শুঙ্গসর্ব্বানন্দী...হরিমজুমদারী।*

উপরের তালিকার পর পর সংখ্যা মর্য্যাদানুসারে লিখিত। যে যাহার প্রতিযোগী, সে তাহার সমমর্য্যাদ। কিন্তু যে যাহার প্রতিযোগী নহে, অথচ যাহার নাম পরে লিখিত হইয়াছে, সে

* "মেলৌ দ্বৌ প্রতিযোগ্যকৌ চ ফুলিয়া খড়্দস্তথা বল্লভী
সর্ব্বানন্দিক এব পণ্ডিতবরে রত্নী চ বাঙ্গালকঃ।
ছায়া চৈব সুরাইকঃ খলু তথাচার্য্যাদিকঃ শেখরী
গোপালো ঘটকাখ্য এব বিদিতশ্চট্টো পুরো রাঘবী॥

পূর্ব্ব অপেক্ষা মর্য্যাদায় হীন। যেমন ফুলিয়া ও খড়দহ সমান হইলেও এই দুই মেল বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী হইতে শ্রেষ্ঠ। অপরের পক্ষেও এইরূপ। †

ইহাতে কতকটা সুবিধা হইল বটে, কিন্তু মেলান্তরে প্রবেশকালে সেই সেই মেলের সমস্ত দোষাদি গ্রহণ করিতে হইত বলিয়া জ্ঞানবান্ কোন কুলীন মেলান্তরে যাইতে বড় সম্মত ছিলেন না। প্রতিযোগী এক মেল হইতে আর এক মেলে আসিতে পারিতেন বটে, কিন্তু যে মেলে আসিতেন অথবা যে মেলে পূর্ব্বে ছিলেন, কোথায়ও সম্মান পাইতেন না, এজন্যও সহজে কেহ পূর্ব্ব মেল ত্যাগ করিতেন না। সুতরাং শীঘ্রই তাঁহাদের মধ্যে পাত্রাভাব অথবা কুলকর্ম্মের অভাব দেখা যাইতে লাগিল। এদিকে তখনও সমস্ত গৌড়মণ্ডলে ঘটকের পূর্ণ-প্রভাব। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ যেন তাঁহাদের খেলার সামগ্রী। কুলীনসন্তানগণ যেন তাঁহাদের দয়ার পাত্র। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কাহাকে বাড়াইতে পারিতেন, আবার ইচ্ছা করিলে কাহারও সর্ব্বনাশ করিতেন। যিনি ঘটকের মন যোগাইয়া চলিতেন, তাঁহার অশেষ দোষ থাকিলেও তিনি সমাজে মান্যগণ্য হইতেন, তাঁহার কুলরক্ষার অনেক বাধাবিঘ্ন থাকিলেও ঘটকেরা গৌণকুলকার্য্য করাইয়া অনায়াসেই তাঁহার কুলরক্ষা করিতেন। কিন্তু যিনি ঘটককে অমান্য করিতেন, অথবা কোনক্রমে তাঁহার বিরাগভাজন হইতেন, তাঁহার আর কুল থাকিত না, তিনি বংশজমধ্যে গণ্য হইতেন। একবার বংশজ হইলে আর তাঁহার মার্জ্জনার

খ্যাতঃ শ্রীবিজয়াদিপণ্ডিতপরো মাধাইচান্দাইকৌ
সদ্বিদ্যাধরপারিহালকৃতিনৌ শ্রীরঙ্গভট্টস্ততঃ।
শ্রীযুক্তো হি প্রমোদনী তদপরো বালিশ্চ চন্দ্রাপতিঃ
বিদ্যাদানদয়ান্বিতঃ কৃতিশতানন্দাদিখানঃপরঃ॥
প্রাজ্ঞো ভৈরবসংজ্ঞকো হি ঘটকঃ কাকুস্থিরাচন্বিতা
দেহাটা চ ধরাধরী দশরথী ধীরশ্চহরিসংজ্ঞকঃ।
সম্মালাধরখানকোঽপি নড়িয়া শ্রীবর্দ্ধনী তৎপরঃ
শ্রীমান্ সর্ব্বগুণান্বিতো হি পরমানন্দাখ্যমিশ্রস্ততঃ।
ধন্যোরাঘবঘোষলী চ শুভরাজাগ্যখানঃ পরঃ
সর্ব্বানন্দিপরঃ শুভো হরিমজুমদারীতি ষট্‌ত্রিংশকঃ॥" (মেলকারিকা।)

† উদাহরণ—খড়দহ মেলী যদি ফুলিয়া মেলে কুলকার্য্য করেন, তাহা হইলে তিনি আর খড়দহ বলিয়া গণ্য হইবেন না, তখন হইতে তিনি ফুলিয়ার মধ্যে গণ্য হইবেন, কিন্তু এরূপ মেলান্তরে যাওয়ায় তাঁহার মানের বিশেষ লাঘব হইবে না। ভবিষ্যতে তিনি খড়দহের মধ্যে কার্য্য করিলে আবার খড়দহে আসিতে পারিবেন। কিন্তু যদি তিনি সুরাই প্রভৃতি নিম্ন মেলে কুলক্রিয়া করেন, তাহা হইলে সেই নিম্ন মেলভুক্ত হইয়া যাইবেন, আর উঠিতে পারিবেন না। উচ্চ মেলে যদি কোনক্রমে কার্য্য করেন, তাহা হইলে সেই উচ্চ মেলীও তাঁহার সহিত নিম্নগামী হইয়া নিম্ন মেলই প্রাপ্ত হইবেন। যাঁহার সহিত কুলকার্য্যদ্বারা মেলান্তর প্রাপ্তি হয়, মেলের মধ্যে তাঁহার ভাব, ভাগ, যুথ বা থাকাদিও মেলান্তরপ্রবেশকারী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন।

উপায় থাকিত না। কাজেই ঘটকদিগের সন্তোষবিধানের জন্য সকলেই যথাসাধ্য যত্ন করিতেন।

তৎকালে ঘটক ব্যতীত কোন বিবাহই হইতে পারিত না। যাহাতে মেলী কুলীনের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে, ঘটকেরা তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। সুতরাং ঘটকপ্রভাবে কুলীনগণ বহুদোষাক্রান্ত হইলেও বংশজ অথবা শ্রোত্রিয়গণ তাঁহাদের উপর প্রাধান্যলাভে সমর্থ হইলেন না, বংশজ ও শ্রোত্রিয়গণ বরাবরই মেলীকুলীন অপেক্ষা সমাজে হীন হইয়া রহিলেন।

কুলাচার্য্যগণ যতই চেষ্টা করুন, নিম্নগামী স্রোতের গতি ফিরাইতে সমর্থ হইলেন না। অজ্ঞ কুলীনসন্তানগণ আত্মীয়কুটম্বাদির নানাদোষের পরিচয় পাইয়া অযথা কার্য্যকলাপে সঙ্কুচিত হইলেন না। তাঁহারা নামমাত্র কুলরক্ষা করিবার জন্য নিতান্ত গর্হিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতেও কাতর হইলেন না।

এই সময়ে ও ইহার পরে প্রধান প্রধান মেলী কুলীনের মধ্যে যে সকল দোষ স্পর্শে, বিভিন্ন কুলাচার্য্য-কারিকায় তাহা বর্ণিত হইয়াছে।[১]

পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় দোষী প্রধান প্রধান কুলীনগণের বংশলতা এবং নামের টিপ্পনীতে দোষকারিকা কতক কতক উদ্ধৃত হইল—

(১) হরিহরকবীন্দ্র, ধমুজারি মিশ্র প্রভৃতির কারিকা হইতে এ সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়।
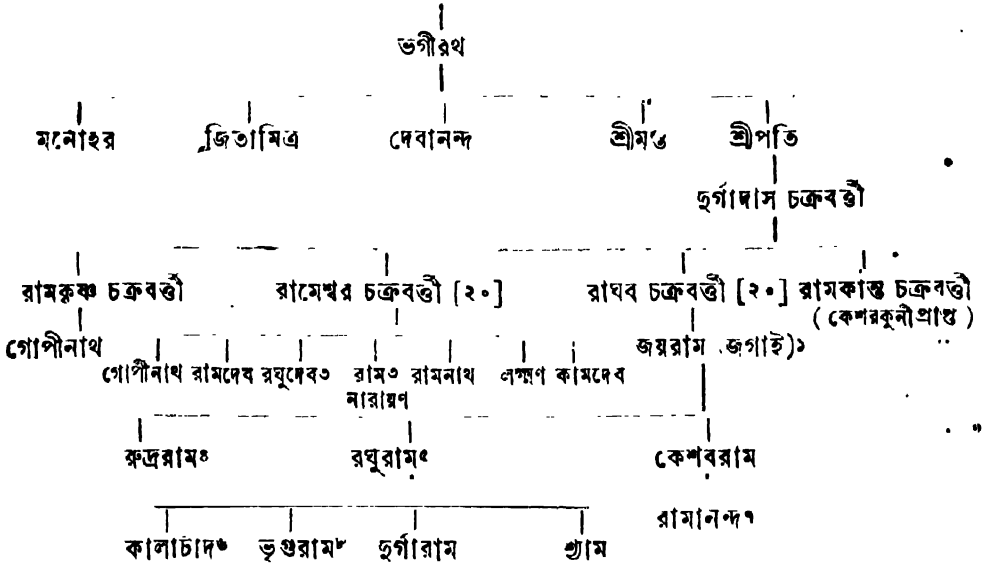
(১) "জগাইর যোগ ভঙ্গ, পাইয়ে রতির সঙ্গ, হড় গুড় পোড়ারীর দোষে।
রামদেব বলে খুড়া, কি হইল কালের পাঁড়া, ত্রিদোষিয়া বলি লোকে ঘোষে॥"

(২) "জয়রাম বন্দ্যরাজ সাগরের মণি। রীতি কায়তির রূপে কুলে হইল হানি॥
পোড়ারিতে রুদ্ররাম রঘুরাম হড়ে। কেশরেতে দোষ নাই গণনাতে ধরে॥
রতি বিষ্ণু একযোগে তিন পুত্র বরে। পোড়ারি হড়ের তেজে জয়রাম পোড়ে॥"

(৩) "রামনারায়ণ বন্দ্যরাজ রগুদোষী হইয়া। যোগে ভাগে কুল করেন বলরামে লইয়া॥
পিতৃপিণ্ড দোষ আছে পুত্র কৃষ্ণদেব। বীরভদ্রী দোষখানি পাথরের রেখ॥"

(৪) ("সাং বং) জয়রামসুত রুদ্ররাম বিশ্বরূপে হয়। শুকদেবসুত পাইয়া কুল হইল ক্ষয়॥
তাহার কন্যা বিহা করে পোড়ারী চাঁদরায়। বাপের বরে রঘুরাম তাতে হড় পায়॥"

(৫) "রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর কহি কুলের কথা। প্রথমে বিবাহ করে শ্রীকৃষ্ণের সুতা॥
অনুজের যোগে কুল করেন দুইজন। রামদেব মুখ্যরাজ আর নারায়ণ॥
পোড়ারী হড়ের তেজ চাঁদের গা পোড়ে। স্বরূপ কুরূপ হয় রতিরূপে পাইরে॥"

(৬) "বিষ্ণুরাম বন্দ্যরাজ সাগরের মণি। কালাচাঁদে যোগে লইয়া কুলে হইল শনি॥
দুষ্ট ডিংসাইর কন্যা লয়ে কালাচাঁদে। যোগে ভাগে বিষ্ণুরাম পড়িলেক ফাঁদে॥
কেশরকুনীর আশ দেখি বাপের বিশ্রাম ছাড়ে। পাঁতাড়িতে মুকুন্দ চাঁদ তারে লইয়া মরে॥
গুড়গড়ী পিতাড়ী আর কালাচাঁদের যোগ। তিন দোষে বিষ্ণুরামের ইহলোকে রোগ।"

(৭) "গোবরাতে বসতি করেন দামোদর রায়। রামানন্দ নিরানন্দ তাহান দুহিতায়॥
অদৃষ্ট প্রসন্ন রায়ের কি কব কথন। দাসুরায় দৌহিত্রী কন্যা জন্মে সুলক্ষণ॥
কোথা হইতে সীতারাম বাড়ীর উপর গেল। বলে ছলে তের দিনের কন্যা বিহা দিল॥
ব্রহ্মবধ ধোপাদহ সাগাই পঞ্চগোপাল। চক্রবর্ত্তী দিল টাকা রামানন্দের কপাল॥
অনুরাগ শুনি তবে মনে মনে হাসে। বিষ্ণুপুরীয় জাগাইল খায় কুপুত্রের দোষে॥"

(৮) "ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে পাঁচপীরের মোকাম। তাহাতে নমাজ পড়েন সাগরদীয়ার শ্যাম॥
শুকদেব নমাজ পড়েন নম্র করি শির। যেচু রঘু জগন্নাথ মক্কার ফকির॥"

সাবর্ণগোত্র—ভৈরব গাঙ্গুলী [২০]
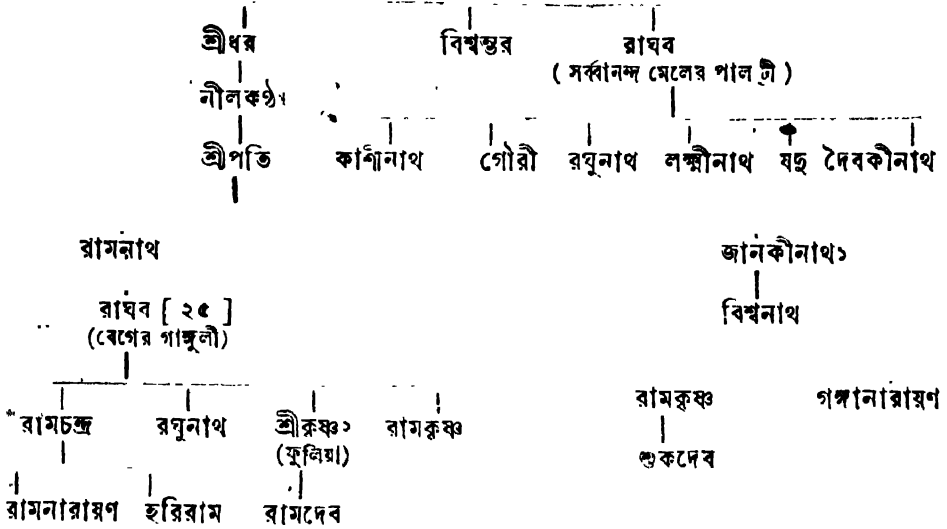
আত্মারাম রত্নেশ্বর রামজীবন রঘুদেব সন্তোষ বিনোদ রামকান্ত [২৮]

---

* ঘৃতে জর জর শূকরভাজা। ভোজন করেন বামুন রাজা॥
ওরে বাপু নীলকণ্ঠ। কেমনে খাইলা শূকরের ঘণ্ট॥" (দোষতন্ত্র)

(১) "খড়দ মেলে জানকীনাথ গাঙ্গবংশে গণি। রণ্ডদোষে কুলখানি হইল কিছু হানি॥
তাহার পৌত্র আছেন বিশ্বনাথসুত। বটেশ্বর ছাড়ি তাহার কুলে লাগে ভূত॥
শুভক্ষণাশুভক্ষণ বুঝিতে না পারি। কুললক্ষ্মীর অল্প দৃষ্টি বটেশ্বর ছাড়ি॥
কোথা হইতে রামানন্দ ককোইড় গেল। কুশজলে কুলখানি তৎক্ষণ হইল॥
কতকাল রামকৃষ্ণ স্থগিত হইয়াছে। সাগরদীয়া বুঝি তারে ছাড়াইল পাছে॥
নারায়ণের বিশ্রাম হয় কাশী রামানন্দ। মুরহর পাইয়া কৃষ্ণবল্লভের আনন্দ॥
রাঘবের যত পুত্র কাঞ্চপেতে জড়। গাঙ্গবংশে রামকৃষ্ণ খড়দ মেলে বড়॥"

(২) "রাঘবসুত শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গবংশে বড়। রঘুনন্দন মুখ করি কাঞ্চপেতে জড়॥
তাহার পর করেন কুল মথুরেশ লইয়া। রামদেবের সুত করেন জনার্দ্দনে বিহা॥
তাহার পর করেন জনার্দ্দন মথুরেশ বর। পুত্র পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গ দোষেতে জর্জ্জর॥
কেহ বলে অভ্যাবৃত্তি মথুরেশ বলে। রামেশ্বর সুত গাঙ্গ বিশ্বেশ্বর ছলে॥
তাহার পৌত্র আছেন রামশরণ গাঙ্গ। বটেশ্বর বসতি তাহার দেশ সেই বঙ্গ॥
পরে যেন রামশরণ গেল সুরাইর ভাগে। পর্য্যায়েতে টানাটানি শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গ ঠেকে॥"

(৩) "গাঙ্গবংশে শুকদেব কুলেতে প্রখর। তাহাতে জন্মিল পুত্র সাতু রামেশ্বর॥
কতকাল রহিল তবে রামেশ্বর সাতু। রামেশ্বরের কাল হইল পুত্র আছে বতু॥
তাহার পর রত্নেশ্বর করে বাপের কুল। গোপীরমণসুত শঙ্কর বিহা সুন্দারকুল॥
সোন্দারকুলী জগন্নাথী শুন বিপর্য্যায়। শুকদেব পোড়ারি হড ব্রহ্মবধ পায়॥" (বাচস্পতি)

ভরদ্বাজগোত্রে—মনোহর [২১]
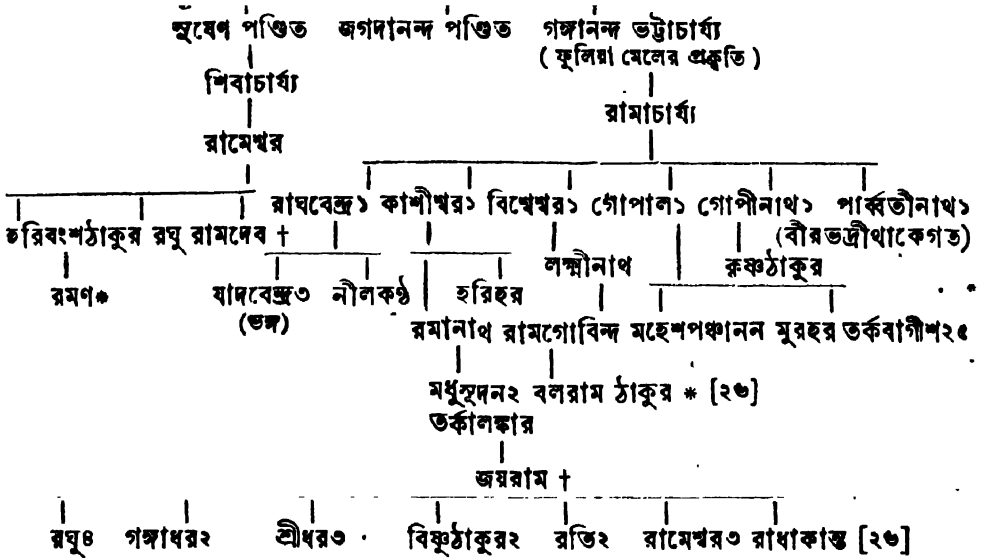
(১) "রাঘবেন্দ্র কাশী বিশু কুলে কল্পতরু। চরে গেলেন গোপীনাথ বীরে গেলেন পার॥"

(২) "ফুলের রাজা মধুসূদন গঙ্গাধর পাছ। রতি বিষ্ণু সমভাব আর সব কাচ॥"

(৩) "কি কব যাদুর কুল, তিতে করলে আধা মূল, শ্রীধর সমান ছিল ডাক।
বিধি কুলে হৈল বাম, নৈলে কেন জয়রাম, এখন কুলের এক থাক॥
তিল তুলসী কুশমোড়া, খেয়ে রামেশ্বরের ছড়া, কুলের কুশুড়ী ভেঙ্গে গেল।
পঞ্চানন নুলো কয়, তেজীয়ান ন দোষায়, উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে প'ল॥"

(৪) "কেশরে চ গতো রাধা রঘু কাশ্যপকাশ্রিকে। রতিবিষ্ণুরূপো মগ্নাবেকো গঙ্গাধরকৃতী॥"

(৫) "বলাই মাঝির নৌকাখানা গুণটানে তার গুপে। র'ঘো গিয়ে ফেলে দিলে কেশেড়ার ঝোপে॥
ঝোপে পড়ে নৌকাখানা প্রলয়ের ঝড়। দেবীর দুর্য্যোগ দেখে দেবা দিল রড়॥
টানাটানি করে গুপে লাগাইল কূল। হাত ঘুরায়ে মুলো বলে বেঁকেছে মাস্তুল॥"

* "বিষ্ণুহর বলরাম চিন্তিত রমণ। বাগাণ্ডার রঘু বাসু সম ছয় জন॥
দোসর সোসর নাহি মুরহর একা। না জানি কাহার সঙ্গে কখন হয় দেখা॥"

† "মুখজো জয়রামশ্চ শ্রীরামদেবকো মুখঃ। সুগন্ধাতীরসম্পর্কাৎ পতিতৌ কুলকুঞ্জরৌ॥"

ভরদ্বাজ-গোত্র

যোগেশ্বর পণ্ডিত (মুখো) [২০]

(খড়দহ মেলের প্রকৃতি)

কৃষ্ণবল্লভ গোপীজনবল্লভ রামদেব রঘুদেব প্রভৃতি

মধুসূদন প্রাণবল্লভ রঘুনন্দন রামনারায়ণ১ [২৫]

রামচন্দ্র২ [২৬]
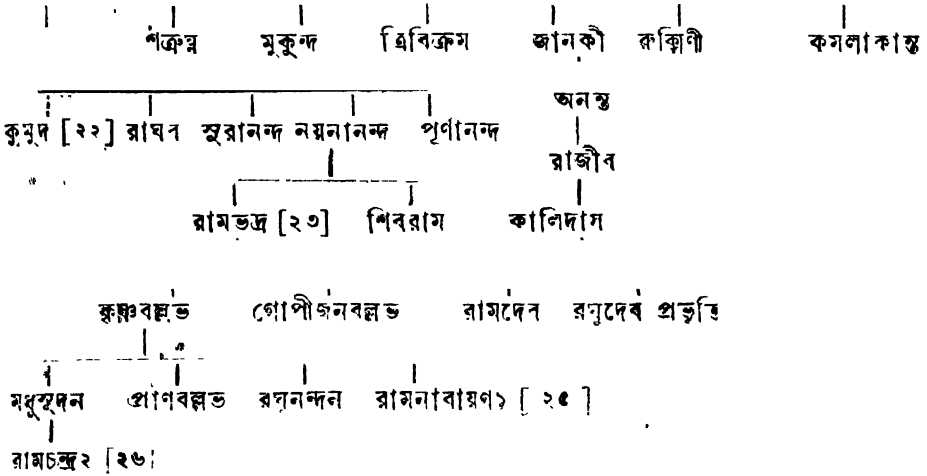
(১) "প্রকৃতিতে রামনারায়ণ গণনাতে গণি। কাঞ্চনকাঞ্জারী বিহা কুলে লাগে শনি॥
ভাগ্যাধীন যোগে ভাগে লয় অষ্টাদশে। বাণবসুত কৃষ্ণচরণ* মথুরার কুশে॥
রামচন্দ্র গাঙ্গ করেন শ্রীরামে করণ। গৌরীসুতের পাছে কুল বড়ই শমন॥
তাহার পর রামনারায়ণের বিবাহ জগাই। যবগ্রামী ভাব কন্যা রামকৃষ্ণ পাই॥
রাধা লক্ষ্মী নামে কন্যা ছিল তার ঘরে। টের পাইয়া বাহির করে কেশরকুনীর চরে॥"

(২) "শ্রীমধুসূদনসুত রামচন্দ্র মুখ। রামগোপাল করি তার না হইল সুখ॥
নন্দকিশোর বসিয়াছে উখুড়ার মাঠে। কোথা হইতে রূপরাম সেই খেওয়াঘাটে॥
বরিয়া নিয়া নন্দকিশোর কন্যা বিহা দিল। রাতারাতি রূপরাম বালিগাঁও গেল॥
বালিগাঁও গিয়া রূপ করিল সন্ধান। গঙ্গরামের সুতা দুই করে গঙ্গাস্নান॥
সেই কন্যা ধরিয়া রূপ গলায় দিল মালা। গঙ্গারাম দেখিয়া বলে কি করিলি শালা॥
শালার এমত কর্ম্ম কেহ নাহি দেখে। গঙ্গারামের হড়দোষ কুলাচার্য্যে লেখে॥
হড় পাইয়া মনে ভাবে গঙ্গারাম গাঙ্গ। রামগোপাল নষ্ট হেতু চলিলেন বঙ্গ॥
বঙ্গে গিয়ে দোহারেতে বসিলেন পূজায়। যত ছিল পুষ্প চন্দন দিল শালীর গায়॥
পুত্র বরে রামচন্দ্র সেই কন্যা লয়। আশপাশে হড়দোষে কুল হইল ক্ষয়॥"

* "কৃষ্ণচরণ বন্দাবর পাইয়া ফেরঙ্গ-ডর কাঁটালতলী কৈলা পরিত্যাগ।
ককোইড়া গ্রামেতে যাইয়া মথুরাবে কুশে পাইয়া, কিবা হইল কুলে অনুরাগ॥" (হরিহর)

কাশ্যপ-গোত্র

ধং চং শ্রীনাথ (নাথাই)

গঙ্গাদাস — গোবিন্দ

গঙ্গাদাস → ভুবন

ভুবন → রামনাথ, রতিনাথ

রূপনারায়ণ রাঘব রামচন্দ্র নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ রমাকান্ত

রামচন্দ্র → কৃষ্ণবল্লভ, কৃষ্ণজীবন

রামবল্লভ, রামনাথ১ রামকৃষ্ণ রামগোবিন্দ

রামগোবিন্দ → রামগোপাল (কেঁশরকুনীপ্রাপ্ত)

চারি মেল লইয়া চতুঃসাগরী।

১০। মহেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ফুলিয়ায়

৩ বিজয়পণ্ডিতরস্থ
স্বয়ং বিজয়পণ্ডিতীর প্রকৃতি
৪ নিবাসের পুত্র কেশব
ঐ পালটী

১১। মহাদেব

১২। চতুর্বিলি

খড়দহ মেলে ২ রামচন্দ্র মিশ্র ও
১ ভগীরথ ও শ্রীপতি
ত্রৈলোক্যনাথ

অনন্ত (গয়ঘড়) হরি (গাগরদিয়া) সক্কে (বাঙ্গালপাশ) নারায়ণ (স্বল্পবাঙ্গালপাশ) ভাস্কর

হরি → উদয়ন, মনো, বামন

মুরারি মাধব রাম কোক সন্তোষ পাণ্ডিত কুমার

মাধব → বিষ্ণু, শান্তি

সন্তোষ → জটাধর → বিজয়পণ্ডিত (বিজয়পণ্ডিত মেলের প্রকৃতি)

শঙ্কর শ্রীনিবাস পৃথ্বীধর সদানন্দ বৈকুণ্ঠ অচ্যুত লম্বোদর ধ্রুবানন্দ

শ্রীনিবাস → কেশব (ছয়মেলীর পালটী)

লক্ষ্মীবর দুর্গাবর শ্রীনাথ গঙ্গাধর দামোদর মিশ্র জহ্নু গোপী

শ্রীনাথ → ভগীরথ, হরিহর, রত্নগর্ভ

গঙ্গাধর → রামচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ

ষষ্ঠ অধ্যায়

একাদশ পরিচ্ছেদ

(আধুনিক কুলবিধি ও ভাগাদির বিবরণ।)

দেবীবরের মেলবিধি প্রচলিত হইবার শতাধিক বর্ষ পরে রাঢ়ীয় সমাজের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আর একজন কুলাচার্য্য সমাজ-সংস্কারের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম নুলাপঞ্চানন। তিনি চৈতল-চট্ট দিনকরের পৌত্র।[১] তিনি নিজে কুলীনসন্তান, তায় আবার কুলাচার্য্য। দেবীবর-প্রবর্ত্তিত মেলের পরিণাম তিনি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং কুলীনসমাজকে লক্ষ্য করিয়া তীব্র সমালোচনা করিতেও অগ্রসর হইয়াছিলেন।

তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার সমালোচনায় হয়ত কুলীন-সমাজের চক্ষু ফুটিবে, মেলের অসারতা বুঝিতে পারিবেন। সেই মেলী কুলীনদিগের প্রাধান্যকালেও তিনি নির্ভীক হৃদয়ে লিখিয়াছিলেন,—

"দোষ দেখে কুল করে একি চমৎকার। অজ্ঞান কুলীন-পুত্র কুলে হয় সার॥"

তাঁহার কারিকাগুলি পাঠ করিলে মেলী কুলীনের বিষম চিত্র, সমাজবিপ্লবের বিভীষিকা, তাঁহার হৃদয়ের জ্বলন্ত পরিবেদনা পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার সরস ও কোমল শ্লেষোক্তি পাঠ করিয়া অনেকেই তাঁহার প্রশংসা করেন, সদ্বক্তা ও সুরসিক বলিয়া আদর করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক শ্লেষোক্তির সহিত তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস জড়িত রহিয়াছে, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখেন না।

কোন কোন কুলাচার্য্য লিখিয়াছেন, প্রধান কুলীন বিষ্ণুঠাকুর ও কেশবরায় চক্রবর্ত্তীর সাহায্যে তিনি সমাজশাসনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারই যত্নে গোষ্ঠীপতির মর্য্যাদা স্থিরীকৃত হয়—তাঁহার চেষ্টায় অনেক গৌণ কুলের অস্তিত্ব ঘুচিয়া যায়, অনেক নিন্দিত শ্রোত্রিয় সমাজচ্যুত হন; ডিংসাই, পিপ্‌লাই প্রভৃতি যাঁহারা মধ্যে অচল হইয়াছিলেন, এখন আবার তাঁহারা চল্ হইলেন।[২] আবার হড়, গুড়, কেশর বেশী দোষী বলিয়া গণ্য হইল। কিন্তু এত

---

(১) বর্দ্ধমান জেলায় অম্বিকাকাল্‌নার নিকটবর্ত্তী ইছাপুর সহরকুলীর চৈতল চট্টোপাধ্যায় ও শান্তিপুরের দিনকরবংশীয় চৈতলচট্টগণ নুলাপঞ্চাননের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু অনেক কুলাচার্য্যের মতে নুলাপঞ্চাননের বংশ নাই।

(২) "দেবীবর পুঁতিলা না করিল ছেদন। বিষবৃক্ষ দেখি ধ্বংস করিল মোদন॥
পঞ্চানন সে বিষ খেয়ে শেষে যে চলিল। তাই কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে ঢাকিল॥
লোকস্থিতিরক্ষা হেতু শ্রীবিষ্ণু কেশবে। গোষ্ঠীকথায় শাসেন আর যত দেবে॥

করিয়াও তিনি মূল দোষ উৎপাটন করিতে পারিলেন না। রাঢ়ীয় কুলীন-সমাজে পাত্রাভাবের জন্য যে মহা অনর্থ ঘটিতেছিল, তাহা নিবারণ করিতে অক্ষম হইলেন, অথবা ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবার সুযোগ ঘটে নাই।

পরবর্ত্তী কালে মেলীকুলীন হইতে আরও নানাভাগের উৎপত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে চতুঃসাগরী, নবগ্রহ ও ত্রিকুলের থাক প্রধান।

চতুঃসাগরী।

মেল ও তন্মধ্যে ভাবভাগাদি উৎপত্তি হইবার বহুকাল পরে সাগরদীয়ার বন্দ্যবংশে চারি সহোদর ও চারিমেলের সংস্রবে চতুঃসাগরী ভাবের উৎপত্তি হয়। এই চতুঃসাগরীর মধ্যে যাহারা আদান-প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিশেষ সম্মানিত হন। এই চতুঃসাগরী সম্বন্ধে কুলচন্দ্রিকায় লিখিত আছে --

"সাগর পূর্ব্বেতে ছিল মীনের আলয়। অদ্ভুত তদ্ভাব এতে আছয়ে প্রত্যয়॥
মেলবন্ধকালে যাতে সাগরের অংশ। পড়িল তাহারা কুলে হইল প্রশংস॥
সে কালে সাগর ছিল গাঙ্গবংশে যোগ। তথা হইতে গঙ্গানন্দ পাইল সংযোগ॥
সমবারি-ভাবে তাহা সুচট্টেতে যায়। গাঙ্গুলি সম্বন্ধ যবে খড়দহে পায়॥
চট্টবংশে মিশ্রিত হয় গাঙ্গুলির কুল। পরম্পরা সম্বন্ধে তাহা সর্ব্বানন্দে মূল॥
বল্লভীতে এই মতে আছে তার অংশ চতুঃসাগরী বলে যে হইল প্রশংস॥
স্বাধিকারনিষ্ঠাভাব চারিমেলে পায়। অন্যথা সিদ্ধভাব ঘটক না লয়॥
এই চারি মেল যেই শ্রোত্রিয়ের ঘরে। শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বলে তারে বিচারে॥"

যে চারিজনকে লইয়া চতুঃসাগরীর সৃষ্টি তাঁহাদের বংশ এই—

দুর্ব্বাদীর পুত্র হরিবন্দ্য [১৩] তৎপুত্র উদয়ন [১৭] তৎপুত্র শশধর [১৫] তৎপুত্র বিষ্ণুমিশ্র [১৬] তৎপুত্র পৃথ্বীধর [১৭] তৎপুত্র গঙ্গাধর [১৮] তৎপুত্র ভগীরথ [১৯] তৎপুত্র শ্রীপতি [২০] তৎপুত্র দুর্গাদাস [২১] এই দুর্গাদাসের চারি পুত্র রামকৃষ্ণ, রামেশ্বর *, রাঘব ও রমা-

গোষ্ঠীপতি নেতা বটে আর সিদ্ধসাধ্য। গৌণকুল মধ্যে আজি তেমন অবাধ্য॥
পঞ্চাননের বিধি ত্যাজ্য অসচ্ছোত্রিয়। যার ছিল না সদ্বৃত্তি আর যে নিষ্ক্রিয়॥
তাই ভিংসাই পিপলাই দোষ গেল কেটে। কেশর হড় গুড়ের দোষ আরও আঁটে॥
কিন্তু আজি বালি এরা ভাবেতে যে গেল। কুলীন নিকষ বটে মূলে ছিদ্র রৈল॥
হড় গুড় সুরাযোগে গোষ্ঠীপতি গড়। পিপলাই ঐ সঙ্গে মহিন্ত্যা সর্ব্বানন্দে পড়ে॥
পাড়ারি গজেন্দ্র রায় কৃষ্ণ যার মূল। সাগরে দুর্গারে ধরে সঙ্গে রাখে কুল॥" (কুলচন্দ্র ঘটক)

"আসীদ্রামেশ্বরাখ্যঃ কুলকুলতিলকো নির্ম্মলো রাঢ়বঙ্গে
সদ্বৃত্তৈঃ সদ্বিচারৈঃ সমকুলসদৃশো নাস্তি কশ্চিৎ কুলীনঃ।
শ্রীগোপীনাথনাম্না অজককুলবরৈস্তুল্যগোবিন্দমুখ্যো-
বিশ্রামে লব্ধকীর্ত্তিঃ ফুলদলবিজয়ী সাগরে সেতুবন্ধঃ॥"

কান্ত [২২] এই চারিজনের উপাধি চক্রবর্ত্তী। এই চারি সাগরদীয়া হইতে চতুঃসাগরী নাম হইয়াছে। ইহাদের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ হইয়াছে, তাহারাও চতুঃসাগরী বলিয়া পরিচয় দেন।

নবগ্রহদোষ।

থাকাদি প্রবর্ত্তিত হইবার পর খড়দহ মেলে নয়টী শ্রোত্রিয়গত দোষ সংক্রামিত হয়, তাহা হইতে 'নবগ্রহ' নামের উৎপত্তি। এ সম্বন্ধে কুলরমায় এইরূপ কারিকা আছে—

"কুশারি চাঁচকুণ্ডা বিয়া রমাকান্ত গাঙ্গ। মাইজপাড়া শিমলায়ী হয় তার সঙ্গ॥
রামজীবন রাজপুর কোয়ারী সঙ্গতি। পঞ্চসার ভুরিষ্ঠাল সন্তোষের গতি॥
বন্দ্যবংশে হরিনাম বালি দিণ্ডা বিয়া। তাহার সুত রাজারাম শুন মন দিয়া॥
চাণকেতে দিণ্ডী কন্যা করেন পরিণয়। রামনারায়ণ বন্দ্য হরির তনয়॥
চুঁচড়াতে দিণ্ডী কন্যা করিলেন গ্রহণ। মুখপ্রসাদ বাগআঁপা পাকড়াশী মিলন॥
রামকান্ত মুখবর নন্দরামসুত। সালনগর বটব্যাল হইল সংযুত॥"

অর্থাৎ চাঁচকুণ্ডার কুশারি, মাজপাড়ার শিমলায়ী, রাজপুরের কোঁয়াড়ী, পঞ্চসারের ভুরিষ্ঠাল বালি, চাণক ও চুঁচড়ার ডিংসাই, বাগআঁপার পাকড়াসী ও সালনগরের বটব্যাল নয় স্থানের এই নয় ঘর নিকৃষ্ট শ্রোত্রিয় বা সন্দিগ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য ছিলেন। তাঁহাদের ঘরে বিবাহ করায় রমাকান্ত গাঙ্গ প্রভৃতি ৯জন কুলীনের শ্রোত্রিয়দোষ ঘটে। তাঁহাদের সহিত আবার যাঁহারা সম্বন্ধ স্থাপন করেন, কুলাচার্য্যগণ তাঁহাদিগকেও নবগ্রহদোষ-দুষ্ট বলিয়া উল্লেখ করেন।

ত্রিকুলের থাক।

মেলবন্ধ হওয়ার কএক পুরুষ পরে পাত্রাভাব ঘটিলে কএকজন কুলীন আদান-প্রদানের সুবিধা হইবে ভাবিয়া আপনাদিগের মধ্যে নূতন 'থাক' করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু কুলাচার্য্যগণের সম্মতি না থাকায় অনেক থাক বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। তন্মধ্যে "ত্রিকুলের থাক" উল্লেখযোগ্য।

শাণ্ডিল্যগোত্রে মকরন্দ বন্দ্যোর ১৩শ উত্তর-পুরুষ বিশ্বেশ্বর, কাশ্যপগোত্রে বাঙ্গালের ১৩শ উত্তর পুরুষ মথুরানাথ চট্ট এবং ভরদ্বাজ গোত্রে উৎসাহের ১৩শ উত্তর-পুরুষ নন্দন মুখো এই তিন ব্যক্তি পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া এই নিয়ম করিলেন যে, তাঁহারা সন্তান-পরম্পরায় পরস্পরের সহিত আদান-প্রদান করিবেন, পুত্রের বিবাহ অন্যত্র দিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু কন্যার বিবাহ ইহাদের পরস্পর পুত্রাদির মধ্যে হওয়া চাই। কন্যার বিবাহ অন্যত্র দিলেই দলচ্যুত হইবেন। খড়দহ, ফুলিয়া ও বল্লভী এই তিন মেলভুক্ত তিনজনের যোগে এবং নন্দনমুখোর যত্নে প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া এই থাকের নাম "নন্দনী-ত্রিকুল থাক" হইল। অবশেষে মথুরানাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ফুলিয়া কমলাকান্ত এই থাকে মিলিত হন। ত্রিকুলের বংশাবলী পর-পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল—

এই থাকভুক্ত কুলীনদিগকে বর্ত্তমান কুলাচার্য্যগণ ভঙ্গ বা বংশজমধ্যে গণ্য করিলেও পূর্ব্বে ইহারা কুলীন বলিয়া পরিচয় দিতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েও ইহারা কুলীনের ন্যায় সম্মানিত ছিলেন। যথা—

"শ্রীগোপাল ছোট সবে কুলের মুখটী।
আদানে প্রদানে খ্যাত ত্রিকুলে পালটী॥" (ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল)

উক্ত শ্রীগোপাল মুখো রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জামাতা ছিলেন।

এই ত্রিকুলের থাকে জয়পুররাজের মন্ত্রী রাও কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এবং বিশ্বকোষ-অভিধান-প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল ও শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন*।

* কুলাচার্য্যেরা বিশ্বেশ্বর, নন্দন ও মথুরানাথের পিতা রঘুনাথকে ভঙ্গ কুলীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

* নিম্নে উক্ত তিন ব্যক্তির বংশতালিকা উদ্ধৃত করিলাম —

শ্রীনন্দন মুখ [২৪] (খড়দহ)

এই বংশে ৩১ পুরুষ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। (ত্রিকুল-মুকুর নামক গ্রন্থে ত্রিকুলের থাকভুক্ত সমস্ত ব্যক্তিবর্গের বংশাবলী আছে।)

ষষ্ঠ অধ্যায়

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

(মেলী কুলীন-সমাজের সমালোচনা।)

যখন কুলাচার্য্যগণ দেখিলেন, আর কুলীনসমাজ থাকিতেছে না, বিবিধ দোষে কুলীন-সমাজ ক্রমেই ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে, প্রকৃত কুলবিধি অনুসারে বিচার করিতে গেলে আর কাহারও কুল থাকে না, তখন কৌশলী কুলাচার্য্যগণ এই শেষ নিয়ম করিলেন—

"আর গুণ যার গুণ তার সঙ্গে যায়। কুলগুণ মহাগুণ পুরুষক্রমে পায়॥
স্বজনাসম্বন্ধ হয় পিণ্ড ঠেকে মাথে। ধর্ম্মের বিচার নাহি কুল রয় যাতে॥
রণ্ড পিণ্ড বলাৎকার বিপর্য্যায় পাই। ঘটকেতে বলে তার দোষ নাহি গাই॥
দোষ পায় যদি তার প্রায়শ্চিত্ত ধরে। কুলবেদে প্রায়শ্চিত্ত যদি কুল করে॥
অসৎ করয়ে সৎ কুলের এই কর্ম্ম। লোহারে করয়ে সোণা পরশের ধর্ম্ম॥" (কুলসার)

কুলাচার্য্যগণ কুলীনগণের কুলরক্ষার জন্য কি উদার ভাব দেখাইলেন। স্বজনাদোষ, পিণ্ডদোষ প্রভৃতি সকল কার্য্য করিলে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে জাতিচ্যুতি বা সমাজচ্যুতি ঘটে, হিন্দুসমাজে মুখ দেখাইবার পথ থাকে না! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! হিন্দুশাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিলেও মেলী কুলীন শ্রেষ্ঠ সম্মানলাভে বঞ্চিত হইলেন না। রাঢ়ীয় হিন্দুসমাজ অবনতশিরে ঐ সকল ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকারে বাধ্য। মেলী কুলীনের বিরুদ্ধে কাহারও কোন কথা বলিবার সাধ্য ছিল না। মেলী কুলীনগণের বিপক্ষদিগকে ঘটকগণ শাসনে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এত করিয়াও কুলাচার্য্যেরা সকল মেলী কুলীনের কুলরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মেল-প্রচলনের পর সর্ব্বদ্বারী বিবাহ বন্ধ হওয়ায় ক্রমেই পাত্রাভাব ঘটিতে লাগিল। প্রকৃতি ও পালটীর সংখ্যা নিতান্ত সীমাবদ্ধ থাকায় ক্রমে ক্রমে ঘর পাওয়া দায় হইল। বিশেষতঃ কোন কোন প্রকৃতি বা পালটীর বংশাভাবের সহিত সেই সেই মেল-ভুক্ত কোন কোন কুলীন-কন্যার চিরদিনের জন্য বিবাহের পথে কাঁটা পড়িল।

বঙ্গদেশের দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থাভেদেই হউক, অথবা বিধাতার লিপিক্রমেই হউক, পুত্রসন্তান অপেক্ষা কন্যাসন্তানই সাধারণতঃ অধিক জন্মিয়া থাকে। দুই একটী পরিবারের কথা বলিতেছি না, উচ্চ হিন্দুসমাজের জনসাধারণের উপর এই কথা বলিতেছি। এখন ভাবিয়া দেখুন, সাধারণতঃই যখন কন্যার সংখ্যা অধিক, তখন সর্ব্বদ্বারী বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও সময়ে সময়ে পাত্রাভাব হইবার কথা। তাহার উপর দেবীবর ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া কুলীনসমাজকে যে বাঁধনে বাঁধিলেন, তাহার পরিণাম কিরূপ শোচনীয় হইল, তাহা আর বেশী

করিয়া বুঝাইতে হইবে না। দেবীবরের নিয়মে মেলি-কুলীন-কন্যা অবশ্যই করণীয় কুলীন-পাত্রে অর্পিত হইবে, যদি তাহার আজীবন বিবাহ না হয়, সেও ভাল, তথাপি শ্রোত্রিয় অথবা বংশজের সহিত তাহার বিবাহ হইতে পারিবে না।১

দেবীবর কুলীনকন্যার উপর এরূপ দারুণ ব্যবস্থা করিলেন বটে, কিন্তু কুলীন-পুত্রগণের উপর এরূপ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিলেন না; বরং যে শ্রোত্রিয় যে মেলের আশ্রয়স্বরূপ, নিকষ কুলীন-সন্তান সেই শ্রোত্রিয়ের ঘরে বিবাহ করিলে গৌরবান্বিত হইতেন। এরূপ ব্যবস্থা থাকায় নিকষ কুলীনেরা ইচ্ছা করিয়াই শ্রোত্রিয়কন্যা বিবাহ করিতেন। তাহাতে বরং আশ্রয়দাতা শ্রোত্রিয়গণেরই অনেক সুবিধা হইয়াছিল; কিন্তু কুলীন-কন্যাগণের পরিণামে কি হইবে, কেহই একবার মনোযোগ করেন নাই। কি কারণে মেলী কুলীন-সমাজে পাত্রাভাব ঘটিল, কি কারণে মেলী সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত হইল? কেন অনেক কুলবালার ইহজন্মে আর বর জুটিল না? তাহার একটু পরিচয় দিতেছি।

মেলবিধি প্রচলিত হইবার সময়ে অথবা পরে এক মেল, এক যুগ ও এক থাকভুক্ত কুলীনের মধ্যে যাহার সহিত যাহার কুলকার্য্য হইয়াছিল, তাহাদের পরস্পরকে লইয়া প্রকৃতি ও পালটী স্বীকৃত হয়। এইরূপ প্রকৃতি-পালটীর মধ্যেই মেলী কুলীনের আদান-প্রদান চলিবে। তদ্ভিন্ন অন্য ঘরে আদান-প্রদান হইতে পারিবেনা।

মনে কর, এক বংশে একটী পুত্র ও অপর বংশে দশটী কন্যা। কুল রাখিতে হইলে সেই একটী পুত্রের সহিত দশটী কন্যার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক, নচিলে মেলীর কুলরক্ষা হইবে না। ইহা হইতেই বহুবিবাহের উৎপত্তি। এই কারণেই এক অশীতিপর বৃদ্ধের করে সময় সময় বহুসংখ্যক কন্যা সম্প্রদান করিতে হইয়াছে। আবার যদি এক পক্ষে দশটী কন্যা ও অপর পক্ষে পুত্র সন্তান না থাকে, তাহা হইলে সেই কন্যাগণের অদৃষ্টে আর শুভপরিণয় ঘটে না। এই কারণেই অনেক কুলীনের ঘরে কন্যা অবিবাহিতা থাকে। এ ছাড়া কুলরক্ষার জন্য পাত্রপাত্রীর বয়সের কোন ঠিক নাই। বর অপেক্ষা অধিক বয়স্কা কন্যার পাণিগ্রহণ বঙ্গীয় স্মার্ত্তকর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইলেও কুলরক্ষার জন্য কুলীনপুত্র তাঁহা অপেক্ষা অধিক বয়স্কা কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতে কোন দোষ হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্রে বয়স্থা কন্যার বিবাহ নিন্দিত হইলেও স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের পূর্ব্ববর্ত্তী মেলী কুলীন শ্রীনাথ আচার্য্য প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ইঙ্গিতে তাহার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।২

(১) এ সম্বন্ধে রাঢ়ীয় কুলীন ও কুলাচার্য্যগণ মনুর এই বচনটী উল্লেখ করিয়া থাকেন,—
"কামমামরণাৎ তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি। ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেৎ তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥" (মনু ৯।৮৯)

(২) শ্রীনাথাচার্য্যের উদ্বাহতত্ত্বার্ণবে লিখিত আছে,—
"অথ কন্যাবরবয়ঃক্রমঃ।...দ্বাদশবর্ষা ষোড়শবর্ষয়োঃ কার্য্যাপেক্ষেণ ব্যবস্থিতো বিকল্পঃ সর্ব্বত্র যবীয়স্ত্বমাত্রেণ বিবাহস্য প্রাশস্ত্যমিত্যত্র তাৎপর্য্যম্।

আবার করণীয়-ঘরে পাত্র না থাকিলেও যদি পিতা করুণাযুক্ত হইয়া উক্ত দশটী কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে সেই মেলী পিতা নিজ মেলের অপর থাকে গিয়া নূতন করিয়া কুলকার্য্য করিতে পারেন অথবা স্ব স্ব মেল বা থাক পরিত্যাগ করিয়া নিম্ন মেলের সহিত কুলকার্য্য করিয়া সেই মেলভুক্ত হইতে পারেন। এরূপ স্থলে পূর্ব্বে যে ঘরের সহিত আদান প্রদান চলিত, তাহা অবশ্য বন্ধ হইবে এবং যে মেলে কন্যা দান করা হইল, কন্যার পিতা সেই মেলের সমস্ত দোষ গুণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। ইচ্ছা করিলেই যে এক মেলভুক্ত সমুদয় ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান হইবে, তাহাও নহে। সমান মেল, সমান থাক, সমান পর্য্যায় ও সমান ভাবাপন্ন যাহার সহিত যাহার কুলক্রিয়া হইয়াছে, কেবল তাহাদের দুই বা তিন জনের মধ্যেই এবং তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যেই আদান প্রদান চলিতে পারিবে। এরূপ বাঁধাবাঁধি থাকায় সহজেই পাত্রাভাব ঘটিতে লাগিল। বিশেষতঃ কুলীনপুত্র শ্রোত্রিয়-কন্যাগ্রহণ সুবিধাজনক বোধ করায় উপযুক্ত ঘর মিলিলেও কুলীন কন্যার বিবাহে যথেষ্ট অন্তরায় ঘটিল। আবার ঘর থাকিলেও স্বজনাদোষের ভয়ে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাকে চিরকুমারী রাখিতে বাধ্য হইলেন।(১) যাহারা মেলান্তর গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যেও পূর্ব্বমেলে যে কারণে পাত্রাভাব ঘটিয়াছে, নবাগত মেলেও কিছুকাল পরে তদ্রূপ পাত্রাভাব ঘটিতে থাকে।

অতি অল্প লোকের মধ্যে আদান প্রদান পুত্র অপেক্ষা কন্যার আধিক্য শ্রোত্রিয়ের ঘরে কুলীনের বিবাহ ইত্যাদি কারণে রাঢ়ীয় সমাজে কুলীন পুত্রের যথেষ্ট দর বাড়িয়া গেল। কুলীনের কএকটী কন্যা হইলে তাঁহার মহাবিপদ ঘটিয়া থাকে, এদিকে তাঁহার করণীয় ঘরে পুত্র থাকিলে পুত্রের পিতা অহঙ্কারে মৃত্তিকাস্পর্শ করেন না! যোড়শোপচারে পূজা না পাইলে কোন কুলীন সন্তান তাঁহার করণীয় ঘরেও বিবাহ করিতে সম্মত হয়েন না। রীতিমত পূজা পাইলে তিনি নাম মাত্র বিবাহ করিয়া থাকেন। যেখানে প্রভূত অর্থ, সেইখানে কুলীন-কন্যার অদৃষ্টে কথঞ্চিৎ সুখপ্রাপ্তির সম্ভাবনা, কিন্তু পিতা দরিদ্র হইলে, কুলীন-কন্যার দুঃখের পরিসীমা থাকে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, করণীয় পাত্রের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ও কন্যার সংখ্যা অধিক থাকায় বহু বিবাহের উৎপত্তি হয়। আবার অনেক স্থলে পাত্রাভাবে কুলীন-কন্যার বিবাহ বন্ধ হইয়া যায়।

অথ তদ্দ্বাদশাহানি ত্রিংশদ্বর্ষেণ সর্ব্বদা। যদি দ্বাদশবর্ষাস্তাৎ কন্যা রূপগুণান্বিতা॥
দ্বাত্রিংশদ্বর্ষপূর্ণেন যদি ষোড়শবার্ষিকী। লব্ধা তদা তু দাতব্যং ষড়্‌রাত্রিং সংযতেন তু॥
বিংশত্যব্দা যদা কন্যা বস্তব্যং তত্র বৈ ত্র্যহম্। অত উর্দ্ধমহোরাত্রং বস্তব্যং সংযতেন বৈ॥"

(পণ্ডিত সত্যব্রতসামশ্রমি-সম্পাদিত উষা ১ম ভাগ, ৪র্থ খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

(১) এইরূপ কুমারীদিগকে "ঠেকা মেয়ে" বলে। যশোরের অন্তর্গত কাশীপুর, লক্ষ্মীপাশা প্রভৃতি গ্রামে এরূপ "ঠেকা মেয়ে" অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

এই দুই কারণে কুলীনসমাজে কি দারুণ অনর্থ সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে! কত শত কুলললনা জাতিকুলমান বিসর্জ্জন দিয়াছে! কত পরিবারের সর্ব্বনাশ,—কত অভাবনীয় কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে! তাহা আর উল্লেখ করিয়া আমাদের পূজনীয় ব্রাহ্মণসমাজকে কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না!

যখন কোন সমাজ নানা ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া অবনতির চরম সীমায় উপনীত হয়, তখন যেমন তাহার জীবনীশক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, সদ্‌বিবেচনাশক্তি ক্রমে লোপ হইয়া আসে, রাঢ়ীয় মেল-সমাজের সেইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত। কি পরিতাপের বিষয়, যাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যে ভারতপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, এমন অনেক কুলীনসন্তানও কুলাচার্য্যগণের কুহকে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সমাজের মর্ম্মস্পর্শী কলঙ্ক অপনোদন করিবার ক্ষমতা থাকিলেও সমাজসংস্কার দিকে তাঁহাদের আদৌ যত্ন ছিল না। তাঁহারা জানিতেন 'কুলীন' নাম থাকিলেই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বসাধারণের পূজ্য, সমাজে সম্মানিত ও মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইবেন! বাস্তবিক শতদোষ থাকিলেও কুলীন-সন্তান সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতেন। সকলেই কুলীনকে ভয়-ভক্তির চক্ষে দেখিতেন। কুলীনের সংস্রব পুণ্যজনক মনে করিতেন। কুলীনের আগমনে গৃহস্থ কৃতার্থ হইতেন। কুলীনগণের এইরূপ সম্মানের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে কখন সাংসারিক কষ্টভোগ করিতে হয় নাই। অর্থ লইয়া কন্যাগ্রহণ যদিও দেবীবর নিতান্ত দোষাবহ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে তাহা আর কেহ দোষের বলিয়া মনে করিত না। সুতরাং বিবাহদ্বারা অর্থোপার্জ্জন একটা ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইল। তাহাতে কুলাচার্য্যগণের স্বার্থ জড়িত থাকায়, কুলাচার্য্যেরাও ঐরূপ বিবাহে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

দেবীবর খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষভাগে মেল প্রচার করেন। প্রথম প্রথম মেলপ্রচার দ্বারা সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই, কারণ প্রথম প্রথম কুলীন কন্যার পাত্রাভাব ঘটে নাই। যতই দিন যাইতে লাগিল, নানা ভাগ, নাম, ভাব ও থাকের উৎপত্তি হইল; যতই কুলীনগণ মেলান্তর গ্রহণ করিতে লাগিলেন, ততই কুলীনসমাজে অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা হইতেছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দ হইতেই বিশৃঙ্খলা ঘটিল। ১৭শ শতাব্দে কৃষ্ণনগরাধিপ রাজা রাঘব ফুলিয়া মেলের প্রধান প্রধান কুলীনগণকে ধরিয়া আপনার ও জ্ঞাতিবর্গের কন্যাদান করিতে বিশেষ যত্নবান্ হন। এই সময়ে ফুলিয়া-মেলে কেশরদোষ প্রবিষ্ট হয়*।

ইহার পর লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার নামে গাঙ্গবংশীয় নবাব কর্ম্মচারী বংশজ হইয়া সমস্ত কুলীনের

* মেলী কুলীনেরা কুলরক্ষার জন্য অথবা কুলকার্য্যে বড় হইবার আশায় যে কোন প্রকার দুষ্কর্ম্ম করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। এখানে 'কেশরদোষ' প্রসঙ্গে একটী উদাহরণ দিতেছি—

সাগরদীয়ার দুর্গাদাসের চারি পুত্র রাঘব, রামকৃষ্ণ, রামেশ্বর ও রমাকান্ত [*২০], এই চারি জনই চারি চক্রবর্ত্তী নামে খ্যাত। ইঁহাদের মধ্যে রামেশ্বর ফুলিয়ার সর্ব্বপ্রধান কুলীন বলিয়া

কুল নষ্ট করিতে উদ্যত হন, তাহাতে কুলাচার্য্যেরা তাঁহাকে গোষ্ঠীপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন, তখন এই নিয়ম হইল যে, গোষ্ঠীপতি আপনার সকল কন্যাই কুলীনে সম্প্রদান করিতে

পূজিত হন।১ তিনি মেটিরী নগরে পালধিবংশীয় জমিদারের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং উক্ত নগরে তিনি সপুত্র বাস করিতে থাকেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রমাকান্তের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ডিংসাই মেলে করিয়া এক রায়গ্রামীর কন্যা বিবাহ করায় রমাকান্ত কুলে কিছু খাট হন। তখনও রামেশ্বরের বিশ্রামে কুল ভঙ্গ নাই, তিনিও কনিষ্ঠের পশ্চাতে কুলক্রিয়া অনুচিত ভাবিয়া ছিলেন। এদিকে রমাকান্তের ইচ্ছা হইল যে, জ্যেষ্ঠের কুলে আঘাত করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব কুল করিয়া শ্রেষ্ঠ হইবেন। এই ভাবিয়া তিনি মেটেরীতে আসিয়া জ্যেষ্ঠকে বুঝাইয়া কহিলেন, "দাদা! আমাদের অদৃষ্টে পুণ্যলাভ ঘটে না। তবে আপনি যদি সম্মত হন, তাহা হইলে একবার জগন্নাথ দর্শনে যাই।" কনিষ্ঠের মিষ্ট কথায় ভুলিয়া বৃদ্ধ রামেশ্বর নীলাচলে চলিলেন। যথাকালে উভয়ে জগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রসাদী চিঁড়া সঙ্গে লইলেন। ধূর্ত্ত রমাকান্ত পথে দাদাকে ভাল করিয়া চিঁড়া খাওয়াইতে লাগিলেন। রামের পেট ভাঙ্গিল। ক্রমে অতিসার জন্মিল, পথভ্রমণে নিতান্ত অপটু হইয়া পড়িলেন, ক্রমে তিনি অচৈতন্য হইলেন। এই অবস্থায় দাদাকে ফেলিয়া রমাকান্ত চলিলেন। রামেশ্বরের চৈতন্য হইলে দেখিলেন, 'রমা কাছে নাই।' তিনি আর্ত্তস্বরে রমাকান্তকে কতবার ডাকিলেন, কিন্তু কে উত্তর দিবে? সম্মুখে মালায় চাউল ও জল দেখিয়া বুঝিলেন যে রমাকান্ত তাঁহাকে ফেলিয়া গিয়াছে। তিনি রমার চরিত্র বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'হয়ত সে দেশে গিয়াই আমার মৃত্যু রটাইবে, রমার পুত্র রায়ী কন্যা বিবাহ করায় সে কুলে হীন হইয়াছে, হয়ত তাহাকে দিয়াই রমা আমার কন্যা দান করাইয়া আমার পুত্রগণের কুলনাশ করিবে।' এই সকল ভাবিয়া বৃদ্ধ অতিশয় চিন্তিত হইলেন। তিনি অতি কষ্টে কএক দিন পরে মেটেরীনগরে আসিয়া পৌঁছিলেন। ঘাটে আসিয়া দেখিলেন অপর পারে মহা কোলাহল ও ধূম উঠিতেছে। তখন রামেশ্বর ঘাটের মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওপারে কি হইতেছে?' মাঝি তখন সবিস্ময়ে বলিল, আপনিই না রামেশ্বর ঠাকুর, আপনাকে জীবন্ত দেখিতেছি, অথচ আপনার যে মহা-ধুমধামে শ্রাদ্ধ হইতেছে।' রামেশ্বর মাঝির কথা শুনিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। মাঝি তাঁহার মুখে জল দিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিল। চৈতন্য পাইয়া রামেশ্বর মাঝিকে ত্বরায় তাঁহাকে রায়ের বাড়ী লইয়া যাইতে কহিলেন। মাঝি প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিয়া পরে রামেশ্বরের মুখে আদ্যোপান্ত শুনিয়া তাঁহাকে রায়ের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল। রামেশ্বরকে দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইলেন। রমাকান্ত ভীত হইয়া কহিলেন, "দাদা ভূত হইয়া আসিয়াছে।" এই বলিয়া রমাকান্ত সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া পলাইলেন। রামেশ্বরের মুখে রমাকান্তের ব্যবহার শুনিয়া সকলে হায় হায় করিলেন, সকলেই বলিতে লাগিলেন, 'এমন ভাই যেন কাহারও না হয়। পিণ্ড পাইয়া রামেশ্বর দূষিত হইলেন। তৎপরে বহুকষ্টে বিশ্বসুত লক্ষ্মীনাথের পুত্র রামগোবিন্দ মুখোর সহিত কুলকার্য্য করিয়া তাঁহার কুলমর্য্যাদা রক্ষা হইল।

(১) "আসীদ্রামেশ্বরাখ্যঃ ফুলকুলাতিলকো নির্ম্মলো রাঢ়বঙ্গে
সদ্বৃত্তৈঃ সদ্বিচারৈঃ সমপদসদৃশো নাস্তি কশ্চিৎ কুলীনঃ।
শ্রীগোপীনাথনামাত্মজককুলবরেণ্যগোবিন্দমুখ্যোঃ
বিশ্রামে লব্ধকীর্ত্তিঃ ফুলদলবিজয়ী সাগরে সেতুবন্ধঃ॥"

পারিবেন এবং কুলীনগণও গোষ্ঠিপতির কন্যাগ্রহণ করিলে ও তাঁহার অন্ন গ্রহণ করিলে সম্মানিত হইবেন১ ।

এখন হইতে অনেক কুলীনই অর্থলোভে বংশজের কন্যা বিবাহ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা 'স্বকৃতভঙ্গ কুলীন' বলিয়া গণ্য হইলেন। দেবীবরের আবির্ভাবে বংশজসমাজ নিতান্ত হীন হইয়া পড়িয়াছিল, কুলাচার্য্যগণের কৌশলে কোন কুলীন বংশজের কন্যাবিবাহ করিতেন না এবং বংশজেরাও শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন।

সুপণ্ডিত বংশজ-সন্তানগণ মনে মনে কুলীনদিগকে ঘৃণা করিলেও সমাজের খাতিরে কুলীনের সম্মান-রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন কি কুলীনকে কন্যাদান করিলে সমাজে তাঁহাদের গৌরব বৃদ্ধি হইবে ভাবিয়া পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের সন্তানগণ কুলীনদিগের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্থের মহিয়সী শক্তি-প্রভাবে কুলীনগণ বংশজের কন্যা অবাধে গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

নবদ্বীপাধিপতি রাঘব রামেশ্বরের শ্রাদ্ধকথা শুনিলেন। তিনি আদেশ করিলেন, রমাকান্তকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে। রাজার অনুচরগণ সেই অবধি রমাকান্তের সংবাদ রাখিতে লাগিল। অল্প দিন পরেই রমাকান্ত অন্তিম শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার আত্মীয়েরা ফুলিয়া গ্রামের নীচে জাহ্নবীর তীরে আনিয়া তাহাকে উপস্থিত করিল। দূত গিয়া রাজাকে সংবাদ দিল। তখন নদীয়ারাজ তাহার পিতৃব্য-জামাতা যাদবেন্দ্রের এক অনূঢ়া কন্যাকে সঙ্গে করিয়া মুমূর্ষু রমাকান্তের নিকট আসিলেন। রাজা রমাকান্তকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'বাঁড়ুযো মহাশয়। আজ আমার পরম সৌভাগ্য, আজ তুমি আমার ভাগিনী জামাই হইবে। যাদবেন্দ্রের মত কুলীন নাই, তাঁহার শুভদিন যে তোমার মত সুপাত্র জুটিয়াছে। আমার ভাগিনেয়ী তোমার ভার্য্যা হইবে।

"জগন্নাথ গেলে তুমি জ্যেষ্ঠ ভাই লয়ে।
সেই ফলে তবপুত্র দেখে তব বিয়ে॥" (কারিকা)

রাজাজ্ঞায় বিবাহ আরম্ভ হইল। ফুলিয়া-সমাজে সংবাদ পৌঁছিল। ফুলিয়ায় হাহাকার পড়িয়া গেল। ঘটক-কারিকায় লিখিত আছে—

"রাজা বলে এই কন্যা বিয়া কর রমা। রমা সে কন্যারে বলে পুন মা মা॥
রাজা বলে এই বিয়ার এই মন্ত্র হয়। বিবাহটী বুঝি লও কুলীন-সভায়॥
শত সংখ্যা ঢাক বাজে সভাটা বেড়িয়া। কোথা মন্ত্র কোথা তন্ত্র কোথাকার বিয়া॥
রমাকান্তে পেয়ে অন্তে রাজা নহে স্থির। রমা-কুল নাশে রাজা জ্বলন্ত মিহির॥
বলাৎকার করে তারে আশাকুর তলে। সাগর ভাসিল যেন প্রলয়ের জলে॥
ক্ষণ পরে রমাকান্ত করে অন্তর্জলি। গঙ্গালাভ হল তার প্রস্তুত সকলি॥"

(১) "কুলীনাঃ শ্রোত্রিয়াঃ সর্ব্বে যত্রান্নং ভুঞ্জতে মুহুঃ। কুলীনায় সুতাং দত্ত্বা স গোষ্ঠীপতিরুচ্যতে॥"
(কুলার্ণব।)

ভঙ্গ কুলীনের উৎপত্তি

যে সকল কুলীন বংশজকন্যা গ্রহণ করেন, তাঁহারা ভঙ্গকুলীন বা "স্বকৃত ভঙ্গ" বলিয়া গণ্য হন। পূর্ব্বে এরূপ কার্য্য করিলে কুলীন একেবারেই বংশজ বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু দেবীবরের অনুবর্ত্তী কুলাচার্য্যেরা দুইটী ব্যবস্থা করিলেন, এক—পূর্ব্বে অরিশ্রোত্রিয়কন্যা বিবাহ করিলে কুল নষ্ট হইত, এখন হইতে কুল নষ্ট হইবে না, কেবল কুলে দোষ পড়িবে মাত্র। (যেমন কেশরকোণী দোষ ইত্যাদি।) দ্বিতীয়—বংশজের কন্যা বিবাহ করিলে একেবারে কুল না যাইয়া সাতপুরুষ পর্য্যন্ত ভঙ্গকুলীন বলিয়া গণ্য হইবে। কারণ কুলীন-পিতৃগণ কিরূপে বংশজের পিণ্ড গ্রহণ করিবেন? সুতরাং স্বকৃতভঙ্গ বংশজের কন্যা বিবাহ করাতেও প্রথমতঃ তাঁহার কুলচ্যুতি না ঘটায় এবং তাঁহাকে কন্যাদান বংশজের পক্ষে গৌরবজনক হওয়ায়, ঐরূপ এক এক কুলীনপুত্র শত শত বংশজের কন্যা বিবাহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভঙ্গকুলীনের মধ্যেও বহু বিবাহের সূত্রপাত হয়। ঐরূপ স্বকৃত ভঙ্গ চারি পুরুষ পর্য্যন্ত সম্মানিত হইয়া থাকেন এবং ঐ চারিপুরুষের মধ্যে বংশজেরাও অবাধে কন্যাদান করিয়া আসিতেছেন। কুলীনগণ যাহা পারেন নাই, স্বকৃতভঙ্গ তাহার আধিক্য করিলেন। যদিও বর্ত্তমান ইংরাজী সভ্যতায় কৌলীন্যপ্রভাব অনেকটা হ্রাস হওয়ায় আর কুলীন বা স্বকৃত ভঙ্গের পূর্ব্ববৎ সম্মান বা সমাদর নাই, কিন্তু এখন যশোর-জেলায় কাশীপুর-লক্ষ্মী-পাশায় ঢাকাজেলায় বিক্রমপুর অঞ্চলে, বাখরগঞ্জ কলসকাঠীতে এবং ফরিদপুর জেলায় খালিয়া, আমগ্রাম, কালামৃধা প্রভৃতি স্থানে গঙ্গোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় বা চট্টোপাধ্যায় গোষ্ঠীর মধ্যে এক এক জনের ৫০।৬০টা পর্য্যন্ত বিবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল ইহাই নহে, অনেক কুলীনের তাহা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা পত্নী বিদ্যমান। কোথাও চারি মাসের কন্যা ৬০।৬৫ বয়স্ক বৃদ্ধের করে অর্পিত হইয়া থাকে। অনেক পত্নীর হয়ত বিবাহবাসরের পর পতিমুখ দর্শন ঘটে না। আবার ঐ সকল কুলীনের ঘরে বহুসংখ্যক প্রৌঢ়া কন্যার আজও বিবাহ হয় নাই। ঐ সকল কুলীন ও স্বকৃতভঙ্গগণ আজও সমাজে বিশেষ সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন।

ভঙ্গের উৎপত্তি।

বহুদর্শী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্ত্তমান কুলীন-সমাজের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

"কৌলীন্যে যে কতদূর সর্ব্বনাশ করিতেছে ও করিতে পারে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে ইচ্ছা হইলে, পশ্চিমবঙ্গে বোধ হয় এখন আর ততটা সুবিধা হইবে না। জ্ঞানচর্চ্চা, লোকের মতিগতির পরিবর্ত্তন, বা যে কারণে হউক, কৌলীন্যের বিষদন্ত পশ্চিমবঙ্গে অনেকটা ভঙ্গ হইয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে এবং তাহা দেখিয়া অনেকে বিশ্বাস করিতেছেন এবং আমিও করিতাম যে, বুঝি দেবীবরের কৌলীন্য সত্যসত্যই এতদিনে স্বীয় স্বাভাবিক উচ্ছেদপথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু হায়! সে কতই যে ভ্রান্ত বিশ্বাস, তাহা একবার পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি না

তাকাইলে অনুভব করিতে পারা যায় না। পূর্ব্ববঙ্গে আসিলে এবং পূর্ব্ববঙ্গীয় সমাজের প্রতি তাকাইলে, তবেই এখনও প্রত্যক্ষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় যে, কৌলীন্য কি ভীষণ মূর্ত্তি এবং এখনও তাহা কিরূপ পূর্ণপ্রভাবে বিরাজমান! এখানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, একরাত্রির মধ্যে চারিমাস হইতে সপ্ততি বর্ষ বয়স্কা (পাড়ার সমস্ত সমমেলের) কন্যা শ্বেতকেশ লোলচর্ম্মা এক বৃদ্ধের করে অর্পিত হইতেছে; অথবা এক সাত বর্ষ বয়স্ক বালকের স্কন্ধে ৫০ বর্ষ হইতে ৬০ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়সের ৮।৯টী সহধর্ম্মিণী চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানেই কেবল কন্যা জন্মিবামাত্র অবধারিত হইতে পারে যে, ইহজন্মে ইহার ভাগ্যে বিধাতা বিবাহসংস্কার লিখেন নাই; এখানেই কেবল প্রতি ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামে যেমন একদিকে শত শত কুলীনকন্যা বিবাহ অভাবে বৃদ্ধা, তেমনি অন্যদিকে আবার অনুরূপ অনুপাতে কত কত শ্রোত্রিয় ও বংশজের বিবাহ অভাবে বংশ লোপ হইতে বসিয়াছে। তাহার পর এই সকলের পরিণাম-স্বরূপ যে নৈতিক পাপের চিত্র, তাহাতে পটক্ষেপ করাই উচিত।

"ফলতঃ আমারও এতদিন এরূপ ভ্রম ছিল যে, কৌলীন্য হবে যথার্থ উচ্ছেদ পথে বসিয়াছে এবং বলিতে কি কৌলীন্য সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যত শুনিতাম ও পড়িতাম, তাহা যেন আমার নিকট কতটা অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইত এবং যাহা বা এতদিন দুই একটা বহুবিবাহের বিষময় ফল চক্ষের উপর দেখিতে পাইতাম, তাহাকে অতি বিরল সামাজিক ঘটনা বলিয়া ধরিতাম। কিন্তু এই এক বৎসর ধরিয়া পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করায় এখন বুঝিতেছি যে যাহাকে আগে বিরল সামাজিক ঘটনা বলিয়া ভাবিতাম, তাহাই বিরল না হইয়া সাধারণ এবং যাহা শুনিয়া ও পড়িয়া ভাবিতাম অতিরঞ্জিত, তাহাই অতিরঞ্জিত না হইয়া বরং অতি কম রঞ্জিত এবং উচ্ছেদের পথে বসা দূরে থাকুক, ইহা এখনও যৌবনের পূর্ণজীবনীশক্তিবিশিষ্ট। যে ঘটকের ব্যবসায় পশ্চিমবঙ্গে একপ্রকার লোপ প্রায় এখানে তাহা প্রায় প্রতি গ্রামে পূর্ণপ্রতাপে চলিতেছে! * * * * এই কৌলীন্যপ্রথা যদি সমাজস্থ কোন একটী সম্প্রদায় বিশেষকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিত, তাহা হইলেও উহাকে গণনায় আনিতাম না; কিন্তু উহার দ্বারা সমস্ত সমাজ ও সমস্ত দেশ যে প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, জগতের ইতিহাসে আর কোথাও তাহার অনুরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা পাপ, তাপ, অধর্ম্মপ্রাণতা ও অকর্ম্মশীলতা যতদূর দেশমধ্যে প্রবেশ করিতে হয় তাহা করিয়াছে; তদতিরিক্ত যাহাদের লইয়া হিন্দুসমাজের জীবনী ও গৌরব, সেই শ্রেষ্ঠজাতিগুলি দিন দিন লোকক্ষয়ে ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতে বসিয়াছে। লোকক্ষয়ে কত প্রকার উপায় যে উহার কল্যাণে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল জ্ঞানের চক্ষেই সম্যক্-প্রকারে দর্শনীয়।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মেলী কুলীনগণের বর্ত্তমান স্থাননির্ণয়

ফুলিয়া, খড়দহ প্রভৃতি স্থানের নামানুসারে মেল হইলেও অর্থাৎ মেলবন্ধনকালে সেই সেই স্থানে প্রকৃতিগণের বাস থাকিলেও এখনও মেলী কুলীনগণ নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এমন যে যে স্থানে মেলী কুলীনগণের বাস, সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করিলাম।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামই ফুলিয়া মেলের উৎপত্তি স্থান হইলেও এখন আর ফুলিয়ায় কোন কুলীনের বাস নাই। ফুলিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী নবলা, মালিপোতা, শিমুলিয়া প্রভৃতি স্থানে এখনও বহু ফুলিয়া মেলের কুলীন ও অবিবাহিত স্ত্রীলোক দেখা যায়। এই জেলার উলা ও শান্তিপুরে, বর্দ্ধমান জেলার যবগ্রাম (জৌগ্রাম) ও কুলীনগ্রামে, হুগলী জেলায় বলাগড় ও হরিপালে, খুলনা জেলার সেনহাটীতে, বাখরগঞ্জ জেলায় কলসকাটী ও নাথুল্লাবাজে, ঢাকা জেলায় বিক্রমপুর ও চন্দ্রহারে, যশোর জেলায় জয়পুর লক্ষ্মীপাশা, ব্রাহ্মণডাঙ্গা, জঙ্গলবাদল, কাঁশীপুর, প্রতাপকাটী প্রভৃতি স্থানে, এবং ফরিদপুরের অন্তর্গত কালামৃধা ও আমগ্রামে এ ছাড়া আধুনিক কালে কলিকাতায় ফুলিয়া মেলের নিকষ কুলীনের বাস দেখা যায়।

ফুলিয়ার স্থান।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বিখ্যাত খড়দহ গ্রামে যোগেশ্বরের বাস থাকায় খড়দহ মেলের নাম হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন আর খড়দহে এই মেলের কুলীন পাওয়া যায় না। এখন উপরোক্ত কাঁশীপুর গ্রামেই খড়দহ মেলীর প্রধানতঃ বাস দেখা যায়। ঐ জেলায় ব্রাহ্মণডাঙ্গা, উজীরপুর, ২৪ পরগণার খাসবাটী, হালিসহর, হুগলী জেলার বালী, উত্তরপাড়া, চুঁচুড়া, নদীয়ার মধ্যে উলা, শান্তিপুর ও খুলনার সেনহাটী প্রভৃতি, ও বিক্রমপুর, কালামৃধা প্রভৃতি স্থানে খড়দহ মেলীর বাস আছে।

খড়দহের স্থান।

শান্তিপুর বল্লভী মেলের আদিস্থান। এখনও এখানে এই মেলের আদি প্রকৃতিগণের বাস ও বাস্তভিটা আছে। এ ছাড়া বিক্রমপুর, মহেশ্বরপাশা, সেনহাটী, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জের নানাস্থানে, ২৪ পরগণার ফুটীগোদা, যশোরের ব্রাহ্মীগ্রাম, হাবড়া জেলার কোন্নগর, ও শিবপুর প্রভৃতি স্থানে এই মেলের নিকষ কুলীন দেখা যায়।

বল্লভীর স্থান।

সর্ব্বানন্দীর আদি স্থান শান্তিপুর। শান্তিপুর ছাড়া বিল্বগ্রাম, আড়িয়াদহ, ধর্ম্মদহ, পাটুলী, গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণার বড়িশা, বেহালা প্রভৃতি স্থানে এই মেলের নিকষ কুলীন বিদ্যমান।

সর্ব্বানন্দীর স্থান।

ইতিনা ও খানাকুল কৃষ্ণনগর সুরাই মেলের প্রধান স্থান। এ ছাড়া কলিকাতা, কাদিহাটি, ফুটিগোদা, মহেশ্বরপাশা ও সেনহাটীতে এই মেলের নিকষ কুলীন দেখা যায়। এ ছাড়া অপরাপর স্থানে যে সকল সুরাই মেলী আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই ভঙ্গ অথবা বংশজ।

সুরাই মেলের স্থান।

ছায়ানবেন্ধী এখন স্বতন্ত্র দেখা যায় না। এখন সুরাই মেলে মিশিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গাল মেলের নিকষ কুলীন প্রায় লোপ পাইয়াছে, বিক্রমপুর, নদীয়া, শিবপুর, বালী ও বারাশতে দুই এক ঘর পাওয়া যায়।

বাঙ্গালের স্থান।

বিক্রমপুর, কালামৃধা, কাঁটোয়া, হুগলী, নদীয়া, বালী ও উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থানে পণ্ডিতরত্নী দৃষ্ট হয়।

পণ্ডিতরত্নীর স্থান।

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত কলসকাঠী, ফরিদপুরের আমগ্রাম, যশোহরের ইতিনা, ব্রাহ্মণডাঙ্গা, কাশীপুর, সবশুনা, আফরা, সেখহাটী, খুলনার মহেশ্বরপাশা ও বিক্রমপুর অঞ্চলে আচার্য্যশেখরী দেখা যায়। এখন অনেকেই কুলকার্য্যে হীন হইয়া পড়িয়াছেন এবং অধিকাংশই ভঙ্গ বা বংশজ হইয়াছেন।

আচার্য্যশেখরী স্থান।

বিক্রমপুর অঞ্চলে, খাঙ্গাপুর, বাগধা, আড়িয়াল খাঁ, খালিয়া, গোঁসাই-দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থানে এই মেলের দুই একজন নিকষ কুলীন দেখা যায়।

পারিহালের স্থান।

রাঢ়াঞ্চলে কালনা, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে দুই এক ঘর এই মেলের নিকষ কুলীন আছে। এই মেলের অধিকাংশ কুলীন বহুদিন হইতেই মেলান্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

চন্দ্রাপতির স্থান।

বিক্রমপুর অঞ্চলে ও উত্তর রাঢ়ে দুই এক স্থানে মাধাই মেলের দুই একজন নিকষ কুলীন দেখা যায়।

মাধাইর স্থান।

শ্রীরঙ্গভট্টও স্বতন্ত্র দেখা যায় না। অন্য মেলে মিশিয়া গিয়াছে। সেই সেই মেলে শ্রীরঙ্গভট্ট নামে এক স্বতন্ত্র দোষ হইয়াছে।

শ্রীরঙ্গভট্টী।

তৈলকুপী ও বোধখানার রায়েরা শতানন্দখানী মেলের কুলীন বলিয়া পরিচয় দেন।

শতানন্দ খানী।

যশোর ও ফরিদপুরের দুই এক স্থানে শুভরাজখানী মেলের দুই একজন কুলীন দেখা যায়। ইঁহাদের উপাধি রায়।

শুভরাজখানী।

উপরে যে যে মেলের যে স্থান লিখিত হইয়াছে, উহাই যে সেই সেই মেলের বর্ত্তমান সমাজ তাহা নহে। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, এখন আর কোন মেলের কোন নির্দ্দিষ্ট সমাজ নাই। অপরাপর মেলে আর নিকষ কুলীন পাওয়া যায় না।

কুলপর্য্যায়ের একদেশ দেখাইবার জন্য পরে কএকটী কুলীন-বংশাবলী উদ্ধৃত হইল।

বেদগর্ভ-বংশ
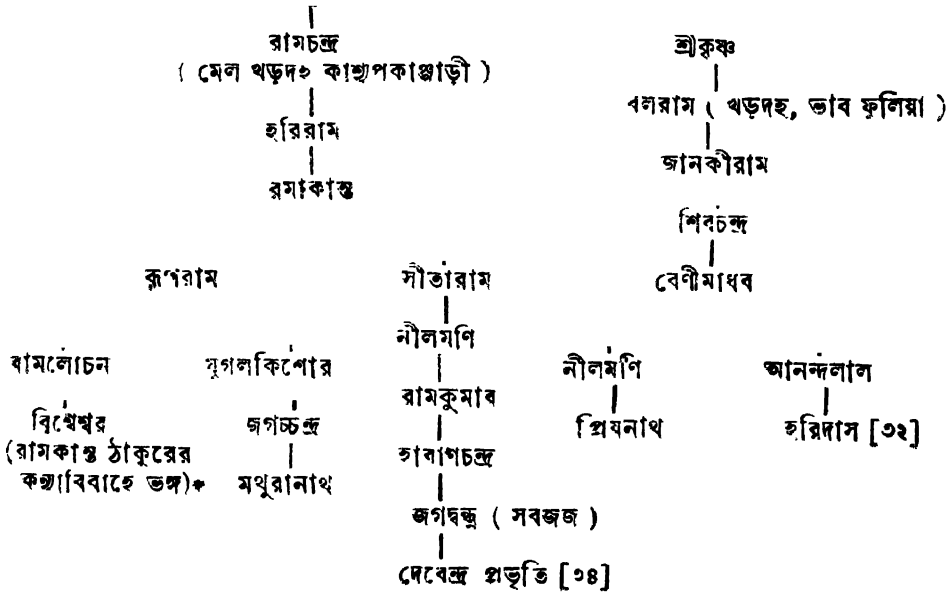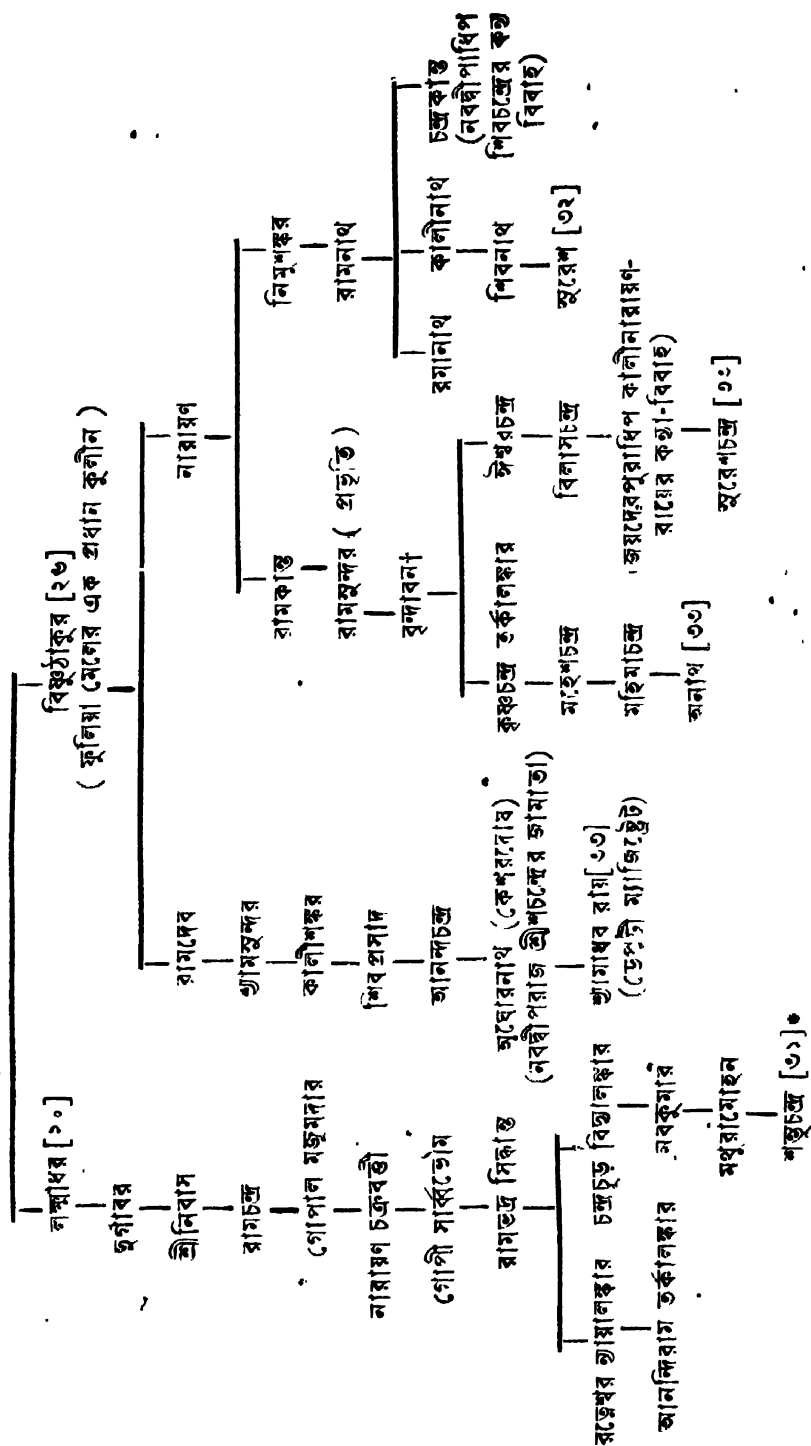
* কলিকাতার বড়বাজারবাসী গাঙ্গুলিবংশ এই বিশ্বেশ্বরের সন্তান।

কুলীনবংশ।

* রিজ ও বায়তের বিখ্যাতসম্পাদক। † "অয়ং ভগ্ন ইতি কেচিৎ। *উং বং সাং কালীপ্রসাদপ্রাপ্তঃ স তু বারেন্দ্রপোষ্য ইতি।" (কুলপঞ্জিকা)

কুলীনবংশ

চট্টবংশ

স্থাকর [৯]
ধনো
গণপতি
ব্যাস
আনাই
* সং চং শ্রীনাথ
গঙ্গাদাস
রাম
নারায়ণ
শ্রীকৃষ্ণ
রমাকান্ত
কৃষ্ণবল্লভ
কৃষ্ণজীবন
রামবল্লভ
রামনাথ
রামকৃষ্ণ
রামগোবিন্দ
রামানন্দ
রামরতন
দোকড়ি [১০]
পালু
সুরানন্দ
হাড়ো
দেত্যারি
পীতাম্বর
বৈকুণ্ঠ
চণ্ডীদাস গোস্বামী
রামতর্কবাগীশ
রামনাথ
রাঘব
শিবরাম
রামজীবন
আনন্দিরাম
তারিণী
উমেশ
কাশী
আবনাশ
উদয়রাম বাচস্পতি
জ্যোতির্ব্বিদ্ শ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি
ধর্ম্মদাস প্রভৃতি
মাণিক বিদ্যালঙ্কার
হরিশ্চন্দ্র
মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত
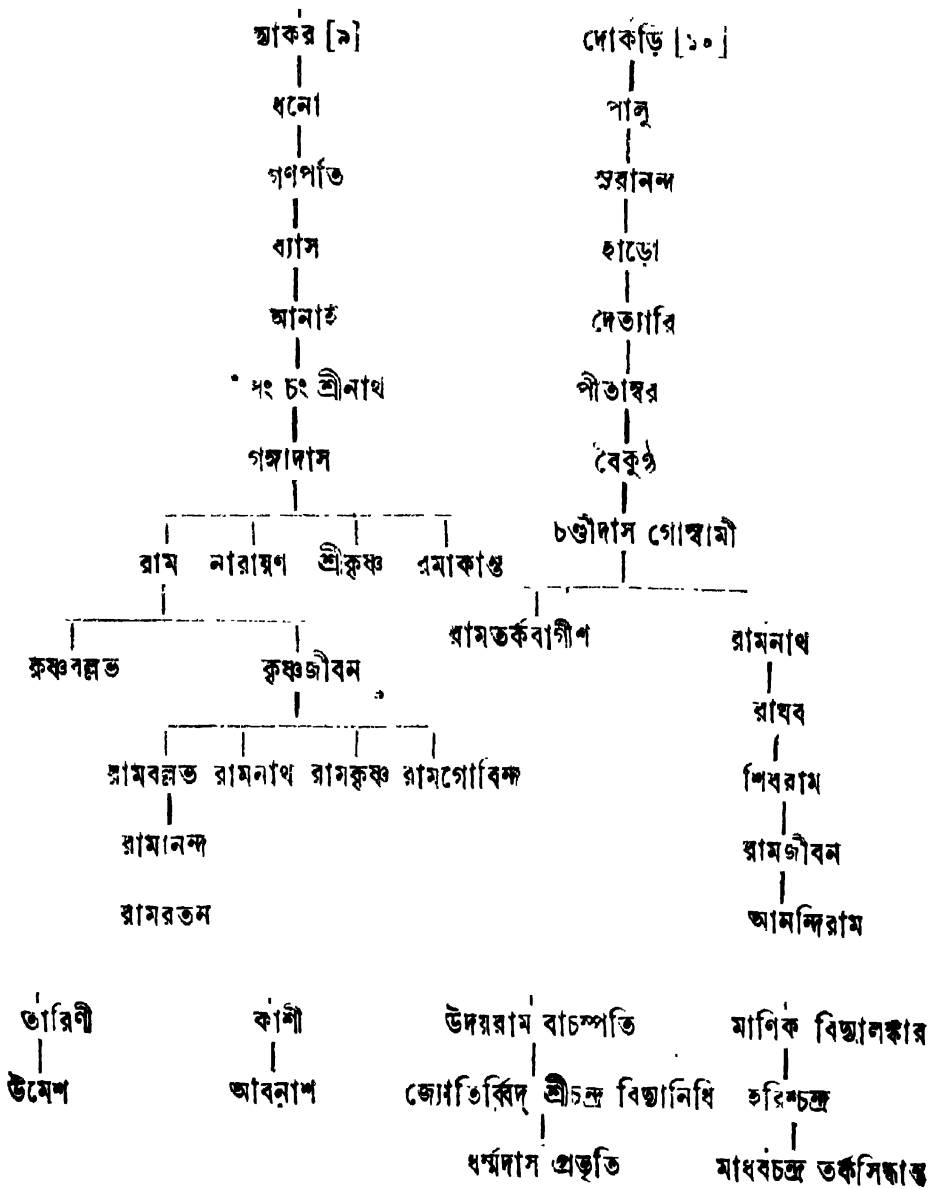
ষষ্ঠ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বংশজবিবরণ।

ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি, খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা দনৌজা-মাধবের সময় হইতে বংশজের সূত্রপাত হয়।[১] ১৪শ শতাব্দীতে বংশজের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং তাঁহারা কুলীনসমাজের অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করেন। তখনও কুলীনের মধ্যে সর্ব্বদ্বারি-বিবাহ-প্রথা প্রচলিত থাকায়[২] এবং কুলাচার্য্যগণের প্রভাব ও কুলরক্ষণে যত্ন থাকায় বংশজসমাজ মস্তকোত্তোলন করিতে পারেন নাই, অথবা কুলীনসমাজের মধ্যেও পাত্রাভাবে তেমন বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয় নাই। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে যবনপ্রভাবে রাঢ়ীয় সমাজে নানা বিপত্তি ও কুলহানিকর নানা দোষ প্রবেশ করায়, অনেক কুলীন কুল হারাইয়া বংশজমধ্যে পরিগণিত হন। পরে দেবীবরের আবির্ভাবে কুলীন ও বংশজ- সমাজে মহাসঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। এ সময়ে এক প্রকার সমস্ত কুলীনের কুল দোষ-সংক্রামিত হওয়ায় বংশজ-সমাজ কুলীনদিগকে স্বদলভুক্ত করিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু দেবীবরপ্রমুখ কুলাচার্য্যগণের প্রভাবে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে নাই।

দেবীবর কুলাচার্য্যগণের অধিকার ও পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নাম মাত্র কুলীনগণকে লইয়া মেলের সৃষ্টি করিলেন। কোন কোন সুপণ্ডিত সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল বিচার না করিয়া দেবীবরের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। শুভরাজখান প্রভৃতি কোন কোন বংশজ-সন্তান দেবীবরের কৃপায় মেলী কুলীন বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাঢ়ের সমাজ-হিতৈষী শাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণগণ অনেকেই দেবীবরের অপূর্ব্ব কার্য্যের অনুমোদন করেন নাই। অনেক কুলীন-সন্তানই দেবীবরের মেল রূপ গোলকধাঁধায় প্রবেশ করিতে সম্মত হন নাই বলিয়া তাঁহারা "দেবীবর ছাঁটা বংশজ" নামে পরিগণিত হইলেন।

কুলীন-সন্তান বা সম্মানিত বংশজ-সন্তানগণের মধ্যে যাঁহারা মেলের অনুমোদন করেন নাই, অথবা দেবীবরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ অমরকোষের টীকাকার রায়মুকুট-বৃহস্পতির পুত্র কবীন্দ্র রাম-বিশ্বাস, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পিতা নরহরি (মহেশ্বর) বিশারদ, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের পিতামহ ধনঞ্জয় মিশ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, রায়মুকুট—"রাঢ়ায়ামপি গাঢ়নির্ম্মলকুলচ্ছত্রং কুলীনাগ্রণীঃ" এইরূপে "কুলীনাগ্রণী" বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেও তাঁহার পুত্র রামবিশ্বাস দেবীবরের

(১) ১৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (২) ১৮৯—১৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মেল স্বীকার করেন নাই, বলিয়া ধ্রুবানন্দমিশ্র প্রভৃতি কোন কুলাচার্য্য তাঁহার নাম বা তাঁহার পিতৃবংশাবলী লিখিয়া যান নাই। দেবীবর নিজে বংশজ ছিলেন বলিয়া (কোন কোন কুলাচার্য্যের মতে) তিনি শ্রোত্রিয় অপেক্ষা বংশজের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন এবং সেই জন্য বংশজের সম্মান এক কালে বিলুপ্ত হয় নাই। বরং বিশারদ, বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতি[১] হইতে বংশজ-সমাজ সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন।

অনেক অপাত্রে উচ্চসম্মান প্রদান করিতে দেখিয়া দেবীবর ও তাঁহার অনুবর্ত্তী মেলী কুলীনদিগের উপর বংশজেরা বিশেষ রুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহারই ফলে বহুদিন পরে গাঙ্গবংশীয় বংশজ-সন্তান লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার কুলীনসমাজের ধ্বংসসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে যে আর কোন লক্ষ্মীকান্ত মস্তকোত্তোলন করেন নাই, তাহাই বা কে বলিবে?

মেল প্রচলিত হইবার শতবর্ষমধ্যেই বংশজ-চূড়ামণি স্মার্ত্ত রঘুনন্দন আবির্ভূত হন। সে সময়ে গৌড়মণ্ডলে তাঁহার মত ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ আর কেহ ছিলেন না। তিনি রাঢ়ীয় সমাজের অবস্থা অবলোকন করিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। উচ্চসম্মানপ্রাপ্ত কুলীন-ব্রাহ্মণ-সমাজে শাস্ত্রবহির্ভূত আচার-ব্যবহার,[২] বিধর্ম্মীর অনুকরণ, সনাতনধর্ম্মে অনাস্থা, পরশ্রীকাতরতা, পরস্পর-বিদ্বেষিতা, মূর্খের প্রাধান্য, পণ্ডিতের হতাদর ইত্যাদি ব্যভিচার-দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া তাহার প্রতিবিধানের জন্য স্মার্ত্তপ্রবর 'স্মৃতিতত্ত্ব' প্রচার করিলেন।

মেল প্রচলিত হইবার অল্পকাল পরেই পাত্রাভাবে যথাকালে কুলীনকন্যার বিবাহ বন্ধ হওয়ায় কুলীনসন্তান শ্রীনাথাচার্য্য প্রভৃতি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বয়স্থা কন্যার বিবাহ অনুমোদন করেন।[৩] এই সময়ে অনেক কুলীন সন্তান শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া বহুবিবাহের সমর্থন করিতে থাকেন।[৪] বংশজসমাজ পূর্ব্ব হইতেই অনাচারের বিরোধী ছিলেন। এখন রঘুনন্দনও বংশজসমাজের মুখপাত্রস্বরূপ আপনার উদ্বাহতত্ত্বে উক্ত কুলীন-পণ্ডিতগণের মতসমূহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া খণ্ডন করিলেন।[৫]

(১) এ সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে এই বচনটী পাওয়া যায়—

"উৎকলে সার্ব্বভৌমশ্চ বারাণস্যাং বিশারদঃ। বিদ্যাবাচস্পতির্গৌড়ে ত্রিভির্ধন্যা বসুন্ধরা॥"

(২) যথা—স্বজনাসম্বন্ধ, বাগ্‌দত্তাকন্যাবিবাহ, পরিবেত্তৃ প্রশ্রয়, বয়োজ্যেষ্ঠা ও মাতৃনাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ, এক ব্যক্তির বহুসংখ্যক বিবাহ, অবিবাহিতাপ্রৌঢ়কন্যা, ম্লেচ্ছসংস্রব, রণ্ডদোষ, পিণ্ডদোষ ইত্যাদি।

(৩) ২৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) সে বচনটী এই—

"ত্রিবিবাহঃ কৃতো যেন ন করোতি চতুর্থকম্। কুলানি পাতয়েৎ সপ্ত ভ্রূণহত্যাব্রতং চরেৎ॥"

(উদ্বাহতত্ত্বোদ্ধৃত গৃহস্থরত্নাকরের বচন।)

(৫) উদ্বাহতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

রঘুনন্দনের সময়ে রাঢ়ীয়সমাজে অনেক প্রৌঢ়কন্যারও অদৃষ্টে বিবাহ ঘটে নাই।[১] মেলী কুলীনেরা বোধ হয়, সেই জন্যই ঘোষণা করেন যে, "ঋতুমতী হইয়া কন্যা বরং যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে, তথাপি নির্গুণ পাত্রে কন্যা সমর্পণ করিবে না।"[২] কেবল তাহাই নহে, কুলীনপাত্র কন্যাপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট হইলেও উপযুক্ত পাত্রবোধে তাহার হস্তে বয়োজ্যেষ্ঠা কন্যা সম্প্রদান করিতেও কুলীনেরা কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন ঐ সকল কার্য্য নিতান্ত অশাস্ত্রীয় ভাবিয়াই দ্বাদশোর্দ্ধ বয়স্কা কন্যার এবং পাত্রাপেক্ষা অধিক বয়স্কা কন্যার পাণিগ্রহণ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, বয়স্থা কন্যা গৃহে রাখিলে তাহার পিতৃপুরুষ ও জ্ঞাতিবর্গ সকলেই নরকস্থ হইবে।[৩]

দেবীবরের পূর্ব্বে প্রাচীন কুলাচার্য্যগণ সমাজরক্ষার জন্য যে পঞ্চবিংশতি দোষ কুলহানিকর বলিয়া ঘোষণা করেন, আবার কুলহানিকর হইলেও দেবীবরের অপার করুণায় যে সকল দোষ নামমাত্র দোষে পরিণত হয়, তাঁহার অনুবর্ত্তী আধুনিক কুলাচার্য্যগণ সেই সমস্ত দোষ প্রকারান্তরে কুলের মহিমা-প্রকাশক বলিয়াও গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই;—স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ঐ সমস্ত দোষ ধর্ম্মহানিকর বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

বাস্তবিক রঘুনন্দনের ব্যবস্থাপ্রভাবে তৎকালে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার আত্মীয়স্বজন সকলেই দেশবিখ্যাত নৈয়ায়িক বা অসাধারণ শাস্ত্রবিদ্ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। তাহার আত্মীয়স্বজন সকলেই রঘুনন্দনের পক্ষ সমর্থন করায় সমস্ত বঙ্গে রঘুনন্দনের মত অভ্রান্ত ও শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া সকলেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক প্রধান পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্ব প্রচারিত হইলে, ম্লেচ্ছানুরাগী হিন্দুসন্তানের আবার মতি-গতি ফিরিতে লাগিল, বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অনেকে মন দিলেন, কুলীনসন্তানগণও সাবধান হইয়া আবার ধর্ম্মপথে চলিতে লাগিলেন। তৎপূর্ব্বে অনেকেই ম্লেচ্ছ-প্রভাবে হউক অথবা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরাগ প্রযুক্তই হউক, বর্ণভেদ কতকটা উঠাইয়া দিতেছিলেন, অথবা উঠাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু রঘুনন্দনের ধর্ম্মমত প্রচারিত হইলে, আবার রাঢ়ীয় হিন্দুসন্তানগণের বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনে অনুরাগ জন্মিল।

রঘুনন্দনের প্রভাবে বংশজসমাজ উন্নত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেন বোধ হয়, তাঁহারই ব্যবস্থাপ্রভাবে বহুকাল পরে গাঙ্গবংশীয় লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার কুলীনসমাজের ধ্বংস-

(১) "এবঞ্চ প্রৌঢ়কন্যায়া দোষদৃষ্টাবিবাহার্থং যথা মহাগুরোঃ সপিণ্ডনাপকর্ষাধিকারস্তথাঽনাশ্রমিণোঽপীতি।
(উদ্বাহতত্ত্ব)

রঘুনন্দনের সময় অবিবাহিত প্রৌঢ়কন্যার সংখ্যা বোধ হয় বেশী হওয়ায়, তিনি তাঁহাদিগের অপকর্ষাধিকার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

(২) ২৭৬ পৃষ্ঠা ও তাহার টীকা দ্রষ্টব্য।

(৩) বাহুল্যভয়ে এখানে আর রঘুনন্দনের শাস্ত্রীয় বিচার উদ্ধৃত হইল না। যাঁহারা বিস্তারিত জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মনোযোগপূর্ব্বক উদ্বাহতত্ত্ব পাঠ করিবেন।

সাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন। বংশজশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার নবাবের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন, সমাজে প্রভুত্ব ও সহায় সম্পত্তির অভাব ছিল না। তিনি কুলীনসমাজ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে, কুলাচার্য্যগণ প্রমাদ গণিয়াছিলেন। কুলাচার্য্যগণ স্ব স্ব অধিকার বিলুপ্ত হয় দেখিয়া লক্ষ্মীকান্তের আশ্রয় লইলেন এবং নানা প্রকারে তাঁহার সন্তোষবিধান করিয়া তাঁহাকে 'গোষ্ঠীপতি' অর্থাৎ কুলীনগণের আশ্রয়স্বরূপ নির্দ্দেশ করিলেন। পূর্ব্বে কুলীনসন্তানগণ কুলাচার্য্যগণের ভয়ে বংশজের কন্যা সহজে কেহ গ্রহণ করিতেন না, কিন্তু এখন লক্ষ্মীকান্ত গোষ্ঠীপতি হইলে স্থির হইল, বংশজ গোষ্ঠীপতি কুলীন অপেক্ষা সম্মানিত এবং তাঁহার সকল কন্যার পাণিগ্রহণ কুলীনগণের পক্ষে গৌরবজনক। বংশজকে কন্যাদান করিলে কুলীনও বংশজ হইতেন। সেইজন্য পূর্ব্বে কোন কুলীন বংশজকে কন্যাদান করিতে চাহিতেন না। এদিকে বংশজগণও কুলীনকে কন্যাদান করিলে তাঁহার সমাজে গৌরব বাড়িবে ভাবিয়া নিজ সমাজের মধ্যেও বংশজকে কন্যাদান করিতে নারাজ ছিলেন, এই জন্য বংশজ-সন্তানকে অনেক কষ্টে ও নানা উপায়ে পাত্রীসংগ্রহ করিতে হইত। কিন্তু বংশজের গোষ্ঠীপতিত্ব, তাঁহার সন্তান-সন্ততির বৃদ্ধি ও বংশজের সংখ্যা অত্যধিক বিস্তারের সহিত বংশজ-সমাজে পাত্রীর অভাব হ্রাস হইল। বংশজ, বংশজের মধ্যে কন্যা আদান-প্রদান করিতে আর কুণ্ঠিত হইলেন না। কিছুদিন পূর্ব্বে বংশজ-সন্তানকে বহু পণ দিয়া বিবাহ করিতে হইত, এখন ইংরাজী সভ্যতায় ও কুলানুরাগ কমিয়া আসায় ক্রমেই পাত্রের দাম চড়িয়া যাইতেছে। এখন পাত্র সুশিক্ষিত হইলে কন্যার পিতা অর্থ দিয়াই বংশজের ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিতেছেন।

কুলাচার্য্যগণ বংশজ গোষ্ঠীপতি ও তাঁহাদের সন্তানদিগকে উচ্চ সম্মান প্রদান করিলেও অপর বংশজ সাধারণের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করেন নাই। এমন কি পরবর্ত্তীকালে ভঙ্গকুলীনের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, বংশজের সম্মান ততই কমিতেছিল। 'কুলীন' নামের অপূর্ব্ব আকর্ষণীশক্তি-প্রভাবে বংশজগণ মূর্খ কুলীন পাত্রকেও কন্যা প্রদান সম্মানজনক বিবেচনা করিয়াছিলেন। এই জন্যই এক এক ভঙ্গকুলীনপাত্রে বহুসংখ্যক বংশজকন্যা প্রদান করিতেও দেখা যায়। সৌভাগ্যক্রমে বংশজদিগের মধ্যে পাত্রাভাব ঘটে নাই; বরং ভঙ্গকুলীনের বৃদ্ধির সঙ্গে বংশজসমাজের পরিপুষ্টি হইয়াছে। এখন নিকষ কুলীনের সংখ্যা নিতান্ত অল্প, কিন্তু সমস্ত গৌড়মণ্ডলে বংশজ ও ভঙ্গ কুলীন বিস্তৃত রহিয়াছে। বংশজের প্রভাবে কুলাচার্য্যগণের পূর্ব্বপ্রতাপ জলবুদ্বুদবৎ কোথায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

পর পৃষ্ঠায় কএকটী প্রধান বংশজের বংশতালিকা প্রদত্ত হইল *।

* অনেক কুলবিদ্ বলিয়া থাকেন, দেবীবরের মেল হইবার পর হইতেই কুলীনদিগের গাঞির সহিত 'উপাধ্যায়' প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। কিন্তু যাঁহারা বংশজ তাঁহারা উপাধ্যায় শব্দ ব্যবহার করিতে পারিতেন না, তাঁহারা কেবল বন্দ্যঘটী বাঁড়ুরী, চাটুতি, মুখটী ইত্যাদি উপাধিতেই পরিচয় দিতেন। বিক্রমপুর অঞ্চলে, আজও এই প্রথা দেখা যায়। কিন্তু রাঢ়ের বংশজেরা আর এরূপ স্বীকার করেন না, তাঁহারা বংশজ হইলেও পিতৃপুরুষার্জ্জিত 'উপাধ্যায়' আখ্যা ছাড়িতে পারেন না। [রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয়-বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

১, ২, ৩ ইত্যাদি টিপ্পনীর বিষয় পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
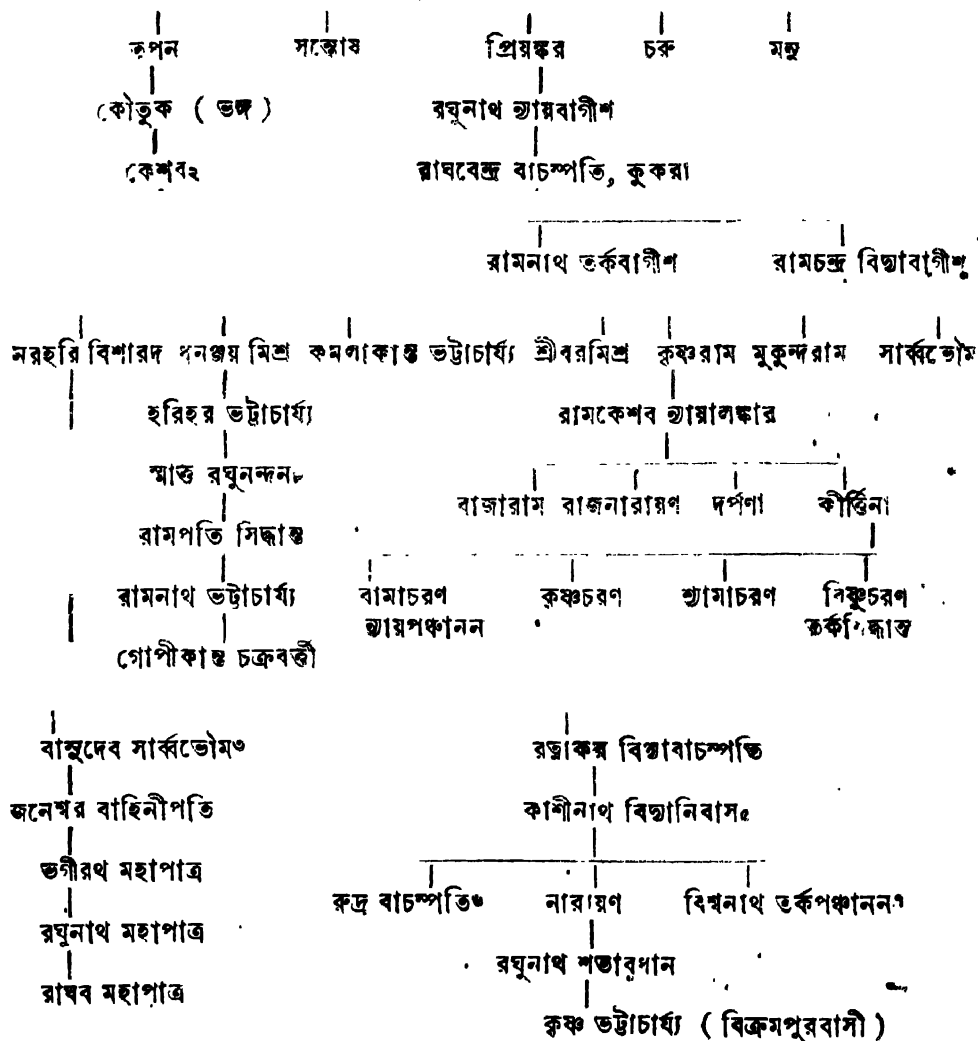
(১) "তস্যাখণ্ডলশর্ম্মণো গতকুলা ব্রাহ্মণ্যবিদ্যান্বিতাঃ।" (কুলপঞ্জিকা)

কুলপঞ্জিকার এই বচন হইতে অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, আখণ্ডল বন্দ্য ও তাঁহার বংশধরেরা কুলহীন হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আখণ্ডল কুলহীন হইলেও দনৌজামাধবের নিয়মানুসারে (১৬১ পৃষ্ঠা ৩ টীকা দ্রষ্টব্য) তাঁহার পৌত্র শিব কুলকার্য্য করিয়া কুলীন বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এই শিবের পৌত্রই শুভরাজখানী মেলের প্রকৃতি শুভরাজ খান্। কিন্তু তপনের অপর পুত্রগণ কুলীন বলিয়া স্বীকৃত হন নাই। এমন কি ধ্রুবানন্দ মিশ্র তপনকেও কুলীন বলিয়া গণ্য করেন নাই।

(২) "মিশ্রশ্রীকৌতুকদ্বিজস্য তনয়ঃ শ্রীমানভূৎ কেশবশ্চাম্বারশ্চ ততো বভূবুরমলাঃ শ্রীকেশবস্যাত্মজাঃ।
ভট্টাচার্য্যবিশারদো নরহরিঃ খ্যাতো নবদ্বীপকে জ্যায়ান্ সর্ব্বগুণান্বিতো বিজয়তে লোকান্তরস্থো হ্যসৌ॥
মিশ্রঃ শ্রীলধনঞ্জয়স্তদনুজস্তস্যানুজঃ শ্রীবরস্তস্মাদপ্যবরোঽজনিষ্ট কমলাকান্তাভিধানঃ কৃতী।"

(৩) নবদ্বীপের প্রথম ন্যায়াধ্যাপক ও নানা নব্যন্যায়গ্রন্থরচয়িতা। যথা কুলপঞ্জিকায়—
"জাতৌ শ্রীলবিশারদস্য তনয়ৌ শ্রীবাসুদেবাহ্বয়ঃ শ্রীরত্নাকরনামকৌ গুণনিধী শ্রীসার্ব্বভৌমো মহান্।
খ্যাতঃ সৎকবিপণ্ডিতেষু সহসা দেদীপ্যমানঃ ক্ষিতৌ শিষ্যা যস্য শিরোমণি-প্রভৃতয়ঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং ধীষণঃ॥
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্গুরুরসৌ বেদান্তপাঠে স্বয়ং তৎপুত্রোঽজনি বাহিনীপতিরিতি খ্যাতশ্চ নীলাচলে।
ধীরশ্রীলজলেশ্বরঃ কবিগুরুঃ শ্রীকালিদাসোঽপরস্তস্য শ্রীরঘুনাথনামতনয়ো রাজ্ঞো মহাপাত্রকঃ॥
তৎপুত্রোঽজনি রাঘবঃ স চ সদা দিল্লীশভূমীপতেঃ সভ্যঃ সদ্গুণমণ্ডলোজ্জ্বলবপুঃ কাশীনিবাসী স্থিতঃ॥

(৪) "বিশারদসুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। সবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য॥
তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়বাসী। বিশারদনিবাস করিল বারাণসী॥" (জয়ানন্দের চৈতন্যম°)

(৫) "শ্রীরত্নাকরপণ্ডিতস্য বহবঃ পুত্রাস্ততো জজ্ঞিরে তেষাং মুখ্যমহোত্তমো গুণবতাং বিদ্যানিবাসাহ্বয়ঃ।
তর্কালঙ্কৃতিমণ্ডিতোঽতিনিপুণো বিদ্যাবিনীতঃ সুধীস্তৎপুত্রোঽজনি সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণঃ শ্রীরুদ্রবাচস্পতিঃ॥"

(৬) রাজা রাজেন্দ্রলাল ভ্রমক্রমে ইহাকে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের পৌত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি অনেক ন্যায়গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। [বিশ্বকোষ ১০ম ভাগ 'ন্যায়' শব্দে দ্রষ্টব্য।] ইনি কচ্ছবহরাজ মানসিংহের পুত্র ভাবসিংহের সন্তুষ্টির জন্য 'ভাববিলাস' রচনা করেন।

(৭) প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক; ভাষাপরিচ্ছেদ প্রভৃতি রচয়িতা। ['বিশ্বকোষে 'ন্যায়' শব্দ দ্রষ্টব্য।]

(৮) "মিশ্রঃ শ্রীলধনঞ্জয়োঽস্য তনয়ঃ খ্যাতো হরিঃ শুদ্ধধীর্ভট্টাচার্য্যমহামতিঃ সমজনি শ্রীমন্নবদ্বীপকে।
স্মার্ত্তঃ শ্রীরঘুনন্দনোঽজনি ততো বিখ্যাতকীর্ত্তিঃ কৃতী নানাতন্ত্রবিচারণায়নমতিঃ পাণ্ডিত্যপাথোনিধিঃ॥
তীর্ণো গোষ্পদবৎ সমস্তবিদুষাং মুখ্যো বভূব স্বয়ং ভূগোলং কিল গাহতে নন্ সদা সৎকীর্ত্তিরাশিঃ স্বয়ং।
তৎপুত্রোঽভবদুত্তমো গুণবতাং মুখ্যো মহাপণ্ডিতো বাগ্মী শ্রীলরমাপতিঃ সমজনি খ্যাতশ্চ তস্যাত্মজঃ॥
বিজ্ঞঃ শ্রীযুতরামনাথ ইতি তৎপুত্রোঽভবত্তৎসমো গোপীকান্তমহাশয়ো দ্বিজবরঃ খ্যাতো নবদ্বীপকে।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বর্ত্তমান ভঙ্গ ও বংশজ-সমাজ

বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই এখন ভঙ্গ ও বংশজের প্রভাব দেখা যায়। সুতরাং এখন ভঙ্গ ও বংশজের কোন নির্দ্দিষ্ট সমাজ নাই বলিলেই হয়। তবে যাঁহারা কুলক্রিয়ায় অর্থাৎ কুলীনে কন্যাদান করিয়া খ্যাত হইয়াছেন, অথবা নিজগুণে স্বনামধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদেরই নাম কেবল উল্লেখ করিব।

নলডাঙ্গার আখণ্ডলবংশ—ইঁহারা শাণ্ডিল্য গোত্র, বন্দ্যঘটী গাঞি। নলডাঙ্গার রাজগণ এই আখণ্ডল-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজবংশের খ্যাতিপ্রতিপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে—

ঢাকা জেলায় ভাবরা-সুবা নামে এক পল্লী আছে—প্রায় চারিশত বর্ষ হইতে চলিল, তথায় হলধর ভট্টাচার্য্য বাস করিতেন। তাঁহার অধস্তন পঞ্চম পুরুষে বিষ্ণু ঠাকুরের জন্ম হয়। ইনি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করেন ও নলডাঙ্গার নিকট ক্ষত্রবাস্থান গ্রামে নির্জ্জন বনমধ্যে তপস্যা করিতে থাকেন। ঘটনাক্রমে একদিন নবাব অথবা নবাবের কোন প্রধান কর্ম্মচারী ঐ স্থানের নিকট দিয়া নৌকাযোগে যাইতেছিলেন। তিনি খাদ্যাদি আনিবার জন্য কএকজন অনুচরকে সেই বনে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু সে নির্জ্জন প্রদেশে আর কোথা আহারাদি মিলিবে? অনুচরেরা অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে, এমন সময় তাহারা সন্ন্যাসী বিষ্ণুদাসকে দেখিতে পাইল। সন্ন্যাসী তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদের কি জিনিষ চাই বল।" তাহারা যে যে খাবার চাহিল, সন্ন্যাসী যোগবলে তাহাই প্রদান করিলেন। অনুচরেরা আসিয়া প্রভুকে সেই অলৌকিক কথা জানাইল। নবাব তাহাতে বিস্মিত হইয়া বিষ্ণুদাসকে নিকটবর্ত্তী পাঁচখানি গ্রাম দান করিলেন। এই পাঁচখানি গ্রাম হইতেই জমিদারীর সূত্রপাত। সন্ন্যাসী বিষ্ণুদাসের এক পুত্র ছিল, তাহার নাম শ্রীমন্তরায়। তিনি একজন বীরপুরুষ ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার নাম হয় "রণবীর খান"। সে সময়ে আফগানেরা ঐ অঞ্চলে জমিদার। তাঁহাদের একজন কোটচাঁদপুরের নিকট স্বরূপপুরে বাস করিতেন। শ্রীমন্তরায় (রণবীর খান) সেই আফগাণ জমিদারকে [illegible] তাঁহার সমুদায় জমিদারী অধিকার করিয়াছিলেন। এইরূপে (সম্ভবতঃ [illegible] নদীর মধ্যভাগে) সমস্ত "[illegible]শাহী" পরগণা তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার পৌত্র চণ্ডীচরণ দেব রায় দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে 'রাজা" উপাধি লাভ করেন। চণ্ডীচরণের পৌত্র রঘুদেব রায় মুর্শিদাবাদের নবাবের আদেশ পালন না করায় রাজ্যচ্যুত হন। নবাব ইঁহার জমিদারী

নাটোরের রাজা রামকান্তরায়কে প্রদান করেন। তিনবর্ষ পরে নবাব আবার জমিদারী ফিরাইয়া দেন।"১

জেলা যশোহরের অন্তর্গত খুঁতি নামক স্থানেও "রায়' উপাধিধারী আখণ্ডল-বংশের বাস আছে, ইঁহারাও সমাজে মান্য গণ্য।

কুঞ্জঘাটার রাজবংশ—জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে এই বংশের প্রসিদ্ধি। জগচ্চন্দ্র মহারাজ নন্দকুমারের জামাতা ছিলেন। তিনি জামাতা হইয়াও শ্বশুরের ঘোর শত্রু ওয়ারেন হেষ্টিংসের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই জন্য হেষ্টিংস তাঁহার পুত্র মহানন্দকে নিজামতের দেওয়ানী দেওয়াইয়া ছিলেন। মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাসের মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী মহারাণী জগদম্বার নিকট হইতে মহানন্দ সমুদয় সম্পত্তি হস্তগত করেন। স্বয়ং নবাব কুঞ্জঘাটার রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া মহানন্দকে রাজোপাধি ও খেলাৎ প্রদান করেন। মহানন্দ একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাধামোহন ও গৌরাঙ্গমূর্ত্তি কুঞ্জঘাটায় বিদ্যমান। তৎপুত্র রাজা বিজয়কৃষ্ণ। ইঁহার নানা সদ্গুণে সে সময়ের ইংরাজরাজপুরুষগণ মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র, তৎপুত্র কুমার দুর্গানাথ। এই দুর্গানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ এখন বর্ত্তমান।

ভূকৈলাসের ঘোষালবংশ।—সর্ব্বানন্দী মেলভুক্ত কংসারি ঘোষালের পৌত্র যদুনাথ পাঠক সর্ব্বপ্রথমে কুলভঙ্গ করেন, তাঁহা হইতে এই বংশের উৎপত্তি।২ এই বংশে কন্দর্প ঘোষালের জন্ম। তিনি গড়গোবিন্দপুরে বাস করিতেন। বর্ত্তমান ফোর্টউইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মাণকালে তিনি গোবিন্দপুর ছাড়িয়া খিদিরপুরে উঠিয়া আসেন। এখানে কৃষ্ণচন্দ্র ও গোকুলচন্দ্র নামে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে। গোকুলচন্দ্র বাঙ্গালার গবর্ণর ভেরেলেষ্ট সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রাদি থাকিলেও তিনি সমস্ত সম্পত্তি ভ্রাতৃপুত্র জয়নারায়ণকে দিয়া যান। জয়নারায়ণ সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, পারসী ও ইংরাজীতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি কিছুদিন শণদ্বীপের কানুনগো হইয়াছিলেন। তিনিই বর্ত্তমান ভূকৈলাসে বিস্তীর্ণ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। তিনি দিল্লীর বাদশাহের নিকট "মহারাজ বাহাদুর" উপাধি এবং সাড়ে তিন হাজারী মনসবদারী লাভ করিয়াছিলেন। তিনি "করুণানিধানবিলাস" "কাশীখণ্ড" প্রভৃতি বহু বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা, ভূকৈলাসে পতিতপাবনী মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা, কাশীধামে করুণানিধানের নামে ঠাকুরবাড়ী-নির্ম্মাণ এবং তথায় জয়নারায়ণ-কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ঘোষাল বংশে এরূপ লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র আর কেহ দেখা যায় না। ইঁহার বংশ এখনও ভূকৈলাসে বাস করিতেছেন।২

(১) ২৪৪ পৃষ্ঠায় নলডাঙ্গার রাজগণের বংশাবলী দ্রষ্টব্য।

(২) ২৬১ পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য।

বাদুড়বাগানের রায়বংশ।—রাজা রামমোহন-রায় হইতে এই বংশ সর্ব্বত্র খ্যাত হইয়াছে। রাজা রামমোহন-রায়ের জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রাম। পাটনায় গিয়া তিনি পারসী ও আরবী ভাষা শিখিয়াছিলেন। ষোড়শবর্ষকালে লামাদিগের আচার ব্যবহার ও বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষার জন্য তিব্বতে গমন এবং ২২ বর্ষকালে ইংরাজী শিক্ষা করেন। ২৯ বর্ষের সময় (১৮০৩ খৃষ্টাব্দে) পিতার মৃত্যুর পর তিনি রঙ্গপুরের কালেক্টার ডিগ্‌বি সাহেবের অধীনে প্রথম চাকুরী গ্রহণ ও পরে তাঁহার অনুগ্রহে দেওয়ানাপদ লাভ করেন। এই সূত্রে তিনি বহু অর্থ ও সম্পত্তি করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি উচ্চ গণিতশাস্ত্র ও লাটিনভাষা শিখিয়াছিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহন কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। এখানে তিনি প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে পারসী, আরবী ও বাঙ্গালা ভাষায় কএকখানি পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার আত্মীয় স্বজন এমন কি বাঙ্গালার হিন্দুমাত্রেই তাঁহার ঘোর শত্রু হইয়া পড়েন। তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রতিমাপূজা-নিবারণ ও প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা বুঝাইবার অভিপ্রায়ে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী, বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষায় বেদান্ত ও উপনিষদ্ অনুবাদ এবং বেদান্তমত প্রচার করেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মানুকরণপ্রিয় বাঙ্গালীর মতি গতি ফিরাইবার জন্য তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে রাজা উপাধি দেন ও তাঁহার পক্ষে কোন বিষয় সংক্রান্ত অভিযোগ করিবার জন্য বিলাতে পাঠাইয়া দেন। ইংলণ্ডাধিপ, ফরাসীরাজ প্রভৃতি মহামান্য ব্যক্তিবর্গ রামমোহনকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার সহিত একত্র আহার করেন। তাঁহারই যত্নে সতীদাহপ্রথা নিবারিত হয়। কিন্তু তিনি আর ভারতে ফিরিতে পারেন নাই। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৭এ সেপ্টেম্বর, বৃষ্টল সহরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মত স্বাধীনচেতা, উদারহৃদয় ও রাজনৈতিক তৎকালে বঙ্গদেশে আর কেহ ছিল না। বর্ত্তমান ব্রাহ্মগণ তাঁহারই প্রচারিত মূলমত গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু বংশধরগণ তাঁহার সম্পত্তির অধিকারী হইলেও তাঁহার মতানুবর্ত্তী হন নাই। তাঁহার একমাত্র পুত্র রমাপ্রসাদ হাইকোর্টের প্রধান উকীল ছিলেন। তিনি হাইকোর্টের বিচারপতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে তাঁহার মৃত্যু ঘটায় সেই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই।[১]

উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায়বংশ।—জগমোহন মুখোপাধ্যায় হইতে এই বংশের প্রসিদ্ধি। জগমোহনের নবকৃষ্ণ, জয়কৃষ্ণ, রাজকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ ও নবীনকৃষ্ণ এই পাঁচপুত্র। জয়কৃষ্ণের যত্নে প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়, দাতব্যসমিতি ও হিতকরী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিক্টোরিয়া "ভারতসাম্রাজ্ঞী" হইবার কালে জয়কৃষ্ণ হাবড়ার দরবারে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উচ্চসম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র হরমোহন, প্যারীমোহন ও রাজমোহন। প্যারীমোহন বিদ্যা বুদ্ধি ও দয়া দাক্ষিণ্যগুণে C. S. I. ও রাজা উপাধি লাভ করিয়াছেন। নবকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের সন্তানগণ অনেকেই সুশিক্ষিত।[২]

(১) ২৫৬ পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য। (২) ২৫৮ পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য।

পাথুরিয়াঘাটার মুখটীবংশ।—মাননীয় বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হইতে এই বংশ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বিচারপতি অনুকূলচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ হুগলী জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গামোড়া গোপীনাথপুর নামক স্থানে বাস করিতেন, তাঁহার পিতামহ দেওয়ান বৈদ্যনাথ কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহার চারি পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ লক্ষ্মীনারায়ণ, ইনিই বিচারপতি অনুকূলচন্দ্রের পিতা। মাননীয় দ্বারিকানাথ মিত্রের মৃত্যু হইলে, অনুকূলচন্দ্র ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ৬ই ডিসেম্বর হাইকোর্টের বিচারপতিপদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ৮ মাস মাত্র বিচারভার বহন করিয়াছিলেন।

গুপ্তিপাড়ার শোভাকরবংশ।—ইঁহাদের কাশ্যপগোত্র, চাটুতিগাঞি। ঝাঁপা (যশোরজেলা), হরিপুর ও ব্রহ্মশাসনের (নদীয়াজেলা) ঘটকেরা এবং জয়দিয়ার চৌধুরীরাও শোভাকরের বংশ বলিয়া সম্মানিত। এই শোভাকরকে ভ্রম ক্রমে কেহ কেহ দেবীবরের গুরু বলিয়া মনে করেন। এই শোভাকর অবসথী চট্ট সর্ব্বেশ্বরের প্রপৌত্র।

কুণ্ডীর জমীদারবংশ।—এই বংশ মুখটী গাঞি রামের প্রপৌত্র রত্নাকরের ধারা। পরগণে কুণ্ডীর নিষ্ঠাবান্ হিন্দু জমিদার রাজমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রযত্নে উত্তর বঙ্গে ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তারের সূত্রপাত হয়। তাঁহার চেষ্টায় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপুরে প্রথম ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি সপ্তপুষ্করিণী গ্রামে বহু অর্থব্যয়ে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া ১৮৮৪ অব্দ হইতে "রঙ্গপুর-বার্ত্তাবহ" নামক সংবাদপত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। রায়চৌধুরী মহাশয় গতাসু হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় অষ্টবর্ষ কাল "বার্ত্তাবহ" পরিচালন করেন। 'প্রেমরসাষ্টক' 'স্বভাবদর্পণ' 'কাব্যশেবধি' নামক তাঁহার তিনখানি গ্রন্থ আছে। তাঁহারই উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া অধ্যাপক রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নামক নাটক ও পতিব্রতোপাখ্যান নামক গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত ইঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল।

কালীচন্দ্রের অগ্রজ কাশীচন্দ্রও বাঙ্গালা সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। রঙ্গপুর-ভূম্যধিকারী সভার সভাপতি থাকিয়া তিনি অনেক দেশ-হিতকর বক্তৃতা প্রদান করেন। গুপ্ত কবি কাশীচন্দ্র, কালীচন্দ্র ও ভীমচন্দ্র সান্যালকে লক্ষ্য করিয়া যে কবিতাটী রচনা করেন, তাহার আদ্যচরণ এইরূপ :—"কাশী বশী এক জোড়া। তার মাঝে ভীম ঘোড়া॥"

উক্ত বংশের অন্যতম বংশধর কালীমোহন রায়চৌধুরী "ছন্দোবোধশব্দসাগর" নামক অভিধান প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এই গ্রন্থ দ্বারা ছন্দ মিলাইয়া পদ্যাদি রচনার বিশেষ সুবিধা।

রাজমোহনের পৌত্র ও বর্ত্তমান বংশধর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। ইঁহারই প্রযত্নে ও প্রস্তাবে ১৩১১ সালে "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের" রঙ্গপুর শাখা ও ১৩১৪ সালে উত্তরবঙ্গে সাহিত্য-সম্মিলনের সূত্রপাত হয়।

[২৫৯ ও ২৬০ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।]

[illegible] সহোদরবংশীয় জীয়োরপত্নী পুত্র প্রসব করিয়া* প্রাণত্যাগ করিলে, তিনি সাংসারিক মায়ায় বীতস্পৃহ হইয়া কাশীধামে গমন করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কিছুকাল পরে মোগল-সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ বঙ্গদেশে আগমনকালে কাশীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অসামান্য বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দীক্ষাগ্রহণান্তে গুরুর নিকট বঙ্গদেশে আগমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাকে ইঙ্গিতে তদীয় পুত্রের অনুসন্ধান লইবার আদেশ করেন। মানসিংহও বঙ্গে আসিয়া পাটুলির ভূম্যধিকারী উত্তররাঢ়ীয় শূদ্রমণি মহাশয়ের সাহায্যে গুরুপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের সন্ধান লইয়া তাঁহাকে আশাতিরিক্ত নিষ্করভূমি প্রদান করিলেন এবং "রায় চৌধুরী" উপাধিবিভূষিত হইলেন। সুপ্রসিদ্ধ কালীঘাটের ৺কালিকাদেবীর উপাসক লক্ষ্মীনারায়ণ অদূরে বড়িশাগ্রামে বসতি স্থাপন করিলেন। কালীঘাট ও কালিকাদেবী চৌধুরী মহাশয়ের সম্পত্তি হইল। হালদার মহাশয়েরা পূজক হইলেন। এবং পিতার আদেশমত কুলীনপুত্রে বিষয়সম্পত্তিসহ কন্যাদান করিয়া কুলীনের কুলনাশ করিতে লাগিলেন। ইঁহার বংশধরগণ বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরী নামে প্রসিদ্ধ।

এতদ্ভিন্ন তেলিনীপাড়া ও শাসনের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ, আঁধার মাণিকের কাশ্যপ, পুঁড়োর ঘোষাল, উলার মুখো, জনাইয়ের মুখো,* এবং গোবরডাঙ্গার মুখো* প্রভৃতি বংশও এই সঙ্গে চৌধুরী উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া বর্ত্তমানকালে ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,[৩] ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়,[১] মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়[২] কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,[২] কবি ৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়,[৩] ৺রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হিন্দুপেট্রিয়ট্ সম্পাদক ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (নিমতলানিবাসী) দেওয়ান ৺রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, (বাগ্বাজার-নিবাসী) দেওয়ান ৺দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার ৺দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,[৩] ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (বন্দ্যোপাধ্যায়)[২] মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (বন্দ্যোপাধ্যায়)[২] মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার (মুখো), রায় ৺রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, রায় ৺দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বহুদর্শী ৺প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হাইকোর্টের বিচারপতি সর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর প্রভৃতি মহাত্মগণ বংশজ বা ভঙ্গ-সমাজ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

* প্রবাদ আছে প্রসূতি সেই সদ্যপ্রসূত বালকের প্রতিপালনভার জগদীশ্বরে অর্পণ করিয়া এই কবিতাটী একটী গলিতপত্রে লিখিয়া বালকের হৃদয়ে সংস্থাপন করিয়া স্বর্গারোহণ করেন :—

"কাকঃ কৃষ্ণঃ কৃতো যেন হংসশ্চ ধবলীকৃতঃ। ময়ূরশ্চিত্রিতো যেন তেন রক্ষা ভবিষ্যতি ॥"

(১) ২৫৭ পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য। (২) ২৫৬ পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য। (৩) ২৫৫ পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য।

* এই বংশের মধ্যে এখনও অধিকাংশ ব্যক্তি কুলভঙ্গ করেন নাই।

(১) "তৎসুতো মহাগুণযুতো কেদারভূমীপতেঃ। সন্তাঃ সজ্জনপূজিতাবতরতাং শ্রীরামবিশ্বেশ্বরৌ ॥" (কুলপঞ্জী)

* ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে এই জমিদারী দেনার ডিক্রীতে নিলাম হয়, পরে মহেন্দ্রের উত্তরাধিকারিগণ ক্রেতার নামে অভিযোগ উপস্থিত করাতে আপোসে সম্পত্তির সাত আনা অংশ প্রাপ্ত হন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এই ৷৴০ আনা বাকি খাজনার দায়ে নিলামে বিক্রয় হইলে নড়ালের বাবুরা খরিদ করেন।
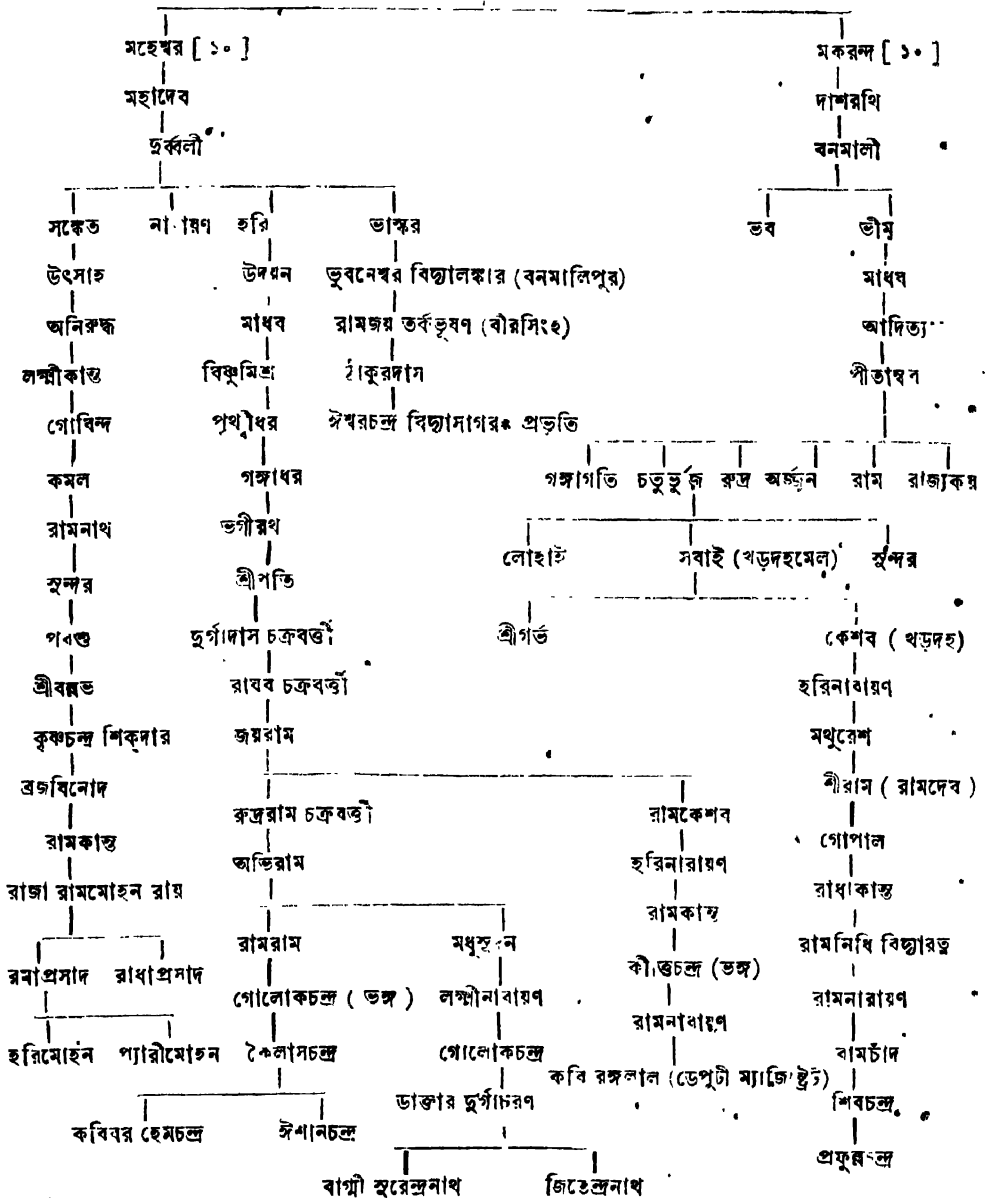
* ভাস্করের অধস্তন ১৫শ পুরুষে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। কুলগ্রন্থে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের নাম গোল থাকায় লেখা হইল না।

বন্দ্যঘটীবংশ

দুর্ব্বলী [১২]
মকরন্দ [১০]
গাঁউ (৬)
নারায়ণ
পীতাম্বর
শ্রীরঙ্গ
নিত্যানন্দ
প্রজাপতি
পুণ্ডরীকাক্ষ
জীবনাথ
কৃষ্ণচন্দ্র
রাজেন্দ্র বিদ্যালঙ্কার (নলডাঙ্গার সভাপণ্ডিত)
রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী
রামনাথ
রামবল্লভ
মাণিক্য তর্কভূষণ
শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার
রামকমল ন্যায়রত্ন
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C.I.E.,
অনন্ত
নন্দন
বনমালী
পদ্মনাভ
সুধাকর
বাসু
হিরণ্য
অনিরুদ্ধ
রঘুনাথ (ফুলিয়া)
নারায়ণ ঠাকুর
কৃষ্ণরাম
গোপীনাথ
গোকুল (ভঙ্গ)
প্রতাপ
নসিরাম
রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর
দাশরথি
বিনায়ক
বহ্নি
ঈশান
লক্ষ্মণ
হরি
বশিষ্ঠ
সর্ব্বানন্দ
বলভদ্র
গুণানন্দ
নারায়ণ
রাম
রমাবল্লভ
রামকান্ত
রামশরণ
দুর্গাদাস
মাণিকচন্দ্র
রামচন্দ্র
সর্ গুরুদাস বন্দ্য
সুরেশ্বর (নাদাগ্রামবাসী)
প্রদ্যুম্ন
গুণাকর
পীতাম্বর
গুণার্ণব
যাদব
মঙ্গলানন্দ
শ্রীধর
বিদ্যার্ণব
হরিহর
বিদ্যাবল্লভ
কৃষ্ণানন্দ
জানকীনাথ
রাজেন্দ্র সার্ব্বভৌম
গোবিন্দ তর্কালঙ্কার
শ্রীপতি
গৌরীকান্ত
রাধাবল্লভ
হীরারাম
হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত
মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন
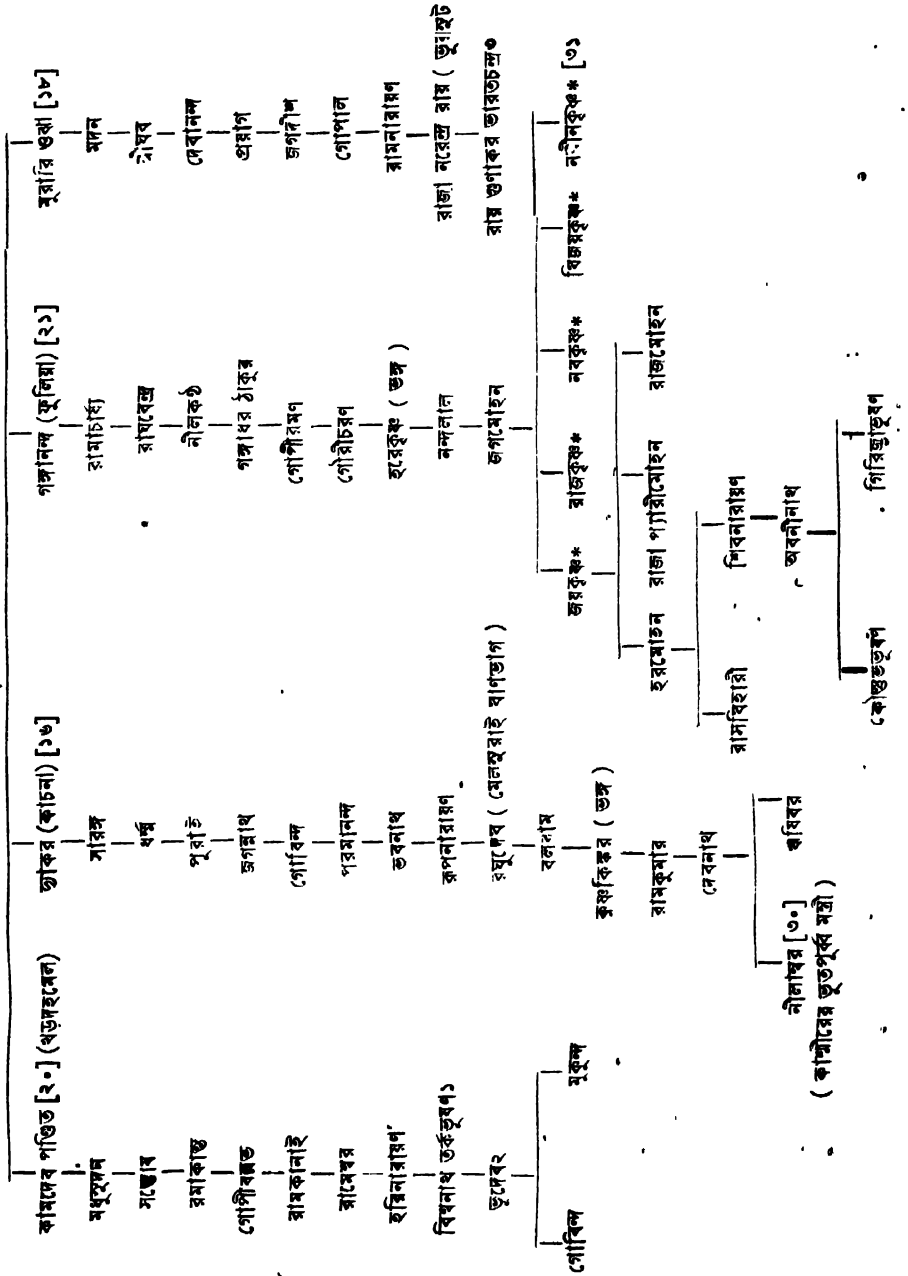
* ইঁহারা উত্তরপাড়াবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার। ইঁহাদের কাহারও কাহারও প্রপৌত্র পর্য্যন্ত বিদ্যমান।

(১) বিশ্বনাথ-রামায়ণ-প্রণেতা। (২) প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা. 'পারিবারিক প্রবন্ধ' প্রভৃতি বহু বাঙ্গালাগ্রন্থ-প্রণেতা ও বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী-প্রতিষ্ঠাতা। (৩) কালিকামঙ্গল প্রভৃতি রচয়িতা।

ভারতচন্দ্রের জ্ঞাতি গড়ভবানীপুরের রায়েরাই ভুরসুট পরগণার রাজা ছিলেন। ইঁহার বংশ পেঁড়োর নিকট বসন্তপুরে বাস করিতেছেন। ভারতচন্দ্রাদি পেঁড়ো ৵০, দোগেছাগড়ওয়ালারা ৵০।

রঙ্গপুর পরগণে, কুণ্ডীর জমিদারদিগের বংশক্রম
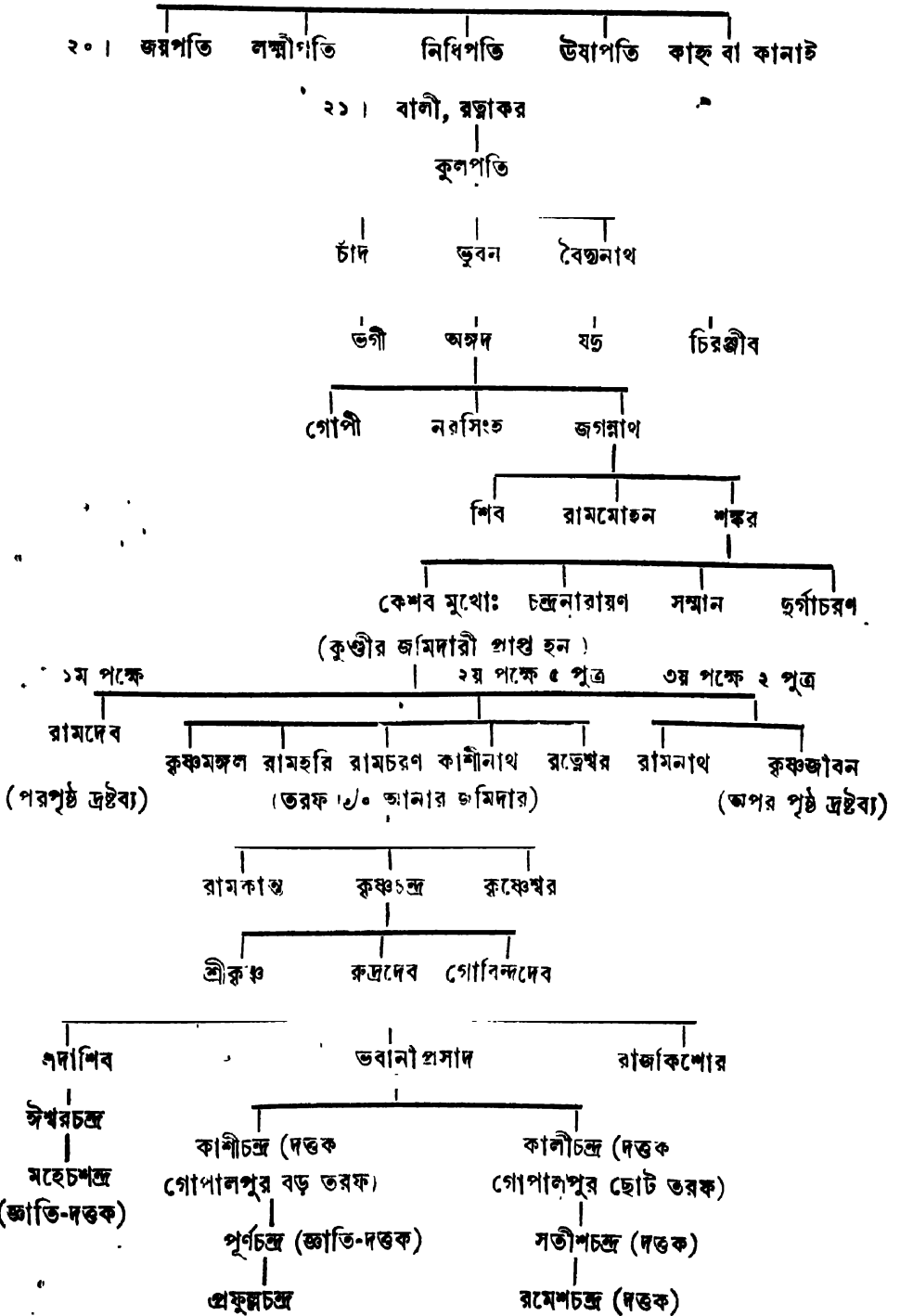
রামদেব
(সপ্তপুষ্করিণী তরফ ।০ আনা জমিদার)
রাঘবেন্দ্র
রামভদ্র
উদয়নারায়ণ
শিবনারায়ণ
রাজচন্দ্র
১ম পক্ষে
২য় পক্ষে
কালীপ্রসাদ
গুরুপ্রসাদ
তারিণীপ্রসাদ
গৌরীপ্রসাদ
দুর্গাপ্রসাদ
প্রসন্নচন্দ্র
গিরিশচন্দ্র
ঈশানচন্দ্র
কৈলাসচন্দ্র
গোলোকচন্দ্র
গুরুদাস
গঙ্গাধর
ভবশঙ্কর
মহেশচন্দ্র
হরচন্দ্র
মৃত্যুঞ্জয়
বিনোদবিহারী
কীর্ত্তিচন্দ্র
দেবেন্দ্রচন্দ্র (দত্তক)
শ্যামাদাস
কালিকিঙ্কর
শ্রীহর্ষ হইতে ২৮ কেশবের তৃতীয়পক্ষজাত পুত্র
কৃষ্ণজীবন
(কুণ্ডী সপ্তপুষ্করিণীর ।/০ আনার মালিক)
২৯। রামচন্দ্র
৩০। কাশীকান্ত
৩১। রাজমোহন (জ্ঞাতি-দত্তক)
১ম পক্ষে ।/০ আনীর বড় তরফ
২য় পক্ষে ।/০ আনীর ছোট তরফ
৩২। মধুসূদন (দত্তক)
চন্দ্রমোহন (দত্তক)
১ম পক্ষে
২য় পক্ষে
৩৩। মণীন্দ্রচন্দ্র
সুরেন্দ্রচন্দ্র
প্রতাপচন্দ্র
সুরেশচন্দ্র
মুনীশচন্দ্র
উপেন্দ্রচন্দ্র
নরেশচন্দ্র
বিমলচন্দ্র
একপুত্র
দুইপুত্র
৩৪। মহেন্দ্রকুমার
সুধীরকুমার
মোহিতকুমার
জিতেন্দ্রচন্দ্র
জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র
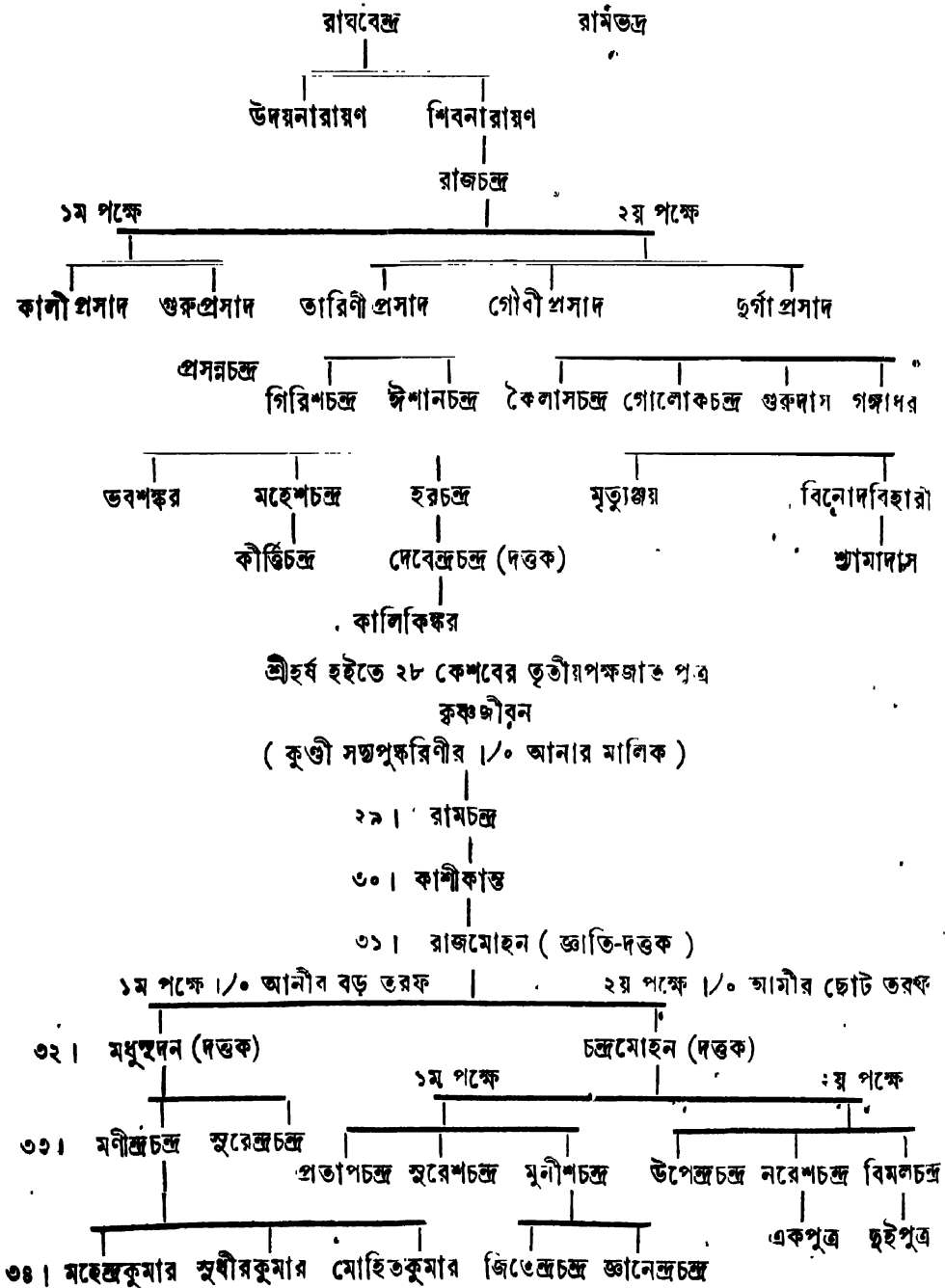
ভূকৈলাসের ঘোষালবংশ

যদুনাথ পাঠক (ভঙ্গ)
|
গোপীকান্ত
|
রামকৃষ্ণ
|
রাজেন্দ্র

* উপরে বন্দ্যঘটী, মুখটী, ঘোষাল প্রভৃতি বংশীয় যে যে ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ হইল, তাঁহাদের অনেকেরই পুত্র বা পৌত্র পর্য্যন্ত বিদ্যমান।

কাশ্যপগোত্র-সম্ভূত দক্ষবংশ, দেবাইগোষ্ঠী, মেল পণ্ডিতরত্নী

ত্যাকর

ধনঞ্জয় মনোবঙ্গভূষণ প্রভাকর বিভাকর ভৈরব
(ইহা হইতে ধর্ম্মের চাটুতির উৎপত্তি)

রাম উৎসাহ গণেশ জয়পতি ভঙ্গ শ্রীপতি রঘুপতি

মধুসূদন নিধিপতি সিদ্ধেশ্বর বিদো ব্রহ্মন্ বামন নিশাপতি জগন্নাথ
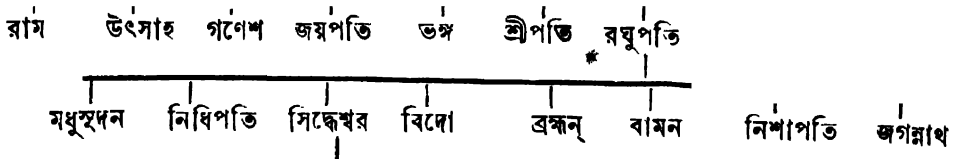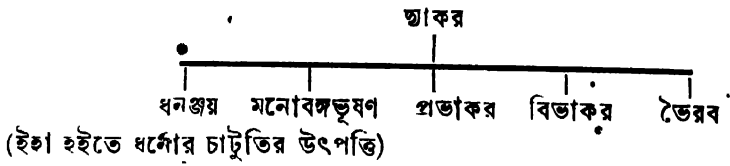
সর্ব্বানন্দ নিত্যানন্দ

গঙ্গাপতি দেবীবর শ্রীনাথ হরিদাস
(ইনি পণ্ডিতরত্নী মেল)

ভবানীদাস রামানন্দ

গোপাল

শঙ্কর চক্রবর্ত্তী শিব কন্দর্প দুর্গাদাস মনোহর জগন্নাথ
(বারাশতবাসী প্রতাপাদিত্যের
মন্ত্রী ও সেনাপতি)

রামভট্ট মধুসূদন (বারাসত) বাসুদেব (বেলঘরিয়া প্রভৃতি)

কাশীশ্বর ন্যায়ালঙ্কার

রুদ্র রঘুনন্দন মহাদেব গোপীরমণ রাধাকান্ত

নীলকণ্ঠ

ভবানী জয়রাম বলরাম রামরাম

রামকানাই

অযোধ্যারাম নন্দরাম চাঁদ সন্তোষ (ভঙ্গ)

রামচন্দ্র

নবকুমার

ক্ষেত্রনাথ

সত্যচরণ শাস্ত্রী (প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা)

কাশ্যপগোত্র চট্টবংশ
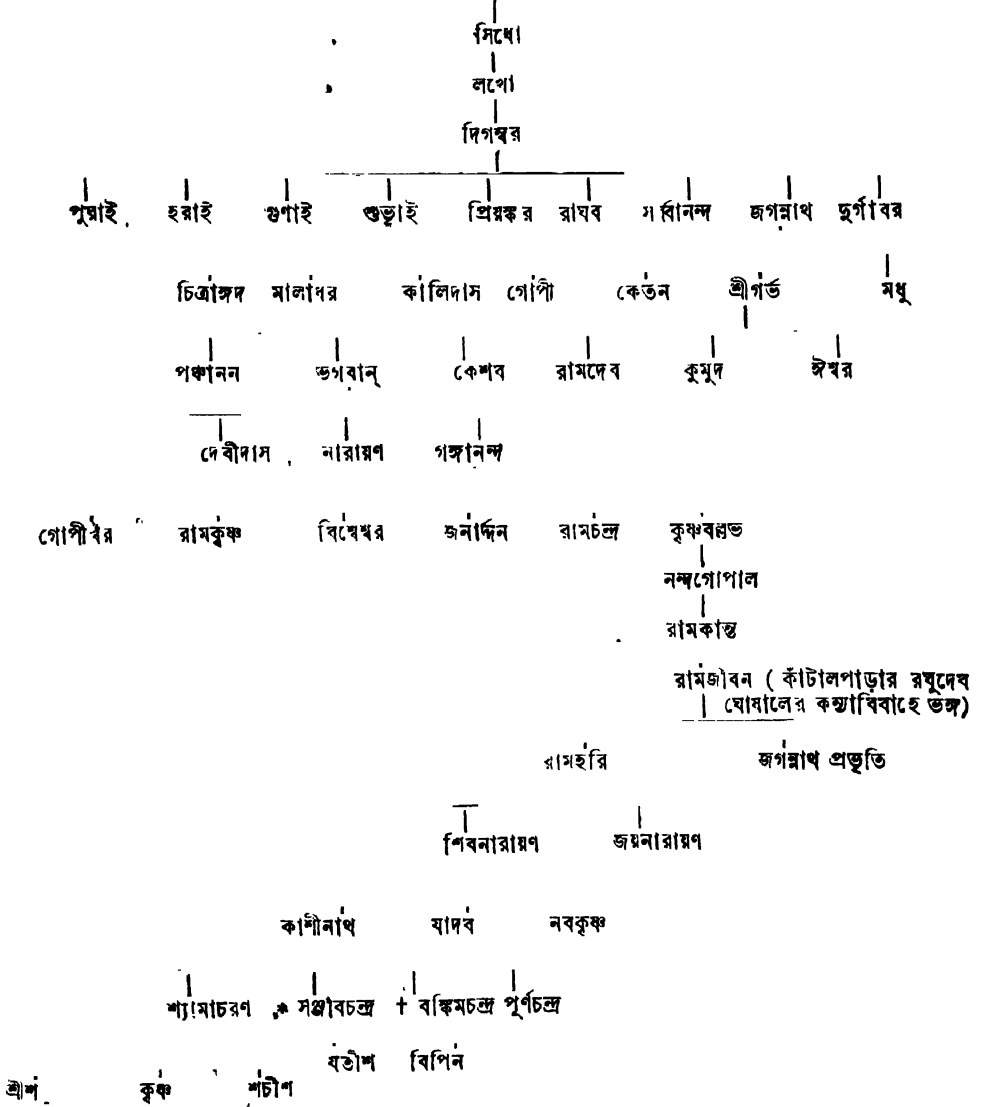
* বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ও একজন প্রধান লেখক।

+ বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান ঔপন্যাসিক ও সর্ব্বপ্রধান সাহিত্যরথী বলিয়া সম্মানিত।

[বিশ্বকোষে ইঁহার জীবনী দ্রষ্টব্য।]

কাসিমবাজারের ব্রাহ্মণ-রাজবংশ

মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রসিদ্ধ কাসিমবাজারে এই বংশের বাস। এই বংশ দক্ষের বংশোদ্ভব পলিয়ার চট্ট শ্রীকরের সন্তান। পূর্ব্বে ইঁহারা সুরাইমেলের কুলীন ছিলেন। শ্রীকরের ৮ম পুরুষ অধস্তন কৃষ্ণানন্দ পাত্রসাএরগ্রামে ত্রিলোচন হাজরার কন্যা বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হন। তাঁহার তিন পৌত্র জয়ন্তী, জয়গোপাল ও জয়হরি, এই তিন জনেই নবাবসরকারে "রায়" উপাধি লাভ করেন ও সেই সময় হইতে তাঁহাদের কৌলিক 'চট্টোপাধ্যায়' উপাধি পরিবর্ত্তিত হয়। জয়গোপালের প্রপৌত্রপুত্র দীনবন্ধু রায় প্রথমে কাসিমবাজারে আসিয়া বাস করেন, তিনি কিছুদিন কাসিমবাজারের কুঠীতে কাজ করেন এবং স্বাধীন ভাবেও রেসমের ব্যবসা চালাইতেন। দীনবন্ধুর পুত্র জগবন্ধু কাসিমবাজারের কুঠীর দেওয়ান ছিলেন, পরে ময়মনসিংহের কালেক্টরীর সেরেস্তাদার ও দেওয়ান হইয়াছিলেন। সেরেস্তাদারী কার্য্যকালে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে সরাইল পরগণার ।⁄১২ গণ্ডা অংশ নিলামে খরিদ করেন। তৎপরে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ঐ পরগণার ।৶০ আনা অংশ নিলামে উঠিলে তৎপুত্র নৃসিংহপ্রসাদ ক্রয় করিয়া লয়েন। এই নৃসিংহপ্রসাদের নামে কাসিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ নন্দী ৩ কোটী টাকা ক্ষতিপূরণের দাবীতে নালিশ করেন। সৌভাগ্যক্রমে নৃসিংহপ্রসাদ জয়লাভ করিয়াছিলেন। নৃসিংহপ্রসাদের ৩ পুত্র নবকৃষ্ণ, রাজকৃষ্ণ ও গোপালকৃষ্ণ। নবকৃষ্ণ ও গোপালকৃষ্ণ নিঃসন্তান ছিলেন। রাজকৃষ্ণই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র অন্নদাপ্রসাদ। রাজকৃষ্ণের মৃত্যুকালে অন্নদাপ্রসাদ নাবালক ছিলেন বলিয়া কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ (১৮৬৮ হইতে ১৮৬৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত) সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণের ভার গ্রহণ করেন। অন্নদাপ্রসাদের দানশীলতা প্রসিদ্ধ। ১৮৭৪-৭৫ সালের দুর্ভিক্ষে তাঁহার যথেষ্ট দানশীলতার পরিচয় পাইয়া বৃটীশগবর্মেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন। প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিসনর সাহেব তাঁহাকে "রাজাবাহাদুর" উপাধি দিবার পরামর্শ করিবার জন্য কলিকাতায় আহ্বান করেন, এখানে সহসা ওলাউঠা রোগে ২৮ বর্ষ মাত্র বয়সে একমাত্র শিশুপুত্র আশুতোষনাথ ও স্বধর্ম্মরতা সহধর্ম্মিণী রাণী আর্ণা-কালীকে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৯এ জানুয়ারী কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ৺অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রীর সহিত আশুতোষনাথের বিবাহ হয়। তাঁহার নাবালক অবস্থায় কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ সরাইল পরগণার অবশিষ্ট অংশ খরিদ করেন। আশুতোষ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ৭ই সেপ্টেম্বর সমস্ত সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। লেডী-ডফারিন্ হাঁসপাতালে এককালে তিনি লক্ষ টাকা দান করায় বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি অতিথিসৎকারপ্রিয় ও সঙ্গীতাদি সুকুমার কলায় পারদর্শী ছিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে রাজপ্রতিনিধি বড়লাট কাসিমবাজারে তাঁহার বাটীতে আসিয়া আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের দিল্লীর দরবারে রাজা আশুতোষনাথ নিমন্ত্রিত ও সম্মানসূচক পদক প্রাপ্ত হন। ১৯০৬ খৃঃ, ১৬ই ডিসেম্বর তিনি মাতা রাণী আর্ণাকালী, পত্নী রাণী সরোজিনী, দুই কন্যা এবং ছয়মাসের শিশুপুত্র কমলারঞ্জনকে রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এক্ষণে কুমার কমলারঞ্জনের বয়স ৬ বর্ষ মাত্র। গত ১৯১১ খৃঃ ৩রা ফেব্রুয়ারী কুমারের কনিষ্ঠা ভগিনী জ্যোতির্ম্ময়ীর সহিত নবদ্বীপের বর্ত্তমান মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্রের শুভ বিবাহ হইয়াছে। স্বনামখ্যাতা দানশীলা রাণী আর্ণাকালী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি উপলক্ষে বহরমপুরে 'জুবিলি টোল' নামে সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। পরপৃষ্ঠে বংশতরু প্রদত্ত হইল :—

কাশিমবাজারের ব্রাহ্মণ-রাজবংশ
থং চং শ্রীকর
ঊষাপতি
নিশাপতি
সুদর্শন
কাম
জনো
সোম
সদানন্দ
অরবিন্দ
বনমালী
প্রিয়ঙ্কর
রাঘব
সোম
শশী
বৃহস্পতি
গোবর্দ্ধন
জয়পতি
ইন্দ্রপতি
নৃপতি
রাজনারায়ণ
শিবনারায়ণ
কৃষ্ণানন্দ (ভঙ্গ)
রতিকান্ত
দুর্গাদাস চট্ট
জয়ন্তীনারায়ণ রায়
জয়গোপাল রায়
জয়হরি রায়
ঘনশ্যাম
উমাকান্ত
অভিমন্যু
বিকর্ত্তন
তিলকরাম
অযোধ্যারাম (ওরফে হটুরায়)
গঙ্গানারায়ণ
দীনবন্ধু
জগবন্ধু
নৃসিংহপ্রসাদ
নবকৃষ্ণ
রাজকৃষ্ণ (পত্নী সুখদাসুন্দরী)
গোপালকৃষ্ণ
অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর (পত্নী রাণী আর্ণাকালী)
গিরিবালা
দক্ষবালা
রাজা আশুতোষনাথ রায়
অতীন্দ্রমোহনী (মৃত)
জ্যোতির্ম্ময়ী
কুমার কমলারঞ্জন
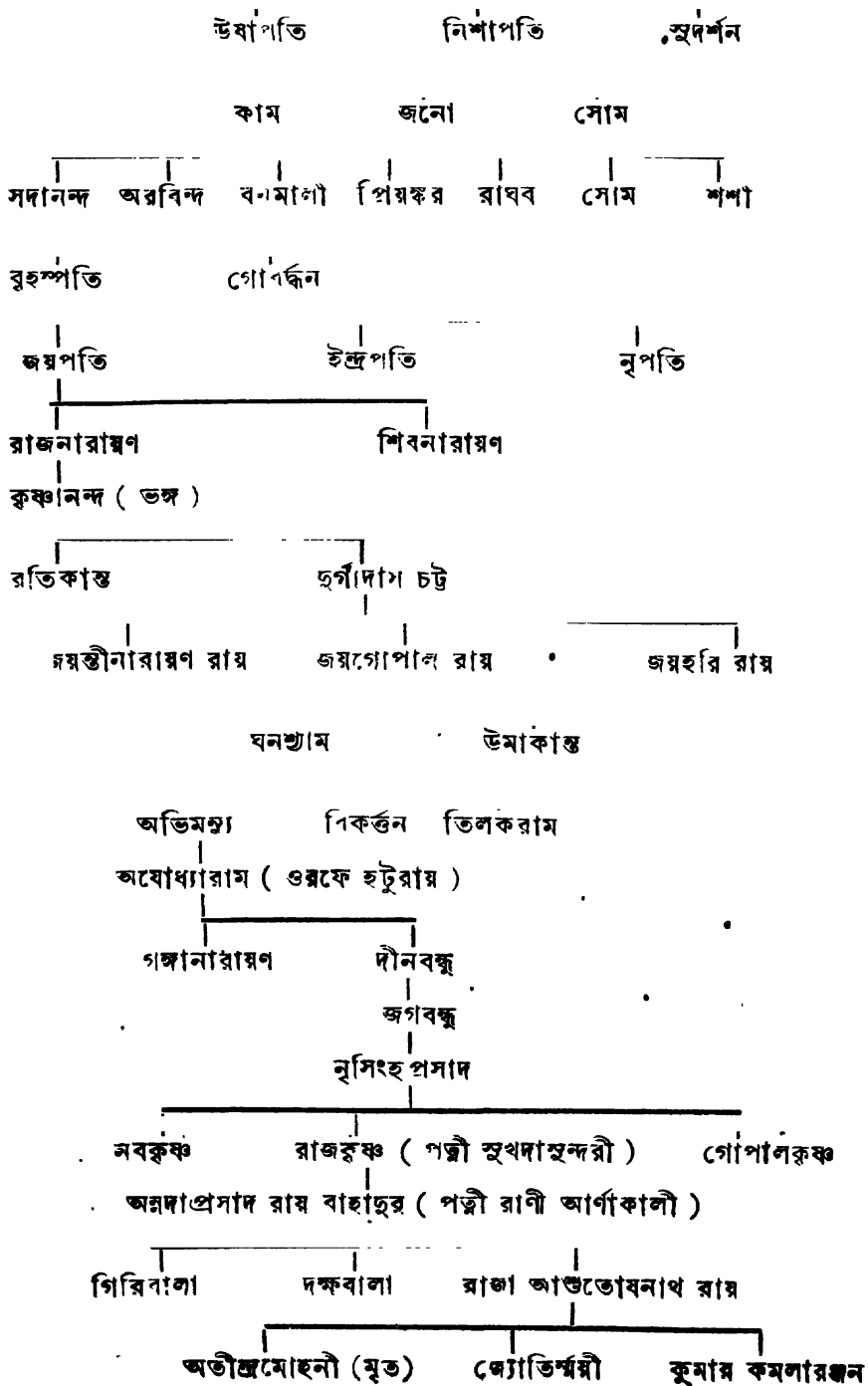
ষষ্ঠ অধ্যায়

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয়-বিবরণ

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের ৫৬ গ্রামীর মধ্যে ৮ গ্রামীর ১৯ জন ব্যতীত ৫৬ গ্রামীর আর সকলেই বল্লালসেন কর্ত্তৃক শ্রোত্রিয়-মধ্যে পরিগণিত হন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে শ্রোত্রিয় ও কুলীনে পার্থক্য ছিল না, সকলেই শ্রোত্রিয় বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং সকল গ্রামীর মধ্যেই পরস্পর আদান প্রদান প্রচলিত ছিল। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, এমনও কেহ কেহ বলিতেছেন যে, 'কুলীনেরাই প্রকৃত রাজদত্ত শাসন দ্বারা গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়ের মধ্যে যিনি যে গ্রামে গিয়া বাস করেন, সেই গ্রামের নাম হইতেই তাঁহার গাঞি হইয়াছে।' এ কথা ঠিক নহে। শূরবংশীয় রাজপ্রদত্ত ৫৬ খানি গ্রামলাভ ও সেই সেই গ্রামে বাস-হেতু গ্রামী বা গাঞি নাম হইয়াছে, তাহাতে আপত্তি করিবার বিশেষ কারণ দেখি না। শ্রোত্রিয়েরাও যে কৌলীন্যপ্রথা সৃষ্টি হইবার বহুপূর্ব্বে রাজদত্ত গ্রামলাভ করিয়াছিলেন ও সেই সেই গ্রামনাম হইতে তাঁহাদের গাঞির উৎপত্তি হইয়াছে, সকল প্রাচীন কুলাচার্য্যগ্রন্থ ও প্রাচীন শিলালিপি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উড়িষ্যার অন্তর্গত ভুবনেশ্বরের অনন্ত-বাসুদেবের মন্দিরে উৎকীর্ণ শ্রীভবদেব-ভট্টের প্রশস্তি হইতে সাবর্ণগোত্রজ সিদ্ধল গাঞি শ্রোত্রিয়গণের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। এই লিপিখানি খৃষ্টীয় ১০ম ও ১১শ শতাব্দীর কোন সময়ে উৎকীর্ণ হয়১। এই প্রশস্তির স্থূল মর্ম্ম এইরূপ—

'সাবর্ণগোত্র-সম্ভূত শ্রোত্রিয়গণ (রাজকর্ত্তৃক) শতশাসন গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাঢ়দেশে সিদ্ধলগ্রাম সর্ব্ব প্রথম১। যিনি সিদ্ধল গ্রাম পাইয়াছিলেন২, তাঁহার উচ্চবংশে মহাদেব,

(১) রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতির মতে,—এই ভবদেবভট্টের প্রশস্তি ষড়্‌দর্শনটীকাকৃৎ বাচস্পতিমিশ্র-বিরচিত ও খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর কোন সময়ে উৎকীর্ণ। (Journal of the Asiatic Society of Bengal ও Mitra's Antiquities of Orissa, Vol. II, P. 85.) কিন্তু উক্ত প্রশস্তি প্রসিদ্ধ দার্শনিক বাচস্পতিমিশ্রের রচনা হইলে, উহা ১১শ না হইয়া ১০ম শতাব্দীর লিপি হইয়া পড়ে। কারণ বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার ন্যায়সূচী-নিবন্ধের রচনাকাল এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"ন্যায়সূচীনিবন্ধোঽসাবকারি সুধিয়াং মুদে। শ্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ বস্বঙ্কবসু (৮৯৮) বৎসরে॥"

এস্থলে ৮৯৮ শকে (=৯৭৬ খৃষ্টাব্দে) বাচস্পতিমিশ্রের সময় অনায়াসেই স্বীকার করা যায়। ভবদেব ভট্ট তাঁহার বন্ধু হইলে ভবদেবকেও ঐ সময়ের লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত শূলপাণি উক্ত ভবদেব ভট্টের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, এই প্রমাণ হইতেও ভবদেব ভট্ট তাঁহার পূর্ব্বতন হইতেছেন।

(১) 'সাবর্ণস্য মুনের্মহীয়সি কুলে যে জজ্ঞিরে শ্রোত্রিয়াস্তেষাং শাসনভূমযোঽজনি গৃহং গ্রামাঃ শতং সন্ততেঃ। আর্য্যাবর্ত্তভুবাং বিভূষণমিহ খ্যাতস্তু সর্ব্বাগ্রিমো গ্রামঃ সিদ্ধল এব কেবলমলঙ্কারোঽস্তি রাঢ়াশ্রয়ঃ॥"

(২) বাচস্পতিমিশ্রের কুলরামের মতে,—'সাবর্ণগোত্রজ বেদগর্ভের পুত্র বশিষ্ঠ 'সিদ্ধল' গ্রাম লাভ করেন'। তিনিই সিদ্ধলগ্রামিগণের আদিপুরুষ।

ভবদেব ও অট্টহাস এই তিন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। তিন জনের মধ্যে ভবদেব বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে গণ্যমান্য হইয়াছিলেন। ইঁনি গৌড়াধিপের নিকট 'হস্তিনী' গ্রাম পাইয়াছিলেন৩। ইঁহার রথাঙ্গ প্রভৃতি ৮টী পুত্র জন্মে। রথাঙ্গের পুত্র অত্যঙ্গ, তৎপুত্র বুধ, অপর নাম স্ফুরিত। তৎপুত্র আদিদেব; ইনি বঙ্গাধিপের বিশ্রামসচিব, মহামন্ত্রী, মহাপাত্র ও সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন৪। ইঁহার পুত্র গোবর্দ্ধন, ইঁনি বন্দ্যঘটীকুলোদ্ভবা এক ধর্ম্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করেন৫। তাঁহারই গর্ভে পণ্ডিত-প্রবর ভবদেব ভট্ট জন্ম লইয়াছিলেন। এই ভবদেবের মন্ত্রণাপ্রভাবে হরিবর্ম্মদেব ও তৎপুত্র বহু দিন রাজ্যলক্ষ্মী ভোগ করিয়াছিলেন। অগস্ত্য যেমন সমুদ্র শোষণ করেন, ভবদেবও সেইরূপ বৌদ্ধাম্ভোধি শোষণ করিয়া পাষণ্ড ও বৈতণ্ডিকদিগের মত খণ্ডন করেন। তিনি সিদ্ধান্ত, তন্ত্র ও গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং বরাহমিহিরের ন্যায় অপর নবীন হোরাশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবন্ধে প্রাচীন নিবন্ধসমূহের গৌরব বিলুপ্ত হইয়াছিল। স্মার্ত্তক্রিয়া-বিষয়ের সংশয় অপনোদনের জন্য তিনি মুনি-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। তিনি ভট্টোক্ত মীমাংসানীতি ও ন্যায়শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন এবং আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রে অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন। তাঁহার অপর নাম বালবলভীভুজঙ্গ। তিনি রাঢ়দেশের নানাস্থানে জলাভাব দূর করিবার জন্য (জাঙ্গল, পথ ও গ্রামোপকণ্ঠে) জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রান্ত পথিকদিগের সন্তোষবিধান করিয়াছিলেন। (ভুবনেশ্বরের) সুপ্রসিদ্ধ (অনন্তবাসুদেবের) মন্দির এবং ভবদেবের কীর্ত্তি এবং তাঁহার পার্শ্বস্থ সরোবরও এই মহাত্মার যত্ন-নির্ম্মিত।'

উপরোক্ত বিবরণ হইতে ভবদেবের এইরূপ বংশলতা উদ্ধৃত করিতে পারি—

সাবর্ণগোত্রে সিদ্ধলগাঁঞি
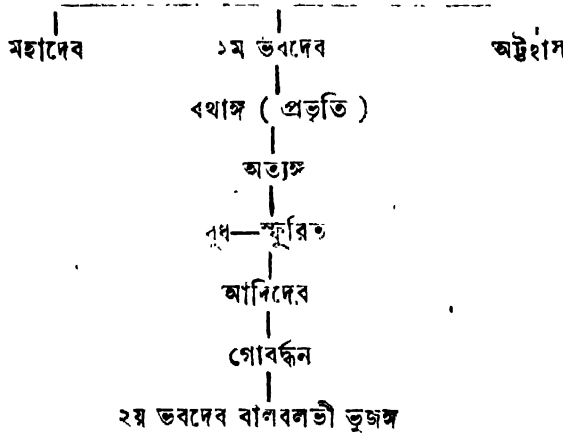
(৩) "স শাসনং গৌড়নৃপাদবাপ শ্রীহস্তিনীদিষ্টমহীষ্টভূমিঃ॥"

(৪) "যো বঙ্গরাজরাজ্যশ্রীবিশ্রামসচিবঃ শুচিঃ। মহামন্ত্রী মহাপাত্রমবন্ধ্যসন্ধিবিগ্রহী॥"

(৫) "বন্দ্যাং বন্দ্যঘটীয়স্য ব্রাহ্মণঃ প্রবতাং সুতাং। সাঙ্গাং কামাঙ্গনারত্নং পত্নীং স পরিণীতবান্

এই ভবদেবভট্ট বালবলভীভুজঙ্গের পদ্ধতি অনুসারে আজও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের সংস্কারাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

৯১৩ শকে (৯৯১ খৃষ্টাব্দে) অপর একজন বিখ্যাত রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয়ের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাই। তাঁহার নাম শ্রীধরাচার্য্য।[২] দক্ষিণরাঢ় ভূরিসৃষ্টি (বা ভুরস্তুট) গ্রামে পাণ্ডুদাস নামে এক কায়স্থ রাজার আশ্রয়ে ইনি 'ন্যায়কন্দলী' রচনা করিয়া দার্শনিক জগতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার মত নৈয়ায়িক তৎকালে রাঢ়দেশে আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার পিতার নাম বলদেব ও পিতামহের নাম ক্ষিতিচন্দ্র।

সাহরি বা সাহুড়িয়ান্ গ্রামীদিগের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের সময়ে প্রায়শ্চিত্তবিবেক ও দীপকলিকানামে যাজ্ঞবল্ক্য-টীকা রচনা করিয়াছেন। তৎকালে জয়দেব, শরণ, ধোয়ী প্রভৃতি কবিগণ শ্রোত্রিয়বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার, রামভদ্র সার্ব্বভৌম, হরিরাম তর্কবাগীশ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার, পীতমুণ্ডীবংশীয় হর্ষদেবের পুত্র ভগীরথ প্রভৃতি অসংখ্য পণ্ডিত শ্রোত্রিয়বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

প্রথমে শ্রোত্রিয়গণ আদিশূর-দত্ত শাসনগ্রামে বাস করিলেও পরবর্ত্তী হিন্দুরাজগণের নিকট নানা গ্রাম লাভ করিয়া তাঁহারা নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। ভবদেবের প্রশস্তি হইতে তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়। পূর্ব্বে শ্রোত্রিয়গণ স্বোপার্জ্জিত বা স্ব স্ব পিতৃপুরুষার্জ্জিত শাসনভূমিতে মনের সুখে বাস করিতেন, স্ব স্ব ধর্ম্মপালনে নিযুক্ত থাকিতেন, স্ব স্ব সমাজ ও পরিবারবর্গের মঙ্গল-বিধানের জন্য সর্ব্বদাই যত্নবান্ হইতেন, এক ব্যক্তি পরিবারস্থ শত শত ব্যক্তির ভরণপোষণে কখন কষ্টভোগ করিতেন না,—শত শত ছাত্রের অন্নদানেও কেহ কখন

(১) যাঁহারা ৯৯৯ বা ৯৫৮ শকে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে কনোজ হইতে ব্রাহ্মণাগমন-কাল স্থির করিয়া থাকেন, তাহাদের একবার ভবদেবভট্টের বংশাবলী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পূর্ব্বে লিখিয়াছি, ভবদেব খৃষ্টীয় ১০ম বা ১১শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এরূপ স্থলে তাঁহার বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপিতামহ ১ম ভবদেব খৃষ্টীয় ৮ম কি ৯ম শতাব্দীর লোক হইতেছেন। তাহার পূর্ব্বে সিদ্ধলগ্রামপ্রাপ্তি ও পঞ্চব্রাহ্মণের গৌড়ে পদার্পণ স্বীকার করিতে হইবে। [১০১ – ১০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

(২) "আসীদ্দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্ম্মণাম্। ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিসৃষ্টিজনাশ্রয়ঃ॥
অম্ভোরাশেরিবৈতস্মাদ্বভূব ক্ষিতিচন্দ্রমাঃ। জগদানন্দনো বন্দ্যো বৃহস্পতিরিব দ্বিজঃ॥
তস্মাদ্বিশুদ্ধগুণরত্নমহাসমুদ্রো বিদ্যালতাসমবলম্বনভূরুহোঽভূৎ।
স্বচ্ছাশয়ো বিবিধকীর্ত্তিনদীপ্রবাহস্রস্ত...সম্পদ্বলো বলদেবনামা॥
তস্যাভূদ্ভূরিযশসো বিশুদ্ধকুলসম্ভবা। অব্বোকেত্যর্চ্চিতগুণা গুণিনী গৃহমেধিনী॥
সচ্ছায়ঃ স্থূলকলদো বহুশাখো দ্বিজাশ্রয়ঃ। তস্যাঃ শ্রীধর ইত্যুচ্চৈরর্থিকল্পদ্রুমাদভূৎ॥"

বিরক্ত হইতেন না। ব্রাহ্মণেতর হিন্দুসাধারণ দেবতার ন্যায় ব্রাহ্মণদিগকে ভয়ভক্তি করিতেন ও প্রাণপণে তাঁহাদিগের তুষ্টিবিধানে যত্নবান্ ছিলেন।

মুসলমান-প্রভাবের সহিত যখন তাঁহারা নানাস্থানী হইয়া পড়িলেন এবং স্ব স্ব ব্রহ্মস্ব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, সহায় সম্পত্তি হারাইলেন, তখন হইতেই ব্রাহ্মণসাধারণের অবস্থান্তর ঘটিতে লাগিল ; তৎকালে যদিও বিভিন্ন হিন্দু জমিদারের অধিকার-মধ্যে বাস করিয়া অনেক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মোত্তর লাভ করিয়া ছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বের তুলনায় কিছুই নহে।

একদিকে অবস্থা-পরিবর্ত্তন ও অন্যদিকে দারুণ মেলবন্ধনে যেমন কুলীন সমাজের অধঃপতন আরম্ভ হয়, দত্তখাসের শ্রোত্রিয়-ব্যবস্থা ও দেবীবরের আঁটা আঁটিতে শ্রোত্রিয়-সমাজেরও সেইরূপ ভগ্ন দশা উপস্থিত হইয়াছিল। যেরূপ অনিবার্য্য কারণে কুলীন-সন্তানগণ নিন্দিত ঘরে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেইরূপ অনিবার্য্যকারণে অনেক শ্রোত্রিয় দূষিত সপ্তশতী বা নিকৃষ্ট শ্রোত্রিয়ের কন্যা বিবাহ করিয়া ও নিন্দিত কার্য্য দ্বারা কুলাচার্য্যগণের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন।

কুলাচার্য্যগণের যত্নে গৌণ কুলীনগণ অরি বা কষ্টশ্রোত্রিয়রূপে গণ্য হইলে অনেক সিদ্ধ ও সাধ্য শ্রোত্রিয়েরও সেই সঙ্গে গুরুবৈগুণ্য ঘটিল। পূর্ব্ব হইতেই গৌণদিগের সহিত সিদ্ধ ও সাধ্য শ্রোত্রিয়গণের নানা সম্বন্ধ ছিল। দেবীবর-প্রমুখ ঘটকবর্গের অভ্যুদয়কালে যাহারা গৌণ বা অরিগণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছিলেন, তাহারাও সকলে কষ্টশ্রোত্রিয়ের সমান গণ্য হইলেন।

পূর্ব্ব হইতেই কষ্টশ্রোত্রিয়গণ সমাজে অনেকটা নিন্দিত ছিলেন, কোন কুলীন বা বংশজ কষ্টশ্রোত্রিয়ের ঘরে বিবাহ করিতেন না ; সিদ্ধ ও সাধ্য শ্রোত্রিয়গণ কষ্টশ্রোত্রিয়ের করে কন্যা-দান নিতান্ত অপমানজনক মনে করিতেন। কিন্তু তৎকালে সিদ্ধ, সাধ্য ও সুসিদ্ধ এই তিন প্রকার শ্রোত্রিয়ের মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান প্রচলিত থাকায় এবং কুলীনগণও আদরের সহিত তাঁহাদের কন্যাগ্রহণ করিতে থাকায় উক্ত তিন প্রকার শ্রোত্রিয়গণের মধ্যে কখন পাত্রের বা পাত্রীর অভাব হয় নাই। রাজা দনৌজামাধবের সময়ে শ্রোত্রিয়গণের মধ্যে পদমর্য্যাদার ব্যবস্থা হইলেও দত্তখাসের সময় পর্য্যন্ত এই সমাজের মধ্যে বৈবাহিক ব্যাপারে কোন প্রকার সংঘর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় না।[১] কিন্তু দত্তখাস কর্ত্তৃক শ্রোত্রিয় ব্যবস্থা এবং তৎপরে দেবীবর কর্ত্তৃক মেল-প্রচলনের সময় হইতে সামাজিক বৃথা সম্মান লইয়া শ্রোত্রিয়সমাজে একটু সংঘর্ষের সূত্রপাত হইল। দেবীবরপ্রমুখ ঘটকগণের চেষ্টায় সিদ্ধ সাধ্যভেদে সামাজিক পদমর্য্যাদার তারতম্য থাকায় ও উচ্চকুলে কন্যাদান একপ্রকার অবশ্য কর্ত্তব্যমধ্যে গণ্য হওয়ায় শ্রোত্রিয় সমাজেও অনর্থ ঘটিয়াছিল। সিদ্ধ শ্রোত্রিয় আপনাকে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া সাধ্যের করে কন্যা-সম্প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন, সুসিদ্ধ আবার সিদ্ধকে কন্যা দিতে ইচ্ছা করিতেন না, আবার সাধ্যগণ অরি বা কষ্ট শ্রোত্রিয়ের ঘরে কন্যাদান নিন্দাজনক ও পাপজনক মনে

(১) ১৫৫ ও ১৭৩ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন সময়ের শ্রোত্রিয় ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য।

করিতেন। এদিকে মেলী কুলীনেরা যে যে শ্রোত্রিয়-সংস্রবদোষে মেলবদ্ধ হন, সেই সেই মেলসংশ্লিষ্ট শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ গৌরবজনক মনে করিলেও অপর শ্রোত্রিয়ের কন্যা সহজে বিবাহ করিতে চাহিতেন না। একদিকে স্ব স্ব সমাজ অপেক্ষা উচ্চ সমাজে কন্যাদানের ইচ্ছা, অপরদিকে স্ব স্ব সমাজে কন্যাদানে মর্য্যাদাহ্রাসের আশঙ্কা, এই দুই কারণে শ্রোত্রিয়-সমাজেও বিবাহের গোল বাঁধিয়া গেল।

যদি বঙ্গদেশে বিশেষরূপে মুসলমানপ্রভাব না হইত, যদি হিন্দু জনসাধারণ বিধর্ম্মী রাজপুরুষগণের আচার-ব্যবহারের অনুকরণ না করিতেন, যদি স্বধর্ম্মপালনে সাধারণের যত্ন ও আগ্রহ থাকিত, যদি অর্থলিপ্সা, অন্নচিন্তা, স্বজাতিবিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি আসিয়া হৃদয় অধিকার না করিত, তাহা হইলে দনৌজামাধবের ব্যবস্থায় কোনরূপ কুফল প্রসব করিত না, অথবা দত্তখাস মহাশয়ও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইতেন না। দেবীবরপ্রমুখ কুলাচার্য্যগণ ব্রাহ্মণসমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় সম্মান উদ্বেজিত করিয়া উচ্চসমাজের প্রকৃত হিতকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা দেশকালের উপযোগী না হওয়ায় তাহাতে বিশেষ সুফল ফলিল না। হীনসংস্রবে ও যৌনসম্বন্ধপ্রভাবে ধর্ম্মনিষ্ঠ বাঙ্গালীরও ধাত বদলাইয়া ছিল। মুসলমানপ্রভাবকালে হিন্দু-সাধারণে সত্যপীরের পূজার উৎসাহ দেখাইত, বিষহরীর পূজায় মহা আনন্দ অনুভব করিত, শীতলাপূজায় যোগদান করিত, আবার ধর্ম্মপূজায় উচ্চনীচ ভুলিয়া সকলে নৃত্যগীত করিত, কিন্তু প্রকৃত হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াদিনির্ব্বাহে সাধারণ লোকের প্রবৃত্তি কমিয়া আসিতেছিল।

হিন্দুরাজগণের সময়ে সাধারণে ব্রাহ্মণদিগকে যেরূপ ভয়-ভক্তি করিত, মুসলমানপ্রভাব হইতে তাহা অনেকটা লোপ পাইতে বসিয়াছে। ব্রাহ্মণজাতি এ দেশে কখন রাজত্ব করিতে আসেন নাই, সাধারণের ইষ্টসাধনের জন্য সর্ব্বদা দেবকর্ম্মে লিপ্ত থাকিবেন, আজীবন শাস্ত্রাভ্যাস ও উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন, এই সাধুকার্য্যসম্পাদনের জন্যই এদেশে আসিয়াছিলেন। যতদিন হিন্দুরাজ্য ছিল, ততদিন তাহারা স্ব স্ব অধিকার বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন। তৎকালে সাধারণ হিন্দুসন্তান নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে যেরূপ পরিতোষের সহিত ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতেন, তাহাতে সকল ব্রাহ্মণই অতি সুখস্বচ্ছন্দে দিন অতিবাহিত করিতে পারিতেন। ব্রাহ্মণের গৃহে কোনরূপ ক্রিয়াকর্ম্ম উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণেতর সকলেই যেরূপ আনন্দের সহিত উপহারাদি পাঠাইতেন, তাহাতে ব্রাহ্মণের আশাতিরিক্ত সাহায্য হইত, সর্ব্বদাই এরূপ স্বচ্ছলতা থাকায় প্রায় কেহ স্বধর্ম্মলঙ্ঘনের চেষ্টা করিতেন না। আত্মার উন্নতি হইবে ও সাধারণের প্রীতিভাজন হইবেন, এই ভাবিয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের স্বধর্ম্মপালনে যথাসাধ্য অনুরাগ ও যত্ন ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মুসলমান-প্রভাবের সহিত, অত্যাচারে উৎপীড়িত হিন্দুসন্তানগণের হৃদয় হইতে যতই দয়াদাক্ষিণ্য ও স্বধর্ম্মপালন প্রভৃতি উচ্চ গুণসমূহ হ্রাস হইতেছিল, উৎপীড়িত হিন্দু প্রজাবর্গ যতই দান ধর্ম্ম ভুলিতেছিলেন, যতই তাহারা আপাতমনোরম নীচপূজায় ও নীচসেবায় অনুরক্ত হইতেছিলেন,—ব্রাহ্মণসমাজেরও সেই সঙ্গে

অভাব উপস্থিত হইতেছিল। অভাবে পড়িয়া, অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অথবা লোভের বশে আত্মহারা হইয়া কত উচ্চ ব্রাহ্মণ-সন্তান নীচের যজনযাজনে ব্যাপৃত হইলেন, শূদ্রপ্রতিগ্রাহী হইয়া পড়িলেন, ভাট, অগ্রদানী, বর্ণব্রাহ্মণ প্রভৃতি অনেক নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণসমাজের অঙ্গপুষ্ট করিলেন। যাঁহারা স্ব স্ব ধর্ম্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাঁহাদের তেমন অভাবে পড়িতে হয় নাই, তাঁহারাও সামাজিক পদমর্য্যাদার খাতিরে বৈবাহিক কূটনীতেতে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গৌণকুলীনদিগের মধ্যে অনেকে আর বা কষ্টশ্রোত্রিয় শ্রেণীভুক্ত হইলে তাঁহাদের সংস্রবে (অর্থাৎ যে সকল শ্রোত্রিয় তাঁহাদিগকে কন্যাদান করিয়াছিলেন, এরূপ) অনেক শুদ্ধ শ্রোত্রিয় কষ্টশ্রোত্রিয়ের মধ্যে গণ্য হইতেছিলেন। যখন কুলাচার্য্যগণ ঐ সকল শ্রোত্রিয়ের বৈবাহিক দোষ ঘোষণা করিতে লাগিলেন, তখন সিদ্ধাদি উচ্চ শ্রোত্রিয়গণও সুবিধা হইলে কষ্টশ্রোত্রিয়ের কন্যা লইতেন, কিন্তু তাঁহাদিগের গৃহে কন্যাসম্প্রদানে সকলেই পরাঙ্মুখ হইতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সামাজিক ব্যবহারে অন্ধ হইয়া কষ্টশ্রোত্রিয়গণ স্বশ্রেণীর মধ্যেও কন্যাপ্রদানে কাতর ছিলেন। এখন মর্য্যাদা-লাভের আশায় কষ্টশ্রোত্রিয় সমাজে পাত্রীর অভাব উপস্থিত হইল। মেলী কুলীনসমাজে যেমন পাত্রাভাব, মেলবন্ধনের কিছুকাল পরে কষ্টশ্রোত্রিয় সমাজে সেইরূপ কন্যাভাব ঘটিল। মানের দায়ে বংশরক্ষার জন্য কষ্টশ্রোত্রিয়গণ কন্যাক্রয় আরম্ভ করিলেন। ক্রমে কন্যার দাম খুব চড়িয়া গেল। নিতান্ত সঙ্গতি না থাকিলে আর কষ্টশ্রোত্রিয়ের পাত্রী জুটিয়া উঠে না। দনৌজামাধবের কুলবিধিপ্রবর্ত্তনের সময় হইতেই কষ্টশ্রোত্রিয়গণ সমাজে হেয় হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং যাঁহারা অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, ক্রমে তাঁহাদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা নিতান্ত হীন হইয়া পড়িতেছিল। তাঁহাদের আর বিবাহ জুটিল না। এইরূপে ক্রমেই অনেকের বংশলোপ পাইতে লাগিল। অনেকে আচার্য্য, অগ্রদানী, ভাট প্রভৃতি ব্রাহ্মণমধ্যে দারপরিগ্রহ করিয়া সেই সেই শ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিলেন। অনেক ধূর্ত্ত ঘটক সামান্য অর্থলোভে নীচ জাতীয়া কন্যাকে উচ্চবংশীয়া বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহার সহিত কষ্টশ্রোত্রিয়ের বিবাহ সংঘটন করিতে লাগিল, ইহাতে কত কষ্টশ্রোত্রিয়ের জাতিনাশ, সমাজচ্যুতি, গৃহবিবাদ, আত্মগ্লানি, এমন কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আর লিখিয়া পুস্তক বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এরূপ কন্যাক্রয় কষ্টশ্রোত্রিয়সমাজে নিতান্ত বিরলপ্রচার নহে।

কষ্টশ্রোত্রিয়ের সংক্রামক ব্যাধি ক্রমেই অপর শ্রোত্রিয়ে সংক্রামিত হইল। সিদ্ধ, সাধ্য ও সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয়গণের মধ্যেও কন্যাভাব আরম্ভ হইল। এই সকল শ্রোত্রিয়ের মধ্যেও শুল্কবিক্রয় চলিয়াছিল, তাহারই বিষময় ফলে অনেক শ্রোত্রিয়ের বিবাহ-অভাবে বংশ বিলুপ্ত হইল। তাই এখন অনেক শ্রোত্রিয়ের মধ্যে অনেক গাঞি লোপ পাইয়াছে। সিদ্ধল প্রভৃতি যে সকল গাঞি এক সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এখন সেই সকল সম্মানিত বংশের সন্ধান পাওয়া কঠিন। অনেক গাঞি ক্রমেই লোপ হইয়া আসিতেছে।

এ ছাড়া যে সকল শ্রোত্রিয় রাঢ়ীয় সমাজে সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে "রায়' 'চক্রবর্ত্তী' প্রভৃতি উপাধি ধরিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন, গাঞি নামে আর পরিচয় দেন না। আবার অনেক কষ্টশ্রোত্রিয় স্ব স্ব গাঞি এককালেই পরিবর্ত্তন করিয়া কেবল উপাধি উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং পরিচয়স্থলে শুদ্ধ শ্রোত্রিয়ের গাঞি ধরিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন, ইত্যাদি কারণেও অনেক গাঞির সন্ধান পাওয়া যায় না।

মেলবন্ধনের পরে খড়দহমেলে চৌৎখণ্ডী, দীঘল ও পূর্ব্বগ্রামী এই তিন ঘর প্রথম চলিত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শ্রোত্রিয়গণের বর্ত্তমান স্থাননির্ণয়

গাঞি।		বাসস্থান।
অম্বুলী	...	উত্তররাঢ় ও ত্রিপুরার অন্তর্গত বিস্থাকোট।
কাঞ্জারী	...	যশোহর জেলায় সারল,[১] পদ্মদহ, বলিরগাছী, বাবলাচড়া, সেনহাটী,[১] বর্দ্ধমান জেলার অম্বিকাকালনা,[২] কুন্দরসী।[১]
কুশারী	...	বাঁকুড়ায় সোণামুখী, ঢাকাজেলায় পিঠাভোগ ও কয়কীর্ত্তন,[৩] যশোহরের দামুরহুদা, ঘাটভোগ প্রভৃতি।
কুসুমকুলী	...	মেদিনীপুর, নদীয়া, উত্তররাঢ় ও খুলনা জেলায়।
কেশরকুনী	...	(কৃষ্ণনগরের রাজবংশ ও তাঁহাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী) কৃষ্ণনগর, শিবনিবাস, হরধাম হবীবপুর, আন্দুলিয়া, বাগোয়ান, বড় গাছী, দিগম্বরপুর, গোটপাড়া, জয়রামপুর, ফতেপুর, কুড়ালগাছী, বাদকুল্লা প্রভৃতি[৪]।

(১) সারল, সেনহাটী ও কুন্দরসীর কাঞ্জারীগণ সিদ্ধশ্রোত্রিয় ও গোষ্ঠীপতির ঘর বলিয়া সম্মানিত তন্মধ্যে সারলের কাঞ্জাড়ীবংশীয় কুমুদন্যায়ালঙ্কারের বংশ প্রসিদ্ধ। সাগরদীয়ার প্রধান কুলীন রুদ্ররাম, রঘুরাম ও কেশবরাম এই কুমুদের দৌহিত্র। এই বংশে অনেক ধর্ম্মাত্মা ও পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন (অপর স্থানে বংশাবলীর একাংশ উদ্ধৃত হইল।)

(২) এখানকার কাঞ্জাড়ীবংশে বাচস্পত্য-অভিধান-রচয়িতা ভারতবিখ্যাত তারানাথ তর্কবাচস্পতি জন্মগ্রহণ করেন।

(৩) কয়কীর্ত্তন ও পিঠাভোগের কুশারীরা গোষ্ঠীপতির বংশ।

(৪) উক্ত স্থানসমূহের কেশরকুনীগণ ভবানন্দ মজুমদারের গোষ্ঠী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। (কৃষ্ণনগরের কেশরকুনী রাজবংশ পরিচয় অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

গাঞি।	বাসস্থান।
কোয়াড়ী (কয়ড়ী)…	যশোহরজেলাস্থ আফরাগ্রাম ও হুগলীজেলার থানাকুল কৃষ্ণনগর।
গড়গড়ী …	মেদিনীপুর, সিংহভূম, মানভূম ও বর্দ্ধমান জেলার রায়গ্রাম।
গুড় …	যশোর জেলাস্থ নড়ালের নিকট বিছালী, নদীয়া জেলায় মহেশপুর৫।
ঘোষলী …	টুণ্ডী।
চৌৎখণ্ডী …	হুগলী জেলা, তারপাশা৬।
ডিংসাই …	বটেশ্বর, খালিয়া, আমগ্রাম,৭ রায়গ্রাম প্রভৃতি রাঢ়ের সকল প্রধান গ্রাম।
দীঘল …	হালিসহর, কলিকাতা ও ফরিদপুরজেলাস্থ নানাগ্রাম।৮
নন্দী …	বাদকুল্লা৯ মেদিনীপুরের জাড়া, হুগলীজেলাস্থ বাজুয়া, বাঁকুড়াজেলায় চাঁচর প্রভৃতি।
পলসাই …	কলিকাতা, হুগলী, বর্দ্ধমান, ১০ বরিশাল জেলাস্থ সর্ব্বমঙ্গলা প্রভৃতি স্থান।
পাকড়াশী …	পাবনাজেলায় স্থলবসন্তপুর,১১ নদীয়াজেলায় হবীবপুর।১২

(৫) চেঁউটে পরগণা পূর্ব্বে গুড়ের প্রধান সমাজ বলিয়া গণ্য ছিল। এখানকার জমিদার নরেন্দ্ররায় পীরালী সংস্রবে পতিত হন, পরে রায়রায়ান্ গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র রামরায়কে কন্যা দিয়া সমাজে উঠেন ও মহেশপুরে গিয়া বাস করেন। তিনি নানা মেলে আপনার কন্যা ও পৌত্রাদিগকে সম্প্রদান করেন, তাহাতে অধিকাংশ মেলে গুড়দোষ ঘটে। [অন্যত্র গুড়বংশের বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

(৬) এখানকার ব্রাহ্মণেরা চৌৎখণ্ডী বা দীঘলসন্দেহ ও ভুলাইব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য। চন্দ্রশেখরীমেল দ্বারা উত্থাপিত। (৭) উক্ত তিন স্থানের ডিংসাইগণ গোষ্ঠীপতির ঘর।

(৮) এখানকার দীঘলেরা গোষ্ঠীপতি। (৯) এখানকার নন্দিগ্রামী রায়গোষ্ঠী মার্জ্জিত শ্রোত্রিয়।

(১০) বর্দ্ধমানস্থ শিঙী ও বরিশালজেলাস্থ সর্ব্বমঙ্গলার পলসাইরা মার্জ্জিত।

(১১) স্থলবসন্তপুরের জমিদারেরা এই পাকড়াশীবংশসম্ভূত ও সমাজে সম্মানিত। স্থলের পাকড়াশীগণ বলেন, এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ দেবেন্দ্র পাকড়াশী পর্কটী গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সোরসং (সরশুনা) গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার তিন পুত্র তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌরীদাস তর্কালঙ্কার উপাধি পাইয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁর রাজত্বকালে বর্গীর হাঙ্গামায় তিনি মুর্শিদাবাদে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র হরিদেব পাকড়াশী রাণী ভবানীর স্বামী রাজা রামকান্ত মুর্শিদাবাদ-নবাবের কোপে বন্দী হইলে হরিদেব যোগবলে তাঁহার ভাগ্যলিপি দৃষ্টি করিয়া দরবার হইতে অব্যাহতি পাইবার দিন এবং স্বরাজ্যে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিন নির্ণয় করিয়া বলেন। রাজা নির্দ্ধারিত দিনে মুক্ত হইলে হরিদেবকে "পশ্চিম জোয়ার" বা স্থলদিগর উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। সেই অবধি হরিদেব পাবনাজেলার অন্তর্গত স্থলে আসিয়া বাস করেন ও এই সময় হইতেই ইঁহাদের জমিদারীর সূত্রপাত। এই বংশের শোভারাম পাকড়াশী জগৎশেঠের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহারই বংশধর তারিণী ও কৃষ্ণলাল ইসবশাহী পরগণার একপ্রকার একাধিপত্য গ্রহণ করেন। কৃষ্ণলাল পাকড়াশী মহাশয়ের পুত্র বিনোদলাল মুর্শিদাবাদের মৃত নবাব নাজিমের উচ্চতন দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত ছিলেন ও কার্য্য সুনির্ব্বাহের জন্য ইংরেজ গবর্মেণ্ট হইতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ইনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াও সমাজে সম্মানিত। (১২) এখানকার পাকড়াশীরা গোষ্ঠীপতির ঘর।

গাঞি।	বাসস্থান।
পাকড়াশী	সগুর্ণা, খুলনাজেলার সেনহাটী, ঘাটভোগ," বেন্দাগ্রাম, যশোর, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, ত্রিপুরাজেলাস্থ মেহার, বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাঁকড়।
পারিহাল	নদীয়ার অন্তর্গত গোঁসাইদুর্গাপুর, যশোহরজেলাস্থ মল্লিকপুর,১৩ বীরভূম
পালধী	হুগলী ও বর্দ্ধমানজেলাস্থ অধিকাংশ ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান, নদীয়াজেলাস্থ হাসনহাটী, ডাঁইহাট, মেটেরী,১৪ রঙ্গপুর জেলাস্থ কুড়ীগোপালপুর।
পিপ্‌লাই	বরিশালজেলায় নাগপাড়া, হালিসহর, শান্তিপুর, হুগলী ও বর্দ্ধমান।
পুষিলাল	নদীয়াজেলায় জয়রামপুর ও জিয়ারখী, ঢাকাজেলাস্থ বজ্রযোগিনী, জয়দেবপুর ও চাঁদপ্রতাপ১৫।
পূর্ব্বগ্রামী	ঢাকাজেলায় মাঝপাড়া, শ্যামকুণ্ড১৬।
পোড়ারী (দগ্ধবাটী)	হুগলীজেলার শিমলাগড়ী,১৭ খুলনা জেলায় আড়োপাড়া প্রভৃতি স্থান।
মহিন্ত্যা ...	কলিকাতার বহুবাজার,১৮ বিক্রমপুর, যশোহরজেলাস্থ আঁধারকোঠা প্রভৃতি।
মাষচটক ...	বিক্রমপুরের কোলা,১৯ তন্ত্রসার, যশোহর জেলায় সেখহাটী, কলিকাতার তালতলা, বর্দ্ধমান ও হুগলী প্রভৃতি।
বটব্যাল (বড়াল) ...	ঢাকা জেলায় বেগে, নদীয়া জেলায় মেটেরী, বাঁকা মিনাজপুর, বরিশালে নাগপাড়া, হুগলীজেলায় থানাকুল২১ প্রভৃতি।
বসুয়ারী ...	পটী বিষ্ণুপুর, ধাইগ্রাম, মামুদপুর, বাধাগাছী, রামগ্রাম (বর্দ্ধমান)।

(১৩) এখানকার মল্লিকগোষ্ঠী।

(১৪) এখানকার পালধীরা গোষ্ঠীপতির ঘর।

বিবাদভঙ্গার্ণব-প্রণেতা ভারত-প্রসিদ্ধ ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এই পালধীবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ গায়ক চুপীনিবাসী দেওয়ান রঘুনাথ রায়ও এই পালধী বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

(১৫) ভাওয়ালের প্রসিদ্ধ রাজবংশ ও রোয়াইলের বিখ্যাত রায়বংশ।

[অন্যত্র পুষিলালবংশের বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

(১৬) এখানকার পূর্ব্বগ্রামী সমাজদারেরা বিষ্ণুসন্তান শ্যামের ধারায় উত্থাপিত।

(১৭) এখানকার 'রায় চৌধুরী' উপাধিতে খ্যাত জমিদারেরা পোড়ারী গাঁই।

(১৮) এখানকার প্রসিদ্ধ মতিলালগোষ্ঠী এই মহিন্ত্যাগাঞি।

(১৯) এখানকার মাষচটকেরা গোষ্ঠীপতির ঘর বলিয়া সম্মানিত।

(২০) এখানকার বটব্যালেরা গোষ্ঠীপতির ঘর। বেগের গাঙ্গুলিরা ইঁহাদের দৌহিত্র-সন্তান।

(২১) থানাকুলের রামনগরগ্রামে সাহিত্যসংসারের সুপরিচিত ঐতিহাসিক ও বহুশাস্ত্রবিদ্ ম্যাজিষ্ট্রেট উমেশচন্দ্র বটব্যাল (১২৫৯ সালে ভাদ্রমাসে) জন্মগ্রহণ করেন, গত ১৩০৫ সালে ১লা শ্রাবণ তাঁহার অকালে মৃত্যু ঘটিয়াছে।

গাঞি।	বাসস্থান।
শিমলাল ...	নদীয়াজেলায় মহেশপুর,২২ বেজপাড়া, ঘাসীশ্বর, মুর্শিদাবাদ, রসুই বেড়ালা।
সাহরী (সাহুড়িয়ান) ...	বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদের কোন কোন স্থান।
সিমলায়ী ...	নদীয়াজেলায় মহৎপুর,২৩ বাগপুর, কেলেবেঁদা, খুলনায় সেনহাটী, নদীয়ায় কৃষ্ণনগর, মামজোয়ানী,২৪ শ্রীবরা, মুর্শিদাবাদ জেলায় সয়দাবাদ ও বোরাকুলী২৫।
সেয়ুক ...	বর্দ্ধমানজেলায় কুলীনগ্রাম, যবগ্রাম, হুগলীজেলায় আকনা, মেড়তলা২৬ প্রভৃতি।
হড় ...	যশোরের কালিয়া ও গদখালী, খুলনাজেলায় সেনহাটী, ২৪ পরগণায় ইছাপুর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

প্রধান প্রধান শ্রোত্রিয়বংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

নবদ্বীপের কেশরকোণী-রাজবংশ

এই বংশ আপনাদিগকে কনোজাগত ভট্টনারায়ণের পুত্র নিপুর সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিতেন। তথায় তাঁহাদের অনেক ভূসম্পত্তি ছিল। ভট্টনারায়ণের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষে বিশ্বনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৪০০ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের মুসলমান রাজার অনুগ্রহে কাঁকদি প্রভৃতি পরগণা প্রাপ্ত হন। এই বিশ্বনাথের প্রপৌত্রের প্রপৌত্র কাশীনাথের সময় ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরাধিপতির কতকগুলি হস্তী তাঁহার জমিদারীর মধ্য দিয়া যাইতেছিল। তন্মধ্যে একটা হাতী ক্ষেপিয়া উঠিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া

(২২) এখানকার শিমলালবংশে অনেক বিদ্যাদিগ্‌গজ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই বংশে রামলোচন তর্কসিদ্ধান্তের জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি নাট্যপরিশিষ্টনাটক নামে সংস্কৃত ভাষায় এক অপূর্ব্ব অন্তর্ব্যাকরণ লিখিয়া সাহিত্যজগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

(২৩) এখানের সিমলায়ীগ্রামী সরকারগোষ্ঠী প্রসিদ্ধ। এই বংশে প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ "ব্যবস্থাদর্পণ"-প্রণেতা শ্যামাচরণ সরকার জন্মগ্রহণ করেন।

(২৪) মহৎপুরের মল্লিকগণ।

(২৫) এখানকার গোস্বামিগণ সিমল্লায়ী, ইঁহারা মার্জ্জিত শ্রোত্রিয় হইলেও গোষ্ঠীপতির সমকক্ষে চলেন।

(২৬) উক্ত স্থানসমূহের সেয়ুকগণ শিবাচার্য্যসন্তান কর্ত্তৃক মার্জ্জিত।

প্রজাদিগের বিশেষ অনিষ্ট করে। তজ্জন্য কাশীনাথের আদেশে সেই হাতীটাকে মারিয়া ফেলা হয়। নবাব সেই সংবাদ পাইয়া কাশীনাথের প্রতি রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিতে লোক পাঠান। তচ্ছ্রবণে কাশীনাথ সপরিবারে দক্ষিণদিকে পলায়ন করেন। কিছু দিনের পর জলঙ্গী নদীর নিকটবর্ত্তী বাগ্‌ওয়ান্ পরগণার অন্তর্গত আন্দুলিয়া গ্রামে নবাবের লোকের হাতে কাশীনাথ বন্দী হইলেন। পথিমধ্যে তিনি রাজপুরুষগণের হস্তে নিহত হন। তাঁহার পত্নী দুই সহস্র সুবর্ণমুদ্রা ও দুই একটী বিশ্বাসী লোকসহ বাগ্‌ওয়ান্ পরগণার জমিদার আন্দু-লিয়াবাসী হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎকালে সেই রমণী গর্ভবতী ছিলেন। হরেকৃষ্ণ তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিতেন। যথাকালে তিনি এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রের নাম রামচন্দ্র। হরেকৃষ্ণের পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি রামচন্দ্রকে উত্তরাধিকারী করিলেন। এই কারণেই রামচন্দ্র রামসমাদ্দার নামে খ্যাত।

রামচন্দ্রের চারিপুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ভবানন্দ। ভবানন্দ বাল্যকাল হইতেই অসা-ধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ভারতচন্দ্র কালিকামঙ্গলে লিখিয়াছেন, ইনি পূর্ব্বজন্মে নল-কুবের ছিলেন, অভিশপ্ত হইয়া ভবানন্দরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখনকার ফৌজদার ভবানন্দের ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়া রীতিমত লেখাপড়া শিখাইয়া ছিলেন। তাহাতে ভবানন্দ পারস্যভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। অনুমান ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে ভবানন্দ নবাবকে প্রসন্ন করিয়া 'কানুনগো'-পদ ও মজুমদার উপাধি লাভ করিলেন। ইহার কএক বর্ষ পরে তিনি পৈতৃক জমিদারী ফতেপুর, কুড়ুলগাছী ও পাটকাবাড়ী আপন তিন সহোদরকে ভাগ করিয়া অব-শিষ্ট সম্পত্তি আপনি লইলেন। এই সময় রাজা প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য দিল্লীশ্বর মানসিংহকে পাঠাইয়া দেন। ভবানন্দ তখন কানুনগো, তিনি মানসিংহের সম্মানার্থ বর্দ্ধমানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মানসিংহ তাঁহার বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দর্শনে তাঁহাকে সঙ্গে রাখিলেন। প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার নিমিত্ত ভবানন্দ অশেষ কষ্ট স্বীকার ও মানসিংহকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তজ্জন্য মানসিংহ যশোর হইতে প্রত্যাগমন-কালে ভবানন্দের প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে মহৎ-পুর, নদীয়া, মারূপদহ, লেপা, সুলতানপুর, কাশিমপুর, বয়সা, মশুণ্ডা প্রভৃতি ১৪ খানি পরগণার জমিদারী প্রদান করিলেন ও দিল্লীযাত্রাকালে তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন। দিল্লীশ্বর তাঁহার কুল ও গুণের পরিচয় পাইয়া মানসিংহপ্রদত্ত ১৪ খানি পরগণার ফরমাণ দিতে (১০১৫ হিজরী=১৬০৬ খৃঃ অব্দে) আদেশ করিলেন। কিছুদিন পরে ভবানন্দ বাদশাহের নিকট বিদায় লইয়া ফরমাণ, নহবৎ, ডঙ্কা, ঘড়ি ও নিশান ইত্যাদি সম্মানসূচক দ্রব্য সহ স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এবার তিনি মাটিয়ারী গ্রামে রাজবাটী প্রস্তুত কর[illegible]। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে (১০২২ হিজরী) তিনি বাদশাহের অনুগ্রহে উখ্ড়া, ভ[illegible] ইস্লামপুর প্রভৃতি আর কএকখানি পরগণা ও তদুপলক্ষে এক ফরমা[illegible]

ভবানন্দই প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ত্তমান নবদ্বীপ-রাজবংশের [illegible] তাঁহার [illegible] এ বংশের

খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধির সূত্রপাত হয়। তাঁহার তিন পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল ও গোবিন্দ। গোপাল কার্য্যকুশল ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন বলিয়া ভবানন্দ তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী করিয়া যান।

গোপাল বাদশাহের নিকট হইতে শান্তিপুর, শাহাপুর, ভালুকা, রাজপুর প্রভৃতি কএক পরগণার জমিদারী পাইয়াছিলেন। তাঁহার নরেন্দ্র, রামেশ্বর ও রাঘব এই তিন পুত্র ছিল। গোপালের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তিনি বুদ্ধি ও কৌশলক্রমে সম্রাট্ শাহজাহানের নিকট হইতে রায়পুর, বেদাপুর, আলনিয়া, খাড়িজুড়ি, মূলগড় প্রভৃতি আরও কতকগুলি পরগণা প্রাপ্ত হন ও কোন কোন জমিদারের নিকট আরও কএকখানি পরগণা ক্রয় করেন। তিনি মাটিয়ারি গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া রেউই (বর্ত্তমান কৃষ্ণনগর) গ্রামে রাজধানী করেন। সে সময় এখানে ব্রাহ্মণাদি কোন ভদ্রলোকের বাস ছিল না ; বিস্তর গোয়ালার বাস ছিল। তাঁহার আগমনে এই গ্রামের ভাগ্য ফিরিয়া যায়। তিনি গ্রামের চারিদিকে পরিখা খনন করান। এই পরিখাকে সহর-পানার বলে এবং তাহা এখনও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। তিনি সাধারণের জল-কষ্ট নিবারণের জন্য ২০ হাজার টাকা খরচ করিয়া শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরের মধ্যে দিগ্‌নগর গ্রামে এক বৃহৎ দীঘী খনন করান এবং অনেক অধ্যাপককে বিস্তর ব্রহ্মোত্তর দিয়া যান। এই বংশের মধ্যে ইনিই প্রথম বাদশাহের নিকট সম্মানসূচক হস্তী উপহার পাইয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র রুদ্র ও প্রতাপনারায়ণ। রাঘব বাদশাহের আদেশ লইয়া জমীদারীর দশ আনা রুদ্রকে ও ছয় আনা প্রতাপকে দান করেন। কিন্তু রুদ্র পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতাকে ভুলাইয়া বাগওয়ান প্রভৃতি কএকখানি পরগণা ব্যতীত আর সমস্ত জমীদারী আপনি অধিকার করেন। ইহার জন্য ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে (১০৮৭ হিজরী) তিনি বাদশাহ আলমগীরের নিকট হইতে ফরমাণ লইয়াছিলেন। এ ছাড়া তিনি গয়াসপুর, বাগমারী প্রভৃতি বিস্তৃত পরগণা লাভ করেন ও অট্টালিকার উপর কাঙ্‌ড়া নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। রাজার বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই তৎকালে আপনার ভবনে "কাঙ্‌ড়া" নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন না। কোন অট্টালিকার উপর কাঙ্‌ড়া দেখিলেই তাহা কোন বিশেষ রাজসম্মানিত ব্যক্তির বাটী বলিয়া সাধারণে বুঝিতে পারিত।

তাঁহার বসতি-স্থানে কৃষ্ণোপাসক গোপগণের বাস থাকায় তিনি রেউই গ্রামের 'কৃষ্ণনগর' নাম রাখেন। তিনি ঢাকা হইতে কারিকর আনাইয়া সুন্দর চক ও নহবৎখানা প্রস্তুত করেন। এখন ভগ্নপ্রায় হইলেও অনেকেই তাহার শিল্পনৈপুণ্যের সুখ্যাতি করিয়া থাকে। তাঁহার সময় কৃষ্ণনগরের ধার দিয়া জলঙ্গীর শাখা অঞ্জনা নদী প্রবাহিত ছিল। এক সময় কতকগুলি সৈনিক পুরুষ এই নদী দিয়া যাইবার সময় রুদ্রের দোবারিকগণের সহিত বিবাদ করে। তাহাতে উভয় পক্ষে বি[illegible] [illegible]তি হয়। এ কারণ রুদ্র পরবর্ষেই অঞ্জনার গতি রুদ্ধ করিয়া-ছিলেন, [illegible]রণ সরকার জন্মগ্রহণ [illegible]শেষ ক্ষতি হইয়াছিল। যাহা হউক, রুদ্র কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপু[illegible] মহৎপুরের অগ্নিকগণ [illegible]স্তুত করিয়া দিয়া, সাধারণের কতকটা অভাব দূর করেন। [illegible]কার গোস্বামিগণ সিমন্ত তাঁহার সময় [illegible] স্থানসমূহের সেবকগণ [illegible] অতি সুন্দর পদ্ম ফুটিত, সেই শোভা দেখিয়া তিনি ঐ

স্থানের নাম শ্রীনগর রাখেন। এখানে তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। এখন শ্রীনগরের গড়মাত্র আছে, সংক্রামক জ্বরে এ স্থান উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। এ অঞ্চলে প্রবাদ আছে, রাজা রুদ্র ঐ বাটীর তলে কএক লক্ষ টাকা প্রোথিত করিয়া রাখেন। তিনি আপন কোষাধ্যক্ষকে শপথ করাইয়া বলিয়া যান যে, বিপদ্ না ঘটিলে উত্তরাধিকারিদিগকে ঐ ধন দেখাইয়া দিবে না। রুদ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র খাজাঞ্জীকে টাকা দেখাইয়া দিতে আদেশ করেন, কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া তাঁহার আদেশ পালনে অসম্মত হন। ইহাতে নির্ব্বোধ রাজপুত্র সেই বিশ্বাসী খাজাঞ্জীকে প্রহার করিতে বলেন, সেই প্রহারেই খাজাঞ্জীর মৃত্যু হয়। অনেকেই ঐ টাকা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও আশা পূর্ণ হয় নাই।

রুদ্রের দুই রাণী, জ্যেষ্ঠা রাণীর গর্ভে রামচন্দ্র ও রামজীবন এবং কনিষ্ঠার গর্ভে রামকৃষ্ণের জন্ম হয়। রামচন্দ্র অতিশয় সাহসী ও মৃগয়ানুরক্ত ছিলেন। রুদ্রের ইচ্ছা ছিল না যে, তাঁহার মৃত্যুর পর রামচন্দ্র উত্তরাধিকারী হয়। তিনি রামজীবনকে জমিদারী দিবার জন্য বাদশাহের অনুমতি আনাইয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর সুচতুর রামচন্দ্র হুগলীর ফৌজদার ও ঢাকার নবাবের সাহায্যে পৈতৃক জমিদারী অধিকার করিলেন। কিছু দিন পরে রামজীবন অনেক দলবল সংগ্রহ করিয়া রামচন্দ্রের হস্ত হইতে জমিদারী উদ্ধার করেন। রামচন্দ্রও ছাড়িবার লোক নহেন। তিনিও পর বর্ষে রামজীবনকে পরাজিত করিয়া জমিদারী জয় করিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে রামজীবন জমিদারী পাইলেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণ নবাবের সহিত কৌশল করিয়া তাঁহাকে ঢাকায় কারারুদ্ধ ও জমিদারী অধিকার করিলেন। এই রামকৃষ্ণের সময়ে বর্দ্ধমানে শোভাসিংহের বিদ্রোহ ঘটে। বর্দ্ধমানের রাজপুত্রকে রামকৃষ্ণ আশ্রয় দেন। তজ্জন্য শোভাসিংহের ভ্রাতা হেম্মতসিংহ রামকৃষ্ণকে আক্রমণ করিবার জন্য বহু সৈন্য সামন্ত পাঠাইয়া ছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। এই সময় বাদশাহের পুত্র আজিমওসান্ বিদ্রোহদমনের জন্য বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হন। রামকৃষ্ণ মহাসমারোহে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আজিমওসান্ তাঁহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে থাকিতে থাকিতে তাঁহার সহিত আজিমওসানের মিত্রতা জন্মে। এই সুযোগে রামকৃষ্ণ জমিদারীর রাজস্ব যথানিয়মে দিতেন না। অবশেষে নবাব কৌশলক্রমে ঢাকায় লইয়া গিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন ও তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।*

রামকৃষ্ণের পর রামজীবন কারামুক্ত হইয়া জমিদারী পাইলেন, কিন্তু কিছু দিন পরেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রামজীবনের তিন পত্নী ও তাঁহাদের গর্ভে ৪টী পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত রঘুরাম সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যদক্ষ ও প্রজারঞ্জক ছিলেন। [illegible]ন মৃত্যুকালে তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী করিয়া যান। রামজীবনের গীতশ[illegible]ল।

রঘুরাম অত্যন্ত সাহসী ও বলবান্ ছিলেন, সে জন্য [illegible] সময় নবাব মুর্শিদকুলির সহিত রাজশাহীর রাজার যুদ্ধ হয় [illegible]র্ত্তির

সহিত গিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের প্রাক্‌কালে রঘুরাম অব্যর্থশরসন্ধানগুণে রাজশাহীর সেনা-পতিকে নিপাতিত করেন। তাঁহার অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় পাইয়া নবাব তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন এবং গুণের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে কারামুক্ত করিবার আদেশ দেন। রঘুরাম প্রায়ই শ্রীনগরের বাটীতে থাকিতেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের যে বহু রাজস্ব দেনা ছিল, তাহা পরিশোধ করিতে না পারায় তিনি বার বার মুর্শিদাবাদে বন্দী হইতেন। কিন্তু এই বন্দী অবস্থায়ও তাঁহার দানশীলতার হ্রাস হয় নাই। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রঘুরাম আপন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামগোপালকে ভাল বাসিতেন। পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র অবাধ্য থাকায় তিনি মৃত্যুকালে কৃষ্ণচন্দ্রকে বিষয় সম্পত্তি না দিয়া রামগোপালকে আপন উত্তরাধিকারী করিয়া যান। কিন্তু এই সময় কৃষ্ণরাম নামক এক ব্যক্তির কৌশলে তাম্রকূটপ্রিয় রামগোপাল অধিকারী না হইয়া নবাবের আদেশে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রই সমস্ত বিষয় সম্পত্তি লাভ করিলেন।

রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত মহারাজ নবকৃষ্ণের অতি সদ্ভাব ছিল। রাজা নবকৃষ্ণের যত্নে দিল্লীশ্বর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে "রাজরাজেন্দ্র বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। রাজরাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুরের সময় নদীয়া রাজ্যের চরমোন্নতির সময়। এই সময়ে তাঁহার রাজ্যের উত্তর সীমা মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ সীমা গঙ্গাসাগর, পূর্ব্বসীমা ধুলিয়াপুর ও পশ্চিম সীমা ভাগীরথী ছিল।* এ ছাড়া তিনি ভাগীরথীর পশ্চিম পারে কুবেজপুর নামে এক বৃহৎ পরগণা দখল করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকৃত রাজ্যের পরিমাণ ৩৮৫০ বর্গ ক্রোশ। এখন ইহার অধিকাংশ স্থান নদীয়া জেলার অন্তর্গত, অবশিষ্ট অংশ ২৪ পরগণা, মুরশিদাবাদ, যশোর ও বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভূত হইয়া হইয়াছে। শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, হালিসহর, কলিকাতা, অগ্রদ্বীপ, চাকদহ, কুশদহ, বহিরগাছী, শ্রীনগর, গোপালপুর প্রভৃতি নগরগুলি এবং কৃষ্ণগঞ্জ, হাসখালি প্রভৃতি অনেকগুলি গঞ্জ তৎকালে নদীয়া রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র চারি সমাজের অধিপতি† বলিয়া গণ্য ছিলেন। ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গলে ও ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতে কৃষ্ণচন্দ্রের সমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় আছে। তিনি তৎকালে প্রবল প্রতাপে হিন্দু-সমাজের উপর যেরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, কাহারও ভাগ্যে সে সম্মান ঘটে নাই। তাঁহার অধিকারমধ্যে তিনি আপন অনুগৃহীত ব্যক্তি ও পণ্ডিতবর্গকে যে ভূরি ভূরি জমি দান করিয়া গিয়াছেন এখনও তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ সেইসকল নিষ্কর জমি ভোগ করিতেছেন। নদীয়া জেলার মধ্যে এমন গণ্ডগ্রাম নাই, যেথানে নদীয়ারাজপ্রদত্ত নিষ্কর জমি না আছে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, এই অপরিমিত দানশীলতাই নদীয়ারাজ্যের অধঃপতনের মূল।

রাজরাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুর ১৭৮২ অব্দে (১১৮৯ সালের ২২ আষাঢ়) ৭৩ বর্ষ

---

* ...চরণ সরকার জন্মগ্রহণ ...বাদ। পশ্চিম সীমা গঙ্গা ভাগীরথীপার ॥

...) মহৎপুরের মল্লিকগণ। ...পূর্ব্বসীমা ধুল্যাপুর বড়গঙ্গা পার ॥" (ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গল)

...কার গোস্বামিগণ সিমল...

...র সময় ...স্থানসমূহের সেবকগণ ...এই চারি সমাজ।

বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শিবচন্দ্র মেয়াদী বন্দোবস্তানুসারে জমিদারীর অধিকারী হন। রাজা ভবানন্দের সময় হইতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত এই জমিদারী পুরুষানুক্রমে বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছিল, শিবচন্দ্রের সময় হইতেই ক্ষয় পাইতে আরম্ভ হইল। তিনি যে বিষয়কার্য্যে অপটু ও অপরিমিতব্যয়ী ছিলেন, তাহা নহে; কেবল নির্দ্দিষ্ট সময়মধ্যে রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হওয়াতেই তাঁহাদের বহু সম্পত্তি বাকি খাজানার দায়ে নিলামে উঠিতে লাগিল। তাঁহার কর্ম্মচারিগণের যড়যন্ত্রেও এ সময় অনেক সম্পত্তি নষ্ট হইল। তিনি মনের দুঃখে ৬০ বর্ষ বয়সে (১৭৮৮ খৃঃ অব্দে) পরলোক গমন করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় যে সকল খ্যাতনামা পণ্ডিত ও কবি বিরাজ করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই শিবচন্দ্রের সভাও উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সময় দশশালা বন্দোবস্ত হয়। রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র ব্যতীত আর সকল পুত্রের মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া যান। তাঁহারা এতদিন কিছু করেন নাই। এখন দশশালা বন্দোবস্ত হইলে তাঁহারা পৈতৃক জমিদারীর অংশ পাইবার জন্য আদালতে নালিশ করিলেন। যদিও তাঁহাদের মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইল বটে, কিন্তু এই সময়ে মোকদ্দমার খরচ যোগাইতে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব দিতে না পারায় নদীয়ারাজের বহু সম্পত্তি নিলাম হইয়া গেল। তাহার উপর সুরাপানে মত্ত থাকিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিষয়কর্ম্মের প্রতি তেমন মনোযোগ করিতেন না, সুতরাং যাহা হইবার তাহা হইল। তিনি অঞ্জনা-নদী-তীরে শ্রীবন নাম দিয়া তথায় এক সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করান। তথায় অনেক সময় আমোদে মত্ত থাকিতেন। শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন প্রযুক্ত উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া প্রায় বর্ষাবধি হতজ্ঞান হইয়া থাকেন। পরে ৫৫ বর্ষ বয়সে (১৮০২ খৃঃ অব্দে) গিরিশচন্দ্র নামে এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। শারদা-মঙ্গলপ্রণেতা বিনয়-বাকৃপতি নামে এক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ ইঁহার সভা উজ্জ্বল করিতেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সময়ে পৈতৃক জমিদারীর অর্দ্ধেক হস্তান্তর হইয়াছিল।

গিরিশচন্দ্র জমিদারী হাতে পাইলেও তাঁহার চৈতন্য হইল না। তিনি কেবল যদৃচ্ছা ব্যয় করিতে ভাল বাসিতেন। শেষে (১৮১৩ খৃঃ অব্দে) যখন তাঁহার প্রধান পরগণা উখড়া বাকি খাজনার দায়ে নিলামে উঠিল, তখন তিনি কিছু চিন্তিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী ও আত্মীয় স্বজনের দোষে মহামূল্য সম্পত্তি নষ্ট হইতেছে, তখন তাঁহার মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, তিনি সর্ব্বদাই দেবার্চ্চনায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি সাতিশয় ধার্ম্মিক হইলেও বড় নির্ব্বোধ ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধির দোষে পৈতৃক জমিদারীর ৮৪ খানি পরগণার স্থানে এখন কে[illegible] গণা রহিল। তাঁহার অর্থকষ্ট হইলেও তিনি কখন ধর্ম্মকর্ম্মে ক্ষান্ত হন না[illegible] বৃহৎ

* বিশ্বকোষ ৪র্থভাগ কৃষ্ণচন্দ্র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র[illegible]

মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহা একটীর মধ্যে পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি ও অপরটীতে এক প্রকাণ্ড শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৪৮ সালে অগ্রহায়ণ মাসে (৪০ বর্ষ বয়সে) ইনি লোকান্তর প্রাপ্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ রসসাগর ইঁহার সভায় থাকিতেন।

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তক পুত্র শ্রীশচন্দ্র রাজা হইলেন। ইনি বিষয় বৃদ্ধি করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। বহুদিন হইল, নদীয়ারাজ্যের অন্তর্গত উখড়া পরগণা নিলাম হইয়া গিয়াছিল। এখন শ্রীশচন্দ্র বহু যত্নে তাহার বহু অংশ উদ্ধার করিলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও গিরীশচন্দ্র ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট অহঙ্কার করিয়া পৈতৃক উপাধির প্রার্থী হন নাই। কিন্তু রাজা শ্রীশচন্দ্র অতিশয় চতুর ছিলেন। তাঁহার প্রার্থনানুসারে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মহারাজ-উপাধির ফরমাণ লাভ করিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার যত্নে লাখেরাজদারগণ এক প্রকার বিষম রাজস্বদায় হইতে উদ্ধার পাইলেন। রাজা শ্রীশচন্দ্রের এই কার্য্যে বিস্তর অর্থ ব্যয় হয়। ইহার কিছু পূর্ব্বে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং সাধারণের হিতকর অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীশচন্দ্র রাজা হইলেন। ইনি রীতিমত ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। ইনিও ইহার পিতামহ গিরিশচন্দ্রের ন্যায় কেবল ব্যয় করিতে ভাল বাসিতেন। অনেক সময়ই তিনি পশ্চিমাঞ্চলে অতিবাহিত করিতেন। অতিশয় সুরাপানজনিত রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে (২৫ অক্টোবর) ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র সন্তানাদি হয় নাই। মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী মহারাণী ভুবনেশ্বরী সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেন। ইনিই ক্ষিতীশচন্দ্রকে দত্তক গ্রহণ করেন। রাজা ক্ষিতীশচন্দ্র বুদ্ধিমান্ ও সদ্বিবেচক। ইহার যত্নে কৃষ্ণনগর রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। গত ১৩১৭ সালে ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলে সর্ব্বজনের প্রিয় ক্ষৌণীশচন্দ্র পিতৃপদ লাভ করেন। বর্ত্তমান ১৩১৮ সালে অগ্রহায়ণ মাসের দিল্লী-দরবারে ভারতসম্রাট্ কর্ত্তৃক তিনি "মহারাজ" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

পরপৃষ্ঠায় কৃষ্ণনগর-রাজবংশের বংশাবলী প্রদত্ত হইল—

ভট্টনারায়ণ—তৎপুত্র নীপ, তৎপুত্র হলায়ুধ, তৎপুত্র হরিহর, তৎপুত্র কন্দর্প, তৎপুত্র বিশ্বম্ভর, তৎপুত্র নরহরি, তৎপুত্র নারায়ণ, তৎপুত্র প্রিয়ঙ্কর, তৎপুত্র—

তারাপতি
|
কামদেব
|
বিশ্বনাথ (কাঁকদী পরগণার জমিদার)
|
রামচন্দ্র
|
সুবুদ্ধি
|
কংসারি
|
ত্রিলোচন
|
ষষ্ঠীদাস
|
কাশীনাথ
|
রামসমাদ্দার
|
ভবানন্দ (মজুমদার) জগদীশ (কুড়ালগাছি) হরিবল্লভ (ফতেপুর) সুবুদ্ধি (পাটুকাবাড়ী)

গোপাল | গোবিন্দ (গোটপাড়া) কৃষ্ণ

রাজা রাঘব রামেন্দ্র নরেন্দ্র রাঘবেন্দ্র যাদবেন্দ্র রাজারাম
|
রাজা রুদ্ররাম

রামকৃষ্ণ রামজীবন
|
রঘুরাম

রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় (অগ্নিহোত্রী, বাজপেয়ী)

রাজা শিবচন্দ্র মহেশচন্দ্র ভৈরবচন্দ্র ঈশানচন্দ্র (আনন্দধাম) শম্ভুচন্দ্র (হরধাম)
|
" ঈশ্বরচন্দ্র
|
" গিরীশচন্দ্র
|
" শ্রীশচন্দ্র (দত্তক)
|
" সতীশচন্দ্র ঐ
|
রাজা ক্ষিতীশচন্দ্র ঐ [৩২]
|
মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র (বর্ত্তমান মহারাজ)
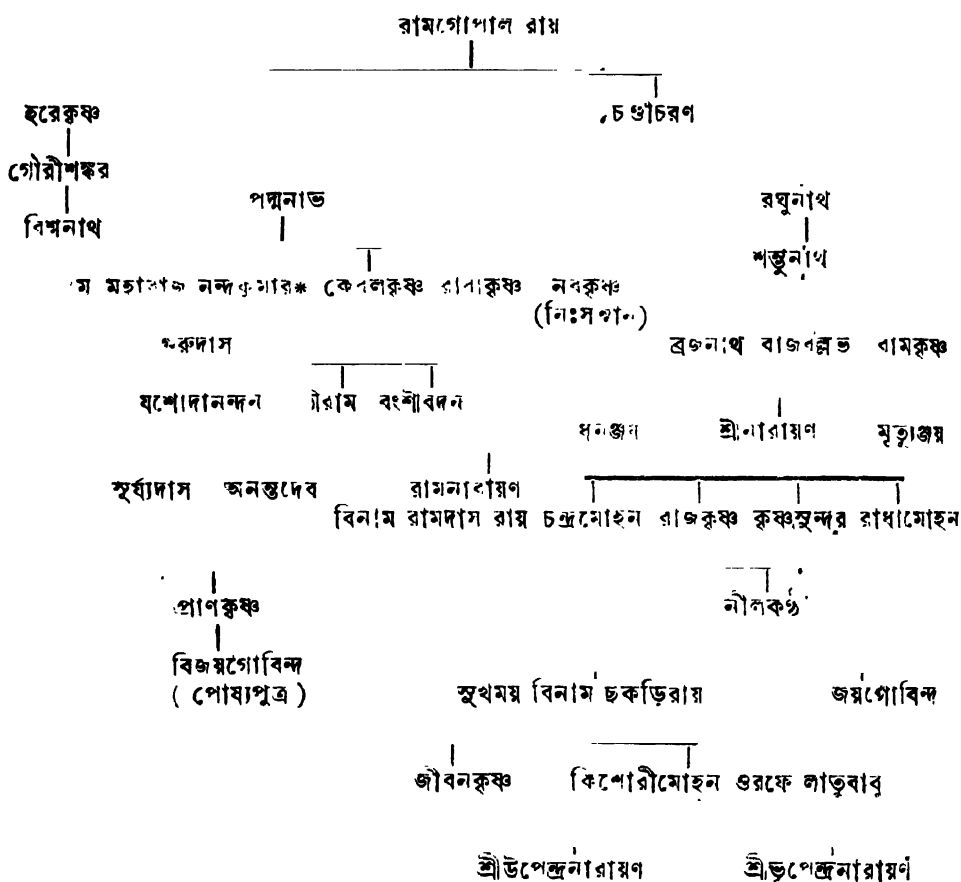
সঞ্জয় রায়বংশ।—এই বংশে প্রচলিত আছে যে সঞ্জয় রায় মোগল-সম্রাট্ দিল্লীশ্বর অকবরের সেনাধিপতি ছিলেন; তাঁহার অপরিসীম বুদ্ধিমত্তায় পরিতুষ্ট হইয়া সম্রাট্ তাঁহার সঙ্গে এক হাজার ফৌজ দিয়া তাহাকে নবাবগণের হিসাব নিকাশ লইবার জন্য বঙ্গে প্রেরণ করেন। তিনি ঢাকায় পৌছিয়াই নবাবের নিকাশ লইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। কতিপয় দিবস তথায় চিকিৎসার পর তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া ঢাকা নগরীর উত্তরপশ্চিম দিকে স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে চাঁদগাজি নামক এক ফকির ঐ প্রদেশে বাস করিতেন এবং তাঁহা[illegible] অন্তর্গত প্রায় অধিকাংশ স্থান জলমগ্ন ছিল, কেবল মাত্র মধ্যে মধ্যে [illegible]রাশির উপরে ভাসমান হইয়া মানবগণের আবাসের পরিচয় [illegible]য়কে উক্ত ফকীরের ভূসম্পত্তি সকল দান করিলেন।

* [illegible] ত্মার সবিস্তার পরিচয় দ্রষ্টব্য।

ফকীরের আবশ্যকীয় সমস্ত খরচ সম্রাটের নিজ তহবিল হইতে দেওয়া হইত। পরে সঞ্জয় রায়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার বংশধরগণ ঐ সকল সম্পত্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সঞ্জয় রায় ব্রাহ্মণ হইয়া দিল্লীশ্বরের কার্য্য করায় তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি স্বজাতীয় সমাজে পূর্ব্বের ন্যায় উপযুক্ত সম্মান লাভ করিতে না পারিয়া, বঙ্গীয় সমাজে মিলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং বহু অর্থব্যয় করিয়া, রাজা ভবানীচরণ রায়ের সময় হইতে, কুলীন ও কুলাচার্য্যগণের যত্নে পূর্ব্ববঙ্গে শ্রোত্রিয়রূপে পরিগৃহীত হইলেন। রাজা ভবানীচরণ রায় অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন; বঙ্গদেশে তাঁহার প্রবল প্রতাপ ছিল এবং পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীন রাজার ন্যায় শাসনে সকলেই অত্যন্ত ভীত ও তাঁহার বাধ্য থাকিত। সম্রাট্ শাহজাহান্ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজা উপাধি দিয়া দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার বিচারের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিলেন। রাজা ভবানীচরণ রায়ের পৌত্রগণই অষ্ট কাশ্যপ বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গে পরিচিত হইয়া নানাস্থানে প্রাসাদাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন। ঢাকা জেলার অন্তর্গত বেলীশ্বর গ্রামে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ৺সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। সর্ব্বমঙ্গলা প্রতিষ্ঠাতার বংশধরগণ বর্ত্তমান বোয়াইল গ্রামে বাস করিতেছেন।

এক সময়ে সমস্ত চাঁদপ্রতাপ, সুলতানপ্রতাপ, সেলিমপ্রতাপ প্রভৃতি পরগণা ইঁহাদের অধিকারে ছিল। আজিও কোন কোন পরগণা এই বংশীয়ের হস্তে রহিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেকার সে প্রতাপ ও অক্ষুণ্ণপ্রভাব আর নাই। এখন পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন জমিদার বলিয়া ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ইঁহাদের যথেষ্ট সম্মান আছে। এই জমিদারগোষ্ঠীর রাজমোহন রায় প্রভৃতির এ অঞ্চলে প্রবল প্রতাপ ছিল ও রাজার ন্যায় সম্মান ছিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে রাজমোহন রায় যেরূপ সম্মান ও উৎসাহ দান করিতেন, ইদানীং পূর্ব্ববঙ্গে আর কেহই তেমন পারেন নাই। প্রায় প্রত্যেক ক্রিয়াকর্ম্মে রাজমোহন কাশী, মিথিলা প্রভৃতি নানা দূরদেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন ও তদুপলক্ষে বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের বিচার দেখিবার জন্য নানাস্থানের শিক্ষিত লোক বোয়াইলে উপস্থিত হইতেন। এতদুপলক্ষে এত অধিক আয়োজন হইত, যে সেরূপ রাজভোগের আয়োজন প্রায় দেখা যায় না।

'সঞ্জয়রায়বংশ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে এই প্রাচীন জমিদারবংশের পিতৃপুরুষগণের এইরূপ পরিচয় আছে—

১ দক্ষ, তৎপুত্র ২ জট বা জটাধর পুষলী, তাঁহার অতিপ্রপৌত্র মনোহর। এই মনোহরের পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়—৭ মনোহর, ৮ গৌরীবর, ৯ চিত্রাঙ্গদ, ১০ মালাধর, ১১ গুণাকর, ১২ লম্বোদর, ১৩ পরমেশ্বর, ১৪ পরাশর ... ১৬ ষষ্ঠীবর, ১৭ গঙ্গাধর; এই গঙ্গাধরের পুত্র বিখ্যাত ১৮ সঞ্জয়রায় ... আকবর হইতে 'হাজরা' বা সহস্র সৈন্যের অধিনায়কপদ এবং চাঁদপ্রতাপ প্রভৃতি কএকটী পরগণা লাভ করেন। ইঁহার বংশের ...
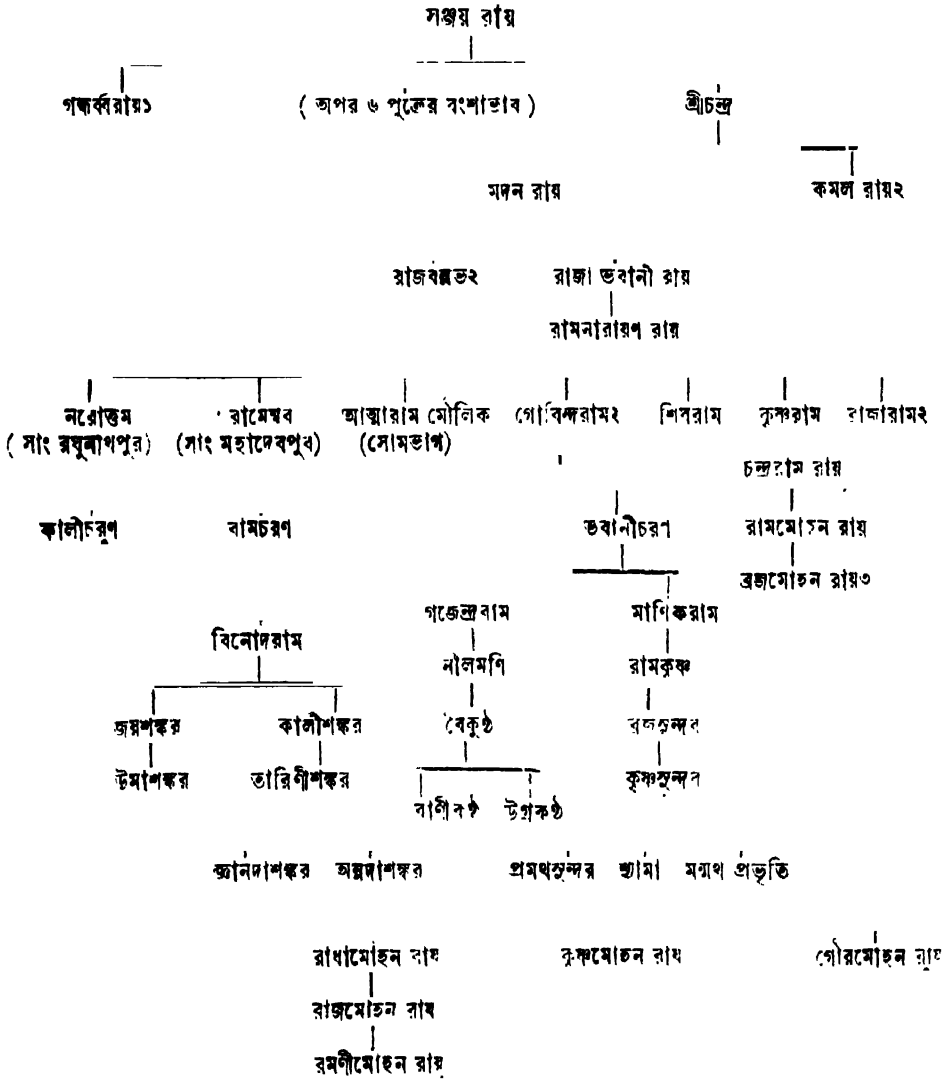
(১) ইঁহার বংশধরগণ চাঁদপ্রতাপের অন্তর্গত সুয়াপুর গ্রামে বাস করিতেছেন।

(২) ইঁহার ... রোয়াইলে বাস করিতেছেন।

(৩) ... প্রতাপ রোয়াইলের বর্ত্তমান জমিদার।

জয়দেবপুরের পুষিলাল-রাজবংশ

বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে বহুদিন হইতে পুষলী বা পুষিলাল-বংশের বাস। ইহারা সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য এই পুষিলালবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কি কারণে ঠিক জানা যায় না, রত্নেশ্বর কাহাকে কিছু না বলিয়া বজ্রযোগিনী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। পরে মুর্শিদাবাদের নিকট এক অধ্যাপকের গৃহে থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করেন। সেই অধ্যাপকের একমাত্র কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় ও শ্বশুরগৃহেই তিনি বাস করিতে থাকেন। তাঁহার প্রপৌত্র কুশধ্বজ চক্রবর্ত্তী নবাব সরকারে উকীল হন। কুশধ্বজ আপনার কার্য্যদক্ষতায় নবাব হইতে "রায়" উপাধি লাভ করেন।

এই সময় ভাওয়ালের জমিদার দৌলতগাজির নামে বাকি খাজনা আদায়ের নালিস হইল, ঢাকার নবাবের বিচারে তিনি মোকদ্দমায় হারিলেন। শেষে তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট পুনর্বিচারার্থ হাজির হইলেন। কুশধ্বজরায়ের যত্নে ও কৌশলে দৌলতগাজী মোকদ্দমায় জয়লাভ করিলেন। তাহাতে কুশধ্বজ তাঁহার পক্ষে চিরস্থায়ী উকীল নিযুক্ত হইলেন। খুল্লতাত-ভ্রাতৃগণের সহিত কুশধ্বজের মনোবাদ উপস্থিত হয়। সেইজন্য তিনি তাঁহাদিগের সংস্রব ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান জয়দেবপুরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত চাঁদনা গ্রামে আসিয়া বাস করিলেন। দৌলতগাজী ঐ গ্রামখানি তাঁহাকে দান করেন। ক্রমে কুশধ্বজরায় দৌলতগাজীর সর্ব্বপ্রধান দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন।

গাছার ঘোষবংশীয় জমিদারের পূর্ব্বপুরুষ আসিয়াও এই সময়ে গাজীর সরকারে কার্য্য স্বীকার করিলেন। ইঁহাদের চেষ্টায় জমিদারী ভাল চলিল, কিন্তু গাজীর অত্যাচার ও উৎপীড়ন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

কিছুদিন পরে কুশধ্বজরায়ের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র বলরাম রায় (অপর নাম জানকীনাথ রায়) গাজীদিগের দেওয়ান হইলেন ও ক্রমে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কার্য্যগুণে মুগ্ধ হইয়া গাজী কর্ত্তৃক নিগৃহীত প্রজাগণ তাঁহার আশ্রয় লইল ও সমস্ত ভাওয়ালের অধিকার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে উদ্যত হইল। জানকীনাথ এই সুযোগ ত্যাগ করিলেন না। গাছার ঘোষবংশীয় জমিদারের পূর্ব্বপুরুষ তৎকালীন ভাওয়ালের নায়েব ।৶০, জানকীনাথ ।৶০ এবং পলাশোণার রায় মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ খরচসেরেস্তার কর্ত্তা ৵০ এইরূপে তিনজনে ভাওয়ালের সমুদায় জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। এই সময় বাদশাহ জানকীনাথকে "রায়" ও গাছার ঘোষ মহাশয়কে "চৌধুরী" উপাধি দান করেন।

জানকীনাথের তিন পুত্র, তন্মধ্যে তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ [illegible] জমিদারীর কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তিনি ১০৮৮ হিজরি সনের ৭ই জেলহজ্জ বাদ[illegible] [illegible]পাধি সনন্দ পান। তিনি চাঁদনা ছাড়িয়া পীড়াবাড়ী নামক স্থানে [illegible] [illegible]ন

কৃষ্ণরায়েরও তিন পুত্র জগৎরায়, শ্যামরায় ও [illegible] [illegible]বুকেই

উপযুক্ত মনে করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহাকেই সমগ্র জমিদারী প্রদান করেন, অপর দুই পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী ভূমিদান করিয়া যান।

জয়দেব কৌশলক্রমে পলাশোণার রায়দিগের নিকট হইতে ৵৹ আনা অংশের জিম্মাদারী ভার লইয়া ||৵৹ আনা অংশের মালিক হইলেন। তিনি বাসগ্রামের বিকট নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ নামানুসারে "জয়দেবপুর" নাম রাখিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ রায়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ||৵৹ আনার মালিক হইলেন। এই সময়ে যিনি।৵৹ আনার জমিদার ছিলেন, তাঁহারও নাম ছিল ইন্দ্রনারায়ণ। এক নাম থাকায় উভয় জমিদারে বিশেষ সদ্ভাব ছিল। উভয়ে একযোগে ||৵৹ আনা ও।৵৹ অংশ ভাগ করিয়া লইলেন।

তৎকালে ভাওয়ালের অধিকাংশ জঙ্গল ও এখানে হিংস্রজন্তুর যথেষ্ট অত্যাচার ছিল। বন্য জন্তুর উৎপাতে গ্রামের লোকেরা চৌধুরী মহাশয়দিগের প্রাচীরবেষ্টিত বাটীতে আসিয়া বাস করিত। ইন্দ্রনারায়ণ জঙ্গল কাটাইয়া অনেক স্থান আবাদ করাইতে চেষ্টা করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রেশ্বর নামক শিবমন্দির রাজবাটীর কিছু দূরে পড়িয়া আছে।

ইন্দ্রনারায়ণ তিন পুত্র রাখিয়া যান। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বিজয়নারায়ণ তাঁহার অনুজ চন্দ্রনারায়ণ ও কীর্ত্তিনারায়ণ সহযোগে জমিদারী শাসন করেন। তিনি।৵৹ আনীর জমিদারের সহিত এক হইয়া ভাওয়ালের উন্নতিকল্পে নানা উপায় উদ্ভাবন করেন। এই সময় বহু মৌজা নিষ্করভূপে ও অনেক স্থান বিনামূল্যে পাইয়া অনেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য ভাওয়ালে আসিয়া বাস করেন। তাহাতেই ভাওয়ালে বহুসংখ্যক তালুকদারের সৃষ্টি।

প্রথমে চন্দ্রনারায়ণ, তৎপরে বিজয়নারায়ণের মৃত্যু হয়। বিজয়নারায়ণের কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর কীর্ত্তিনারায়ণ ভ্রাতৃপুত্র উদয়নারায়ণের যোগে জমিদারী শাসন করিতে থাকেন। অল্পদিন পরে উদয়নারায়ণ রাজনারায়ণ নামে এক শিশু পুত্র রাখিয়া কাল-গ্রাসে পতিত হন। কীর্ত্তিনারায়ণই সমস্ত সম্পত্তির কর্ত্তৃত্বলাভ করিলেন। তিনি ৬১ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে নারায়ণ নামে এক ১১শ বর্ষীয় পুত্র ও গর্ভবতী পত্নী রাখিয়া সংসার ছাড়িলেন। এখন রাজনারায়ণই বিষয়কর্ম্ম দেখিতে লাগিলেন।

নরনারায়ণ অতি সুপুরুষ ছিলেন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে তাঁহার বড় অনুরাগ ছিল। তাঁহার অল্প বয়সে বুদ্ধিপ্রাখর্য্য ও মেধার পরিচয় পাইয়া কএকজন নষ্ট দুষ্ট একত্র হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তাহাদের ষড়যন্ত্রে এবং নিমন্ত্রণগৃহে বিষ-প্রয়োগে নরনারায়ণের হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইল।

রাজনারায়ণের পিতৃস্বসা অম্বিকাদেবীও এই হত্যাব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। রাজনারায়ণ নরনারায়ণের অকা[illegible] — [illegible]নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যখন শুনিলেন, তাঁহার পিতৃস্বসাও [illegible] তখন তিনি ক্রোধে ও দুঃখে অম্বিকাদেবীর আর মুখ দর্শন করিলেন [illegible] ধামে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু রাজনারায়ণকেও বহুদিন জমিদারী [illegible]নি অল্পদিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এ

সময়ে তাঁহার পিতৃব্য লোকনারায়ণ নাবালক। রাজনারায়ণ নিঃসন্তান, সুতরাং লোকনারায়ণই মালিক হইলেন। এই সময়ে ১১৯৬ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কামরূপ ও কোচবিহার হইতে বহুসংখ্যক অসভ্য কোচ ও রাজবংশী প্রাণ-রক্ষার্থ ভাওয়ালে আসিয়া উপস্থিত হইল।

লোকনারায়ণ গাছার জমিদার কৃষ্ণানন্দ রায় চৌধুরী সহিত পরামর্শ করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত অসভ্যদিগকে নিষ্কর ভূমি দিয়া ভাওয়ালে স্থাপন করিলেন। তাহাদের যত্নে ভাওয়ালে হিংস্র জন্তুর উপদ্রব অনেকটা নিবারিত হয়।

১১৯৮ সনে লোকনারায়ণ শর্ম্মা চৌধুরী ও কৃষ্ণশ্যামকিশোর চৌধুরীর নামে ২০১৬০৲ সিক্কা টাকায় ভাওয়াল সম্বন্ধে দশশালা বন্দোবস্ত হয় এবং তৎপরে ১২০১ সনে ৷৵০ আনী ৯ নং মহাল ১১৭৭৪ সিক্কা টাকায় লোকনারায়ণ রায়চৌধুরীর নামে পৃথক্ তাহুতভুক্ত হয়। এই লোকনারায়ণের সময়ে ভাওয়ালে মলঙ্গীর উৎপাত ঘটে।

লোকনারায়ণের পত্নীর নাম সিদ্ধেশ্বরী। তিনি তিন মাসের শিশু লইয়া বিধবা হইলেন। এই সুযোগে দুষ্টলোকেরা রাজনারায়ণের বিধবা স্ত্রী তারিণীদেবীকে পোষ্যগ্রহণে মন্ত্রণা দিয়া ৵০ আনা পৃথক্ করিয়া লইল। এ সময় কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ হইতে নারায়ণ দাস নামে এক ব্যক্তি সরবরাহকার নিযুক্ত হন। কেহ কেহ বলেন, তিনি উৎকোচে বশীভূত হইয়া তারিণী-দেবীর পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহাতেই ৵০ আনা অংশ পৃথক্ হইয়া যায়। শেষে সিদ্ধেশ্বরীদেবীর গ্রাসাচ্ছাদন বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। তিনি অতি কষ্টে একজন শিকদারের সাহায্যে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। এই ঘটনা হইতে ভাওয়ালে 'নারায়ণদাসী ধূম' কথার সৃষ্টি হইয়াছে।

যাহাহউক, বহু কষ্টের পর সিদ্ধেশ্বরী দেবীর পুত্র গোলোকনারায়ণ অধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইলেন। তারিণীদেবী পোষ্য লইয়া পূবাইল গ্রামে বাস করিতেছিলেন। ক্রমে পোষ্যপুত্রের অত্যাচারে তাঁহাকেই আবার সিদ্ধেশ্বরীর আশ্রয় লইতে হইল। শেষে আদালত হইতে পোষ্য-পুত্র নামঞ্জুর হইলে গোলোকনারায়ণ ৵০ আনা সম্পত্তি ফিরিয়া পাইলেন। তিনি অতি মাতৃভক্ত ছিলেন। বয়োপ্রাপ্ত হইয়াও মাতার নিকট হইতে জমিদারীর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন না। তাঁহার প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর গর্ভে (১২২৫ সনের ২৫এ শ্রাবণ) কালীনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন।

গোলোকনারায়ণ বিষয় কর্ম্ম ভাল বাসিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই জপ তপে কাল কাটা-ইতে ভাল বাসিতেন। অনেক সময় তিনি তীর্থপর্য্যটনে অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার মাতা সিদ্ধেশ্বরী দেবীই সমস্ত বিষয়কর্ম্ম দেখিতেন। ক্রমে কালীনারায়ণ যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে তিনিও পিতামহীর সহিত জমিদারী দেখিতে থাকেন

এই সময়ে ভাওয়ালে নীলকর ওয়াইজ সাহেবের [illegible] ইজ সাহেব ।৵০ আনীর কোন কোন অংশ খরিদ করিয়া ৷৵০ আ[illegible] 'র চেষ্টা করেন। তাহাতে ভাওয়ালের নিরীহ প্রজার[illegible] দগ্রস্ত

হইয়াছিল। তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সিদ্ধেশ্বরী প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিলেন। এমন কি তাহাতে উভয় পক্ষে কএকটী খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল। পরম ধার্ম্মিক গোলোকনারায়ণ বিবাদ বিসম্বাদ ভাল বাসিতেন না। বহুবর্ষব্যাপী বিবাদে ভাওয়াল এক প্রকার শ্রীহীন ও প্রজাবর্গও স্ব স্ব মানসম্ভ্রম রক্ষা করিতে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। এ কারণ গোলোকনারায়ণ একদিন হঠাৎ ওয়াইজসাহেবের কাছারীতে উপস্থিত হইয়া বিবাদ মিটাইয়া আসেন। গোলোকনারায়ণের মহত্ত্বদর্শনে ওয়াইজসাহেব কিছুদিন স্থির ছিলেন, কিন্তু তৎপরেই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। এ সময়ে সিদ্ধেশ্বরী ও কালীনারায়ণ উপযুক্ত লোক রাখিয়া শত্রুর গতি রোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু গোলোকনারায়ণ এরূপ নিত্যশত্রুতা হইতে একেবারে অব্যাহতিলাভের জন্য আবার একদিন সাহেবের কাছারীতে গিয়া জানাইলেন, "নিত্য এরূপ বিবাদে ফল কি? হয় আমার ইচ্ছানুরূপ মূল্য দিয়া ॥৴০ আনা খরিদ কর; না হয় তোমার ইচ্ছামত মূল্য দিয়া আমিই তোমার দখলী অংশ ক্রয় করিয়া লই।"

সাহেব হাসিয়া উত্তর করেন, "তুমি বিক্রয় করিবে কেন? আমার খরিদা হিস্যার প্রতি আনায় লক্ষ টাকা মূল্য দাও, আমিই বিক্রয় করিব।" গোলোকনারায়ণ তাহাতেই সম্মত হইলেন। তাঁহার পুত্র কালীনারায়ণ ইতস্ততঃ করিতে থাকেন, কিন্তু গোলকনারায়ণ কাহারও কথা না শুনিয়া ওয়াইজ সাহেবের অংশ খরিদ করিয়া ভাওয়ালে শান্তিস্থাপন করিলেন। এই কার্য্যে তিনি ঋণগ্রস্ত হইলেন। পরে কালীনারায়ণের বুদ্ধিকৌশলে ৫ বর্ষের মধ্যেই সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইল। ঋণদায় হইতে মুক্ত হইয়া গোলোকনারায়ণ ১২৬১ সালে (১৩ই পৌষ) দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার যত্নে নির্ম্মিত মাধবের মন্দির, বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা প্রভৃতি এখনও জয়দেবপুরে তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। তৎপুত্র কালীনারায়ণ পিতার মৃত্যুর পর প্রভূত সম্পত্তির মালিক হইলেন। তিনি পূর্ব্বেই ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়ালটার সাহেবের যত্নে পারস্যভাষা শিখিয়াছিলেন। সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল।

কালীনারায়ণের তিন বিবাহ। বাল্যকালে তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। তাঁহার প্রথমা পত্নী কোন সন্তান না হইতেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তৎপরে ১৭ কি ১৮ বর্ষ বয়সে কালীনারায়ণের দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। এই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে একটী কন্যা হইয়া অল্পকাল মধ্যেই মারা যায়। তৎপরে কএক বর্ষ মধ্যে আর কোন সন্তান না হওয়ায় গোলকনারায়ণ পুত্রের তৃতীয় বার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই তৃতীয়া পত্নীর গর্ভে প্রথমে কৃপাময়ী দেবী এবং তৎপরে ১২৬৫ সালে (আশ্বিনমাসে) ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেন।

পূর্ব্বে [illegible] গণ পিতামহীর সংযোগে ওয়াইজসাহেবের কবল হইতে
বিচক্ষ [illegible] করিয়াছিলেন। এখন উত্তরাধিকারসূত্রে সমুদয় পৈতৃক
সম্প [illegible] ত্তি করিতে লাগিলেন ও পার্শ্ববর্ত্তী অনেক পরগণার

অংশ খরিদ করিয়া আয়ও বাড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যবহারে ইংরাজরাজপুরুষগণ অতি সন্তুষ্ট ছিলেন। অনেক ইংরাজ তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও মৃগয়া করিবার জন্য জয়দেবপুরে যাইতেন, তিনি সাহেবদিগের অভ্যর্থনার জন্য রঙ্গমহাল, আপনার বাসের জন্য সুন্দর চকমিলন বাটী, অতিথিশালা এবং ঢাকা ও কলিকাতার নানাস্থানে বাসগৃহ প্রস্তুত করাইলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ভাওয়ালের নানাস্থানে বিদ্যালয়, জয়দেবপুরে দাতব্যচিকিৎসালয় ও ডাকঘর এবং নানাস্থানে পথ ঘাট প্রস্তুত করাইয়া সাধারণের প্রিয় হইলেন। তাঁহার যত্নে ভাওয়ালে 'প্রজাহিতৈষিণী সভা' স্থাপিত হয়। এতদ্ভিন্ন তিনি সাধারণ হিতকর কার্য্যের জন্য গবর্মেণ্টের হাতে বহু সহস্র মুদ্রা দান করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে ভাওয়ালের ভূম্যধিকারিগণ 'রায়চৌধুরী' জমিদার বলিয়াই গণ্য ছিলেন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহার নানা হিতকর কার্য্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন।

বজ্রযোগিনীর পুষিলাল-শ্রোত্রিয়গণ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সেরূপ সম্মানিত ছিলেন না, সেই জন্য প্রধান প্রধান কুলীন সন্তানগণ তাঁহাদের কন্যাগ্রহণ হানকার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। ভাওয়ালের পুষিলালগণ এই অভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টা করেন। গোলোকনারায়ণ হইতে এই বংশে প্রধান প্রধান কুলীন-সংস্রব ঘটে। রাজা কালীনারায়ণ আপনার বৈমাত্রেয় ভগিনী স্বর্ণময়ী দেবী ও নিজ কন্যাকে শ্রেষ্ঠ কুলীনপুত্রে সম্প্রদান করিয়া শ্রোত্রিয়সমাজে উচ্চাসন লাভ করেন। তিনি জীবনের শেষ ভাগে সুপ্রসিদ্ধ বান্ধবসম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আপনার সুবিস্তৃত জমিদারীর প্রধান কার্য্যকারক পদে নিযুক্ত করিয়া তীর্থযাত্রায় ও সদনুষ্ঠানে অতিবাহিত করেন।

১২৮৫ সালে আষাঢ় মাসে তিনি মোহজালে জড়িত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভাওয়ালের সকলেই কাতর হইয়াছিলেন; সঙ্গীতজ্ঞ ও রসজ্ঞ বহুলোক তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রাজা কালীনারায়ণের মৃত্যু হইলে রাজেন্দ্রনারায়ণ কালীপ্রসন্নবাবুর যোগে পিতৃবৈভব লাভ করেন। শৈশব হইতেই তাঁহার শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার মন্ত্রী কালীপ্রসন্নবাবুও বঙ্গের অন্যতম প্রধান সাহিত্যসেবক ও কবি। ইহার ফলে জয়দেবপুরে সাহিত্যসমালোচনী সভার প্রতিষ্ঠা। এই সভা হইতে বহু প্রয়োজনীয় গ্রন্থের প্রকাশ এবং বহু গ্রন্থকার পুরস্কৃত ও উৎসাহিত হইয়াছেন। তাঁহাদের আর এক কীর্ত্তি ঢাকার সারস্বতসমাজ।

১২৯৩ সালে রাজেন্দ্রনারায়ণের বহুতর সৎকার্য্যে প্রীত হইয়া বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি দান করিয়াছেন। বাস্তবিক তিনি [illegible] মন্ত্রীর যত্নে প্রকাশ্যে ও গুপ্তভাবে কত শত দান ও হিতকর কার্য্য সম্পা[illegible] প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। তিনি একজন প্রকৃত সঙ্গীতরসজ্ঞ, অ[illegible] উন্মত্ত থাকিতেন। তিনি জন্মভূমির অনেক হিতকর কার্য্যে [illegible]

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের এখন তিনটী পুত্র ও তিনটী কন্যা। জ্যেষ্ঠের নাম কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ। নিম্নে তাঁহার বংশলতা প্রদত্ত হইল—
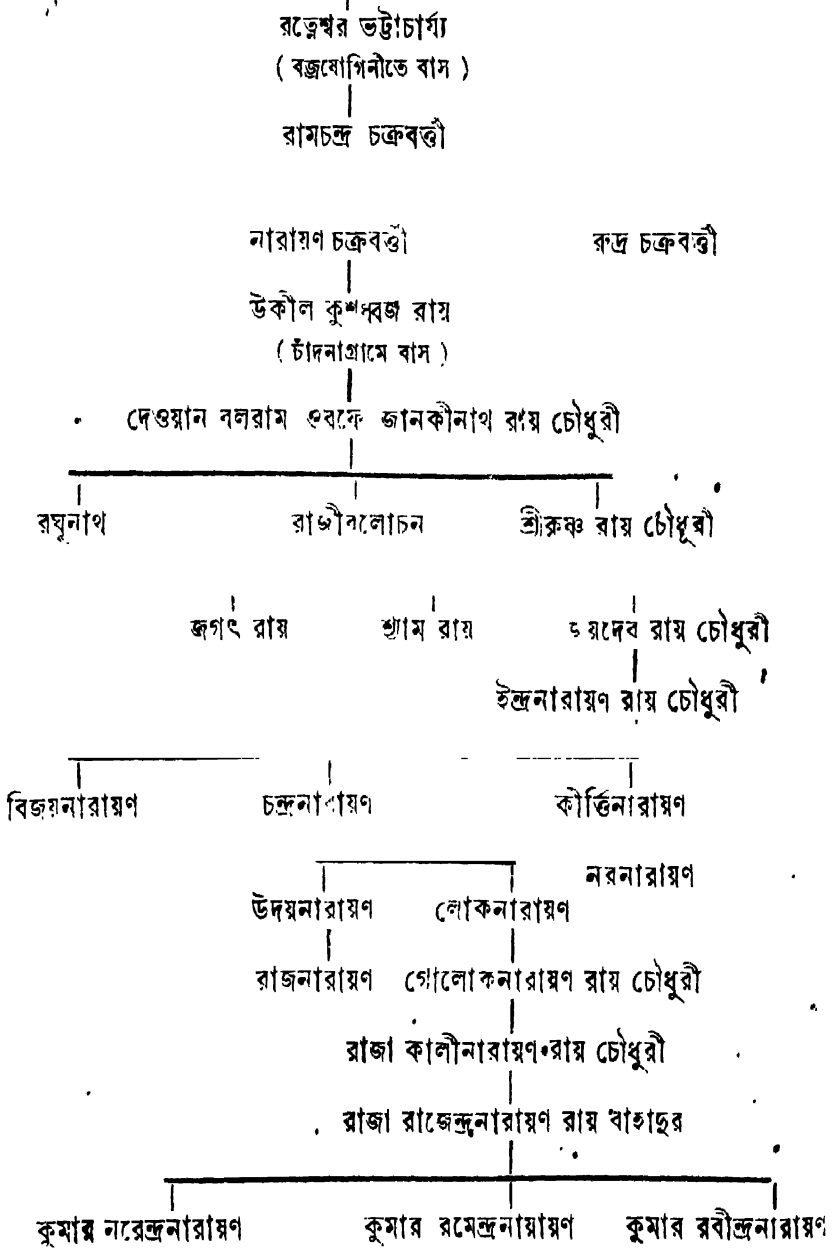
কাঞ্জাড়ী বংশে—কুমুদ ন্যায়ালঙ্কার
রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ (নবদ্বীপের রাজা রুদ্ররামের গুরু)
কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ
রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার
রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার
(রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ইষ্টগুরু, ধর্ম্মদহে বাস)
রামগোপাল সিদ্ধান্ত
(বাহিরগাছি)
রামকেশব তর্কালঙ্কার
(বাঘআঁচড়ায় বাস)
রামশরণ তর্কসিদ্ধান্ত
(সিমলায় বাস)
রামরাম তর্কবাচস্পতি
(রাজা শিবচন্দ্রের গুরু)
রামেশ্বর সার্ব্বভৌম
রামকান্ত ন্যায়ালঙ্কার
রামহরি তর্কসিদ্ধান্ত
রামগোবিন্দ বিদ্যাবাগীশ
রামানন্দ ন্যায়রত্ন
মৃত্যুঞ্জয় তর্কভূষণ
রামজয় বিদ্যালঙ্কার
ষষ্ঠীদাস তর্কবাগীশ
রঘুনন্দন
রঘুদেব
রামলোচন
রাজবল্লভ
রামরত্ন
শ্রীনাথ
দীননাথ
রামতনু
রামকুমার
রামকিঙ্কর
রামমোহন
হারাধন
কৃষ্ণধন
জগমোহন
দ্বারকানাথ
রঘুমণি বিদ্যাভূষণ
তত্ত্বচন্দ্রিকা-প্রণেতা
রঘুপতি
কালীপ্রসাদ ন্যায়বাগীশ
রামগোপাল
কাশীপতি
ক্ষেত্রনাথ
যোগীন্দ্র
উপেন্দ্র
কাশীশ্বর
বৈদ্যনাথ
শ্যামাচরণ
নীলকমল
রাধামোহন
রামনিধি
রামসুন্দর
হরিমোহন
রাধিকানাথ
বিনোদ
রঘুরাম
বিশ্বেশ্বর
চন্দ্রকান্ত
শ্যামাচরণ
গুরু)
শ্রীকান্ত
নবীন
উমেশ
অন্নদা
কালীপ্রসাদ
সর্ব্বেশ্বর
নিমাইচাঁদ
রুদ্রনাথ
শিরোমণি
কবি মধুসূদন তর্কপঞ্চানন
কুঞ্জবিহারী
তিনকড়ি
কামাখ্যা
বিদ্যারত্ন
গুরু)
কালঙ্কার (রাজা সতীশচন্দ্রের গুরু)
চন্দ্র স্মৃতিরত্ন (রাজা ক্ষিতীশচন্দ্রের গুরু)
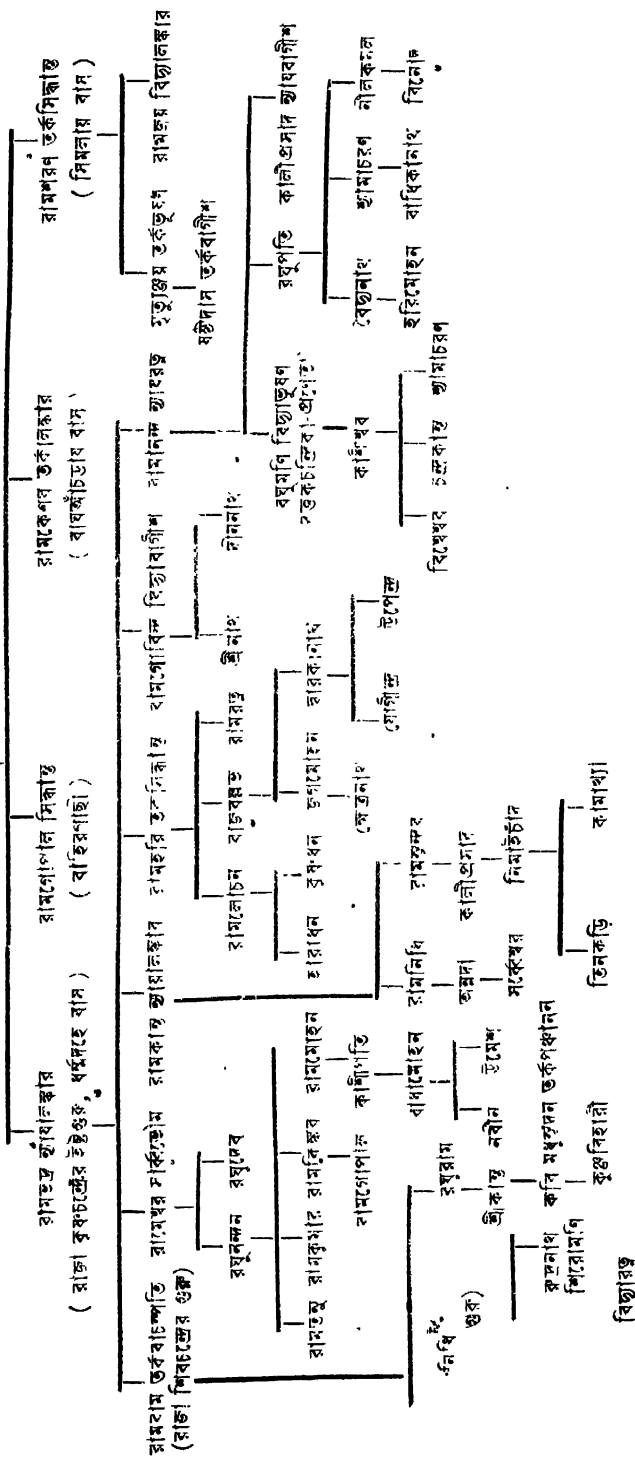
*৮।৩০ পুরুষ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়।
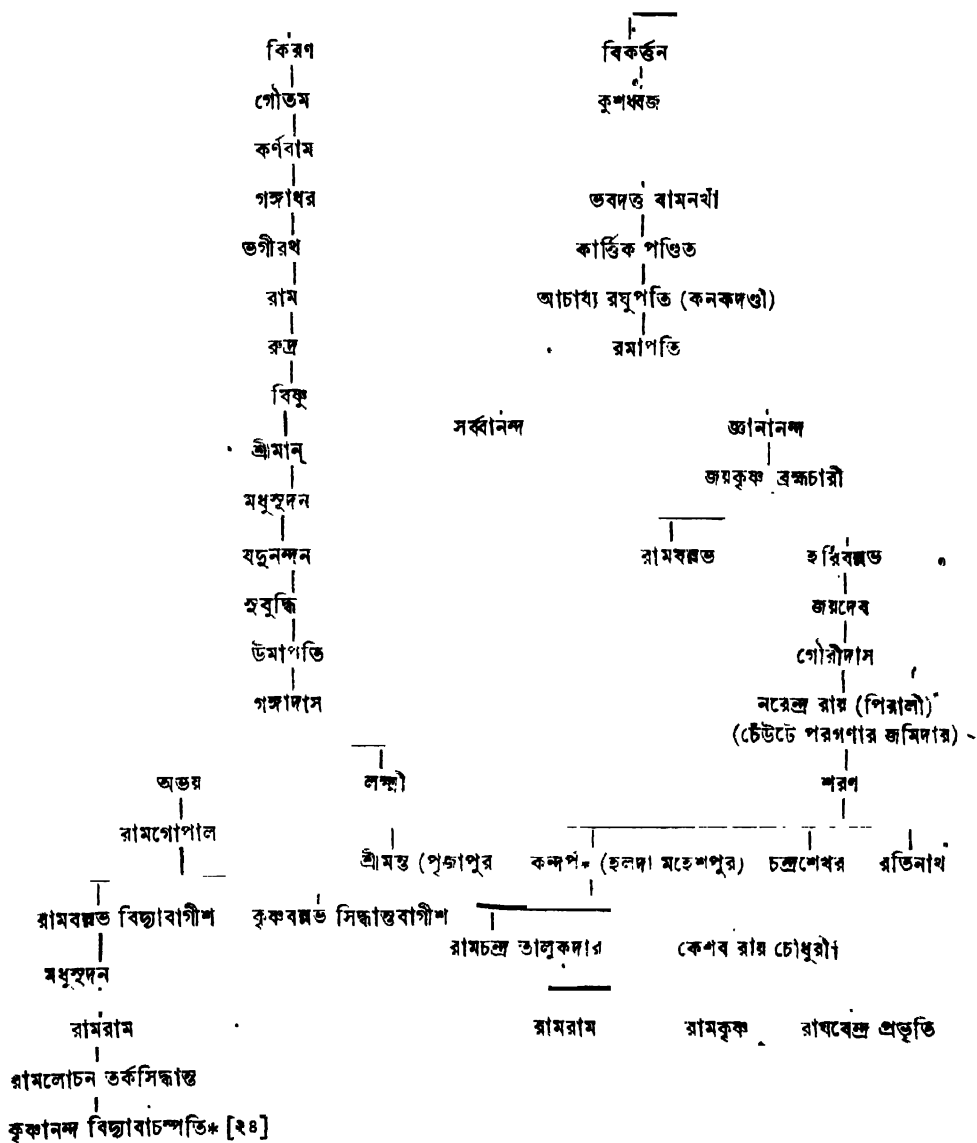
*পিনীদহ, সুর্য্যাদিয়া, হলদা প্রভৃতি পরগণার জমিদার। উপাধি

হেতমপুর রাজবংশ।

মুরলীধর চক্রবর্ত্তী এই বংশের আদিপুরুষ। তাঁহার জন্মস্থান বাঁকুড়া। তিনি বাঙ্গালা ১০৫৭ সালে কর্ম্মোপলক্ষে বীরভূমে আসিয়া রাজনগরাধিপতি রণমস্ত খাঁর সংসারে চাকরি লইয়া তথায় সপরিবারে বাস করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতন্যচরণ মাতা ও ভ্রাতাকে লইয়া হেতমপুরে আসেন। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার মৃত্যু হয়।

যে সময়ে উভয় ভ্রাতার মৃত্যুতে তদীয় বংশধরেরা দারিদ্র্যের বিষম কশাঘাতে নিপীড়িত, তৎকালে হেতমপুরে রায়পরিবারের পূর্ণ প্রভাব। চৈতন্যচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র সংসার প্রতি-পালনে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া জমিদারী সেরেস্তার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি কতকগুলি মহাল ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া যথেষ্ট লাভবান্ হইলেন, এই সময়ে তিনি কোন কারণে রাজনগরাধিপ জমান খাঁর বিষনয়নে পতিত হইয়া অপমানের ভয়ে পত্নীসহ নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। এই দুঃসময়ে (১১৯৩ সালে) তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিপ্রচরণের জন্ম হয়।

বিপ্রচরণের জন্মের পর রাধানাথের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। বালকের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাধানাথেরও বিষয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি বহু সম্পত্তি ক্রয় করিয়া বীরভূম অঞ্চলে গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত জমিদার মধ্যে পরিগণিত হইলেন।

বাঙ্গালা ১২১০ সালে বিষয়-সম্পত্তি লইয়া তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে ইংরাজরাজের আদালতে চূড়ান্ত বিচার হইয়া জ্যেষ্ঠ ॥৶০ আনা ও কনিষ্ঠ ।৵০ আনা পাইলেন। ইহা হইতেই ॥৶০ আনি বা বড় তরফ ও ।৵০ আনি বা ছোট তরফের উৎপত্তি হইল। সঙ্গে সঙ্গে বড় তরফের পসারপ্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১২৪১ সালে রাধানাথের মৃত্যু হয়। তিনিই বর্ত্তমান হেতমপুর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি মৃত্যুকালে প্রায় বিংশতি সহস্রাধিক মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান। হেতমপুরে তাঁহার অনেক সৎকীর্ত্তির নিদর্শন বর্ত্তমান।

রাধানাথের মৃত্যুর পর পুত্র বিপ্রচরণ পৈতৃকসম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি রাজ-নগরাধিপতি কর্ত্তৃক "হুজুর" উপাধিতে বিভূষিত হন। ইহার পর তিনি বহু আয়ের সম্পত্তি পত্তনি লইয়া পৈতৃক সম্পত্তির আয় বহুগুণে বর্দ্ধিত করেন। এই সময়ে তাঁহার লক্ষাধিক টাকা আয় বৃদ্ধি হয়। ১২৬২ সালে বিখ্যাত সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় তিনি গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট সাহায্য করেন। হেতমপুরে তাঁহারও অনেক কীর্ত্তি বর্ত্তমান।

বিপ্রচরণের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র বড় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তিনি য[illegible] শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া নিষ্কামভাবে সংসারের কর্ম্ম করিতেন। তিনিও [illegible] হ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্র রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী [illegible] দক্ষতাদি গুণে ক্রমে ক্রমে 'রাজা' ও 'রাজা বাহাদুর' উ[illegible] র্ত্তমান

'কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ' চিরদিন তাঁহার নাম ঘোষণা করিবে। বর্ত্তমান সময়ে ইহার মহিমানিরঞ্জন, সদানিরঞ্জন, কমলানিরঞ্জন নামক তিন পুত্র ও কয়েকটী পৌত্র বর্ত্তমান। ইহারা সকলেই যেমন বুদ্ধিমান্, তেমনি কার্য্যতৎপর, যেমন ন্যায়পরায়ণ, তেমনই নানাগুণে বিভূষিত।

হেতমপুর-রাজবংশ

মুরলীধর চক্রবর্ত্তী

শুদ্ধ শ্রোত্রিয় কনব্যালের সন্তান, শিমলাইগাঁই, বাৎস্যগোত্র।
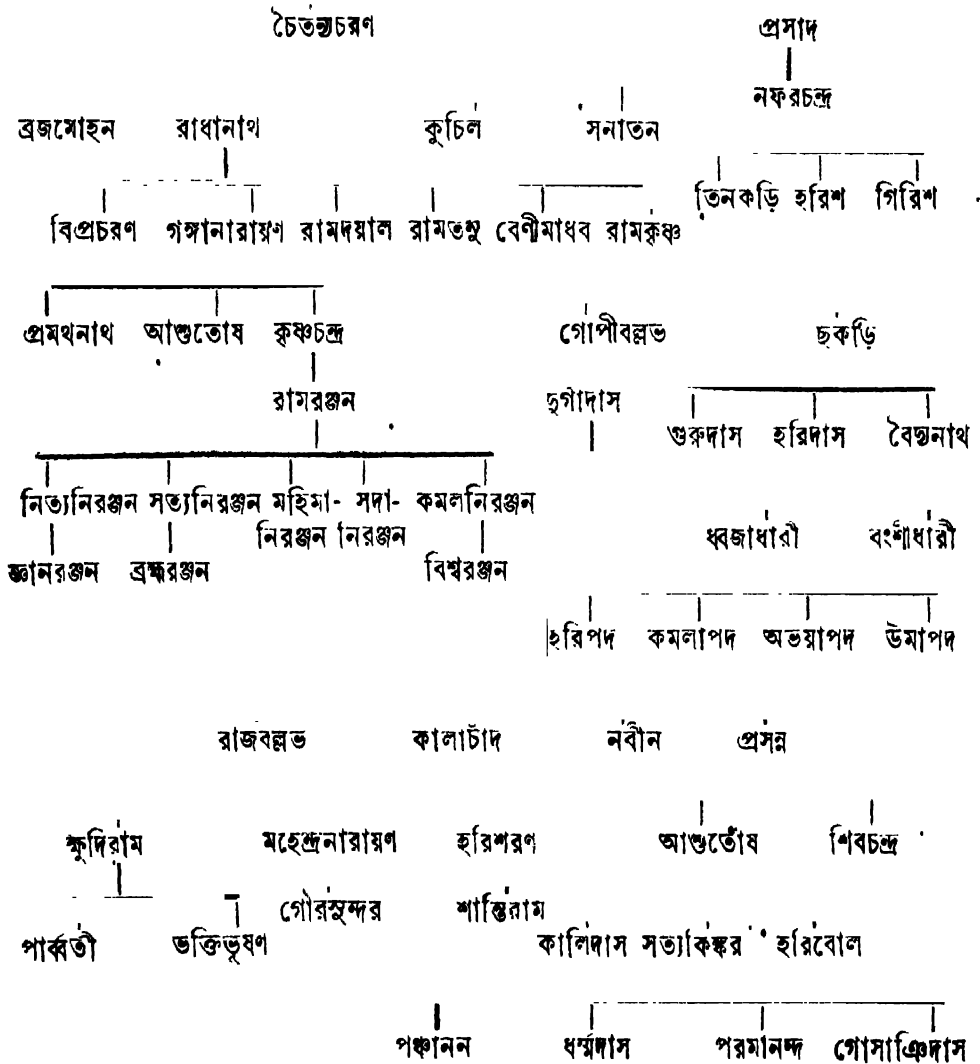
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের আধুনিক সমাজ

পূর্ব্বে লিখিয়াছি, অধুনাতন রাঢ়ীয় কুলীন ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট সমাজ নাই, কিন্তু বেশীদিনের কথা নয়, একশত বর্ষ পূর্ব্বেও কুলীন ব্রাহ্মণদিগের নিবাসভূত বিশেষ বিশেষ সমাজ প্রসিদ্ধ ছিল। আমরা যশোর জেলাস্থ শাঙ্কাডাঙ্গার প্রসিদ্ধ ঘটক উমাকান্ত তর্কাচার্য্যের গৃহ হইতে কতকগুলি পুথি পাইয়াছি, তাহা হইতে প্রধান প্রধান কুলীন সন্তানদিগের বাসনির্দ্দেশক বিভিন্ন সমাজের এইরূপ উল্লেখ আছে :—

বন্দ্যঘটী-বংশের সমাজ

নং বং শ্রীকৃষ্ণজ রামেশ্বরবংশে রামকান্তগোষ্ঠীর সমাজ ধূলিয়াপুর, রাধাকান্তবংশীয় বাঞ্ছারামের বাদপুখুরে, কাশীশ্বরগোষ্ঠী জগন্নাথের গোপালপুর (পরগণে সিলমপুর), বিষ্ণুদাসজ রামকৃষ্ণগোষ্ঠীর হরিণডুগী (পরগণে মলই), চন্দ্রশেখরগোষ্ঠী শ্যামরামবংশের পুঁড়া, গৌরীকান্তগোষ্ঠী কামদেববংশের মহেশ্বরপাশা, নপাড়ী যদুবংশীয় দুর্গাদাসগোষ্ঠী গোবিন্দের বেহালা, কৃপারামাদির জয়নগর ও হাতিগড়, কৃষ্ণরামের নবগ্রাম, শ্রীকৃষ্ণের ধারা রাধাকান্তবংশীয় বাঞ্ছারামের বাদপুখুরে।

বাবলার নারায়ণগোষ্ঠীর সমাজ বীরভূম ও গঙ্গারামপুর, গুণানন্দবংশীয় শ্রীচন্দ্রগোষ্ঠীর বসই ও নপাড়া, রঘুনাথ তর্কবাগীশগোষ্ঠীর মৈয়াড়ি ও বিশাড়া, মুকুন্দ ভট্টাচার্য্যের শান্তিপুর, উলা ও গুপ্তিপাড়া। কন্দোর ধারা (মেল শতানন্দখানী) রঘুনাথের ছয়ঘরিয়া। মল্লিকের ধারা ঘটকবংশের ছয়ঘরিয়া, কুশদহ। রামেশ্বরের জয়দিয়া; কেশবের হোগলা (দক্ষিণে), নিত্যানন্দের ঘোড়ানাশ, বিশ্বনাথের টৈয়া-বৈদ্যপুর, আনন্দরামের শিঙ্গা, কাশীনাথ সিদ্ধান্তবাগীশবংশের পাটুলি, ভবদেববংশের নলে ও ভূষণা। বৎসের ধারা জগাইবংশের কুমড়াবাটী, করুণাময়বংশের সুকপুখুরিয়া। উৎসাহের ধারা বলভদ্রবংশ রামন্যায়ালঙ্কারগোষ্ঠীর নদীয়া, গোপীকান্তগোষ্ঠীর বাঁশবাড়িয়া, রামনাথ তর্কপঞ্চাননগোষ্ঠীর দমদমা। বৎসের ধারা প্রমোদনগোষ্ঠীর রায়বংশের পরাহাটী ও বলরামরায়বংশের ভাটপাড়া।

সাগরদিয়ার হরির ধারা মনোহরগোষ্ঠী রঘুদেববংশের মিশ্র, ভবনাথবংশের হাতিয়াগড়, জগজ্জীবনবংশের পালপাড়া, কৃষ্ণচরণবংশ গোবিন্দের সামন্তা। ... রা রাজারাম ও রামেশ্বরের সলুয়া, রামনারায়ণবংশের বাধাডাঙ্গা ও ... তেলকূপী; রাধাবল্লভগোষ্ঠী কৃষ্ণরামবংশের গোবরাপুর; অনন্তবংশ ... রুদাসের কুমারখালি, শ্রীপতির ধারা রুদ্ররাজবংশীয় মাণিক ... দপুর।

ধারা গঙ্গানন্দগোষ্ঠীর উলা ও ঘোলা, দিগম্বরজ দুর্গাবরাচার্য্যগোষ্ঠী ঘনশ্যামতর্কালঙ্কারের মামুদপুর, দুর্গাবরের ধারা গঙ্গাদাসজ রামানন্দবংশীয় কাশীগোষ্ঠীর সুখপুখরে, তেকুগোষ্ঠীর ফতেপুর ও সালিখা, রাজাবগোষ্ঠী যাদুবংশের জয়দিয়া ; তেকড়ির ধারা নন্দনচক্রবর্ত্তিগোষ্ঠীর খেদাপাড়া। ধনো অর্জ্জুনবংশের বিক্রমপুর, দাউলি, মাজিয়াগ্রাম ও গাঁথা ; কামচৌধুরীগোষ্ঠীর বরিজহাটী, ধনপতিবংশ রাজেন্দ্রের বোড়ো, ফরাসডাঙ্গা, বিষ্ণুপুর ; রঘুপতির ধারা শিবানন্দগোষ্ঠীর বাকলা, হরিদাসের ধারা মুকুন্দচক্রবর্ত্তীগোষ্ঠী আনন্দীরাম বিদ্যাবাগীশের রায়সা ও নদীয়া, রামচন্দ্রজ গোপালবংশের নদীয়া, বায়সা ও মাটিয়ারি, জয়কৃষ্ণগোষ্ঠী দুর্গারামের সলুয়া, রত্নেশ্বরজ রঘুনাথগোষ্ঠী শ্যামের নগরচাপ ও বালি, শিবদাসগোষ্ঠীর মালিপাড়া, শ্রীপতির মসাগাঁ (পরগণে সিমলাবাদ) মনোহরের ধারা রঘুনাথগোষ্ঠী রামবিদ্যাবাগীশবংশের মসুণ্ডা, নারায়ণগোষ্ঠীর জানকীবংশের শিবপুর, গোপীনাথগোষ্ঠীর (বালি মেল) কলিকাতার নিকট গোবিন্দপুর, কেশবগোষ্ঠী শিবরামের (মেল আনন্দখানি) সন্তান গঙ্গাপ্রসাদের কাঙ্কুড়, দোকড়ীগোষ্ঠী মৃত্যুঞ্জয়ের খড়িগাছি কেশবগোষ্ঠীর শ্রোত্রিয়াস্থ চূর্ণাকুণ্ড, শ্রীবল্লভগোষ্ঠীর নথকুল (পরগণে জয়পুর), গৌরীনাথগোষ্ঠী (মেল সর্ব্বানন্দী) রামতর্কবাগীশবংশের বাকলা ও করুণাগ্রাম, ভুবনাথবংশ রামনাথন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের বাঁসবাড়িয়া, বিষ্ণুভট্টজ জনার্দ্দনগোষ্ঠী রামগোপালের বাকলা, কমলনয়ন ভাণ্ডারী আচার্য্যগোষ্ঠী রামনাথতর্কপঞ্চাননের বাঁসোন ও বাকসা, বৃন্দাবনবংশের খাড়ুয়া, মধুসূদনগোষ্ঠী আনন্দের কাঁটোয়া, জয়রামবংশ আত্মারামের জিরাট, অনন্তরামবংশের সিউড়ি। বিভোচট্ট ধারে গাঙ্গ ব্রজেশ্বরচক্রবর্ত্তী গোষ্ঠী রামচন্দ্রতর্কালঙ্কারবংশের খেদাপাড়া। চৈতল জগন্নাথজ গোবর্দ্ধনগোষ্ঠী রামনাথসার্ব্বভৌমের মালিপাড়া গোপীকবগোষ্ঠী রামানন্দ বিদ্যালঙ্কারবংশের কাঁপাপাড়া, রামনাচার্য্যের সিমলা, বাসুদেববংশ মুকুন্দ ন্যায়পঞ্চাননের পাটলী (বলাগড়)।

অবসথি বাদবের ধারা শ্রীরামখান্ গোষ্ঠীর বিজয়পুর মনোহরবংশ বিনোদরায়গোষ্ঠীর জয়দিয়া, সদাশিবজ গুণরাজখাঁর গোষ্ঠী নিমাইমল্লিকের কামনা, গণজ নন্দকুমারের খাজরাপাড়া, জগাইমল্লিকগোষ্ঠীর বোড়াই, জগাইমল্লিকজ নারায়ণগোষ্ঠীর নাল ও বিষয়খালি, কমলেশ্বরগোষ্ঠী গোবিন্দমল্লিকবংশের রামখালি, বামদেববংশের সাঞ্চাডাঙ্গা, রামভদ্রবংশের নালে, জয়রামবংশ কৃষ্ণচন্দ্রের পাঁচই, সীতারামবংশ রামমোহনের আঠারখাদা, রাধাকান্তবংশ পীতাম্বরের মাধবকাটি, রাঘাইর ধারা দামোদরজ মদনাথগোষ্ঠীর মান্দারডাঙ্গা, গঙ্গারামবংশীয় কালীচরণ সিদ্ধান্তের চন্দনীমল্ল, মধুসূদনবংশ রূপরাম বিদ্যাভূষণের পিলজঙ্গ, দামোদরজ বিষ্ণুবংশের গহেরপুর, রামগোবিন্দন্যায়ালঙ্কারের কসবা। তেকড়ির ধারা রবিকরগোষ্ঠী রামশরণের নারায়ণপুর ও তাঁহার ভ্রাত [illegible] ড়াবাটী। অং চং অচ্যুতবংশ সুরানন্দসার্ব্বভৌমের কুমারহট্ট, চৈং চং [illegible] গোপালপুর।

[illegible]ার আধুনিক সমাজ

[illegible]বংশের হালিসহর ও উত্তরপাড়া, নারায়ণ-সুবুদ্ধি-

রায়বংশের আড়িয়াদহ ও ঢাকুর। গৌরীরায়বংশের বড়িসা, রমাকান্তরায়বংশের নিমতা, কাশীশ্বররায়বংশের দক্ষিণেশ্বর, সরশুনা ও বেহালা। রমাকান্তজ নারায়ণগোষ্ঠীর পানিহাটী। কেশবের ধারা পার্ব্বতীদাস ন্যায়ালঙ্কার রাজপুরোহিতবংশের নলডাঙ্গা, আসাইপুর, সরডাঙ্গা ও রাজাপুর, বসুন্ধরগোষ্ঠীর বক্সিরা, আন্দুলবাড়িয়া, বিজয়পুর, মাটিয়ারি, বায়সা ও চৌবাড়িয়া। তেকড়ির ধারা যোগাইবংশ রায়গোষ্ঠীর মাহেশ, ভবাইগোষ্ঠীর কামালপুর। পূরাইর ধারা কৃষ্ণদেববংশের অম্বিকা, ইছাপুর, দামপাড়া ও নাড়িয়া (বঙ্গে)। শূলপাণির ধারা চতুর্ভুজ-বংশে রাজেন্দ্রগোষ্ঠীর মণিরামপুর ও খড়দহ। কামদেবের ধারা জয়দেবগোষ্ঠীর প্রতাপকাটী; রাঘাইর ধারা রামদেবগোষ্ঠীর আনরপুর। বিশাইর ধারা চক্রপাণিবংশের নলে, ধরণীধরবংশ চৈতন্যকৃষ্ণাচার্য্যগোষ্ঠীর সাধুহাটি, রাজেন্দ্রাচার্য্যবংশের মধুহাটী, নন্দনাচার্য্যবংশের বোড়াই, সনাতন আচার্য্যসিংহ-বংশের পাড়্খালি, কুমড়াবাটী, রামখালি, বিষরপালো ও পরাহাটি; শ্রীকান্তের ধারা আনন্দিরামবংশের আমতলি ও ইদিলপুর। দামোদরের ধারা নাগবংশের রায়পুরাদি।

কাঞ্জিলালের আধুনিক সমাজ

কালিদাস কাঞ্জির ধারা মুকুন্দবংশের বনগা, রত্নেশ্বরগোষ্ঠী রামকুমারের পুরন্দরপুর, রঘুদেববংশের সিঙ্গা। দামোদরের ধারা গঙ্গাদাসগোষ্ঠীর মালঞ্চপাড়া, মধুসূদনাচার্য্যবংশ খগেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের পিলা ও কামারডাঙ্গা, আনন্দাচার্য্যবংশের চাতরা ও ধাবড়া। গোপীবংশ রমাপতিসিদ্ধান্তের কুমরিয়া ও চাড়েরঘোপ। গঙ্গাধরের ধারা বনমালিবংশ খাঁ মথুরেশমল্লিক-গোষ্ঠীর ডুমুরে, ফতেপুর, বাকলা, রহমৎপুর ও দাঁড়িয়া; হলধরগোষ্ঠীর বিষ্ণুপুর ও হাতেগড়।*

* দুঃখের বিষয় এখানে পুথিখানি খণ্ডিত হওয়ায় অপরাপর বংশের আধুনিক সমাজ স্থির হইল না। এই পুথিখানির ১ম পাতের উপর স্থলবসন্তপুরের পাকড়াসী এবং তেওতার মাসচটক সম্বন্ধে লিখিত আছে— "কাং বং দুর্গাদাসজ রত্নেশ্বর অস্য কন্যা লাঙ্গলমুড়া পাকড়াসী কৃষ্ণরামরায়ে তৎপুত্র গঙ্গাধর, তৎপুত্র বিষ্ণুরাম সাং তেঘরি। তেঘরিনিবাসী পূর্ব্বে বিশ্বনাথরায় স চ হেমন্তসিংহকনৌজস্য পারচারকঃ পোষ্যপুত্রঃ. বা গদাধররায়স্য পরিচারকঃ কেচিৎ। আদি হরিহরবাগীশস্য মূলকান্দিগ্রামে রূপবাচস্পতেঃ কন্যাবিবাহঃ খড়রা গ্রামে বসতিঃ পশ্চাৎ রসপুরে বাসঃ, সাধারণব্রাহ্মণঃ পশ্চাৎ ব্রাহ্ম[illegible] [illegible]তিঃ। লাঙ্গল-মুড়া ঐরূপ। ......তেওতার মাসচটক আদি মাধবরায় তৎসুত [illegible] সিয়ালগ্রামে বাস নাগরপুরুষোত্তম ব্রজ হইতে আসিয়াছিল সে সন্তান-নিয়মাভাব [illegible] সমাপ্ত

বিংশ পরিচ্ছেদ

(সমাজ-সংস্কার)

রাঢ়ীয় কুলীন সমাজের অধঃপতনের কারণ পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি। বন্দ্যকবি হেমচন্দ্র কুলীন-সমাজের পরিণাম লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন,—

"আরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার
এই কি তোদের দয়া, সদাচার ?
হ'য়ে আর্য্যবংশ অবনীর সার—
রমণী বধিছ পিশাচ হ'য়ে।

* * *

দেখরে নিষ্ঠুর হাতে ল'য়ে মালা
কুলীন সধবা অনূঢ়া অবলা
আছে পথ চেয়ে পতির উদ্দেশে,
অসংখ্য রমণী পাগলিনী বেশে—
কেহ বা করিছে বংমালাদান
মুমূর্ষুর গলে হয়ে ম্রিয়মাণ
নয়নে মুছিয়া গলিত বারি।"

বলা বাহুল্য, সমাজে দুর্নীতি ও পাপস্রোত লক্ষ্য করিয়া অনেক মহাত্মারই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজ মর্ম্মে মর্ম্মে ক্ষত-বিক্ষত ও আহত হইলেও দৈবীবরী কুলীন নামের অপূর্ব্ব আখ্যায় মুগ্ধ হইয়া সামান্য স্বার্থের জন্য অশাস্ত্রীয় মেলপর্য্যায়প্রথা সহসা উঠাইয়া দিতে অনেকেই সাহসী হন নাই—যাঁহারা কুলীনসমাজের কুপ্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় অগ্রণী। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিষেধবিষয়ক দুইখানি পুস্তক লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, পশ্চিম বঙ্গে তৎপূর্ব্বেই কুলীন সমাজের পূর্ব্ব প্রভাব কমিয়া আসিতেছিল,—অনেক কুলীন মেলভঙ্গ বা কুলভঙ্গ করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহনিষেধ-বিষয়ক আন্দ[illegible] প্রকাশ্যভাবে গৃহীত না হইলেও পরোক্ষে যে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছি[illegible] এ অঞ্চলে অনেক শ্রেষ্ঠ কুলীনই কুল ভাঙ্গিয়া ছিলেন ও বহু[illegible] এ অঞ্চলে নিকষ কুলীন যে নাই, তাহা বলিতেছি না। [illegible] চলে। পূর্ব্বের তুলনায় শতকরা একজন নিকষ

কুলীন মেলাও কঠিন। যে সকল নিকষ কুলীন এখনও বর্ত্তমান, তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় আর কুলের গৌরব করেন না, বরং কন্যাদায়ে সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে জর্জ্জরিত। পূর্ব্ব পুরুষের নামের দোহাই দিয়া যেন বাধ্য হইয়াই অতিকষ্টে কুলীনত্ব বজায় রাখিয়া আসিতেছেন। পশ্চিম বঙ্গের কুলীনসমাজের এইরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই একদিন ৺প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন "পশ্চিমবঙ্গে কৌলীন্যের বিষদন্ত ভঙ্গ হইয়াছে।" এখনও মধ্যবঙ্গে (যশোর জেলায়, লক্ষ্মীপাশা নামক গ্রামে কেবল বিগত স্মৃতির কতকটা নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে কুলীনসমাজের প্রভাব এখনও বেশ রহিয়াছে। অবশ্য পূর্ব্বে যেখানে খরস্রোত চলিয়াছিল, এখন সেখানে মজা ধরিয়াছে।

যে ব্যক্তি পূর্ব্ববঙ্গের কুলীন-সমাজ-সংস্কারে দেহ ও মনঃ-প্রাণ অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় ৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পশ্চিম বঙ্গে এই মহাত্মার নাম অনেকের অপরিচিত হইলেও পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মণসমাজে এই মহাত্মা বিশেষ সুপরিচিত। এই মহাত্মা ১২৩২ সালে ১৫ই মাঘ বিক্রমপুরের অন্তর্গত তারপাশা গ্রামে ফুলিয়ার মুখুটী সুপ্রসিদ্ধ বিষ্ণু ঠাকুরের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পশ্চিম বঙ্গের বেলঘরিয়া গ্রামে রাসবিহারীর পৈতৃক নিবাস ছিল। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা তারপাশা গ্রামে বিবাহ করেন এবং সেই সূত্রে মাতার মাতামহ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া তারপাশা তাঁহারও আবাসস্থল হয়। অতি শৈশবেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। সুতরাং পিতৃব্যের উপর তাঁহার শিক্ষার ভার অর্পিত ছিল। বাল্যকালে কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে না পারায় বাঙ্গালা শিক্ষাও তাঁহার ভাগ্যে ভালরূপ ঘটিয়া উঠে নাই। রাসবিহারী বাল্যকাল হইতেই বহুবিবাহের বিরোধী থাকিলেও পিতৃব্যের উৎপীড়নে তাঁহাকে আটটী বিবাহ করিতে হয়। পরিশেষে অর্থ-লোভী পিতৃব্য তাঁহাকে অষ্টাধিক বিবাহে অসম্মত দেখিয়া বহুশত টাকার ঋণভার দিয়া তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া দেন। তখন ঋণপরিশোধের ও পরিবার প্রতিপালনের জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আরও ছয়টী রমণীর পাণিপীড়ন করিতে হইল। এইরূপে কিয়ৎপরিমাণে অর্থাভাব দূর হইলে চাকরি পাইবার আশায় তিনি সামান্যরূপ বাঙ্গালা লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করেন এবং অবশেষে কোন জমিদারের কৃপায় তহশীলদারী কার্য্য পাইয়া অতিকষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করিতে থাকেন।

বাল্যকাল হইতেই রাসবিহারীর বঙ্গভাষায় কবিতা ও সঙ্গীতরচনা করিবার অভ্যাস ছিল। তিনি প্রথমতঃ 'রমণীরমণ" নামক একখানা পদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তৎপরে ক্রমান্বয়ে "বিদ্যাবিধি" ও "শৈশবজ্ঞানচন্দ্রিকা" নামক কবিতাগ্রন্থ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "সীতার বনবাসের সারাংশ লইয়া পদ্যে "সীতার বনবাস" নামক গ্রন্থ এবং "সুবি[illegible] সংশোধিনী" নামে কৌলীন্যসংস্কার সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করেন। বল্লা[illegible] শত হইলে অনেকে তাঁহাকে পাগল বলিয়া মনে করিয়াছিল। ক[illegible] পাণিপীড়ন করিয়াছেন, তাঁহাকে লোকে উপহাস করিতেই প[illegible] ভালেবী

বলিয়া যত না বিখ্যাত, সমাজসংস্কারক বলিয়া ততোধিক খ্যাতিলাভ করেন। দেবীবরী কুপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া কেবল সৎসাহসের পরিচয় নহে, মহত্ত্বেরও পরিচায়ক বটে। যে জঘন্য বর্ব্বর প্রথায় বহু কুলীনকন্যা আজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া "যমবরণ" নামে অভিহিতা হইত, যে অত্যাচারে কুসুমকোমলা সুকুমারী বালিকা অকালে শুকাইয়া যাইত, যে কুৎসিত প্রথার বলে অশীতিপরা বর্ষীয়সী রমণী দৌহিত্রপ্রতিম বালকের গলে মাল্যপ্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইত না। সমাজ হইতে সেই জঘন্য কুপ্রথা রহিত করিতে যিনি বদ্ধকর, তাঁহাকে মহানুভব ভিন্ন আর কি বলিব? এই জঘন্য কুপ্রথা রহিত করিবার জন্য মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিক্রমপুরের প্রধান প্রধান সমাজে পুস্তকবিতরণ ও মৌখিক বক্তৃতা দান করেন, ইহাই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রোত্রিয় ও বংশজদিগের মধ্যে কন্যাপণনিবারণের চেষ্টা করেন। কন্যাপণ ও বহুবিবাহনিবারণ মানসে নানাস্থানে ভ্রমণ, বৃহৎ বৃহৎ সভায় বক্তৃতা, সংবাদপত্রে বিবিধ প্রবন্ধ লিখিয়া কুলপ্রথা-সংশোধন ও কন্যাপণ নিবারণের চেষ্টা করেন। মেল-পর্য্যায় ভঙ্গ করিয়া বহুবিবাহলোপ ও কন্যাপণনিবারণ করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

১২৮২ সালে ২৪এ অগ্রহায়ণ রাসবিহারী পর্য্যায় ভঙ্গ করিয়া নিজ কন্যার বিবাহ দেন। কুলীনসমাজে ইহাই সর্ব্বপ্রথম বিপর্য্যয়বিবাহ। ১২৮৪সনে মেলভঙ্গ করিয়া আবার নিজ পুত্র-কন্যার বিবাহ দিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের কৌলীন্যসংস্কারের ইতিহাসে ইহা একটী স্মরণীয় দিন। ইনি গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই কুপ্রথা নিবারণের জন্য আবেদনপত্র প্রেরণেও পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। ১৩০১ সালে এই মহাপুরুষের দেহান্তর ঘটে।

তিনি কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে যে সমস্ত সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, এস্থলে তাহার দুইটী উদ্ধৃত হইল—

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

বল্লালী তুই যারে বাংলা ছেড়ে।
ডুব্‌লো ভারত কদাচারে দেখাব না আর যারে ছারেখারে।
ভ্রূণহত্যা সঙ্গে করে ব্যভিচার তুই যারে ম'রে,
পাপস্রোতে ভাসালিরে বঙ্গমায়ে অপার পাথারে।
কমলিনী সমান সব কুলীনের মেয়ে,
অনাথিনীর বেশে থাকে মলিনা হয়ে,
(এরে) ওদের দশা মনে হ'লে দুঃখেতে পাষাণ গলে,
কেউ নাই ওদের দশা বলে সদা মনানলে জ্ব'লে মরে।
শ্রোত্রিয় বংশজ বংশ গেলরে নিপাত,
কুলীনকুমারী, করে অশ্রুপাত
পতি তারা বলে সমাজপতি,
শক্তি দম্ভে কাঁপায় বঙ্গ পদভরে।

রাগিণী বসন্ত—তাল-বৎ।

বহুদিন পরে এসেছি চিনি না শ্বশুরবাড়ী।
কোন্‌পথে যাইব মাগো বিশ্বনাথ বাঁড়ুয্যের বাড়ী।
যারা ছিল ছেলে পিলে তাদের হল ছেলে পিলে,
বিয়ে করে গেলাম ফেলে, বয়ে গেল বছর কুড়ি!
বাড়ীঘর আর নাহি চিনি, কেবল শ্বশুরের নামটী জানি,
উত্তরেতে বাগানখানি, সুপারি সব সারি সারি।
দ্বিজ রাসবিহারী বলে আর ত হাসি রাখ্‌তে নারি।
তুমি যারে নাও বল, সে বটে তোমার নারী। *

রাসবিহারীর এরূপ বহুতর গীত ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলে আজও অনেকে গাইয়া থাকে। তাঁহার পুনঃ পুনঃ করুণ আবেদন ও এই সকল গীতের প্রভাব যে কুলীন সমাজের কোন কোন মর্ম্মে প্রবেশ না করিয়াছে এমন নহে। বহুদিন রাসবিহারী মরধাম ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের সহৃদ্দেশ্য এতদিন পরে কার্য্যে অঙ্কুরিত হইতেছে। অনেকে আশা করেন, আর কিছুদিন পরে এই নিদারুণ কুপ্রথা একেবারেই বিলুপ্ত হইবে।

বেদ, গোত্র ও প্রবরের পরিচয়

অনেকেরই বিশ্বাস, রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সকলেই সামবেদী কুথুমশাখাধ্যায়ী। রাঢ়ীশ্রেণীর প্রায় সকলেই সামবেদীয় হইলেও অতি অল্পসংখ্যক ঋগ্বেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয় দেখা যায়। বিক্রমপুর অঞ্চলে কাশ্যপগোত্রীয়দিগের মধ্যে দুই এক ঘর যজুর্ব্বেদী আছে। ফরিদপুরের শাণ্ডিল্য ও ভরদ্বাজের মধ্যে দুই একজন ঋগ্বেদী পাওয়া যায়। বীরভূমের হেতমপুররাজবংশ যজুর্ব্বেদী। ইহা হইতে বোধ হয়, পূর্ব্বকালে রাঢ়ীশ্রেণীর মধ্যে সকল বেদীই ছিল, গৌড়ে অন্য বেদচর্চ্চা বিলোপের সহিত ভিন্ন বেদীয় ব্রাহ্মণ বিলুপ্ত হইয়াছে, কেবল দুই একজন মাত্র অতীতের ক্ষীণ স্মৃতি প্রকাশ করিতেছে।

ভবদেবভট্টের পদ্ধতি অনুসারে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের সংস্কারকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

[অপর পৃষ্ঠায় ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তি দ্রষ্টব্য।

রাঢ়ীশ্রেণীর যে পঞ্চগোত্রের উল্লেখ করিয়াছি, এই পঞ্চগোত্রের এইরূপ প্রবর দৃষ্ট হয়। যথা—

শাণ্ডিল্য	...	...	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।
কাশ্যপ	...	...	কাশ্যপ, অপসার, নৈধ্রুব।
বাৎস্য	...	...	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্লুবৎ।
ভরদ্বাজ	...	...	আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
সাবর্ণ	...	...	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্লুবৎ।

উপরোক্ত পঞ্চগোত্রীয় কুলীন ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ সন্তান-মধ্যে কেহ কেহ হীনকার্য্য বা হীনসংস্রবে ভাট, অগ্রদানী, পীরালী প্রভৃতি কএকটী নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ [illegible] হইয়াছেন।

ব্রাহ্মণকাণ্ডের প্রথমাংশ সমাপ্ত।

* এই গীতটী কোনও সত্যঘটনাবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল।

শ্রীভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তি* ।

(প্রতিলিপি †)

(১ম পংক্তি)— ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

গাঢ়োপগূঢ়কমলাকুচকুম্ভপত্রমুদ্রাঙ্কিতেন বপুষা পরিরিপ্সমানঃ ।

মালুপ্যভামভিনবা বনমালিকেতি বাদেশবতোপহসিতোঽস্তু হরিঃ শ্রিয়ে বঃ ॥ (১)

বাল্যাৎ প্রভৃত্যহরহর্যাদুপাসিতাসি বাগ্দে-

(২য়)— বতে তদধুনা ফলতু প্রসীদ ।

বক্তাস্মি ভট্টভট্টদেবকুলপ্রশস্তিসূক্তাক্ষরাণি রসনাগ্রমধিশ্রয়েথাঃ ॥ (২)

* উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বর-মন্দিরের সিংহদ্বারের অনতিদূরে দক্ষিণদিকে পুণ্যসলিল বিন্দুসাগরের তটে অনন্তবাসুদেবের মন্দির অবস্থিত। এই শৈলময় সুবৃহৎ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষেই ভবদেবভট্টের আলোচ্য কুল-প্রশস্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বর্ত্তমান অনন্তবাসুদেবের মন্দির-চত্বরে প্রবেশ করিলেই বামভাগে প্রাচীরগাত্রে দুইখানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়, ইহার মধ্যে আয়তনে যেখানি কিছু বড়, সেখানি স্বপ্নেশ্বরদেবের সময়ে উৎকীর্ণ; এখানি পূর্ব্বে অন্য মন্দিরে ছিল এবং তথা হইতে এসিয়াটিক সোসাইটীতে আনীত হইয়াছিল। তৎ[illegible] পাণ্ডাদিগের আবেদনে কর্ণেল কিটো, প্রায় ৫২ বর্ষ হইতে চলিল, বর্ত্তমান স্থানে আনিয়া রাখিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত আয়তনে যেখানি ক্ষুদ্র, সেইখানিই ভট্টভবদেবের কুলপ্রশস্তি। ভবদেব এই অনন্তবাসুদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলে তাঁহার মিত্র বাচস্পতিমিশ্র, ভবদেবের মাহাত্ম্য-প্রকাশার্থ এই কুলপ্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই শিলাফলকখানি মন্দিরের অভ্যন্তরেই ছিল। তৎপরে ৫২ বর্ষ হইল, কিটো সাহেব পূর্ব্বকথিত স্বপ্নেশ্বরের লিপির সহিত এখানিও প্রাচীরগাত্রে আঁটিয়া দিয়াছেন। স্বপ্নেশ্বরদেবের শিলালিপি আমিই সর্ব্ব-প্রথম পাঠোদ্ধার করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি। (Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1897 pt I. p. 11-23) আলোচ্য ভবদেবের কুলপ্রশস্তির পাঠও কাপ্তেন মার্সাল সাহেব কর্ত্তৃক বহুদিন হইল এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং রাজা রাজেন্দ্রলাল তাঁহার উৎকলের পুরাতত্ত্বে তাহাই অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মহা-আদরের ধন এই কুলপ্রশস্তি এ পর্য্যন্ত মূল প্রকৃতিক (Photo) ও লিপির পংক্তি-অনুসারী বিশুদ্ধ পাঠসহ প্রকাশিত না হওয়ায় আমরা এক্ষণে প্রতিকৃতিসহ যথাযথ পাঠ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। এই গ্রন্থের মুখপত্রেই মূল শিলাফলকের ফটো দিয়াছি। উক্ত শিলাফলকের ফটো এই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইল। শিলাফলকের আয়তন দৈর্ঘ্যে ২ হাত ৪ অঙ্গুলি ও প্রস্থে ১ হাত ২ অঙ্গুলি। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ২৫ পংক্তি উৎকীর্ণ ও প্রত্যেক অক্ষর ১ অঙ্গুলি পরি[illegible] অক্ষরাবলি দেখিলেই খৃষ্টীয় ১০ম বা ১১শ শতাব্দীর প্রাচীন বঙ্গীয় অক্ষর বলিয়া মনে হয়।

† মূল শিলা[illegible] থইতে) এই প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়াছি। বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী অংশ মূল লিপিতে না[illegible]

শ্রীভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি

যো বর্দ্ধয়ন্ বসুমতীঞ্চ সরস্বতীঞ্চ
দ্বেধা ব্যধত্ত নিজনামপদং সদর্থং ॥ (১২)
বন্দ্যাং বন্দ্যঘটীয়স্য ব্রহ্মণঃ প্রযতাং সুতাং।
সাঙ্গকামঙ্গদারভুং পত্নীং স পরিণীতবান্ ॥ (১৩)
তস্যাং স্বপ্নবিধা-
(৯ম)— নবোধিতনিজোৎপাদঃ স দেবো হরি-
র্জাতঃ শ্রীভবদেবমূর্ত্তিরমুতঃ ক্ষ্মামণ্ডলীকশ্যপাৎ।
যৎপাণিপ্রণয়িদ্বয়ং জলজয়োরালক্ষিতং লক্ষ্মণা
যস্যান্তর্ন্নিহিতোহস্তি কৌস্তুভ ইতি জ্ঞাতং প্রকাশোদয়াৎ ॥ (১৪)
লক্ষ্মীং দক্ষিণদোষ্ণি-মন্ত্রবিভবে বিশ্ব-
(১০ম)— স্তরামণ্ডলং
জিহ্বাগ্রে চ সরস্বতীং রিপুতনৌ নাগান্তকং পত্রিণং।
চক্রং পাদতলে নিবেশিতবতা দিব্যং তদাত্মং বপু
র্নিহ্নোতুং নিজচিহ্নমেতদমুনা নূনং বিপর্য্যাসিতং ॥ (১৫)
যন্মন্ত্রশক্তিসচিবঃ সুচিরং চকার রাজ্যং স ধর্ম্মবিজয়ী
(১১শ)— হরিবর্ম্মদেবঃ।
তন্নন্দনে চলতি যস্য চ দণ্ডনীতি-বর্ত্মানুগা বহলকল্পলতেব লক্ষ্মীঃ। (১৬)
সৎপাত্রস্য মহাশয়স্য কমলাধারস্য যস্য ক্ষমাং
বিভ্রাণস্য গুণাম্বুধেরকলিতস্যান্তর্দীনাত্মনঃ।
মর্য্যাদামহিমপ্রসা-
(১২শ)— দশুচিতাগাম্ভীর্য্যধৈর্য্যস্থিতি-
প্রায়াঃ প্রায়শ এব বাক্পথমতিক্রান্তাঃ স্বদন্তে গুণাঃ ॥ (১৭)
মহাগৌরী কীর্ত্তিঃ স্ফুরদসিকরালা ভুজলতা
রণক্রীড়া চণ্ডী রিপুরুধিরচর্চ্চা রণভুবঃ।
মহালক্ষ্মীমূর্ত্তিঃ প্রকৃতিললি-
(১৩শ)— তাস্তা গির ইতি
প্রপঞ্চং শক্তীনাং যমিহ পরমেশং প্রথয়তি ॥ (১৮)
যদ্ব্রহ্ম[illegible] [illegible]লীয়সি মন্দবীর্য্যঃ খদ্যোতপোতকরণিং তরণিস্তনোতি।
উচ্চৈস্[illegible] [illegible] [illegible]ীরে জাতস্[illegible] [illegible]শ্বরী নম্ন জামুদগ্নঃ ॥ (১৯)

প্রথিতরতিবিভাবস্থানমুদ্যানবন্ধুং ॥ (৩২)

তস্যৈব প্রিয়সুহৃদা দ্বিজাগ্রিমেণ শ্রীবাচস্পতিকবিনা কৃতা প্রশস্তিঃ।

আকল্পং শুচিসদনে সুমূর্তিকীর্তিরধ্যাস্তাং জঘনমিয়ং সুবর্ণকাঞ্চী ॥ (৩৩)

(২৫শ)—প্রশস্তিরিয়ং বালবলভীভুজঙ্গাদপরনাম্নঃ ভট্টশ্রীভবদেবস্য ॥

অনুবাদ

যিনি কমলাকে প্রগাঢ়রূপে আলিঙ্গন করায় তাঁহার কুচকুঙ্কুমপত্ররচনা দ্বারা অঙ্কিত হইয়া পরে বাগ্‌দেবীকে আলিঙ্গন করিতে অভিলাষী হইলে—"তোমার অভিনব বনমালা নষ্ট করিও না" এই বলিয়া বাগ্‌দেবী কর্ত্তৃক উপহসিত হইতেছেন, সেই হরি তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন। (১)

হে বাগ্‌দেবতে! তুমি প্রসন্না হও। আমি বাল্যকাল হইতে প্রতিদিন তোমাকে যে উপাসনা করিয়াছি, অধুনা তোমার প্রসাদে তাহা আমার ফলবতী হউক। আমি ভবদেব-ভট্টের কুলপ্রশস্তির মধুর অক্ষর সমুদায় বর্ণন করিব, তুমি আমার রসনার অগ্রভাগে আসিয়া উপবেশন কর। (২)

সাবর্ণ মুনির সুমহান্ বংশে যে সকল শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণ রাজপ্রদত্ত একশতখানি গ্রামে বাস করিতেন। তন্মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তভূমির ভূষণ-স্বরূপ **সিদ্ধল** গ্রামই সমস্ত গ্রামের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বদা বিখ্যাত হইয়া **রাঢ়াশ্রীর** অলঙ্কাররূপে বর্ত্তমান। (৩)

(সেই) বংশ* উত্তমপ্রশাখাযুক্ত, স্থিতিশীল, দৃঢ় বদ্ধমূল (বনিয়াদী), এবং নানা শাখাশ্রয়ী বর্গী দ্বিজগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত; গ্রন্থিহীন, অবক্র, সরল, সুপর্ব্ব ও সর্ব্বোন্নত হইয়া সুখে প্রশ্রয়লাভ করিয়াছিল। (৪)

ঐই বংশে চূড়ামণি-স্বরূপ, তাপনসদৃশ করদাতা এবং (ভগবান্) ভবের ন্যায় নিখিল বিদ্যার আকর, ভবদেব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। (৫)

ব্রহ্মা ও হর এই দুই জনের মধ্যে যেমন যজ্ঞপুরুষ (হরি) উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনিও তদ্রূপ মহাদেব এবং অট্টহাস নামে দুই অগ্রজ ও অনুজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। (৬)

তিনি গৌড়াধিপতির নিকট **শ্রীহস্তিনী** নামে একটী অতি মনোমত শাসন (গ্রাম) প্রাপ্ত হন। অনন্তর (তিনি) মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তিসদৃশ রথাঙ্গপ্রমুখ আটটী পুত্র উৎপাদন করেন। (৭)

ক্ষীর-সমুদ্র হইতে চন্দ্রের ন্যায় রথাঙ্গ হইতে জনগণের আনন্দ-জনয়িতা, সম্পূর্ণ কলা ও কেলির নিলয়স্বরূপ অত্যঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রজ্ঞাপ্রভা [illegible]রূপে স্ফুরিত হইত

* বংশ—এক পক্ষে বাঁস ও অপর [illegible] পক্ষে পক্ষী অর্থ।

বলিয়া ইনি "স্ফুরিত" নামেও সর্ব্বত্র প্রকাশ ছিলেন। বুধগ্রহের ন্যায় বুধ নামে ইহার একটী পুত্র হইয়াছিল। (৮)

তাঁহা (বুধ) হইতেই কুলশ্রীবৃদ্ধির একমাত্র কারণ, অকপট পুরস্কাররূপ মহাতরুর মূল-কন্দস্বরূপ, মানবরূপে ভুবনের অলঙ্কারকারী, ভগবান আদিদেবের ন্যায় শ্রীআদিদেব উৎপন্ন হইয়াছিলেন। (৯)

তিনি বঙ্গরাজের রাজ্যলক্ষ্মীর বিশ্রামসচিব, মহামন্ত্রী, মহাপাত্র ও অবার্থ সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন। (১০)

তিনি পৃথিবী-পরিপালনে সমর্থ উচ্চ পদ ও পুরুষকার প্রাপ্ত, জগতে অদ্ভুতোপম দেবকী-গর্ভসম্ভব সরস্বতীপতি গোবর্দ্ধন (নামে) পুত্র উৎপাদন করেন। (১১)

যিনি বীরস্থলী মধ্যে ভুজলীলাদ্বারা এবং বাগ্মী তার্কিকদিগের সভাস্থলে স্বীয় বিদ্যাবত্তা দ্বারা বসুমতী ও সরস্বতীকে বর্দ্ধিত করিয়া স্বীয় গোবর্দ্ধন নামের দুই প্রকারেই সার্থকতা করিয়াছিলেন। (১২)

তিনি বন্দ্যঘটী-কুলোদ্ভব জনৈক ব্রাহ্মণের বন্দনীয়া সংযতা কন্যা অঙ্গনাশ্রেষ্ঠ-সাঙ্গকার পাণিগ্রহণ করেন। (১৩)

স্বপ্নে নিজ-জন্ম-জ্ঞাপন করিয়া ভগবান্ হরি যেমন জন্মলাভ করিয়াছিলেন, (সেইরূপ) ধরা-মণ্ডলের কল্পতরুরূপ (গোবর্দ্ধন) হইতে সেই সাঙ্গকাতে হরিই যেন শ্রীভবদেব মূর্ত্তিতে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। চিহ্নদ্বারা পদ্মদয় যাঁহার পাণিযুগলের প্রণয়ী বলিয়া লক্ষিত হইত, যাঁহার প্রকাশরূপ অভ্যুদয় হইতে কৌস্তভ (মণি) অন্তর্নিহিত (রহিয়াছে) এরূপ (সকলে) জ্ঞাত হইত। (১৪)

(তিনি) দক্ষিণহস্তে লক্ষ্মীকে, মন্ত্রিবিভবে ধরামণ্ডলকে, জিহ্বাগ্রে সরস্বতীকে, শত্রুশরীরে নাগান্তক গরুড়কে এবং পাদতলে চক্রকে সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহার সেই আদ্য-দিব্য শরীর গোপন করিবার জন্য নিশ্চয়ই নিজের এই চিহ্ন সকল পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। (১৫)

যাহার মন্ত্র-শক্তিরূপ সচিবাশ্রিত হইয়া সেই ধর্ম্মবিজয়ী রাজা হরিবর্ম্মদেব বহুকাল রাজত্ব করেন এবং (তাঁহার) পুত্রের সময়েও রাজলক্ষ্মী বহুসংখ্যক কমলশ্রীর ন্যায় যাঁহার দণ্ডনীতি-পথের অনুগামিনী হইয়াছিলেন। (১৬)

ইনি একজন সৎপাত্র ও মহাশয় ছিলেন, লক্ষ্মীদেবী ইঁহাকে আশ্রয় করায় ইনি ক্ষ্মাপালক এবং নিখিল-গুণের আলয় ছিলেন। ইঁহার অন্তঃকরণ অনাবিল এবং আত্মা দৈন্যহীন ছিল। (ইঁহার) মর্য্যাদা, মহিমা, প্রসাদ, শৌর্য্য, ধৈর্য্য ও স্থিতি এই সকল গুণ বাক্পথ অতিক্রম করিয়া প্রায় সকলেরই তৃপ্তিজনক হইয়াছিল। (১৭)

মহাগৌরী কীর্ত্তি, উজ্জ্বল-অসিযুক্ত-ভয়ঙ্কর ভুজলতা ভীষণ-রণক্রীড়ায় রিপু-রুধির-চর্চ্চিত রণস্থল, মহালক্ষ্মীরূপ মূর্ত্তি এবং স্বভাবসুন্দর বাক্য ইত্যাদি শক্তিপ্রপঞ্চ যাহাকে এই ধরাতলে পরমেশ বলিয়া [illegible] য়াছিল। (১৮)

যাঁহার বলবৎ [illegible] র হীনপ্রভ [illegible] দ্যোতশাবকের ন্যায় হইয়াছিলেন"

এবং যাহার যশঃশশীর উচ্চরূপে উদিত হইলে কুমারদিনের (হিমাদ্রি)ও জায় প্রমাণ হইয়াছিলেন। (১৯)

(যিনি) ব্রহ্মাদ্বৈতবিদ্‌দিগের (অদ্বৈতবাদিগণের) উদাহরণ স্থান, উদ্ভূত বিদ্যাসমূহের অদ্ভুত স্রষ্টা, ভট্টগণের বাক্যাবলীর গভীরতাগুণের প্রত্যক্ষ দর্শক ও কবি, বৌদ্ধরূপসমুদ্রের অগস্ত্যমুনি এবং পাষণ্ড ও বৈতণ্ডিকদিগের প্রজ্ঞাখণ্ডনে পণ্ডিত,—ইনি পৃথিবীতলে সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় লীলা করিতেন। (২০)

যিনি সিদ্ধান্ত, তন্ত্র ও গণিতরূপ অর্ণবের পারদর্শী, হোরাসংহিতাসমূহে নিখিল অদ্ভুত প্রসবিতা নূতন হোরাশাস্ত্রের প্রণেতা ও গবেষক হইয়া দ্বিতীয় বরাহস্বরূপ হইয়া ছিলেন। (২১)

যিনি ধর্ম্মশাস্ত্র পদ্ধতিতে সমুচিত প্রবন্ধ সকল রচনা করিয়া [illegible] নিবন্ধ সমুদায় অঙ্গীকৃত করিয়াছিলেন এবং ব্যাখ্যা দ্বারা মুনিদিগের ধর্ম্মব্যাখ্যা সকল বিশদীকৃত করিয়া স্মার্তক্রিয়া-বিষয়ের সংশয়রাশি ছিন্ন করিয়াছিলেন। (২২)

ইনি কুমারিলভট্ট-কথিত নীতি-অনুসারে মীমাংসাদর্শনের এক উপায় রচনা করেন, যাহাতে সূর্য্যকিরণস্বরূপ সন্দেহ [illegible] ন্যায় সন্নিবিষ্ট থাকিয়া তমোরাশি দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অধিক কি, ইনি সাংখ্যে, মীমাংসায়, সমস্ত কবিকর্ম্মে, সঙ্গীতে, আগমে এবং আয়ুর্ব্বেদ, অস্ত্রবেদ প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্রেই কৃতবিদ্য হইয়া জগতে অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন। (২৩)

যাঁহার 'বালবলভীভুজঙ্গ' এই নামটী কাহার নিকট না আদৃত হইয়াছে? মীমাংসা কর্তৃকও ঐ নামটী সপুলকে আকর্ণিত হইয়াছে, বর্ণিত হইয়াছে এবং উদ্গীত হইয়াছে। (২৪)

দংষ্ট্রাগ্র ও দুষ্ট সর্পকর্তৃক কৃত ব্রণরূপ মোহরাত্রির প্রত্যূষকালীন তূর্য্যনিনাদসদৃশ মন্ত্রাক্ষর-দ্বারা অশেষ জগৎ অপূর্ব্ব উজ্জীবিত করিয়া যিনি গরল কোলিতে (যেন) মৃত্যুঞ্জয় নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন। (২৫)

যিনি রাঢ়দেশে জলশূন্য জাঙ্গলপথে, গ্রামের উপকণ্ঠে ও সীমাস্থানসমূহে প্রান্তপান্থগণের ও পশুগণের তৃপ্তিকর এবং পর্য্যাপ্তস্থ ভাবে স্নাত-কুলাঙ্গনাগণের মুখপদ্মের প্রতিবিম্ব-বিমুগ্ধ মধুপীগণ কর্তৃক শূন্য-নলিনীবন একটী জলাশয় প্রস্তুত করিয়াছিলেন। (২৬)

(তিনি) ভবসমুদ্র পার হইবার সেতুর ন্যায় প্রসাদানুগ্রহকারী ভগবান্ নারায়ণকে শিলারূপে প্রতিষ্ঠাপিত করেন, উহা প্রাচীদিকের বদনেন্দুর নীলবর্ণতিলক, ভূমির লীলাকমল উৎপল ও সর্ব্বসঙ্কল্পপ্রদ ভূতলের পারিজাত বৃক্ষস্বরূপ হইয়াছিল। (২৭)

তিনি এই প্রাসাদকে কৈলাসপর্ব্বতের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া বর্দ্ধিতা-শ্রী এবং শ্রীবৎসলাঞ্ছন হরির মত শ্রীমান্ ও চক্রচিহ্নপরিশোভিত করিয়াছিলেন; যে (প্রাসাদ) বৈজয়ন্ত (ইন্দ্রপুরী) জয় করিয়া আকাশমার্গে বৈজয়ন্তী শোভা বিস্তার করিতেছে এবং যাহার শ্রী সন্দর্শন করিয়া মহাদেব কৈলাসেও অভিলাষ করেন না। (২৮)

তিনি সেই প্রাসাদের গর্ভগৃহমধ্যে ব্রহ্মার মুখসমূহে বেদবি[illegible], ভগবান্ বিষ্ণুর নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহ এই তি[illegible] সংস্থাপন ক[illegible]

তিনি এই হরিমেধাকে পৃথিবীতে বিশ্রামার্থ আগত বিদ্যাধরীসদৃশ একশত মৃগনয়না অঙ্গনা দান করিয়াছিলেন। উহারা (ভগবান্) ত্রিনয়ন কর্ত্তৃক ভস্মীকৃত মদনকেও কটাক্ষপাতে উজ্জীবিত করিত এবং নানাবিধ সঙ্গীতকেলি ও শোভার আকর হইয়া কামিজনের একমাত্র সঙ্গমস্থান হইয়াছিল। (৩০)

তিনি সেই প্রাসাদের অগ্রভাগে জাগতিক পুণ্যের একমাত্র পথস্বরূপ ও মরকতমণির ন্যায় নির্ম্মল-সুচ্ছায়-জলশালিনী একটী বাপী প্রস্তুত করেন, উহা জলমধ্যে যেন প্রতিবিম্বচ্ছলে, বলিছলনকারী বিষ্ণুর অদ্ভুত ধাম দেখাইয়া সমধিকরূপে শোভিত হইয়াছিল। (৩১)

তিনি স্বর্গপথোভাগারী সেই প্রাসাদের সমীপে সংসারের সারস্বরূপ একটী উদ্যানবস্তু প্রস্তুত করেন, উহা সকল মনুষ্যের নেত্র-আনন্দকরণের পাত্র, পরম রতি-উৎপাদক এবং ত্রিভুবনজয়ে ক্লান্ত অনঙ্গের বিশ্রামস্থান। (৩২)

তাঁহারই প্রিয় সুহৃদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ বাচস্পতি কবি-কর্ত্তৃক এই প্রশস্তি বিরচিত হইয়াছিল। এই প্রশস্তি সুবর্ণ-কাঞ্চীর ন্যায় পবিত্র প্রাসাদরূপ-জঘনে সুমূর্ত্তি ও সুন্দর কীর্ত্তিস্বরূপ কল্প পর্য্যন্ত অবস্থিত হউক। (৩৩)

বালবলভীভুজঙ্গ অপর নাম ভট্ট ভবদেবের এই প্রশস্তি।